যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

হাওড়া-সহরস্থে
"পৃথিবীর ইতিহাস" মুদ্রা-যন্ত্রে
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বৰ্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং রামচন্দ্রপুরঃ পুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা।
'পৃথিবীরইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রীত স বতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূযাৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া-সহরস্থে "পৃথিবীর ইতিহাস" মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

——:*:——

ভূমিকা।

"যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব শুভানাঞ্চৈব কর্ম্মণাং। বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥
যশ্চ কাষ্ঠময়ো হস্তী যশ্চ চর্ম্মময়ো মৃগঃ। যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ॥"

* * *

[বেদহীন মনুষ্য—কাষ্ঠময় হস্তী বা চর্ম্মাবৃত প্রাণহীন মৃগের ন্যায় নামধারী মনুষ্য মাত্র;—বেদপাঠের শুভফল অবশ্যম্ভাবী,—বেদপাঠে অর্থজ্ঞান একান্ত আবশ্যক;—বেদার্থের সত্যজ্ঞানে শ্রেয়োলাভ;—যজুর্ব্বেদ-প্রচারের ইতিকথা,—বেদ—জ্ঞানের খনি,—যজুর্ব্বেদ যেমন কর্ম্মপদ্ধতি-জ্ঞাপক, তেমনই জ্ঞানের পরিপোষক।]

বেদহীন মনুষ্য।

যজ্ঞ-সমূহের, তপস্যাদি কার্য্যের এবং সকল শুভকর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য, বেদ-পাঠে অবগত হওয়া যায়, এই জন্যই বেদই দ্বিজাতিগণের পরম নিঃশ্রেয়সকর। যাঁহারা বেদ অধ্যয়নে বিরত আছেন, শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাঁহারা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হস্তী অথবা চর্ম্মময় প্রাণহীন দেহধারী মাত্র। শাস্ত্র-বাক্যের মর্ম্ম এই যে, মানুষ, যদি তুমি সাংসারিক আধিব্যাধি-শোকতাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাও, যদি তোমার পরম-নিঃশ্রেয়স-রূপ মুক্তি লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা থাকে, তুমি বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হও। যদি বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্তি না জন্মে, তুমি বৃথাই দেহধারণ করিয়া আছ, বুঝিবে! কাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রাণহীন হস্তী যেমন অথবা চর্ম্মাচ্ছাদিত প্রাণশূন্য মৃগমূর্ত্তি যেমন—হস্তীর অথবা মৃগের উপযুক্ত কোনই কার্য্যসাধক নহে; মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া, দ্বিজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়া, যদি বেদ অধ্যয়ন না করিলে, তোমারও দেহধারণ সেইরূপ বৃথাই হইবে।

* * *

বেদপাঠে শুভফল।

সকল বেদ অধ্যয়ন সকলের পক্ষে সম্ভবপর না হইতে পারে। কিন্তু যিনি যে শাখার অন্তর্ভুক্ত, সে শাখার সে বেদ পাঠ করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। বিদ্যানুরাগী অনেকেই আছেন, বিদ্যার চর্চ্চা অনেকের মধ্যেই বিদ্যমান দেখিতে পাই; গ্রন্থাদি পাঠে অনেকে অকুণ্ঠিত-চিত্তে কালক্ষেপ করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনার ইষ্টসাধক—ঐহিক-পারত্রিকের মঙ্গলপ্রদ যে বেদ, তৎপ্রতি অতি অল্প ধীমানেরই দৃষ্টি নিপতিত দেখি, ইহা যে আত্মার পরম অনিষ্টকর, তাহা অতি অল্প-জনেই স্মরণ

করেন। শাস্ত্র তারস্বরে কহিয়াছেন,—"যস্ত্বনধীতবেদোঽন্যত্র শ্রমং কুর্য্যাৎ অসৌ সসন্তানঃ শূদ্রত্বমেতি।" অর্থাৎ, বেদ অধ্যয়নে বিরত থাকিয়া যিনি অন্য গ্রন্থাদি পাঠে সময়ক্ষেপ করেন, পুত্রাদি সহ তাঁহার নীচগতি-প্রাপ্তি ঘটে। বেদ-পাঠের সুফল-বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যের অন্ত নাই। সর্প যেমন খোলস পরিত্যাগ করিয়া নবদেহ লাভ করে, বেদাধ্যয়নের ফলে মানুষও সেইরূপ নবজীবন প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রোক্তি; যথা,—"সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতৎ ত্রিকং দ্বিজঃ। মহতোঽপ্যেনসো মাসাৎ ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে॥"

* * *

বেদার্থ-জ্ঞান আবশ্যক।

অনেকের বিশ্বাস, বুঝি বা তোতাপাখীর ন্যায় আবৃত্তি করিলেই বেদপাঠের ফললাভ হয়। তাই অনেকত্র দেখি, মন্ত্রটী মাত্র কণ্ঠস্থ আছে, কিন্তু অর্থজ্ঞান নাই। কেহ কেহ আবার, বুঝিয়াই হউক বা না বুঝিয়াই হউক, বেদ-মন্ত্রের অর্থকে বাগ্জালে আবৃত করিয়া রাখিতে চাহেন। প্রকৃত অর্থ বোধগম্য না হইলে, পরন্তু কদর্থ-বিভ্রমে নিপতিত থাকিয়া প্রাধান্য-খ্যাপনে প্রয়াসী হইলে, শোচনীয় অবস্থাতেই উপনীত হইতে হয়। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের অনেকেই এখন এই অবস্থায় উপনীত। বেদ কি—তাঁহারা হয় ত চক্ষেও দেখেন নাই; অথবা, বেদের কোনও একটা প্রচলিত-ব্যাখ্যা দেখিয়া, তাঁহাদিগকে লজ্জাবনম্র হইতে হইয়াছে; এইজন্য, বেদার্থ প্রচ্ছন্ন রাখিবার আকাঙ্ক্ষা, তাঁহাদের মধ্যে আত্মাপ্রায় বলবতী দেখিতে পাই। কিন্তু যাঁহারা একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পারিবেন; বেদের মধ্যে কি অমূল্য রত্ন-রাজি ঔজ্জ্বল্য বিস্তার করিয়া আছে—তাঁহারা অবশ্যই তাহা দেখিতে পাইবেন;—তাঁহাদের নিকট, সত্যের আলোক প্রকাশের ন্যায়, বেদ-বাক্যের অর্থ-প্রকাশ-পক্ষে কোনও সংশয় উপস্থিত হইবে না। বেদাধ্যয়নে অর্থবোধ একান্ত প্রয়োজনীয়। বেদানুক্রমণিকার প্রারম্ভে মহামতি সায়ণাচার্য্য তাই উচ্চকণ্ঠে বিঘোষিত করিয়াছেন,— 'যিনি বেদ-অধ্যয়ন করিয়াছেন, অথচ বেদের অর্থ অবগত নহেন; তিনি স্থাণুর ন্যায় কেবলমাত্র ভারবহন করিয়াই থাকেন। অগ্নিহীন-প্রদেশে শুষ্ক-কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে, যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না, অর্থ না জানিয়া বেদ-মন্ত্র অধ্যয়নও সেইরূপ নিষ্ফল জানিবে।' এ সম্বন্ধে যাস্কোদ্ধৃত শাস্ত্রোক্তি; যথা,—

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা॥
যদ্‌গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥" *

* * *

শ্রেয়োলাভ বেদ-জ্ঞানে।

মনুষ্য-জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, বেদরূপ নেত্র-দ্বারাই তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যিনি বেদজ্ঞ নহেন, ব্রহ্মবস্তু তাঁহার জ্ঞানাতীত রহিয়াই গেলেন। শ্রুতি কহিয়াছেন,—"নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং।" শাস্ত্র-বাক্য যদি মান্য করিতে হয়, আপনার শ্রেয়োলাভের প্রতি যদি প্রযত্ন থাকে, সমগ্র বেদ অধ্যয়নে সমর্থ যদি নাও হইতে পার, আপন আপন শাখার অন্তর্গত বেদ-পাঠে অনুরক্ত হও।

* ভাষ্যকারের অনুক্রমণিকা অংশে এ বিষয়ে শতপথ-ব্রাহ্মণের প্রমাণাদি দ্রষ্টব্য। (৭ম পৃষ্ঠা দেখুন।)

শ্রুতিপ্রোক্ত বেদও যদি সমগ্র পাঠ করিতে সমর্থ না হও, তবে যতদূর সামর্থ্য হয়, তৎপক্ষে বিরত হইও না। নিত্যকর্ম্ম-বিধিতে প্রতিদিন চতুর্ব্বেদের আদ্যমন্ত্র-চতুষ্টয় ব্রহ্মযজ্ঞরূপে পঠিত হইয়া থাকে। সেই পঠন-ক্রিয়া হইতে আমরা কি শিক্ষালাভ করি? তাহার সার মর্ম্ম এই যে, চতুর্ব্বেদ পাঠ করিতেই উদ্বুদ্ধ হও; সমগ্র বেদ পাঠে শক্তি না থাকে, যে বেদের যতটুকু পাঠ করিতে শক্তিমান্ হও, তাহাই অধ্যয়ন কর। হেলায় রত্ন হারাইও না। যে বেদের যতটুকু পাঠ করিবার সুবিধা হয়, অর্থজ্ঞানলাভপূর্ব্বক তাহাই অধ্যয়নে প্রযত্নপর হও। বঙ্গদেশের বড়ই দুর্ভাগ্য, বাঙ্গালীর নিতান্তই দুর্দৈব যে, বঙ্গাক্ষরে বা বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত বেদের ব্যাখ্যা প্রচারিত হয় নাই। মাত্র ঋগ্বেদের একটী সম্পূর্ণ এবং কয়েকটী অসম্পূর্ণ সংস্করণ, এবং সামবেদের একটী মাত্র সংস্করণ বঙ্গভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ যে কখনও বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যাত বা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। ঋগ্বেদাদিরও যে সকল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এখন এক প্রকার অপ্রচলিত; পরন্তু তৎসমুদায় পাশ্চাত্য-মতানুসারী একদেশদর্শিতা-দোষদুষ্ট; অর্থাৎ,—সে সকল অনুবাদে বেদের বিশ্বজনীন মঙ্গলপ্রদ পবিত্র অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। সে বিষয়, আমাদের ব্যাখ্যার সহিত অন্যান্য প্রচলিত ব্যাখ্যার তুলনায় আলোচনা করিলেই প্রতীত হইবে।

যজুর্ব্বেদ প্রচারে।

যে যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এই ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখিত হইতেছে, সেই যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ এ দেশে বিরল নহেন; কিন্তু সেই বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা এ দেশে সম্পূর্ণ বিরল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের যে ব্যাখ্যা—যজুর্ব্বেদ অন্তর্গত মন্ত্রের প্রচলিত আছে, তাহাও যে কতদূর সুসঙ্গত, আমরা বলিতে পারি না। মন্ত্রার্থের বিচারকালেই তাহার সঙ্গতি অসঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম হইবে। যজুর্ব্বেদের মন্ত্র-বিষয়ে মহীধরের ভাষ্যই সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়। আমরা মন্ত্রসহ সেই ভাষ্যই প্রকাশ করিলাম। বাহুল্যভয়ে সে ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ প্রকাশে যদিও বিরত রহিলাম; কিন্তু আমাদের আলোচনার মধ্যে তাহার স্থূল স্থূল বিষয় সন্নিবিষ্ট হইল। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই আলোচনা দৃষ্টে ভাষ্যের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিতে পারিবেন। এই ভূমিকার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যজুর্ব্বেদানুক্রমণিকা—সেই ভাষ্যকার পণ্ডিতপ্রবর মহীধরেরই রচিত। তাঁহার ভাষ্য ও অনুক্রমণিকা বিশদ ও বিস্তৃত; কিন্তু তিনি যজুর্ব্বেদোৎপত্তির যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা পুরাণ-প্রসঙ্গের অনুসারী নহে। অতএব, আমরা বিষ্ণুপুরাণ হইতে যজুর্ব্বেদ উৎপত্তির ও বিস্তারের বিবরণ সংক্ষেপতঃ প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিলাম। বেদোৎপত্তির মূল-বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণের উক্তি,—

"ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুং প্রচক্রমে। অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্॥
ঋগ্বেদশ্রাবকঃ পৈলং জগ্রাহ স মহামুনিঃ। বৈশম্পায়ননামানং যজুর্ব্বেদস্য চাগ্রহীৎ॥
জৈমিনিং সামবেদস্য তথৈবাথর্ব্ববেদবিৎ। সুমন্তুস্তস্য শিষ্যোঽভূদ্বেদব্যাসস্য ধীমতঃ॥"

ভাবার্থ,—বেদব্যাস ব্রহ্মার নিকট হইতে চারি বেদ প্রাপ্ত হইয়া, চারি জন বেদপারগ

শিষ্যকে (পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ) শিক্ষা দিয়াছিলেন (বি॰ পু॰ ৩৫৭৯)। এ বিষয়ে অবশ্য, পুরাণের সহিত ভাষ্যকারের মতভেদ দৃষ্ট হয় না। গুরু বৈশম্পায়ন, শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি যে কারণ-বশতঃ রোষপরায়ণ হন, তাহার বিশেষ উল্লেখ অনুক্রমণিকায় নাই। বিপ্র-নিন্দার কারণ যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি বৈশম্পায়ন রোষাবিষ্ট হইয়াছিলেন, পুরাণে এইরূপ উল্লেখ আছে। অধীতবিদ্যা উদ্গীরণ বিষয়ক রূপক ভাষ্যানুক্রমণিকাতে পুরাণেরই অনুবর্ত্তী দেখি। কিন্তু একটী বিষয়ে পুরাণের সহিত ভাষ্যকারের মতদ্বৈধ দেখিতে পাই। পুরাণে আছে,—"যজূংষ্যথ বিসৃষ্টানি যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ দ্বিজাঃ। জগৃহুস্তিত্তিরা ভূত্বা তৈত্তিরীয়াস্তু তে ততঃ॥" * এখানেও গুরুতর ভাবব্যত্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে পুরাণে আছে,—"যাজ্ঞবল্ক্যস্তু … ব্রহ্মরাতসুতো দ্বিজঃ।" † অথচ শ্রুতিবাক্য,—"বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেন।" তবে কি বাজসনি ও দেবরাত অভিন্ন? অথবা, দুই যাজ্ঞবল্ক্যের বিষয় এখানকার লক্ষীভূত? অপিচ, পুরাণে বাজসনির উৎপত্তির বিষয় যাহা বর্ণিত আছে, তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্যকে বাজসনির অপত্য (পুত্র) বলিতে পারা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য যখন সূর্য্যদেবের নিকট নির্ম্মল বেদবিদ্যা লাভের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, পুরাণের ভাষায় রূপকে প্রকাশ, সূর্য্যদেব তখন বাজিরূপ ধারণপূর্ব্বক অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন। সেই হইতে, বাজি-প্রোক্ত বলিয়া, 'বাজসনেয়' নাম সূচিত হয়। যথা,—"যজূংষি যৈরধীতানি তানি বিপ্রৈর্দ্বিজোত্তম। বাজিনস্তে সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যাশ্বঃ সোঽভবদ্যতঃ॥" এই হইতেই শুক্লযজুর্ব্বেদের শাখা বাজসনেয়ি-সংহিতা নামে অভিহিত। পুরাণে উক্ত আছে, যজুর্ব্বেদের আর এক নাম—অযাতযাম। বৈশম্পায়নেরও যে বিদ্যা অজ্ঞাত ছিল, সূর্য্যদেব কর্তৃক সে বিদ্যা পর্য্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই হেতু সেই হইতে শুক্ল-যজুর্ব্বেদের অপর একটী নাম অযাতযাম হয়।

* * *

বেদ জ্ঞানের খনি।

যজুর্ব্বেদের বিভাগাদির পরিচয়, ঋগ্বেদ-সংহিতার ভূমিকা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। ‡ অনেকে মনে করেন,—'উপনিষৎ হইতে বেদ স্বতন্ত্র; উপনিষদে যে জ্ঞানমার্গের দিব্যজ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়, বেদে তাহার অসদ্ভাব আছে।' বলা বাহুল্য, এ মত পাশ্চাত্যের অনুসারী। অতি অসভ্য আদিম অবস্থায় যখন জ্ঞানের স্ফুরণ হয় নাই, তাঁহাদের মতে, বেদ সেই আদি-কালের রচনা। পরিশেষে জ্ঞানস্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদাদি পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিন্তু সে ধারণা—বিভ্রম মাত্র। কেন-না, উপনিষৎ-সমূহও বেদেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই বাজসনেয়-সংহিতার চত্বারিংশ অধ্যায় লক্ষ্য করিতে পারি; সে অধ্যায়ে, 'ঈশোপনিষৎ' সম্পূর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপনিষৎ বেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লক্ষিত হয়। কোনও

---

* ভাষ্যানুক্রমণিকায় উক্তি,—"বৈশম্পায়নশিষ্যাস্তিত্তিরয়ো ভূত্বা যজূংষ্যভক্ষয়ন্।"

† ভাষ্যানুক্রমণিকায় আছে,—"বাজস্যান্নস্য সনির্দ্দানং যস্য স বাজসনিস্তদপত্যং বাজসনেয়স্তেন যাজ্ঞবল্ক্যেন।"

‡ আমাদের সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতার 'ভূমিকা' অংশ, ৩২ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কোনও উপনিষৎ বেদের অন্তর্ভুক্ত না হইয়াও বেদার্থপ্রকাশক-রূপে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। ফলতঃ, বেদের মধ্যে, বেদের ব্যাখ্যার মধ্যে, উপনিষদের জ্ঞান যে ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত রহিয়াছে, চক্ষুষ্মান্ মাত্রই তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই যে যজুর্ব্বেদ—যাহার ভূমিকার প্রসঙ্গে এতদ্বিষয় আখ্যাত হইল; তাহার মধ্যে জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি তিনেরই বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। যজুর্ব্বেদ যেমন কর্ম্মপদ্ধতি-জ্ঞাপক, যজুর্ব্বেদ তেমনই জ্ঞানের পরিপোষক; আবার উহার মধ্যে ভগবদ্ভক্তির অমৃতনিঃস্যন্দিনী ধারা প্রবহমানা রহিয়াছে। বৃহদ্‌গ্রন্থ; ধৈর্য্যহারা হইলেই রসাস্বাদে বিঘ্ন ঘটিবে। একাগ্রচিত্তে মন্ত্রগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন। কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি—ত্রিতত্ত্বের সাধনায় অনুপ্রাণিত হউন। দেখিবেন,—অন্ধতম সাচ্ছন্ন-হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ স্বতঃ-বিকসিত হইবে। হয় তো প্রথমাংশ কিছু দুর্ব্বোধ্য জটিল বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু উত্তরোত্তর যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে, ইক্ষুদণ্ডের ক্লেশকর চর্ব্বণ-ব্যাপারের পর চোষণোপযোগী মধুর রসের ন্যায় আনন্দসুধাস্বাদ ততই অনুভূত হইবে।

যজুর্ব্বেদানুক্রমণিকা।

প্রণম্য লক্ষ্মীং নৃহরিং গণেশং ভাষ্যং বিলোক্যোবটমাধবীয়ং।
যজুর্ম্মনূনাং বিলিখামি চার্থং পরোপকারায় নিজেক্ষণায় ॥ ১ ॥
দূরাদসূয়াং নিধূর্য় কৃপাং কৃত্বা মমোপরি।
বিলোক্যো বেদদীপোঽয়ং বুদ্ধিমদ্ভির্দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ২ ॥

তত্রাদৌ ব্রহ্মপরম্পরয়া প্রাপ্তং বেদং বেদব্যাসো মন্দমতীন্ মনুষ্যান্ বিচিন্ত্য তৎকৃপয়া চতুর্ধা ব্যস্য ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যাংশ্চতুরো বেদান্ পৈলবৈশম্পায়নজৈমিনিসুমন্তুভ্যঃ ক্রমাদুপদিদেশ। তে চ স্বশিষ্যেভ্যঃ। এবং পরম্পরয়া সহস্রশাখো বেদোজাতঃ। তত্র ব্যাসশিষ্যো বৈশম্পায়নো

যজুর্ব্বেদানুক্রমণিকার মর্ম্মানুবাদ।

লক্ষ্মীদেবীকে, নরহরিদেবকে এবং গণপতিকে প্রণতিপূর্ব্বক, উবটের এবং মাধবের ভাষ্য দর্শন করিয়া, আত্মজ্ঞানপরিবর্দ্ধন কামনায় এবং পরোপকারসাধন-কল্পে, অর্থ সহ আমি যজুর্ম্মন্ত্র প্রকটন করিতেছি ॥ ১ ॥

অসূয়াকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া, আমার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক, বুদ্ধিমান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ বেদরূপ এই দীপ, সরল অন্তঃকরণে দর্শন করিবেন ॥ ২ ॥

আদিতে ব্রহ্মপরম্পরাক্রমে প্রচারিত বেদ (মহামতি) বেদব্যাস প্রাপ্ত হন। মন্দমতি মনুষ্যগণের কল্যাণ-কামনা করিয়া, কৃপাপূর্ব্বক তিনি বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন; ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি ভাগে তৎকর্তৃক বেদ বিভক্ত হয়। ঐ বেদচতুষ্টয় সম্বন্ধে মহামতি বেদব্যাস, যথাক্রমে পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তুকে উপদেশ দেন। তাঁহারা আবার আপন আপন শিষ্যগণকে তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই প্রকারে পরম্পরাক্রমে বেদের সহস্র শাখা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অনন্তর ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন, যাজ্ঞবল্ক্যাদি

যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ স্বশিষ্যেভ্যো যজুর্ব্বেদমধ্যাপয়ৎ। তত্র দৈবাৎ কেনাপি হেতুনা ক্রুদ্ধো বৈশম্পায়নো যাজ্ঞবল্ক্যং প্রত্যুবাচ মদধীতং ত্যজেতি। স যোগসামর্থ্যানমূর্ত্তাং বিদ্যাং বিধায়োদ্বমৎ। বান্তানি যজূংষি গৃহ্নীতেতি গুরূক্ত্যা অন্যে বৈশম্পায়নশিষ্যাস্তিত্তিরয়ো ভূত্বা যজূংষ্যভক্ষয়ন্। তানি যজূংষি বুদ্ধিমালিন্যাৎ কৃষ্ণানি জাতানি। ততো দুঃখিতো যাজ্ঞবল্ক্যঃ সূর্য্যমারাধ্যান্যানি শুক্লানি যজূংষি প্রাপ্তবান্। তানি চ জাবালগৌধেয়কাণ্বমাধ্যন্দিনাদিভ্যঃ পঞ্চদশশিষ্যেভ্যঃ পাঠিতবান্। তথা চ শ্রুতিঃ (বৃহদারণ্যং মাধ্যং ৫।৪।৩৩) আদিত্যানীমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্ত ইতি। অস্যার্থঃ। আদিত্যাদধীতান্যাদিত্যানি শুক্লানি শুদ্ধানি। বাজস্যান্নস্য সনির্দানং যস্য স বাজসনিস্তদপত্যং বাজসনেয়স্তেন যাজ্ঞবল্ক্যেন শিষ্যেভ্য আখ্যায়ন্তে কথ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র মধ্যন্দিনেন মহর্ষিণা লব্ধো যজুর্ব্বেদশাখাবিশেষো মাধ্যন্দিনঃ। যদ্যপি যাজ্ঞবল্ক্যেন বহুভ্যঃ শিষ্যেভ্য উপদিষ্টঃ তথাপীশ্বরকৃপয়া মধ্যন্দিন-সম্বন্ধিতয়া লোকে প্রথ্যায়তে। তং মাধ্যন্দিনং বেদং যেঽধীয়ন্তে বিদন্তি বা শিষ্যপরম্পরয়া বর্ত্তমানাস্তেঽপি মাধ্যন্দিনা উচ্যন্তে॥

স্বশিষ্যগণকে যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করান। অতঃপর, কোনও কারণে হঠাৎ শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, গুরু বৈশম্পায়ন, যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন,—'আমার নিকট অধীত বেদ পরিত্যাগ কর।' যোগসামর্থ্যবশতঃ যাজ্ঞবল্ক্য বেদকে মূর্ত্তিমান করিয়া যথাবিধি উদ্গীরণ করেন। গুরু কর্তৃক সেই বেদবিদ্যা পুনর্গৃহীত হইলে, বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ তিত্তির-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গুরু যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্গীরিত সেই যজুর্ব্বেদকে ভক্ষণ করেন। (ভাবার্থ এই যে, যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি গুরু বৈশম্পায়ন অসন্তুষ্ট হইলে, বৈশম্পায়ন-শিষ্য তিত্তির মুনিগণ যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন)। কিন্তু শিষ্যের বুদ্ধিমালিন্য-হেতু যজুর্ব্বেদ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন। (বেদাংশের কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ নামের ইহাই তাৎপর্য্য)। অনন্তর বিষাদিত-চিত্ত যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যদেবের আরাধনার ফলে শুক্ল-যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। (ভাবার্থ এই যে,—গুরু বৈশম্পায়নের নিকট বেদাধ্যয়নের পর, সূর্য্যদেবের নিকট যাজ্ঞবল্ক্য বেদজ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করেন; তাহাতে শুক্লযজুর্ব্বেদ-রূপ নির্ম্মল বেদ তাঁহার অধিগত হয়।) সেই শুক্ল-যজুর্ব্বেদের মন্ত্র-সমূহ যাবাল, গৌধেয়, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন প্রভৃতি তাঁহার (যাজ্ঞবল্ক্যের) পঞ্চদশ শিষ্য কর্তৃক পঠিত হয়। এ সম্বন্ধে শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যক্, মাধ্যং ৫।৫।৩৩) উক্ত হইয়াছে,—"আদিত্যানীমানি" ইত্যাদি; অর্থাৎ,—আদিত্য হইতে অধীত, সুতরাং শুক্ল বিশুদ্ধ। 'বাজ' অর্থাৎ অন্ন, 'সনি' অর্থাৎ যিনি দান করেন, তিনি বাজসনি তাঁহার অপত্য—বাজসনেয়। সেই বাজসনেয় রূপ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আপন শিষ্যদিগকে বেদবিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে মধ্যন্দিন মহর্ষি যে যজুর্ব্বেদের শাখা-বিশেষ প্রাপ্ত হন, তাহা মাধ্যন্দিন শাখা নামে অভিহিত হয়। যদিও যাজ্ঞবল্ক্য আপনার বহু শিষ্যকে যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন; তথাপি জগদীশ্বরের কৃপায় মধ্যন্দিন সম্বন্ধীয় মাধ্যন্দিন-শাখাই লোকে প্রখ্যাত আছে। সেই মাধ্যন্দিন বেদ যিনি অধ্যয়ন করেন, জানেন, এবং শিষ্যপরম্পরাক্রমে যাঁহাদের মধ্যে ঐ বেদের আলোচনা আছে, তাঁহারা মাধ্যন্দিন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। (ইহাই মাধ্যন্দিন-শাখার উৎপত্তির মূল)।

অত এব স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য. ইতি (শত০ ব্রা০ ১১৫৬৭) স্বশাখাধ্যয়নং বিহিতং তচ্চাধ্যয়নং প্রতিমন্ত্রমৃষিচ্ছন্দোদেবতাবিনিয়োগার্থজ্ঞানপূর্ব্বকং বিধেয়মন্যথা দোষশ্রবণাৎ। এতান্যবিদিত্বা যোঽধীতেঽনুব্রূতে জপতি জুহোতি যজতে যাজয়তে তস্য ব্রহ্ম নির্বীর্য্যং যাতযামং ভবত্যথান্তরাশ্বগর্ত্তং ব্যাপদ্যতে স্থাণুং বর্চ্ছতি প্রমীয়তে বা পাপীয়ান্ ভবতীতি কাত্যায়নোক্তে। (অনুক্রম০ ১১)। ঋষ্যাদিজ্ঞানে ফলশ্রবণাচ্চ। অথ বিজ্ঞায়ৈতানি যোঽধীতে তস্য বীর্য্যবদথ যোঽর্থবিত্তস্য বীর্য্যবত্তরং ভবতি জপিত্বা হুত্বেষ্ট্বা তৎফলেন যুজ্যত ইত্যুক্তেশ্চ (অনু০ ১।১) তস্মাদ্বেদমন্ত্রাণামৃষ্যাদিজ্ঞানমর্থজ্ঞানং চাবশ্যকমন্যথা বৈকল্যাৎ।

তত্র যজুর্ব্বেদমন্ত্রেষু কানিচিৎ যজূংষি কাশ্চন ঋচঃ। তত্র ঋচাং নিয়তাক্ষরপাদাবসানা-নামাবশ্যকং ছন্দঃ কাত্যায়নেনোক্তং। যজুষাং ষড়ুত্তরশতাক্ষরাবসানানামেকাক্ষরাদীনাং পিঙ্গলেন দৈব্যেকমিত্যাদিনোক্তং ছন্দো বোধ্যং। তদধিকানাং তু হোতা যক্ষদ্বনস্পতিমভিহীত্যাদীনাং (অধ্যা০ ২১।৪৬) নাস্তি ছন্দঃকল্পনা॥

তত্রাদ্যাধ্যায়ে দ্বিতীয়াধ্যায়াষ্টাবিংশতিকণ্ডিকাশ্চেতি দর্শপূর্ণমাসমন্ত্রাঃ। তেষাং পরমেষ্ঠী প্রাজাপত্য ঋষির্দেবা বা প্রাজাপত্যাঃ। দ্বিতীয়াধ্যায়ান্ত্যকণ্ডিকাষট্কং পিতৃযজ্ঞমন্ত্রাস্তেষাং

শতপথ-ব্রাহ্মণে (শ০ ব্রা০ ১১।৫৬৭) বিধি আছে,—"অতএব স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' ইতি। অর্থাৎ,—এই বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যিনি যে শাখার অন্তর্নিবিষ্ট, তাঁহার পক্ষে সেই শাখা অধ্যয়ন করাই বিহিত, অর্থজ্ঞান-পূর্ব্বক অধ্যয়ন, প্রতি মন্ত্র, ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, বিনিয়োগ প্রভৃতির জ্ঞানলাভ বিধেয়। অন্যথায়, পাপ সংস্পর্শ ঘটে। পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়ন-বিধি না জানিয়া যাহারা বেদ অধ্যয়ন করেন এবং বেদবাক্য উচ্চারণ করেন, মন্ত্রের জপ করেন, তদ্দ্বারা হোম-কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন, যাগ করেন এবং যাগ-সম্পন্ন করান, তাঁহাদের ব্রহ্মকর্ম্ম নির্ব্বীর্য্য অর্থাৎ ফলোপধায়ক হয় না। মহর্ষি কাত্যায়ন (অনুক্রম ১১) কহিয়াছেন,—"ঐরূপ মন্ত্রোচ্চারণকারিগণ (যাঁহারা অর্থজ্ঞানশূন্য ও কর্ম্মপারগ নহে), স্থাণুবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহাদিগকে পাপ স্পর্শ করে এবং তাহাদিগের নীচগতি প্রাপ্তি ঘটে।' মন্ত্রের ঋষি প্রভৃতি জ্ঞানের ফল বিষয়ে পুনঃপুনঃ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ঋষি প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া, যাঁহারা বেদ পাঠ করিবেন, তাঁহাদের শক্তি-বৃদ্ধি হইবে; যাঁহারা অর্থোপলব্ধি করিয়া মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা অধিকতর শক্তিমন্ত হইয়া থাকেন। সে ক্ষেত্রে তাঁহারা জপে ও হোমে অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—কাত্যায়ন (অনু০ ১।১) ইহাও বলিয়া গিয়াছেন। অতএব, বেদমন্ত্রের ঋষি প্রভৃতির জ্ঞান ও অর্থজ্ঞান অত্যাবশ্যক। অন্যথা সকল কর্ম্মই পণ্ড হয়।

যজুর্ব্বেদ-মন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি যজুঃ (গদ্য) আছে, আর কতকগুলি ঋক্ (ছন্দঃ) আছে। ঋক্গুলির যথাযোগ্য অক্ষর ও পদের উচ্চারণ আবশ্যক। ছন্দো-বিষয়ে কাত্যায়ন উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। পিঙ্গলের মতে—যজুর্মন্ত্রের মধ্যে ষড়ুত্তর শতাক্ষর অর্থাৎ এক শত ছয় অক্ষরে শেষ এবং একাক্ষরবিশিষ্ট দৈবী মন্ত্রও আছে। তদ্ভিন্ন "হোতা যক্ষদ্বনস্পতিঃ" প্রভৃতি অধিক-অক্ষর-বিশিষ্ট যজুর্মন্ত্রে (অ০ ২১।৪৬) ছন্দঃ-কল্পনা করা হয় না।

প্রথম অধ্যায়ের এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতি কণ্ডিকা পর্য্যন্ত অংশের মন্ত্রগুলি, দর্শপূর্ণমাস-যজ্ঞে প্রযুক্ত হয়। ঐ সকল মন্ত্রের ঋষি দেবতা—'পরমেষ্ঠী প্রাজাপত্যঃ' অথবা

প্রজাপতির্ঋষিঃ॥ আদ্যেঽধ্যায়ে সর্ব্বাণি যজূংষি একা পুরা ক্রূরস্তেতি (১।২৮) ঋক্। যজুষাং পিঙ্গলোক্তং ছন্দো বোধ্যং। বিস্তরভয়ান্নোচ্যতে। ঋচাং তু ছন্দাংসি ব্যক্তাস্তেবেতি তত্রাদ্যায়াং কণ্ডিকায়াং পঞ্চ মন্ত্রাঃ। দ্বৌ ত্র্যক্ষরৌ তৃতীয়শ্চতুরক্ষরঃ। চতুর্থোদ্বিষষ্ট্যক্ষরঃ। পঞ্চমো নবাক্ষরঃ॥

তত্র প্রকৃতিত্বাদাদৌ দর্শপূর্ণমাসমন্ত্রাঃ। যত্র কৃৎস্নাঙ্গানামুপদেশঃ ক্রিয়তে সা প্রকৃতিঃ। যত্র বিশেষাঙ্গমাত্রমুপদিশ্যতেঽঙ্গান্তরাণি তু প্রকৃতেরতিদিশ্যন্তে সা বিকৃতিঃ। তত্র প্রকৃতিস্ত্রিবিধা। অগ্নিহোত্রমিষ্টিঃ সোমশ্চেতি। তত্র যদ্যপি কৃতাধানস্যৈব দর্শপূর্ণমাসয়োরধিকারাদাদৌ অগ্ন্যাধান-মন্ত্রা বক্তুমুচিতাস্তথাপ্যাধানে পবমানেষ্টয়ো বিধেয়াস্তা অন্তরাধানস্যৈবাসিদ্ধেঃ। পবমানেষ্টীনাং চ দর্শপূর্ণমাসবিকৃতিত্বাৎ সোমেঽপি দীক্ষণীয়া প্রায়ণীয়াদিষু দর্শপূর্ণমাসসাপেক্ষত্বাদাদৌ দর্শপূর্ণমাসমন্ত্রাঃ পঠিতুং যুক্তাঃ। তে চ ইষেত্বাদয়ঃ॥ *

* * *

'প্রাজাপত্যঃ।' দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ ছয়টী কণ্ডিকায় পিতৃযজ্ঞের মন্ত্র আছে; তাহার ঋষি—প্রজাপতি। প্রথম অধ্যায়ের সমস্ত যজুর্ম্মন্ত্র 'একাপুরা ক্রূরস্তেতি' (১।২৮) ঋক্। পিঙ্গলোক্ত ছন্দোবিধিতে যজুর্ম্মন্ত্রের ছন্দঃ প্রভৃতির বিষয় বিবৃত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এস্থলে উক্ত হইল না। যাহা ঋক্, তাহাকে ছন্দঃ বলিয়া জানিবে। * আদি কণ্ডিকায় পাঁচটী মন্ত্র আছে। তন্মধ্যে দুইটী মন্ত্র ত্র্যক্ষর-বিশিষ্ট, তৃতীয় মন্ত্র—চতুরক্ষরবিশিষ্ট, চতুর্থ মন্ত্র—দ্বিষষ্ট্যক্ষরবিশিষ্ট, এবং পঞ্চম—নবাক্ষরবিশিষ্ট।

প্রকৃতি-আদিভূত যে মন্ত্র, তাহা দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে প্রযোজ্য। যাহাতে সকল প্রকার কর্ম্মাঙ্গের বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে প্রকৃতি (প্রকৃতি-যাগ) বলে। যাহাতে অঙ্গবিশেষের উপদেশ আছে, প্রকৃতির অঙ্গান্তরের বিবৃতি-হেতু, তাহা বিকৃতি নামে উক্ত হয়। প্রকৃতি—তিন প্রকার; যথা,—অগ্নিহোত্র, ইষ্টি, সোম। দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের অনুষ্ঠানের অধিকারী হইয়া প্রথমেই অগ্ন্যাধান মন্ত্র উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইলেও, পবমান ইষ্টিতে যে মন্ত্রের বিধান আছে, তাহার ব্যত্যয়ে কার্য্য অসিদ্ধ হয়। পবমান ইষ্টিরূপ যাগের দর্শপূর্ণমাস বিকৃতিহেতু সামমন্ত্রে দীক্ষণীয় অপ্রায়ণীয় (অনারম্ভনীয়) প্রভৃতি অবস্থায় দর্শপূর্ণমাস অপেক্ষিত থাকে। সেই হেতু সর্ব্বপ্রথমেই দর্শপূর্ণমাস মন্ত্র পাঠ করা বিধেয়। 'ইষেত্বা' প্রভৃতি মন্ত্র সেই বিষয়ে ইষ্টসাধক। *

* * *

---

* প্রথম কণ্ডিকায় 'ইষেত্বা প্রভৃতি যে পাঁচটী মন্ত্র আছে, তাহার প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম মন্ত্রের দেবতা 'শাখা', তৃতীয় মন্ত্রের দেবতা 'গোবৎসা', চতুর্থ মন্ত্রের দেবতা 'গাবঃ' (গাভীসমূহ), এইরূপ অধ্যাহৃত হয়। ব্যাখ্যাকারগণ তদনুসরণেই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের ব্যাখ্যা কিন্তু স্বতন্ত্ররূপ হইল। দুই ব্যাখ্যা মিলাইয়া যাঁহার যে ব্যাখ্যা গ্রহণীয়, তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন। (সম্পাদক)।

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

—*:⌣:*—

[শুক্লযজুর্ব্বেদ—বাজসনেয়িসংহিতা।]

—:*:—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

(প্রথমা কণ্ডিকা। মন্ত্রপঞ্চকাঃ।)

(১) ইষে ত্বা। (২) ঊর্জ্জে ত্বা। (৩) বায়ব স্থ।

(৪) দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণ আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা

ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা মা ব স্তেন ঈশত

মাঘশꣳসো ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাৎ বহ্বীঃ।

(৫) যজমানস্য পশূন্ পাহি ॥ ১ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে দেব! 'ইষে' (বৃষ্ট্যৈ, অভীষ্টবর্ষণায়) 'ত্বা' (ত্বাং) আহ্বয়ামি।

(২) হে দেব! 'ঊর্জ্জে' (বলপ্রাণপ্রাপণার্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) আহ্বয়ামি।

(৩) হে দেবাঃ! 'বায়বঃ' (বায়ুবদ্গতিশীলাঃ) 'স্থ' (ভবথ)। তস্মাৎ প্রার্থন'—অস্মান্ ত্বরয়া পরিত্রায়ধ্বমিতি ভাবঃ।

(৪) 'সবিতা' (সৎকর্ম্মণি প্রেরয়িতা) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ, জ্ঞানপ্রদঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'শ্রেষ্ঠতমায়' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠায়) 'কর্ম্মণে' (ভগবদারাধনাদিসৎকর্ম্মনিমিত্তায়) 'প্রার্পয়তু' (প্রকৃষ্টরূপেণ অস্মান্ পরিচালয়তু) ; 'প্রজাবতীঃ' (লোকপালিকাঃ) 'অনমীবাঃ (রোগরহিতাঃ, অজরাঃ) 'অযক্ষ্মাঃ' (ক্ষয়রহিতাঃ, অক্ষরাঃ) 'অঘ্ন্যাঃ' (বিনাশরহিতা হে দেব্যঃ যূয়ং) 'ইন্দ্রায় ভাগং' (দেবমুদ্দিশ্য প্রদত্তাং পূজাং, অস্মাকং ভক্তিভাবং) 'আপ্যায়ধ্বং' (সমন্তাদ্ বর্দ্ধয়ধ্বং), 'অঘশংসঃ' (পাপপ্রাপ্ত্যধ্যাপকঃ) 'স্তেনঃ' (ইন্দ্রিয়াদিরূপশ্চৌরঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকমনুগ্রহেণ) 'মা' (মাং) 'মা ঈশত' (হিংসিতুং সমর্থো মা ভূৎ), 'অস্মিন্ (পরিদৃশ্যমানে) 'গোপতৌ' (গোঃ জ্ঞানাদিস্বরূপস্য পত্যৌ পালকে, আধারভূতে হৃদ্দেশে) 'ধ্রুবাঃ' (সত্যস্বরূপা অস্মাকং ধিয়ঃ) বহ্বীঃ (বহ্বঃ, যুষ্মাকং বহনকারিণ্যঃ) 'স্যাৎ' (স্যুঃ, ভবেযুঃ) ; হে দেব্যঃ! এতাদৃশী ধীঃ সঞ্জাতা ভবতু, যয়া অস্মাকং হৃদ্দেশে নিতরাং যুষ্মাকমধিষ্ঠানং ভবেৎ। ইতি ভাবঃ।

(৫) হে দেব! 'যজমানস্য' (প্রার্থনাকারিণো মম) 'পশূন্' (পাশবৃত্তিনিচয়ান্) নাশয় ইতি শেষঃ। মাং 'পাহি' (রক্ষ, পাপাৎ পরিত্রাণং কুরু)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে দেব! আপনাকে অভীষ্টপূরণের জন্য আহ্বান করিতেছি।

২। হে দেব! শক্তি এবং প্রাণ পাইবার কামনায়—আপনাকে আমি আহ্বান করিতেছি।

৩। হে দেববৃন্দ! আপনারা, বায়ুবৎ গতিশীল; তাই প্রার্থনা করি—বায়ুগতিতে শীঘ্র আসিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।

৪। সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক জ্ঞানপ্রদ দেবতা, আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (ভগবদারাধানাদি) কর্ম্মে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত করুন, (আমরা যেন নিয়ত সৎকর্ম্মে নিরত থাকি); লোকরক্ষয়িত্রী অজরা অক্ষরা বিনাশরহিতা হে দেবিগণ! ভগবৎ উদ্দেশে প্রদত্ত আমাদিগের পূজা (ভক্তিভাব) আপনারা সর্ব্বপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত করুন; পাপের আশ্রয়স্থানীয় ইন্দ্রিয়াদি-রূপ চৌর, আপনাদের অনুগ্রহে যেন আমাদিগকে হিংসা করিতে সমর্থ না হয়; সত্যস্বরূপ বুদ্ধিসমূহ যেন আমাদের হৃদয়কে জ্ঞানের আধারে পরিণত করিয়া আপনাদিগকে তথায় বহন করিয়া আনিতে সমর্থ হয়।

৫। হে দেব! প্রার্থনাকারী-আমার পাশবৃত্তি-নিচয়কে সংহার করিয়া, পাপের কবল হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

উপক্রমঃ।

তত্রেষেত্বেতি দ্বিপদস্যাক্ষরো মন্ত্রঃ। তস্য দৈব্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শাখা দেবতা। পলাশশাখাচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। শাখাদীনামচেতনত্বেঽপি তদভিমানিনীনাং দেবতানাং সত্ত্বাদ্দেবতাত্বং।

অভিমানিব্যপদেশস্ত্বিতি ব্যাসসূত্রোক্তেঃ। মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্নিতি শ্রুতেশ্চ। তস্মাচ্ছাখোঽশ্বাপয়ঃস্রুক্শূর্পাদীনামপি দেবতাত্বং। তত্র প্রতিপাদি দর্শযাগং চিকীর্ষুরমাবাস্যায়াং প্রাতরগ্নিহোত্রং হুত্বা দর্শযাগার্থং মমাগ্নেবর্চ্চ ইতি (কাত্যা০ ২।১।৩) মন্ত্রেণাগ্নিষু সমিদাধানরূপমন্বাধানং কৃত্বা বৎসাপাকরণং কুর্য্যাৎ॥ দর্শযাগে ত্রীণি হবীংষি সন্তি। আগ্নেয়োঽষ্টাকপাল ঐন্দ্রং দধ্যৈন্দ্রং পয় ইতি তদ্ধবিঃ দধি দোগ্ধুং দাধ্বা নিষ্পত্ত্যৈ রাত্রাবমাবাস্যায়াং গাবো দোগ্ধব্যাঃ। তদ্দোহনার্থং প্রাতর্লৌকিকদোহনাদূর্দ্ধং স্বমাতৃভিঃ সহ চরন্তো বৎসাঃ স্বমাতৃভ্যঃ পলাশশাখয়াপাকরণীয়াঃ। তদর্থং পলাশশাখাচ্ছেদনং। গায়ত্র্যা পক্ষিরূপং বিধায় যদা দিবঃ সোমমাহৃতা তদা তৎপত্রং ভূমাবপতৎ ততঃ পলাশোঽভবদিতি শ্রুত্যা (শত০ ব্রা০ ১।৭।১।১; ৮।২।১০) পলাশস্য প্রাশস্ত্যং ব্রহ্মত্বং চোক্তং তস্মাৎপলাশশাখাচ্ছেদনম্॥

অথ মন্ত্রার্থঃ।

ক্রিয়াপদাধ্যাহারেণ। হে শাখে ইষে বৃষ্ট্যৈ ত্বা ত্বাং ছিনদ্মি। ইষ্যতে বাঞ্ছ্যতে সর্ব্বৈর্ব্রীহ্যাদিধান্যনিষ্পত্তয়ে সা ইট্। শ্রুত্যা বৃষ্টিব্যাখ্যাতা। কস্মাৎ কিপ্। বৃষ্ট্যৈ তদাহ যদাহেষেত্বেতি শ্রুতেঃ (১।৭।১।২)। পর্ণশাখাং ছিনত্তি শামীলীং বেষে ত্বেত্যূর্জ্জেত্বেতি বা ছিনদ্মীতি বোভয়োঃ সাকাঙ্ক্ষত্বাৎ সংনময়ামীতি বোত্তর ইতি কাত্যায়নোক্তেঃ (কাত্যা০ ৪।২।১-৩)। ছিনদ্মীতি ক্রিয়াপদমধ্যাহর্ত্তব্যং। কাত্যায়নস্যায়মর্থঃ। পলাশশাখা শমীশাখা বাত্র বিকল্পিতা। তচ্ছেদনে ইষেত্বোর্জ্জেত্বেতি দ্বৌ মন্ত্রৌ বিকল্পিতৌ। তয়োঃ ক্রিয়াপদাকাঙ্ক্ষত্বাদর্থাববোধায় ছিনদ্মীতি পদমধ্যাহর্ত্তব্যমিত্যেকঃ পক্ষঃ। ইষেত্বেতি ছেদনার্থো মন্ত্রঃ। উর্জ্জেত্বেতি সংনমনার্থঃ সংনমনমৃজূকরণং। শাখামলশূন্যাদ্যপনয়ন ইদং পক্ষান্তরমিত্যর্থঃ। উর্জ্জে ত্বা। শাখৈব দেবতা। হে শাখে ত্বা ত্বাং সংনময়ামি ঋজূকরোমি। কিমর্থং। উর্জ্জে। উর্জ্জ বলপ্রাণনয়োঃ। উর্জ্জতি সর্ব্বান্ মনুষ্যপশ্বাদীন্ বলয়তি পানাদিনা দৃঢ়শরীরান্ করোতি। যদ্বা প্রাণয়তি প্রকর্ষেণ চেষ্টয়তীতি ব্যুৎপত্তিদ্বয়েন বৃষ্টিগতো জলাত্মকো রস উর্জ্জশব্দেনোচ্যতে। তস্মৈ রসায় ত্বামনুমার্জ্মি। যো বৃষ্টাদূর্গ্রসো জায়তে তস্মৈ তদাহেতি শ্রুতেঃ (১।৭।১।২)। এতন্মন্ত্রদ্বয়পাঠেনাধ্বর্য্যুর্ব্রিয়মাণমন্নং বলকরমাজ্যক্ষীরাদিরসং চ যজমানে সম্পাদয়ত্যেব। ইষেত্বোর্জ্জেত্বেত্যাহেষমেবোর্জ্জং যজমানে দধাতীতি তিত্তিরিবচনাৎ॥ (কাত্যা০ ৪।২।৭)। মাতৃভির্ব্বৎসান্ সংসৃজ্য বৎসং শাখয়োপস্পৃশতি বায়ব স্থেতি৷

বায়ুর্দেবতা। বা গতিগন্ধনয়োঃ। বান্তি গচ্ছন্তি বায়বঃ গন্তারঃ। হে বৎসা যূয়ং বায়বঃ স্থ মাতৃভ্যঃ সকাশাদন্যত্র গন্তারো ভবত। মাতৃভিঃ সহ গমনে সতি সায়ং দোহো ন লভ্যেত ইত্যভিপ্রায়ঃ। যদ্বা বায়ুসাদৃশ্যাদ্বৎসানাং বায়ুত্বং। যথা বায়ুঃ পাদপ্রক্ষালনানিষ্ঠীবনাদিভিরুপহতাং ভূমিং শোষয়িত্বা পুনাতি এবং বৎসা অপ্যনুলেপনহেতুভূতগোময়াদিদানেন ভূমিং পুনন্তি। তস্মাদ্বায়ুসাদৃশ্যং। অথবা নৃণাং যথা স্বনিবাসায় গৃহনির্ম্মাণসামর্থ্যমস্তি এবং পশূনাং তদভাবান্নিরাবরণেঽন্তরিক্ষে সঞ্চরণাদন্তরিক্ষমেব পশূনাং দেবতা। তস্যান্তরিক্ষস্য বায়ুরধিপতিঃ। স চ বায়ুঃ স্বাবয়বানিব পশূন্ পালয়তীতি পশূনাং বায়ুরূপত্বং। তথা পালনায় পশূন্ বায়বে সমর্পয়িতুং বায়ুরূপত্বমাপাদ্য বায়বস্থেতি মন্ত্রঃ প্রবর্ত্ততে। তদুক্তং তিত্তিরিণা। বায়বস্থেত্যাহ বায়ুর্বা অন্তরিক্ষস্যাধ্যক্ষোঽন্তরিক্ষদেবত্যাঃ খলু পশবো বায়ব এবৈতান্ পরিদদাতীতি। যদ্বা তৃণভক্ষণায়ারণ্যে তত্র তত্রারণ্যে চরিত্বা সায়ংকালে বায়ুবেগেন যজমানগৃহে সমাগমনায় পশূন্ প্রবর্ত্তয়িতুং বায়ুরূপত্বমুচ্যতে॥ (কা০ ৪।২৯—১০)। দেবো ব ইতি মাতৄণামেকাং ব্যাকরোত্যন্ত্রং ভবতি মাহেন্দ্রং বেতি। অস্যার্থঃ। পূর্ব্বসূত্রাচ্ছাখয়াপস্পৃশতীতি পদদ্বয়মনুবর্ত্ততে। বৎসানাং মাতরো যা গাবঃ সন্তি তাসাং মধ্যে একাং গাং ব্যাকৃত্য পৃথক্কৃত্য দেবো ব ইতি মন্ত্রেণ শাখয়োপস্পৃশেৎ। তথা সতি গোসম্বন্ধিদধিরূপং হবিরৈন্দ্রং মাহেন্দ্রং বা ভবতীতি॥ দেবো ব ইতি মন্ত্রস্যৈন্দ্রী দেবতা। ষূ প্রেরণে। সুবতি স্বস্বব্যাপারে প্রেরয়তীতি সবিতা। দেবঃ দ্যোতমানঃ পরমেশ্বরঃ হে গাবো বো যুষ্মান্ প্রার্পয়তু প্রভূততৃণোপেতং বনং গময়তু। কিমর্থং শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। চতুর্বিধং কর্ম্ম। অপ্রশস্তং প্রশস্তং শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠতমং চেতি। লোকবিরুদ্ধং বধবন্ধচৌর্য্যাদিকমপ্রশস্তং॥ ১॥ লোকৈঃ শ্লাঘনীয়ং বন্ধুবর্গপোষণাদিকং প্রশস্তং॥ ২॥ স্মৃত্যুক্তং বাপীকূপতড়াগাদিকং শ্রেষ্ঠং॥ ৩॥ বেদোক্তং যজ্ঞরূপং শ্রেষ্ঠতমমিতি তল্লক্ষণং॥ ৪॥ যজ্ঞো বৈ শ্রেষ্ঠতমং কর্ম্মেতি শ্রুতেঃ (১।৭।১।৫)। হে অঘ্ন্যাঃ গাবঃ গোবধস্যোপপাতকরূপত্বাৎ হন্তুং অযোগ্যা অঘ্ন্যা ইত্যুচ্যন্তে। তথাবিধা যূয়মিন্দ্রায় ভাগ মন্ত্রমুদ্দিশ্য সম্পাদয়িষ্যমাণং হবির্হেতুরূপং ক্ষীরমাপ্যায়ধ্বং সমন্তাদ্ বর্দ্ধয়ধ্বং। সর্ব্বাস্বপি গোষু ক্ষীরং কুরুত। ওপ্যায়ী বৃদ্ধৌ [ধা০ ১৪।১৭]। বো যুষ্মানপহর্ত্তুং স্তেনশ্চৌরো মা ঈশত ঈশ্বরঃ সমর্থো মা ভূৎ। অঘশংসঃ অঘেন পাপেন তীব্রেণ ভক্ষণাদিনা শংসা ঘাতকো ব্যাঘ্রাদিরপি মা ঈশত বো হিংসকো মা ভূৎ। কীদৃশীর্যুষ্মান্। প্রজাবতীঃ বহ্বপত্যাঃ। অনমীবাঃ অমীবা ব্যাধিঃ স নাস্তি যাসাং তা অনমীবাঃ কৃমিতৃষ্ণাদিস্বল্পরোগবর্জ্জিতাঃ। অযক্ষ্মাঃ যক্ষ্মা রোগরাজঃ প্রবলরোগরহিতাঃ। কিং চ যূয়ং গোপতৌ গবাং স্বামিনং পত্যাবস্মিন্ যজমানে ধ্রুবাঃ শাশ্বতিকীঃ বহ্বীর্বহুবিধাঃ স্যাৎ ভবত॥ (কা০ ৪।২।১১) যজমানস্য পশূনিত্যগ্ন্যাগারস্যাগ্ন্য তরস্য পুরস্তাচ্ছাখামুপগূহতীতি। হে পলাশশাখে ত্বমুন্নতপ্রদেশে স্থিত্বা প্রতীক্ষমাণা সতী যজমানস্য পশূনরণ্যে সঞ্চরতশ্চৌরব্যাঘ্রাদিভয়াৎ পাহি রক্ষ। শাখয়া রক্ষিতা গাবো নিরুপদ্রবাঃ সত্যঃ সায়ং পুনরাগচ্ছন্ত্বিত্যাশয়ঃ।

যস্মাচ্চেতনা শাখা তথাপি তদভিমানিনীং দেবতামুদ্দিশ্যৈবমুক্তং। যথা শাস্ত্রজ্ঞা অচেতনেঽপি শালগ্রামে শাস্ত্রদৃষ্ট্যা বিষ্ণুমনিরদর্শভিপ্রেত্য বিষ্ণুং সম্বোধ্য ষোড়শোপচারান্ বিদধত ইত্যুক্তং প্রাক্।

অথ ব্যাকরণ-প্রক্রিয়া।

ইষে॥ ইষেরিচ্ছার্থস্য কর্ম্মণি ক্বিপ্। ক্বিত্বাদুপধাগুণাভাবঃ। তস্মাচ্চতুর্থ্যেকবচনং ইষশব্দগত ইকারো ধাতুস্বরেণ প্রাতিপদিকস্বরেণ চোদাত্তঃ। স্বরবিধৌ ব্যঞ্জনস্যাবিদ্যমানত্বাৎ (পা০ ক০ ৫১২২৩ পরিং ১০)। চতুর্থ্যেকবচনস্য প্রত্যয়ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বে প্রাপ্তে অনুদাত্তৌ সুপ্পিতাবিতি [পা০ ৩।১৪] তদপবাদেনানুদাত্তত্বে প্রাপ্তেঽপি সাবেকাচস্তৃতীয়াদির্ব্বিভক্তিরিত্যুদাত্তত্বং (পা০ ৬১।১৬৮)। তস্মিন্ সত্যনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জমিতীকারোঽনুদাত্তঃ (পা০৬।১ ১৫৮)। যদ্যপ্যেকশব্দেন দ্বয়োরুদাত্তয়োরন্যতরো যঃ কোঽপি বক্তুং শক্যতে তথাপি সতি শিষ্টস্বরো বলীয়ানিতি ন্যায়েন (পা০ ক০ ৬।১।১৫৮ বা০ ৫৯) বিভক্তিগত উদাত্ত এব প্রবলঃ। তথা সত্যনুদাত্তাদিকমুদাত্তান্তমিদং পদং সম্পন্নং॥ ত্বা॥ যুষ্মদ্‌র্ভজনার্থস্য যুষ্যাসিভ্যাং মদিগিরি (উ০ ১।১২৭) মদিক্প্রত্যয়ান্তস্য যুষ্মচ্ছব্দস্য দ্বিতীয়ায়াং ত্বেতি রূপং। তস্য প্রাতিপদিকস্বরেণ যদ্যপ্যুদাত্তঃ প্রাপ্তস্তথাপ্যনুদাত্তং সর্ব্বমপাদাদাবিত্যস্য সূত্রস্যানুবৃত্তৌ সত্যাং (পা০ ৮।১।১৮) ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়া ইতি (পা০ ৮।১।২৩) ত্বাদেশ বিধানাদয়ং শব্দোঽনুদাত্তঃ॥ ঊর্জে। ঊর্জ বলপ্রাণনয়োরস্মাৎ ক্বিপ্। ঊর্জতি বলবন্তং প্রাণবন্তং বা করোতীত্যূর্ক্ অন্নমূর্গিত্যন্ননামোর্জয়তীতি সত ইতি যাস্কঃ (নিরু০ ৯২৭)। স্বর ইষেবৎ। সংহিতায়ামুদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিত ইতি (পা০ ৮।৪ ৬৬) ত্বাশব্দস্য স্বরিতত্বং মন্ত্রদ্বয়স্য সংহিতায়ামূর্জ ইত্যাকারস্য স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানামিতি (পা০ ১।২।৩৯) প্রচয়াভিধায়ামেকশ্রুতৌ প্রাপ্তায়াং তদপবাদকত্বেনোদাত্তস্বরিতপরস্য সন্নতর ইত্যত্রান্তনীচোঽনুদাত্তো ভবতি (পা০ ১২।৪০)॥ অগ্রিমস্য ত্বাশব্দস্য স্বরিতত্বং॥ এবমুত্তরপদেষু সংহিতায়াং স্বরা উহনীয়াঃ॥ বায়বঃ॥ বাতের্গত্যর্থাৎ কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণিত্যুণ (উ০ ১।১) সতি শিষ্ট প্রত্যয়স্বরেণাস্যোদাত্তো বায়শব্দঃ। জসঃ সুপ্ত্বাদনুদাত্তত্বং। জসি চেতি (পা০ ৭২৩।১০২) গুণেঽবাদেশে চ স্থানেঽন্তরতম ইতি (পা০ ১।১।৫০) পরিভাষয়া উদাত্তএব জাতে বায়ব ইতি মধ্যোদাত্তং পদং। জসঃ স্বরিতত্বং পূর্ব্ববৎ॥ স্থ॥ অস্তের্লটি শপো লুকি শ্নসোরল্লোপইত্যাকারলোপঃ (পা০ ৬।৪।১১১)। তিঙ্ঙতিঙ ইতি (পা০ ৮।১।২৮) নিঘাতঃ॥ দেবঃ॥ পচাদিত্বাদচ্ (পা০ ৩।১।১৩৪)। চিত ইত্যন্তোদাত্তঃ (পা০ ৬।১।১৬৩)॥ বঃ॥ বহুবচনস্য বস্নসাবিত্যনুদাত্তো বসাদেশঃ (পা০ ৮।১২১)॥ সবিতা॥ ষূ প্রেরণে। ণ্বুল্তৃচাবিতি তৃচ্ (পা০ ৩।১।১৩৩)। ইড়াগমঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ॥ প্র॥ উপসর্গাশ্চাভিবর্জমিত্যাদ্যুদাত্তঃ (ফি০ ৪।১২)॥ অর্পয়তু। ঋগতৌ হেতুমতি চেতিণিচ্ (পা০ ৩।১২৬)। অর্ত্তিহ্রীব্লীরীক্নূয়ীক্ষ্মায্যাতাং পুগ্ণাবিতি (পা০ ৭৩।৩৬) পুক্। পুগন্তেতি (পা০ ৭।৩।৮৬) গুণঃ নিঘাতশ্চ॥ শ্রেষ্ঠতমায়॥ প্রশস্যশব্দাদতিশায়েনে তমবিষ্ঠনাবিতীষ্ঠন্ (পা০ ৫।৩।৫৫)। প্রশস্যস্য শ্র (পা০ ৫৩৬০) ইতি শ্রাদেশঃ। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং (পা০ ৬।১।১৯৭)। ততঃ পুনস্তমপ্ তস্য পিত্বাদনুদাত্তত্বং। স্বরিতপ্রচয়াঃ পূর্ব্ববৎ॥ কর্ম্মণে॥ করোতের্ম্মনিন্ নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ আ॥ উদাত্তঃ! প্যায়ধ্বং। ওপ্যায়ীবৃদ্ধৌ। হেতুমতিণিচ্ (পা০ ৩।১।২৬)। তস্য ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বাৎ (পা০ ৩।৪ ১১৭) নেরনিটীতি ণিলোপঃ (৬৪।৫১)। নিঘাতঃ। অঘ্ন্যাঃ। অঘ্ন্যা অহন্তব্যা ভবত্যঘ্নীতি বেতি যাস্কঃ (নিরু০ ১১।৪৩)। অদ্বে

নঞি বোপপদে হন্তেরঘ্যাদয়শ্চেতি (উ০ ৪।১১৩) যগন্তো নিপাতঃ। সংবুদ্ধিত্বাদামন্ত্রিতস্য চেতি (পা০ ৬।১।১৯৮) আষ্টমিকো নিঘাতঃ। ইন্দ্রায়। ইদিপরমৈশ্বর্য্যেইন্ধী দীপ্তৌ বা। ইন্দতি ইধ্যতে বা তেজোভিরিতীন্দ্রঃ। ঋজ্রেন্দ্রেত্যাদিনা (উ০ ২।২৯) রন্‌প্রত্যয়ান্তো নিপাতঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। স্বরিতপ্রচয়ৌ চ। ভাগং। ভজ ভাগসেবনয়োঃ। অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়ামিতি ঘঞ্ (পা০ ৩।৩।১৯)। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তে প্রাপ্তে কর্ষাত্বতো ঘঞোঽন্তোদাত্ত ইত্যন্তোদাত্তত্বং (পা০ ৬ ১।১৫৯)। তস্যামিপূর্ব্ব ইত্যমা (পা০ ৬ ১।১০৭) সহৈকাদেশ একাদেশোদাত্তনোদাত্ত ইত্যুদাত্ত এব (পা০ ৮।২৫)। প্রজাবতীঃ। উপসর্গে চ সংজ্ঞায়ামিতি (পা০ ৩।২।৯৯) জনের্ডপ্রত্যয়ঃ। ততষ্টাপ্। তেন সহৈকাদেশেঽপ্যাদ্যন্তবত্ত্বাৎ প্রজাশব্দঃ। তস্যাস্তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্ (পা০ ৫।২।৯৪) মাদুপধায়াশ্চ মতোর্ব্বোঽযবাদিভ্য (পা০ ৮ ২ ৯) ইতি মস্য বঃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্ (পা০৪ ১।৬)। মতুপ্ঙীপোরনুদাত্তত্বাৎ প্রজাশব্দস্বর এব। বা ছন্দসীতি (পা০ ৬।১।২০৬) পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। অনমীবাঃ॥ অম্ রোগে। অমেরীব ইতি ঈব-প্রত্যয়ঃ যদ্বা শেবায়হ্বাজিহ্বাগ্রীবাপ্বামীবা (উ০ ১।১৫৩) ইত্যমের্ব্বন্‌প্রত্যয়ান্তো নিপাতঃ। তস্য নঞ' বহুব্রীহৌ (পা০ ২ ২।৬) সমাসস্য চেত্যন্তোদাত্তেপ্রাপ্তে (পা০ ৬।১।২২৩ ২।১৬২)। তদপবাদেন বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদমিতি (পা০ ৬ ২।১) পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তদপবাদেন নঞ্সুভ্যামিত্যন্তোদাত্তত্বং (পা০ ৬।২ ১৭২)। অজক্ষাঃ॥ তদ্বৎস্বর। মা। নিপাতত্বাৎ আদ্যুদাত্তঃ। স্তেনঃ॥ স্তেন চৌর্য্যে স্তেনয়তি চোরয়তীতি স্তেনঃ। পচাদ্যচ্। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তঃ। ঈশত॥ ঈশ ঐশ্বর্য্যে। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি লঙ্ (পা০ ৩ ৪।৬) ব্যত্যয়ো বহুলমিতি (পা০ ৩ ১ ৮৫) বহুবচনং ন মাঙ্যোগে ইত্যডভাবঃ (পা০ ৬।৪ ৭৪)। নিঘাতশ্চ। অঘশংসঃ॥ অঘ পাপকরণে। পচাদ্যজন্তোঽঘশব্দোঽন্তোদাত্তঃ। অঘং শংসতীচ্ছতীত্যঘশংসঃ। শংসি ইচ্ছায়াং। অচ্। তৎপুরুষে তুল্যার্থেত্যাদিনা (পা০ ৬ ২।২) পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ধ্রুবাঃ। ধ্রুব স্থৈর্য্যে। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ ক ইতি কঃ (পা০ ৩।১ ১২৫)। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তো ধ্রুবশব্দঃ। অস্মিন্॥ ইণো দমুগিতি এতের্দ্দমুক্। অন্তোদাত্ত ইদং শব্দঃ। তস্মাৎ ভেরস্মিন্। তস্য উডিদম্পদাদ্যপ্পুম্রৈদ্যুভ্য (পা০ ৬।১।১৭১)। ইত্যুদাত্তত্বং। গোপতৌ॥ গমেডোরিতি (উ০ ২।৬৬) গোশব্দঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। গবাং পতিরিতি তৎপুরুষে পত্যাবৈশ্বর্য্য ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (পা০ ৬২ ১৮)। স্যাৎ॥ অস্তেঃ প্রার্থনায়াং লিঙ। তস্যস্তমিপাং (পা০ ৩।৪।১০১)। যাসুট্। সলোপোঽল্লোপশ্চ। তিঙ্ঙতিঙঃ। বহ্বীঃ। বহুশব্দাৎ বোতো গুণবচনাদিতি (পা০ ৪।১।৪৪) ঙীষ্। বা ছন্দসীতি (পা০ ৬ ১।১০৬) জস্নসঃ পূর্ব্বসবর্ণত্বং। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। যজমানস্য॥ পূঙ্যজোঃ শানন্নিতি (পা০ ৩।২ ১২৮) যজতেঃ শানন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। পশূন্। পশ্যন্তি গন্ধেনেতি পশবঃ। অর্জ্জিদৃশিকমীত্যাদিনা (উ০ ১।২৩) দৃশেঃ কুপ্রত্যয়ঃ পশাদেশশ্চ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। পাহি। পা রক্ষণে। লোট্। তিঙ্ঙতিঙঃ। এবমগ্রে পদস্বরপ্রক্রিয়োহনীয়া বিস্তরভয়ান্নোচ্যতে॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— * ——

মন্ত্রের আমরা যে অর্থ অধ্যাহার করিলাম এবং ভাষ্যের আলোচনায় যে অর্থ সিদ্ধ হয়,—দুই অর্থে অশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইবে। ভাষ্যকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে 'ছিনদ্মি' (ছেদন করিতেছি) ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়াছেন, আমরা 'আহ্বয়ামি' (আহ্বান করিতেছি) ক্রিয়ার অধ্যাহারই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছি। ভাষ্যকারের মতে, শাখা-দেবতাকে সম্বোধন করিয়া ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা বলি,—শাখাদেবতা কেন, আপন আপন ইষ্টদেবতা মাত্রকেই সম্বোধন করিয়া ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে,—সকলে সকল অবস্থায় সকল দেবতার উদ্দেশেই ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন। ভাষ্যকার বলেন,—'মন্ত্রদ্বয় দর্শপূর্ণমাসযাগে পলাশ-শাখা-ছেদনে প্রযোজ্য।' তদ্বিষয়ে আমরা অন্যমত খ্যাপন করিতেছি না। তবে মন্ত্রের প্রার্থনা যে কেবল বৃষ্টির জন্য নহে, প্রার্থনা যে অভীষ্টপূরণের জন্য এবং প্রাণ ও শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে, আমরা তাহাই বলিতেছি। হিন্দুর সকল কর্ম্মই যে ধর্ম্মসংযুত, হিন্দুর প্রতি কর্ম্মেই যে ভগবানের সম্বন্ধ সূচনা করা হয় যজ্ঞে বৃক্ষ-শাখা-ছেদনে এই মন্ত্রের প্রয়োগ, তাহাই শিক্ষা দিতেছে। শাখা-দেবতার (শাখাধিষ্ঠাত্রী দেবতার) অনুধ্যানে, বৃক্ষশাখার অভ্যন্তরে যে ভগবদধিষ্ঠান আছে, জগদীশ্বর যে সর্ব্বব্যাপী, সেই ভাব প্রকাশ করে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, বৃক্ষাদির সংজ্ঞা আছে প্রমাণ করিয়া, আজি গর্ব্বোন্নত শীর্ষ। কিন্তু শাখাদেবতার অর্চ্চনায় এই মন্ত্রদ্বয়ের (প্রথম ও দ্বিতীয়) বিনিয়োগ, কত কাল পূর্ব্বে হিন্দুদিগের যে সে জ্ঞান ছিল, তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। ভাষ্যে প্রকাশ—'ইষে ত্বা' শাখা-ছেদনের মন্ত্র, 'ঊর্জ্জে ত্বা' শাখা-সংনমনের বা শাখার ধূলিমলা প্রভৃতি অপসারণের মন্ত্র। যাহাই হউক, শাখাদেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত হউক, আর আপনার ইষ্টদেবতাকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারিত হউক, 'ছিনদ্মি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়াই মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করি, আর 'আহ্বয়ামি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহারেই মন্ত্রার্থ ধারণা করিতে সমর্থ হই, মন্ত্রোচ্চারণকারী সর্ব্বতঃ আপনার শ্রেয়ঃ কামনা করিতেছেন,—মন্ত্রের ইহাই ভাবার্থ।

ভাষ্যকারের মতে,—তৃতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য গোবৎস, তাহাদিগকে 'বায়ুদেবতাক' বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তদ্বিষয়ে তাঁহার যুক্তি এই যে,—'বায়ু যেমন পাদপ্রক্ষালন ও নিষ্ঠীবনাদি দ্বারা উপহত অপবিত্রীকৃত ভূমিকে শুষ্ক করিয়া পবিত্র করেন, গোবৎসও সেইরূপ গোময়াদিদানে ভূমিকে পবিত্রীকৃত করে; এই কারণে, বায়ুর সহিত বৎসের সাদৃশ্য সূচনা করা যায়।' এ পক্ষে ভাষ্যকারের আর এক যুক্তি,—'মনুষ্যগণ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করে। গোবৎসগণ তাহা পারে না, অন্তরিক্ষই তাহাদের বাসগৃহ। অন্তরিক্ষের অধিপতি—বায়ু, বায়ু পশুদিগকে রক্ষা করেন; সুতরাং পশুদের বায়ুরূপত্ব কল্পিত হয়।' এইরূপে "বায়ব স্থ" মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—'হে গোবৎসসমূহ! তোমরা

মাঠ হইতে তৃণাদি ভক্ষণপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে বায়ুবেগে যজমানের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইবে।' বলা বাহুল্য, আমরা এ মন্ত্রের এ ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। গোবৎসের মধ্যে দেবতার বিদ্যমানতা অস্বীকার করি না; কিন্তু দৃশ্যমান্ গোবৎসের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। অন্ততঃ, একালে ঐরূপ অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না। ঐরূপ অর্থের বা ভাষ্যের জন্যই বেদবিদ্বেষিগণ বেদকে "চাষার গান" বলিয়া ঘোষণা করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ঐরূপ গোবৎসাদির সম্বন্ধসূচক ভাব অকারণ অধ্যাহার না করিয়া, যদি সাদাসিধা সরলভাবে মন্ত্রের অর্থ আমনন করি, বেদ-বিদ্বেষ্টাদিগের বেদ-নিন্দার কোনই অবসর থাকে না।

চতুর্থ মন্ত্র বিষয়েও আমাদের বক্তব্য ঐরূপ। ভাষ্যে প্রকাশ,—এই মন্ত্রে গাভীদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে। গাভীরাই যেন ইন্দ্রদেবতার স্বরূপ। ভাষ্যের মতে,—গাভীদিগকে যেন বলা হইতেছে,—'হে দ্যোতমান পরমেশ্বর। তোমরা বনে গিয়া তৃণ ভক্ষণ করিয়া আইস, কেন-না, তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে।' শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম কি না—তাহারা দুগ্ধ প্রদান করিলে, সেই দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃতে যজ্ঞ হইবে। 'অঘ্ন্যাঃ', 'প্রজাবতীঃ', 'অনমীবাঃ', 'স্তেনঃ মা ঈশত', 'অযক্ষ্মাঃ', 'অঘশংসঃ' প্রভৃতি বাক্য, ভাষ্যকারের মতে গাভী সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যায়। অর্থাৎ, তোমাদের যেন অল্প রোগ বা কঠিন রোগ না হয়, তোমাদিগকে যেন কেহ চুরি করিতে না পারে, তোমাদের প্রতি কেহ (ব্যাঘ্রাদিতেও) যেন হিংসা করিতে না পারে,—এবংবিধ ভাব ঐ সকল শব্দে গাভী সম্বন্ধেই প্রকাশ পাইয়াছে। গাভীগণই যেন যজমানকে ধ্রুব শাশ্বতিকী গতি দান করেন। গোজাতিতে দেবতার অধিষ্ঠান আছে, অস্বীকার করি না, কিম্বা, গোজাতিকে লক্ষ্য করিয়া, তাহাদের মধ্যে দেবতার কল্পনায়, এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে বলা হউক, তাহাতেও আপত্তি নাই, কিন্তু বিশেষণগুলির ঐরূপ ব্যাখ্যায়, অবিশ্বাসী জনের হৃদয়ে অবিশ্বাসের যে বিষবীজ উপ্ত আছে—তাহাতে জলসেক করা হয় মাত্র। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অজরা অমরা অক্ষরা দেবীগণকে (দেববিভূতি-সমূহকে) অর্চ্চনা করা হইয়াছে বলিলেই সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। 'মর্ম্মবোধিনী-ব্যাখ্যায়' ও 'বঙ্গানুবাদে' আমরা যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় এবং সকল ভাবই সুসঙ্গত হয়।

পঞ্চম মন্ত্র—শাখা দেবতা বিষয়ক। এখানকার প্রার্থনা (ভাষ্যকারের মতে)—'হে পলাশশাখে! আপনি উন্নত প্রদেশে অবস্থিত থাকিয়া, দেখিবেন—যজমানের পশুগুলি যেন নিঃশঙ্কে অরণ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে, তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন, দেখিবেন,—যেন চৌর-ব্যাঘ্রাদিতে তাহাদিগকে অপহরণ বা হনন না করে। তাহারা যেন নিরুপদ্রবে সন্ধ্যাকালে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে।' ভাষ্যকার এ সম্বন্ধে উপসংহারে কহিয়াছেন,—'শাখা যদিও অচেতন, তথাপি তদভিমানিনী দেবতার উদ্দেশে ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যায়। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রদৃষ্টিবশতঃ যেমন অচেতন শালগ্রামে বিষ্ণুর সান্নিধ্য জ্ঞান করিয়া বিষ্ণু-সম্বোধনে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করেন, শাখাদেবতার সম্বোধন-বিষয়েও তদ্রূপ মনে করিতে হইবে।' কোন্ দেবতার পূজার কি নিগূঢ় লক্ষ্য, সে তত্ত্ব প্রকাশ করিবার

স্থান এখানে নহে। তবে স্থূলভাবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি, স্মরণে অর্চ্চনে বন্দনে পূজনে, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার অর্চ্চন, যাঁহার বন্দন, যাঁহার পূজন, তাঁহাতে প্রীতি আসে,—তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইতে হইতে তৎস্বারূপ্য তৎসাযুজ্যাদি লাভ ঘটে;—দেবতার পূজা-বন্দনাদির ইহাই মূল লক্ষ্য।

দেশকালপাত্রানুসারে শব্দার্থ বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করে। যে সময় শ্রুত্যাদিতে বেদমন্ত্রের ঐরূপ ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছিল, তখন আবাহনকারীর শক্তিসামর্থ্য ধ্যান-ধারণা-সাধনা অনুরূপ ছিল। এখন যেমন বিজ্ঞান আশা করিতেছেন, অনুসন্ধিৎসার ফলে হয় তো অল্পকাল পরেই বনস্পতির সহিত মানবের ভাবের আদান-প্রদান চলিতে পারিবে; আমরা মনে করি, অতীত-স্মৃতির ঐ সকল আলেখ্য (বৃক্ষাদির সংজ্ঞাসূচক), ভবিষ্যতের আশাকে দৃঢ়-ভিত্তি প্রদান করিতেছে। তুমি বলিতেছ,—এমন দিন এমন স্বর এমন শব্দ আসিতে পারে, যে দিনের যে শব্দে যে স্বরে বনস্পতিও উত্তর দিতে পারিবে। আমরা বলি,—এক সময়ে সেই শব্দ সেই মন্ত্র সেই ধ্বনি তেমনই ভাবে উচ্চারিত হইয়া আশানুরূপ উত্তর পাইয়াছিল। কিন্তু এখন সে প্রক্রিয়া-পদ্ধতি বিস্মৃতির অতল-তলে নিমজ্জিত হইয়াছে; সুতরাং ডাকিয়া আর সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। আশা করি বটে,—'চক্রনেমীর আবর্ত্তনের ন্যায় আবার সে দিন ফিরিয়া আসুক,—আবার আমরা বনস্পতিগণের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে সমর্থ হই', কিন্তু যত দিন তাহা না ঘটিতেছে, সে পর্য্যন্ত কেন প্রহেলিকার অন্ধকারে মনুষ্যসমাজকে আচ্ছন্ন রাখি! কাজে কাজেই মন্ত্রের অর্থ এখনকার বোধোপযোগী করিবার পক্ষে লক্ষ্য রাখাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। শাখা দেবতা যখন এখন বধিরতা-প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা আমাদের স্বর যখন তাঁহাদের কর্ণে এখন আর পৌঁছিতে সমর্থ হইতেছে না, তখন কেন আর কূট-কল্পনায় অর্থকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে যাই? অথবা, কেন আর, সহজবোধ্য অর্থ গ্রহণ না করিয়া, পরম পবিত্র বেদকে হাস্যাস্পদ করিতে চাই? অতএব, আমরা সাধারণভাবেই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিলাম। যিনি যে দেবতার উদ্দেশেই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে চাহেন, তাহাতেই তিনি এ মন্ত্র প্রয়োগ করিতে পারিবেন। মন্ত্র বিশ্বজনীন ভাবপূর্ণ। কষ্ট-কল্পনায়, কেন তাহাকে একমাত্র শাখা দেবতাতে আবদ্ধ রাখিব? আমরা তাই মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ করিতে চাই,—'হে দেব! এই আমার পশুবৃত্তি-সমূহকে বিনাশ করিয়া আমায় রক্ষা (পরিত্রাণ) করুন।' ফলতঃ, মন্ত্র দেবোদ্দেশে বিনিযুক্ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

বিতর্কে প্রয়োজন নাই। আপনার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিবেন—ঐ অর্থ সঙ্গত কি না? অন্তরই সে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবে।

তবে যজুর্ব্বেদ অধ্যয়নে এ কথাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যজুর্ব্বেদের অধিকাংশ-মন্ত্রই কর্ম্মকাণ্ডে প্রযুক্ত হয়; অতএব, মন্ত্রার্থ অবগত হইয়া, বিধি-নিয়মক্রমে উহার প্রয়োগ আবশ্যক, এবং সে পক্ষে ভাষ্যান্তর্গত ক্রিয়াপদ্ধতি কর্ম্মকারকগণের অনুসরণীয়। তাঁহারা গুরু-পরম্পরাক্রমে এবং ভাষ্যের মধ্য হইতে কর্ম্মপ্রক্রিয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করিবেন। বাহুল্য ভয়ে, সে প্রসঙ্গ আমরা আর উত্থাপন করিলাম না। (১অঃ—১কঃ—১-৫মঃ)।

(দ্বিতীয়া কণ্ডিকা। মন্ত্রত্রিতয়া।)

(১) বসোঃ পবিত্রমসি। (২) দ্যৌরসি পৃথিব্যসি।

(৩) মাতরিশ্বনো ঘর্ম্মোঽসি, বিশ্বধা অসি পরমেণ ধাম্না

দৃꣳহস্ব মা হ্বার্ম্মা তে যজ্ঞপতির্হ্বার্ষীৎ ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

(১) হে দেব। ত্বং 'বসোঃ' (ভগবন্নিবাসহেতোঃ যজ্ঞাদিকর্ম্মঃ) 'পবিত্রং' (পবিত্রতা - সাধকঃ) 'অসি' (ভবসি)। অস্মাকমপি কর্ম্ম পবিত্রং কুরু; ইতি ভাবঃ।

(২) হে দেব! ত্বং 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকঃ) 'অসি' (ভবসি), 'পৃথিবী' (পৃথ্বীলোকঃ সর্ব্ব-লোক ইতি শেষঃ) 'অসি' (ভবসি)। হে দেব। ত্বং চরাচরবিশ্বাত্মকঃ সর্ব্বব্যাপীতি ভাবঃ।

(৩) হে দেব। ত্বং 'মাতরিশ্বনঃ' (বায়োঃ) 'ঘর্ম্মঃ (দীপকঃ, প্রকাশকঃ) 'অসি' (ভবসি), ত্বমেব বায়ুরূপেণ সর্ব্বতো ব্যাপ্ত ইতি ভাবঃ। 'পরমেণ' (উৎকৃষ্টেন) 'ধাম্না' (তেজসা) 'বিশ্বধাঃ' (বিশ্বধারকঃ, সর্ব্বরক্ষকঃ) 'অসি' (ভবসি)। 'দৃংহস্ব' (বৰ্দ্ধস্ব, অস্মাকং বৰ্দ্ধকঃ শ্রেয়ঃসাধকো ভবেতি শেষঃ)। 'মা হ্বাঃ' (কুটিলো মা ভূঃ,), অস্মাকং ত্রুটিবিচ্যুতী দৃষ্ট্বা বিরূপো মা ভবেতি ভাবঃ। 'তে' (ত্বৎসম্বন্ধী) 'যজ্ঞপতিঃ' (যজ্ঞকারকঃ, উপাসকঃ) 'মা হ্বার্ষীৎ' (কুটিলো মা ভূৎ, সদা শুদ্ধস্বভাবো ভবতি), অহমপি তবানুগ্রহেণ সরলঃ সদ্ভাবসম্পন্নো ভবানীতি প্রার্থনা ॥ ২ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে দেব! আপনি ভগবৎনিবাসের হেতুভূত যজ্ঞাদিকর্ম্মের পবিত্রতা সাধন করিয়া থাকেন। প্রার্থনা—আমাদের কর্ম্মও পবিত্র করুন।

২। হে দেব! আপনিই দ্যুলোক, আপনিই ভূলোক (আপনিই চরাচর-বিশ্বাত্মক সর্ব্বব্যাপী)।

৩। হে দেব! আপনি বায়ুর দীপক (প্রকাশক); অর্থাৎ, বায়ু-রূপে আপনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। আপনার প্রকৃষ্ট তেজের দ্বারা আপনি বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। আপনি আমাদিগকে বর্দ্ধিত করুন; অর্থাৎ, আমাদিগের শ্রেয়ঃ সাধন করুন। আমাদিগের ত্রুটিবিচ্যুতি

দেখিয়া, আমাদিগের প্রতি কুটিল (বিরূপ) হইবেন না। আপনার উপাসক, কদাচ কুটিল হয় না (সদা সরল বিশুদ্ধ-ভাবান্বিত হয়)। অতএব প্রার্থনা,—আমিও যেন আপনার অনুকম্পার প্রভাবে সর্ব্বদা সরল সদ্ভাবসম্পন্ন সৎ হইতে সমর্থ হই ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্য* (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।২।১৫।১৬) বসোঃ পবিত্রমিতি পবিত্রমস্যাং বধ্নাতি কুশৌ ত্রিবৃদ্বতি ॥ বাসয়তি বৃষ্ট্যাদিদ্বারা স্থাপয়তি বিশ্বমিতি বসুর্যজ্ঞঃ। যজ্ঞো বৈ বসুর্যজ্ঞস্য পবিত্রমসীতি শ্রুতেঃ (১।৭।১।৯)। যজ্ঞশব্দেন তদীয়হবির্দ্ব্যরূপং ক্ষীরং লক্ষ্যতে। হে দর্ভময় পবিত্র! বসোঃ ইন্দ্রদেবতায়া নিবাসহেতোঃ পয়সঃ শোধকং পবিত্রং ত্বমসি। অনেন মন্ত্রেণ পবিত্রং কৃত্বা পর্ণশাখায়াং বধ্নীয়াৎ। দ্বৌ কুশৌ কুশত্রয়ং বা পবিত্রমুচ্যতে ॥ (কা০ ৪।২।১৯) দ্যৌরসীতি স্থাল্যাদানমিতি ॥ যস্যাং স্থাল্যাং ক্ষীরং প্রক্ষেপ্তব্যং তদ্গ্রহণার্থোঽয়ং মন্ত্রঃ। হে স্থালি! মৃজ্জলাভ্যাং নিষ্পন্না ত্বং দ্যৌরসি। জলহেতুবৃষ্টিপ্রদত্বাল্লোকরূপাসি। দ্যাসংবন্ধাদ্দ্রূপত্বমস্যামুপচর্য্যতে। তথা পৃথিব্যসি। পৃথিব্যাঃ সকাশাদুদ্ধৃতয়া মৃদা নিষ্পন্নত্বাৎ পৃথিবীরূপত্বং ॥ (কা০ ৪ ২ ২০) মাতরিশ্বন ইত্যধিশ্রয়তীতি। গার্হপত্যাদুদীচোঽঙ্গারান্নিরূহ্য তেষু স্থামধিশ্রয়তি ॥ হে উখে! ত্বং মাতরিশ্বনঃ বায়োর্ঘর্ম্মঃ দীপকোঽন্তরিক্ষলোকোঽসি। মাতর্য্যন্তরিক্ষে শ্বসিতি নিশ্বাসবচ্চেষ্টাং করোতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ ॥ ঘর্ম্মঃ ॥ ঘৃ ক্ষরণদীপ্ত্যোঃ। ঘর্ম্মো দীপকঃ। সঞ্চারস্থানপ্রদানেন বায়োর্দীপকোঽভিব্যঞ্জকোঽন্তরিক্ষলোকঃ। হে স্থালি! তবোদরেঽপ্যন্তরিক্ষরূপস্যাবকাশস্য বায়ুসঞ্চারস্য সদ্ভাবাৎ ত্বমপি বায়োর্ঘর্ম্মরূপাসি ॥ দ্যৌরসি পৃথিব্যসীতি পূর্ব্বমন্ত্রে লোকদ্বয়রূপত্বমুখায়া উক্তং। অত্র মাতরিশ্বনো ঘর্ম্মোঽসীত্যন্তরিক্ষলোকরূপত্বমুচ্যতে। তস্মাদেষাং ত্রয়াণাং লোকানাং ধারণাৎ ত্বং বিশ্বধা অসি। বিশ্বং দধাতীতি বিশ্বধাঃ। বিশ্বধারণসমর্থাসি লোকত্রয়রূপত্বাৎ। কিঞ্চ। পরমেণ ধাম্না উত্তমেন বহুক্ষীরধারণসামর্থ্যরূপেণ তেজসা হে উখে! ত্বং দৃংহস্ব দৃঢা ভব। ত্বন্নিষ্ঠস্য ক্ষীরস্য গলনং বারয়িতুং। অন্যথা ভগ্নায়াস্তব ছিদ্রেণ ক্ষীরং গলেৎ। দৃহি বৃহি বৃদ্ধাবিতি (ধা০ ১৭।৮৪) ধাতুর্যদ্যপি বৃদ্ধ্যর্থস্তথাপি দার্ঢ্যে সতি ভঙ্গাভাবেন চিরমস্থানাদ্দার্ঢ্যং নাম কালবৃদ্ধিরেব ভবতি। কিঞ্চ হে উখে! মা হ্বাঃ কুটিলা মা ভব। হ্বৃ কৌটিল্যে। যদ্যথা কুটিলা ভবেৎ তদানীমবাঙ্মুখায়াং সত্যাং তৎস্থং ক্ষীরং গলেৎ। অতঃ ক্ষীরধারণায় দার্ঢ্যমকৌটিল্যং চার্থ্যতে। কিঞ্চ। তে যজ্ঞপতিস্ত্বৎসম্বন্ধী যজমানো মা হ্বর্ষীৎ কুটিলো মা ভূৎ। ত্বন্নিষ্ঠক্ষীরস্কন্দনেনানুষ্ঠানবিঘ্ন এব যজমানস্য কৌটিল্যং। তচ্চ ত্বদীয়েন দার্ঢ্যেন কৌটিল্যাভাবেন চ ন ভবিষ্যতীতি প্রার্থ্যতে ॥ ২ ॥

* * *

---

* যাগাদি-কর্ম্মে কি ভাবে মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, কিরূপে শাখাগ্রে কুশ বন্ধন করিতে হয়, কি প্রকারে স্থালী (মৃৎভাণ্ড) প্রভৃতি স্থাপন করার প্রয়োজন হয়,—পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যের অনুসরণে (কাত্যায়নোক্ত বিধির বিবৃতিতে) কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন; সে সকল বিষয় কর্ম্মকাণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত। অপরাপর বক্তব্য পরবর্ত্তী অংশে (মর্ম্মার্থের আলোচনায়) দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারগণ, এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে কুশ-দ্বয়কে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে স্থালীকে আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা সেইরূপ আহ্বানের কোনই কারণ দেখিতেছি না। আমরা মনে করি, এখানে সেই সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা জানান হইয়াছে। যজ্ঞের ক্রিয়াদিতে মন্ত্র যে ভাবেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের লক্ষ্য কিন্তু সেই একমাত্র পরাৎপর পরমেশ্বর। যজ্ঞের প্রতি অঙ্গে, অনুষ্ঠানের প্রতি স্তরে, ভগবানকেই যে স্মরণ করা হয়, তাঁহারই নিকট যে প্রার্থনা জানান হয়, এ সকল মন্ত্রের যজ্ঞাঙ্গে প্রয়োগ, সেই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'পবিত্র' শব্দের অর্থ কুশ, 'বসু' শব্দে যজ্ঞ বুঝায়। তদনুসারে তাঁহার অর্থ,—'হে দর্ভময় পবিত্র! তোমরা ইন্দ্রাদিদেবতার নিবাসহেতুভূত পয়সের শোধক হও।' এই মন্ত্রে পবিত্র (কুশদ্বয়াগ্র কুশাগ্রের বেষ্টিত) রচনা করিয়া পর্ণশাখাতে বন্ধন করিবে। প্রথম মন্ত্রের অর্থ ও লক্ষ্য, ভাষ্যকার এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মন্ত্রের লক্ষ্য বা কর্ম্ম যাহাই হউক, কিন্তু মন্ত্রার্থ-বিষয়ে আমরা একমত হইতে পারি না। আমাদের অর্থ 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা' ও 'বঙ্গানুবাদ' দৃষ্টে সকলেই ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন। দ্বিতীয় মন্ত্র-বিষয়ে ভাষ্যকার, স্থালীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—'হে স্থালি! তুমি মৃত্তিকা ও জল হইতে নির্ম্মিত বলিয়া 'দ্যৌ' নামে অভিহিত।' যে কারণে ঐ অর্থ আসিয়াছে, তাহা ভাষ্য-দৃষ্টে সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর তৃতীয় মন্ত্রের বিষয় লক্ষ্য করুন। মন্ত্রে 'বিশ্বধাঃ' আছে; 'পরমেণ ধাম্না' আছে, 'মাতরিশ্বনো ঘর্ম্মঃ' আছে। এই সকল শব্দে কি স্থালীকে (উখাকে বা মৃদ্‌ভাণ্ডকে) লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিতে পারি? ভাষ্যকার, এতৎপ্রসঙ্গে যত যুক্তিই প্রদর্শন করুন, ঐ বিশেষণ-কয়টীর বিষয় অনুধাবন করিলেই সে সকল যুক্তির দৃঢ়তা থাকে না। আমাদের মনে হয়, যজ্ঞকর্ম্মে কুশ স্থালী ও হবনীয় ঘৃতাদি অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া, ভাষ্যকারগণ উক্ত কুশ-স্থাল্যাদিকেই রূপকে লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। হয় তো তাঁহাদের তখন কল্পনায়ও আসে নাই যে, দেশকালপাত্র-ভেদে মানুষের লক্ষ্য সাধারণ কুশস্থাল্যাদির প্রতিও আকৃষ্ট হইতে পারে,—তাঁহাদের ভাবের গভীর অর্থ মানুষ সহসা ধারণা করিতে পারিবে না। তিনি বিশ্বেশ্বর; তিনি কোথায় নাই? চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি কুশের মধ্যেও তাঁহার বিদ্যমানতা অবলোকন করিতে পারিবেন, আবার স্থালীর মধ্যেও যে তিনি 'অণোরণীয়ান্' ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারেন, তাহাও বুঝিতে পারিবেন। ফলতঃ, মন্ত্রের লক্ষ্য সেই জগৎপাতা পরমেশ্বর। সেই লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাখ্যা করিলে, সেই অর্থ অনুসারেই যজ্ঞ-কর্ম্মে মন্ত্র প্রযুক্ত হইলে, কোনও হানি হইতে পারে না। আমরা সেই অর্থই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি॥ ২॥ (১অ—২ক—১-৩ম।)

(তৃতীয় কণ্ডিকা। মন্ত্রত্রিতয়।)

(১) বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারং।

(২) দেবস্ত্বা সবিতা পুনাতু বসোঃ

পবিত্রেণ শতধারেণ সুপ্বা।

(৩) কামধুক্ষঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে দেব ! ত্বং 'বসোঃ' (ভগবন্নিবাসহেতোঃ যাগাদিসৎকর্ম্মণঃ) 'শতধারং' (শত-প্রকারৈঃ, ত্বদীয়শতককরুণাধারাবর্ষণেন) 'পবিত্রং' (পবিত্রতাসাধকঃ) 'অসি' (ভবসি); বসোঃ (সৎকর্ম্মণঃ) 'সহস্রধারং' (সহস্রপ্রকারৈঃ, সর্ব্বতোভাবেন) 'পবিত্রং' (পুণ্যপ্রদঃ) অসি (ভবসি)। অস্মাকং কর্ম্মানিবহাঃ সর্ব্বতোভাবেন সৎসহযুতাঃ পবিত্রীকৃতা ভবন্তু ইতি ভাবঃ।

(২) হে মনঃ। 'বসোঃ' (যাগাদিকর্ম্মণঃ) 'শতধারেণ' (অশেষপ্রকারেণ) 'সুপ্বা' (সুষ্ঠু পবিত্রকারকেণ) 'পবিত্রেন' (পুণ্যপ্রদানুষ্ঠানেন হেতুনা) 'সবিতা' (জ্ঞানাদিপ্রেরকঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ পরমেশ্বরঃ) 'ত্বা' (ত্বাং') 'পুনাতু' (পবিত্রং করোতু)। ভগবৎকৃপয়া বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণা ভবাম ; এষ এব পরিত্রাণহেতুঃ। ইতি ভাবঃ।

(৩) হে মনঃ। ত্বং 'কাং' (দেবতাং সদ্ভাবাদীনিত্যর্থঃ) 'অধুক্ষঃ' (দুগ্ধবানসি, আকর্ষণং কৃতবান্, সঞ্চিতবানসীতি যাবৎ)। অয়ং মন্ত্রঃ আত্মোদ্বোধনমূলকঃ ; সৎকর্ম্মণি চেতো ন্যস্তং ভবতু। এবং সতি হে মনঃ ! সৎকর্ম্মণাং মূলাধারং ভগবন্তমাকর্ষয়িতুং সমর্থং ভবসি। ॥ ৩ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ॥

(এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী দেবতার আহ্বানমূলক। শেষোক্ত মন্ত্রদ্বয় আত্মসম্বোধনসূচক।)

১। হে দেব ! আপনি ভগবন্নিবাসের হেতুভূত যজ্ঞাদি-কর্ম্মের শত প্রকারে পবিত্রতা সাধন করেন ; আপনার দ্বারা সহস্র প্রকারে সৎকর্ম্ম-সমূহ পুণ্যপ্রদ হয়। প্রার্থনা,—আমাদের কর্ম্মনিবহ, যেন সর্ব্বতোভাবে সংসহযুত ও পবিত্রীকৃত হয়।

২। হে আমার মনঃ! তোমার যাগাদি-সৎকর্ম্মের—সুন্দররূপে পবিত্রকারক অশেষ প্রকার যে পুণ্যপ্রদ অনুষ্ঠান, তদ্দ্বারা সেই জ্ঞানদাতা সবিতা-দেব তোমাকে পবিত্র করুন। ভাবার্থ,—ভগবৎকৃপায় আমরা যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ হই; তাহাই আমাদের একমাত্র পরিত্রাণের হেতুভূত; সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়াই ভগবান উদ্ধার করিয়া থাকেন।

৩। হে মানস! তুমি কোন্ কোন্ সৎকর্ম্মকে দেবতাকে দোহন (আকর্ষণ বা সঞ্চয়) করিয়াছ? ভাবার্থ—সৎকর্ম্মে চিত্ত সংন্যস্ত করিতে পারিলেই সৎকর্ম্মমূলাধার ভগবানকে আকর্ষণ কবিতে পাবিবে ॥ ৩ ॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।২২১) বসোঃ পবিত্রমিতি পবিত্রমস্থাং করোত্যুদগগ্রেতি। অস্থামুখায়াং স্থাপনীয়স্য পবিত্রস্য প্রাগগ্রত্বং সামান্যতঃ প্রাপ্তমিতি সিদ্ধবৎ কৃত্যোদগগ্রত্বং বিকল্প্যতে ॥ হে শাখাপবিত্র। বসোরিন্দ্রদেবতানিবাসহেতোঃ পয়সঃ শোধকং পবিত্রং ত্বমসি। পবিত্রেণ ব্যবধানে সতি ক্ষীরেণ সহ স্থাল্যাং পতত্তাং তৃণপর্ণাদীনাং প্রতিবধ্যমানত্বাৎ পবিত্রস্য ক্ষীরশোধকত্বং। কিম্ভূতং পবিত্রং। শতধারং। শতসংখ্যা ধারা যস্মিন্। তথা সহস্রধারং। সূক্ষ্মৈঃ পবিত্রছিদ্রৈঃ স্থাল্যাং পতন্তীনাং ক্ষীরধারাণাং শতসহস্রসংখ্যাকানাং সদ্ভাবাচ্ছোধকত্বমাহর্ত্তুং। বসোঃ পবিত্রমিতি দ্বিরুক্তিঃ। অভ্যাসে ভূয়াংসমর্থং মন্যন্তে (নিক০ ১০'৪২)॥ (কা০৪।২।২৩) দেবস্ত্বেত্যাসিচ্যমানে জপতীতি। পয়ো দেবতা। দোহনাদূর্দ্ধং স্থাল্যাং সিচ্যমান হে ক্ষীর! সবিতা প্রেরকো দেবঃ পূর্ব্বোক্তরীত্যা শতধারেণ বসোঃ পবিত্রেণ ত্বা ত্বাং পুনাতু শোধয়তু। সুপেত্বেতি পবিত্রবিশেষণং সুষ্ঠু পুনাতীতি সুপূঃ তেন সুপ্বা। সুডাগমাভাব আর্ষঃ। কামধুক্ষ ইতি প্রশ্ন ইতি (কা০ ৪।২২৪) একস্যাং গবি দুগ্ধায়াং দোগ্ধারং প্রত্যধ্বর্য্যুঃ পৃচ্ছেৎ। হে দোগ্ধঃ বিদ্যমানানাং গবাং মধ্যে কামধুক্ষঃ দুগ্ধবানসি ॥ ৩ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে, ক্রমান্বয়ে শাখাদেবতাকে পয়োদেবতাকে এবং দোহনকর্ত্তাকে সম্বোধন করা হইয়াছে;—ভাষ্যকারের ইহাই অভিমত। কুশবেষ্টিত শাখা দ্বারা শতধারে সহস্রধারে হবিরাদি দেবোদ্দেশে প্রক্ষিপ্ত হয়, এখানে তাহাই লক্ষ্য আছে। পয়োদেবতাকে আহ্বান করিয়া, হবিরাদিকে তিনি পবিত্র করুন, এই ভাবের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। পরিশেষে দোহনকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে,—'তুমি কোন্ গরুটীর দুগ্ধ দোহন করিয়াছ?' ভাষ্যকারগণের ভাষ্যানুসারে মর্ম্মার্থ এইরূপই অবগত হওয়া যায়।

কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অন্যরূপ। আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে' সেই তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিয়াছি। মন্ত্র যে কার্য্যেই ব্যবহৃত হউক, মন্ত্রের যাহা লক্ষ্য, তাহাতে কেন ভাবান্তর ঘটাইব? সকল মন্ত্রই, আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, এক সুরে বাঁধা আছে। সর্ব্বত্রই লক্ষ্য—পর-ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ। জলে তিনি, স্থলে তিনি, অনলে তিনি, অনিলে তিনি,—তিনি কোথায় নাই? তাঁহার সান্নিধ্য যে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে, মন্ত্রের প্রতি বর্ণে সেই স্মৃতিই জাজ্বল্যমান আছে। ঋষিগণ যে স্থালীর মধ্যে, পলাশশাখার অভ্যন্তরে, গোবৎস প্রভৃতিতে, ভগবৎ-সন্নিধি অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের ফল মাত্র। পরবর্ত্তী কালে অদূরদর্শী আমরাই কেবল ব্যষ্টিভাবে অর্থকল্পনা করিয়া ভাবান্তর ঘটাইয়াছি। (১অঃ—৩কঃ—১-৩মঃ)॥

—— • ——

(চতুর্থ কণ্ডিকা। মন্ত্র-পঞ্চকা।)

(১) সা বিশ্বায়ুঃ। (২) সা বিশ্বকর্ম্মা। (৩) সা বিশ্বধায়াঃ।

(৪) ইন্দ্রস্য ত্বা ভাগꣳ সোমেনাতনচ্মি।

(৫) বিষ্ণো হব্যꣳরক্ষ॥ ৪॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'সা' (দেবতা) 'বিশ্বায়ুঃ' (সর্ব্বেষামায়ুঃস্বরূপা)।

(২) 'সা' (দেবতা) 'বিশ্বকর্ম্মা' (সর্ব্বকর্ম্মরূপা)।

(৩) 'সা' (দেবতা) 'বিশ্বধায়াঃ' (সর্ব্বধারিকা সর্ব্বপোষিকা বা)।

এতে মন্ত্রাঃ প্রাগুক্তস্য প্রশ্নস্বরূপতৃতীয়মন্ত্রস্যোত্তরাত্মকাঃ। যমধুক্ষৎ সা বিশ্বায়ুরিত্যাদীত্যর্থঃ।

(৪) হে হবনীয়। 'ইন্দ্রস্য' (দেবস্য) 'ভাগং' (যজ্ঞাংশরূপং) 'সোমেন' (শুদ্ধসত্ত্বভাবেন, বিশুদ্ধয়া ভক্ত্যা) 'ত্বাং আতনচ্মি' (সম্যক্ কঠিনীকরোমি, দৃঢ়তাং সম্পাদয়ামি)। মৎকৃতা পূজা ভক্তিসংযুতা সতী দৃঢ়ীভবতু। ইতি ভাবঃ।

(৫) 'বিষ্ণো' (হে দেব।) 'হব্যং' (হবনীয়ং, অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'রক্ষ' (পাহি, চিরায় প্রতিষ্ঠাপয়)॥ ৪॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রত্রয়, পূর্ব্বকণ্ডিকোক্ত শেষ মন্ত্রের উত্তরস্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। সেই দেবতা কিরূপ? এখানে উত্তরে তাহাই বলা হইতেছে।)

১। সেই দেবতা 'বিশ্বায়ুঃ' অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের জীবন-স্বরূপ।

২। সেই দেবতা 'বিশ্বকর্ম্মা' অর্থাৎ সকল কর্ম্মের মূলীভূত।

৩। সেই দেবতা 'বিশ্বধায়াঃ' অর্থাৎ সকলের ধারণ ও পোষণকর্ত্তা।

(পূর্ব্বোক্তরূপে দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, যাজ্ঞিক বা প্রার্থনাকারী আপনার হবনীয় সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, কহিতেছেন,—)

৪। হে আমার হবনীয়-সামগ্রী! দেবতার যজ্ঞভাগরূপ তোমাকে, শুদ্ধসত্ত্বভাবে বিশুদ্ধ ভক্তির দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করিতেছি; অর্থাৎ, মৎকৃতা পূজা ভক্তি-সহযুতা হইয়া দৃঢ় হউক।

(পুনরায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা,—)

৫। হে বিষ্ণুদেব! (হে ভগবন্!) হবনীয় আমার শুদ্ধসত্ত্বভাবকে চিরকালের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত রাখুন ॥ ৪ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪২২৫) পোক্তে সা বিশ্বায়ুরস্যাদীতি ॥ পূর্ব্বোক্তপ্রশ্নস্যোত্তরে অমূং গামিতি দোগ্ধ্রি প্রোক্তে সতি সা বিশ্বায়ুরিতি মন্ত্রেণ দোগ্ধারং প্রত্যধ্বর্য্যুর্ব্রূয়াৎ। যা গৌস্তুয়া দুগ্ধা ময়া চ পৃষ্টা সা বিশ্বায়ুঃ শব্দেনাভিধেয়া। বিশ্বস্যায়ুর্যস্যাঃ সা বিশ্বায়ুঃ যজমানস্য সম্পূর্ণমায়ুঃ প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ (কা০ ৪।২।২৬) এবমিতরে উত্তরাভ্যামিতি। যথা প্রথমা গৌঃ পৃষ্টা এবমিতরে দ্বিতীয়তৃতীয়ে গাবৌ তদ্দোহনাদূর্দ্ধং কামধুক্ষ ইতি মন্ত্রেণ প্রষ্টব্যে। দোগ্ধা তূত্তরেঽমূমিতি প্রোক্তে সা বিশ্বকর্ম্মা সা বিশ্বধায়া ইতি মন্ত্রাভ্যাং ক্রমেণ তয়োরাশিষং ব্রূয়াৎ। যা দ্বিতীয়া গৌস্তুয়া পৃষ্টা সা বিশ্বকর্ম্মা যা তৃতীয়া গৌস্তুয়া পৃষ্টা সা বিশ্বধায়াঃ। ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। বিশ্বান্ সর্ব্বান দেবান ধাতি ক্ষীরদধ্যাদিভির্হবির্ভিঃ পুষ্ণাতীতি বিশ্বধায়াঃ। অসুন্প্রত্যয়ো ণিচ্চ। নিত্যদাপ্তো যুক্‌চিণ্কৃতোরিতি (পা০ ৭৩৩৩) যুক্। যদ্বা। ধেট্ পানে। বিশ্বানিন্দ্রাদিদেবান্ ক্ষীরাদিহব্যং ধাপয়তি পায়য়তীতি বিশ্বধায়াঃ ॥ (কা০ ৪।২।৩৩) উদ্বাস্যাতনক্তি প্রাগ্ঘুতশেষেণেন্দ্রস্য ত্বেতি ॥ কুম্ভীং ক্ষীরমগ্নেরুদ্বাস্য মন্ত্রোক্তে তত্র প্রাতঃকালীনহোমাবশিষ্টেন দধ্না দধিনিষ্পত্তয়ে আতঞ্চনং কুর্য্যাৎ। হে ক্ষীর ইন্দ্রস্য ভাগং ত্বাং সোমেন সোমবল্লীরসেনাতনচ্মি। দধ্যর্থং কঠিনীকরোমি। তঞ্চতিঃ কঠিনীকরণার্থঃ। যদ্যপ্যত্রাতঞ্চনহেতুর্দ্দধিশেষস্তথাপি ভাবনয়া তস্য সোমত্বং সম্পাদ্যতে। যথা কশ্চিৎ পুমান্ বন্ধুত্বেন ভাবিতো বন্ধুর্ভবতি প্রাতিকূল্যেন ভাবিতঃ শত্রুশ্চ। তদুক্তং বসিষ্ঠেন। বন্ধুত্বে ভাবিতো বন্ধুঃ পরত্বে ভাবিতঃ পরঃ। বিষামৃতদৃশৈবেহ স্থিতির্ভাবনিবন্ধিনীতি ॥ ভোজ্যং বা বিষত্বেন ভাবিতং বান্তিং করোতি অমৃতত্বেন ভাবিতং জীর্ণং সদ্বলহেতুর্ভবতি। তথাত্র দধিশেষস্য ভাবনয়া সোমত্বং ॥ (কা০ ৪।২৩৪) সোদকেনাপিদধাত্যমৃন্ময়েন বিষ্ণো হব্যমিতীতি ॥ হে বিষ্ণো ইদং হব্যং ক্ষীরং রক্ষ। সর্ব্বত্র সৃষ্টৌ পালনে সংহারে চ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা অভিমানিন্যো দেবতাঃ। অতো বিষ্ণুং সম্বোধ্য হবিষো রক্ষা প্রার্থ্যতে ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———:*:———

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় প্রকাশ, পূর্ব্বকণ্ডিকার শেষমন্ত্রে (৩ কঃ ৩ মঃ) দোগ্ধাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল,—'তুমি গাভী সকলের মধ্যে কোন গাভীটীকে দোহন করিয়াছ?' এ কণ্ডিকার প্রথম তিনটি মন্ত্রে যেন সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে,—সে গাভী 'বিশ্বায়ুঃ' 'বিশ্বকর্ম্মা' 'বিশ্বধায়াঃ'। এখানে বিশেষণত্রিতয়ের অর্থ উপলব্ধি করিলেই রূপক ভাঙ্গিয়া যায়। 'কোন গাভীকে দোহন করিয়াছ'—বাক্যে, 'কোন্ দেবতাকে আকর্ষণ করিয়াছ বা কোন্ সদ্ভাব সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছ'—এবম্বিধ প্রশ্নই অধ্যাহৃত হয়। ফলতঃ, এখানে সেই বিশ্বপাতা ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। ভাষ্যকার দুগ্ধদোহনের বা গোজাতির যে প্রসঙ্গ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা না আনিলেও চলিতে পারিত।

অতঃপর, কণ্ডিকার চতুর্থ মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। ভাষ্যকার কহিয়াছেন,—এখানে দুগ্ধকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে দুগ্ধ! তুমি সোমবল্লীর রসের সহিত কঠিনত্ব প্রাপ্ত হও অর্থাৎ দধিরূপ ধারণ কর।' ইহাতে যে কি ভাব উপলব্ধ হয়, আমরা তাহা ভাবিয়া পাই না। দুগ্ধ সোমলতার রসমিশ্রণে কঠিন হইয়া ইন্দ্র-দেবতার যজ্ঞাংশ মধ্যে গণ্য হউক,—এবম্বিধ উক্তি, কোনই শুভ উদ্দেশ্য প্রকাশ করে না। আমরা মনে করি, (আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা' ও 'বঙ্গানুবাদ' দেখুন) এখানে যাজ্ঞিকের বা প্রার্থনাকারীর আপনার হবনীয় দ্রব্যের প্রতিই লক্ষ্য পড়িয়াছে। তিনি হবনীয় দ্রব্যকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত কহিতেছেন,—'হে আমার হবনীয় দ্রব্য! দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইবার জন্য তোমরা শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত হও; আর, তোমাদের সে ভাব যেন দৃঢ়রূপে চির-প্রতিষ্ঠিত থাকে।' সোম শব্দের অর্থ—সোম-নামক লতা নহে; অথবা, সেই সোমলতার রসের বিষয়ও এখানকার অভিপ্রেত নহে। 'সোম' শব্দে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব (ভক্তিভাব) বুঝায়। ঋগ্বেদে নানাস্থানে সোম-শব্দের আলোচনায়, 'সোম' যে কি—আমরা বিশেষভাবে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি (আমাদের সম্পাদিত ঋগ্বেদ-সংহিতা, বায়বীয়-সূক্ত, ৮২ পৃষ্ঠা ও অন্যান্য সূক্ত দেখুন)। সোম যে আহবনীয় দ্রব্য—যজ্ঞের শুদ্ধসত্ত্ব অংশ, ভাষ্যে তাহারও আভাষ পাওয়া যায়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—যদিও এখানে তঞ্চন (কঠিনীকরণ) হেতু দধিনিষ্পন্নের ভাব আসিতেছে, তথাপি ভাবনা-শক্তির দ্বারা তাহার সোমত্ব সম্পাদিত হইতেছে। এ বিষয়ে তিনি মহর্ষি বসিষ্ঠের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কহিয়াছেন,—'ভাবনাতেই শত্রু মিত্র সংসৃচিত হয়; বন্ধুভাবে ভাবিত হইলে বন্ধুত্ব এবং শত্রুভাবে ভাবিত হইলে শত্রুত্ব সঞ্জাত হইয়া থাকে। সোম যে ভাবনার সামগ্রী, হৃদয়ের বস্তু, এতদুক্তিতে তাহারই আভাষ পাওয়া যায়। ইহাতেও আমরা বুঝিতে পারি,—চতুর্থ মন্ত্র আত্মোদ্বোধন-সাধক; ঐ মন্ত্রে, যাজ্ঞিক আপনার অন্তরকে ভগবদারাধনার নিমিত্ত দৃঢ় করিতেছেন।

পঞ্চম মন্ত্র—সেই দৃঢ়তারই পরিপোষক। এখানে প্রার্থনাকারী ভগবানকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্ বিষ্ণুদেব! আপনি আমার হবনীয়কে রক্ষা করুন। অর্থাৎ, আমি যেন আপনার পূজায় শুদ্ধসত্ত্বভাবে চিরনিরত থাকিতে পারি।' এখানে সাধকের আত্মনির্ভরতা দূরীভূত হইয়াছে। প্রথমে তাঁহার মনে হইয়াছিল,—'আমিই আমার হবনীয় সংগ্রহ করিব; আমিই তাহাকে বিশুদ্ধ করিব; আমিই তাহাকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিব।' এখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন,—'আমি কে? তৃণাদপি তুচ্ছ আমি, আমার সাধ্য কি—আমি সে ভাব রক্ষা করি।' তাই তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে দেব! তুমিই একমাত্র রক্ষক, তুমিই একমাত্র পালক; তুমিই 'বিশ্বায়ুঃ', তুমিই 'বিশ্বকর্ম্মাঃ', তুমিই 'বিশ্বধায়াঃ'; তুমিই রক্ষা কর,—তুমিই আমার সদ্ভাব-সমূহকে স্পৃষ্ট কর ও পুষ্ট রাখ!' (১ অঃ—৪ কঃ—১-৫ মঃ।)॥ ৪ ॥

(পঞ্চম কণ্ডিকা। মন্ত্রবর্ণাত্মিকা।)

(১) অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাং।

(২) ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

(১) 'ব্রতপতে' (ব্রতপালক, অনুষ্ঠেয়কর্ম্মণাং সাধক) 'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব!) 'ব্রতং' (কর্ম্মানুষ্ঠানং) 'চরিষ্যামি' (করিষ্যামি'); 'তৎ' (কর্ম্ম) 'শকেয়ং' (শক্তো ভূয়াসং, ত্বৎপ্রসাদাদনুষ্ঠাতুং সমর্থো ভবেয়মিত্যর্থঃ); 'মে' (মম) 'তৎ' (কর্ম্ম) 'রাধ্যতাং' (নির্ব্বিঘ্নং সৎ ফলপর্য্যন্তং সিধ্যতু)।

(২) 'অহং' (প্রার্থনাকারী) 'অনৃতাৎ' (অস্মাৎ মিথ্যাস্বরূপমনুষ্যজন্মনঃ) 'ইদং' (সৎকর্ম্মভিঃ প্রত্যক্ষীকৃতং) 'সত্য' (সত্যস্বরূপং দেবত্বং) 'উপৈমি' (প্রাপ্নোমি)। সৎকর্ম্মপ্রভাবেন মনুষ্যা অপি দেবত্বং লব্ধুং শক্যা ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। অনুষ্ঠেয় সৎকর্ম্মসাধক হে অগ্নিদেব! আমি যেন যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারি; আপনার অনুগ্রহে সেই অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসাধনে আমার যেন সামর্থ্য আসে; আমার অনুষ্ঠেয় সেই কর্ম্ম যেন ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হয়।

২। (তাহাতেই) প্রার্থনাকারী আমি, মিথ্যাস্বরূপ (সহসা ধ্বংসশীল) মনুষ্য-জন্ম হইতে এই (সৎকর্ম্মসমূহ দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত) সত্যস্বরূপ দেবত্ব লাভ করি। ভাবার্থ—সৎকর্ম্ম-প্রভাবে মনুষ্যগণ দেবত্ব-লাভ করিতে সমর্থ হন। প্রার্থনা—আমি যেন সেই সৎকর্ম্মশীল হই ॥ ৫ ॥.

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।১।১১) অপরেণাহবনীয়ং প্রাঙ্ নিষ্ঠন্নগ্নিমীক্ষমাণোহপ উপস্পৃশ্য ব্রতমুপৈত্যগ্নে ব্রতপত ইদমহমিতি বেতি॥ হে ব্রতপতে ব্রতস্যানুষ্ঠেয়স্য কর্ম্মণঃ পতে পালক হে অগ্নে। ত্বদনুজ্ঞয়া ব্রতং চরিষ্যামি কর্ম্মানুষ্ঠাস্যামি। তৎ শকেয়ং তৎকর্ম্মানুষ্ঠাতুং শক্তো ভূয়াসং। ত্বৎপ্রসাদাৎ। তন্মে রাধ্যতাং মদীয়ং তৎকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নং সৎ ফলপর্য্যন্তং সিধ্যতু। শকেরাশীর্লিঙ যাসুট্। লিঙ্যাশিষ্যঙ্ (পা০ ৩।১৮৬)। অতো যেয়ং (পা০ ৭।২।৮০) গুণঃ শকেয়ং। অগ্নির্বৈ দেবানাং ব্রতপতিরিতি শ্রুতিঃ (১।১।১।২)॥ ইদমহং। অহং যজমানোহস্মাদনৃতান্মনুষ্যজন্মন উদপাত্য সত্যং দেবতাশরীরং উপৈমি প্রাপ্নোমি। সত্যমনুষ্ঠীয়মানকর্ম্মরূপেণ প্রত্যক্ষমিতি মন্বান ইদমিতি বিশিনষ্টি। অনৃতং মনুষ্যজন্মশীঘ্রবিনাশিত্বাৎ। যথা স্বপ্নগজাদয়ো বোধমাত্রেণ শীঘ্রং নিবর্ত্তমানা অনৃতা উচ্যন্তে। সত্যং দেবজন্ম বহুকালস্থায়িত্বাৎ যথা জাগরণগজাদয়ঃ। শ্রুতিরপি (১।১।১৪)। ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমীতি তন্মনুষ্যেভ্যো দেবানুপাবর্ত্তত ইতি। যদ্বা লোকপ্রসিদ্ধে এব সত্যানৃতে গ্রাহ্যে। নানৃতং বদেদিতি কর্ম্মণ্যনৃতনিষেধাৎ। অনৃতবদনাদুদপত্যাহমিদং সত্যবদনমুপৈমি। অত ইদং সত্যবদনং কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ কর্ম্মকালে পালনীয়ং॥ ৫॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা

———:*:———

এ মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে প্রচলিত ভাষ্যের সহিত আমাদের কোনরূপ মতদ্বৈধ ঘটে নাই। পরন্তু, আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কণ্ডিকার যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এ কণ্ডিকার ভাষা তদর্থেরই পরিপোষক। আমাদের 'মর্ম্মানুসারি' ব্যাখ্যানী দৃষ্টে ও প্রচলিত ভাষ্য দৃষ্টে এ বিষয় সহজেই অনুমিত হইবে।

মন্ত্রদ্বয়কে মুক্তি-পথের দুইটী স্তর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রথম স্তরে অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'আমি যেন ভবৎ-কৃপায় সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ হই; আমার কর্ম্মসমূহ যেন পরিসমাপ্তি (শেষ নিঃশ্বাস) পর্য্যন্ত সৎসম্বযুত থাকে।' প্রথম মন্ত্রের এবম্বিধ প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই খ্যাপন করা হইয়াছে,—'তাহা হইলেই আমি এই মরণশীল মিথ্যা মনুষ্য-জন্ম হইতে অব্যাহতি পাইব,—অমৃতস্বরূপ দেবত্ব আমার অধিগত হইয়া

আসিবে।' মনুষ্যজন্ম শীঘ্রবিনাশশীল বলিয়া অনৃত (মিথ্যা) নামে অভিহিত হয়। তাহা কিরূপ? আমরা স্বপ্নে যে গজাদি দর্শন করি, স্বপ্নভঙ্গে জ্ঞানোদয়ে তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না; শীঘ্রই নিবর্ত্তিত হয় বলিয়া, স্বপ্নদৃষ্ট গজাদি অনৃত (অনিত্য)। অন্যপক্ষে আবার, জাগরণ-কালে যে গজাদি দৃষ্ট হয়, তাহার স্থায়িত্ব দেখিতে পাই; দেবজন্মও সেইরূপ বহুকাল স্থায়ী বলিয়া 'সত্য' নামে অভিহিত হয়। তাই প্রার্থনা,—'হে দেব! আমাকে মিথ্যা মানবজন্ম হইতে পরিত্রাণ করুন। আপনার অনুগ্রহে আমি যেন দেবত্ব-লাভে সমর্থ হই।' এ মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী এই ভাব সমীচীন। (১অঃ—৫কঃ—১-২মঃ)।

(ষষ্ঠ কণ্ডিকা। মন্ত্রদ্বয়াত্মিকা।)

(১) কস্ত্বা যুনক্তি স ত্বা যুনক্তি কস্মৈ ত্বা যুনক্তি তস্মৈ ত্বা যুনক্তি।

(২) কর্ম্মণে বাং বেষায় বাং ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

(১) 'কঃ' (পুরুষঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'যুনক্তি' (যৌতি), 'দেহেন সহ মনঃসম্বন্ধং কৃত্বা কস্ত্বাং সৃষ্টবান্' ইতি স্বগত প্রশ্নঃ। 'সঃ' (পরমেশ্বরঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'যুনক্তি' (দেহিনং করোতি), ইতি স্বগতোত্তরং। 'কস্মৈ' (মহদুদ্দেশ্যসাধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'যুনক্তি' (নিয়োগং করোতি), ইত্যপি স্বগতপ্রশ্নঃ। তস্মৈ (ভগবৎকার্য্যসাধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'যুনক্তি' (মনুষ্যরূপেণ স ভগবান্ প্রেরয়তি), ইতি স্বগতোত্তরং।

(২) হে দেহমনসী। 'বাং' (যুবাং) 'কর্ম্মণে' (সৎকর্ম্মসাধনার্থং) 'বাং' (যুবাং) 'বেষায়' (সদ্ভাবব্যাপ্তয়ে) স ভগবান্ কৃতবান্। ভগবৎকৃপয়া দেহমনঃসংযোগেন মনুষ্যো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(প্রথম মন্ত্রটী স্বগত প্রশ্নোত্তরমূলক। প্রশ্ন উত্থাপিত ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।)

১। [প্রশ্ন] কোন্ পুরুষ, তোমাতে দেহমনঃসংযোগপূর্ব্বক, তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন?

[উত্তর] সেই পরমেশ্বরই তোমাকে দেহধারী মনুষ্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।

[প্রশ্ন] কোন্ মহদুদ্দেশ্যসাধন জন্য তুমি নিযুক্ত হইয়াছ?

[উত্তর] তাঁহারই কার্য্যসাধন জন্য ভগবান্ তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

(দ্বিতীয় মন্ত্রটী, স্বীয় দেহ ও মনকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।)

২। হে আমার দেহমন! সৎকার্য্যসাধন জন্য এবং সদ্ভাব-ব্যাপ্তির উদ্দেশে ভগবান তোমাদের সংযোগ-সাধন করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

এবং ব্রতমুপেত্য ব্রহ্মাণং বৃত্বাপাং প্রণয়নং কুর্য্যাৎ। [কা০ ২।৩।২।৩] ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেষ্যামি যজমান বাচং যচ্ছেত্যাহানুজ্ঞাত উত্তরেণাহবনীয়ং সম্প্রতি নিদধাতি কস্ত্বা যুনক্তীতি ॥ অত্র মন্ত্রং প্রজুগ্নানোঽধ্বর্য্যুর্যজ্ঞারম্ভকর্ম্মণ্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমপনীয় প্রজাপতের্যজ্ঞকর্ত্তৃত্বং প্রশ্নোত্তর-রূপাভ্যাং মন্ত্রবাক্যাভ্যাং প্রতিপাদয়তি। প্রণীতানামপাং ধারক হে পাত্র! ত্বাং কঃ পুরুষো যুনক্তি আহবনীয়স্যোত্তরভাগে স্থাপয়তীতি প্রশ্নঃ। তচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধার্থবাচী। সর্ব্বেষু বেদেষু জগন্নির্ব্বাহকত্বেন প্রসিদ্ধো যঃ প্রজাপতিরস্তি স এব পরমেশ্বরঃ। হে পাত্র ত্বা যুনক্তীত্যুত্তরং। পুনরপি কস্মৈ প্রয়োজনায় ত্বা যুনক্তীতি প্রশ্নঃ। তস্মৈ প্রজাপতয়ে তৎপ্রীত্যর্থং ত্বা যুনক্তী-ত্যুত্তরং। সর্ব্বকর্ম্মাণি পরমেশ্বরপ্রীত্যর্থমনুষ্ঠেয়ানীতি ভগবদ্গীতাস্বর্জুনংপ্রতি ভগবতোক্তং। (ভ০ গী০ ১৮।৫৬।৯২৭)। ইতি চ। ৪।২৪ নেতিচ ॥ পরিস্তীর্য্য দ্বন্দ্বশঃ পাত্রাণ্যাসাদ্য শূর্পং চাগ্নিহোত্রহবণীং চাদত্তে। [কা০ ২।৩।১০] কর্ম্মণে বামিতি শূর্পাগ্নিহোত্রহবণ্যাদায়েতি ॥ কর্ম্মণে। হে অগ্নিহোত্রহবণি! হে শূর্প! যুবাং কর্ম্মার্থমহমাদদ ইতি শেষঃ। বেষায় চ। বিষ্‌৯ ব্যাপ্তৌ। ঘঞ্ বেষো ব্যাপ্তিঃ। সূচিতকর্ম্মসু ব্যাপ্ত্যর্থং চ বাং যুবামহমাদদে। শকটেঽবস্থিতানাং ব্রীহীণাং হবিরর্থং পৃথক্করণং প্রোক্ষণার্থোদক-ধারণমিত্যাদয়োঽগ্নিহোত্রহবণীব্যাপারাঃ। ব্রীহিনির্ব্বাপধারণমুলূখলে ব্রীহিপ্রক্ষেপঃ পুনরুদ্ধরণং চেত্যাদয়ঃ শূর্পব্যাপারাঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকার প্রথম মন্ত্রে প্রশ্নোত্তরের ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, জলাধার কলসকে উদ্দেশ করিয়া ঐ মন্ত্র বিহিত হইয়াছে। তাঁহার অর্থ এই যে,—'হে পাত্র! কোন্ পুরুষ, তোমাকে আহবনীয় সামগ্রীর উত্তরভাগে রক্ষা করিলেন?' উত্তর—'সেই প্রজাপতি পরমেশ্বরই তোমাকে স্থাপন করিয়াছেন।' তাহার পর আবার প্রশ্ন—'কোন্ প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত তোমাকে স্থাপন করা হইয়াছে?' উত্তর—'সেই প্রজাপতির দ্বারা তুমি তাঁহার প্রীতিসাধন নিমিত্তই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ।' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনের

প্রতি ভগবানের যে উপদেশ—পরমেশ্বরের প্রীতির নিমিত্তই কর্ম্মমাত্রের অনুষ্ঠান করিবে, ভাষ্যকারের মতে, এখানে সেই ভাবই ব্যক্ত।

দ্বিতীয় মন্ত্রে, ভাষ্যকার বলেন,—অগ্নিহোত্রহবণীকে এবং শূর্পকে সম্বোধন করা হইয়াছে। অগ্নিহোত্র-হবণী বলিতে, কি বুঝায়? শকটাবস্থিত ব্রীহ্যাদিকে (ধান্যাদিকে) আহবনীয় কার্য্যের নিমিত্ত পৃথক-করণ, ধৌত-করণ জন্য উদকসংরক্ষণাদি ব্যাপারকে অগ্নিহোত্র হবণীর কার্য্য কহে। ইহাতে কেহ কেহ, শস্যাদিকে ঝাড়িয়া 'ডাবার' জলের মধ্যে রাখার ভাব গ্রহণ করেন। তদনুসারে 'ডাবাকে' অগ্নিহোত্র-হবণী বলা হয়। শূর্প বলিতে, শস্যাদিকে নিস্তুষকারক 'কুলা' বুঝাইয়া থাকে। এ সকল কার্য্য যে পরমেশ্বরের দ্বারা সাধিত হয়, তাহা অনুমান করা সম্ভবপর নহে। অথচ, ভাষ্যকার ডাবার ও কুলার কার্য্যকে পরমেশ্বরের কার্য্য বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন; এবং তাহাদের সম্বোধনে মন্ত্র প্রযুক্ত বলিয়াছেন। আমরা মন্ত্রের যে অর্থ আমনন করিয়াছি, তাহার যৌক্তিকতা আমাদিগের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা' ও 'বঙ্গানুবাদ' দৃষ্টে সহজেই প্রতীত হইবে। (১অঃ—৬কঃ—১-২ মঃ) ॥ ৬ ॥

—*—

২০,২৭২

(সপ্তম কণ্ডিকা। মন্ত্র-ত্রিতয়াত্মিকা।)

(১) প্রত্যুষ্টꣳ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ঃ।

(২) নিষ্টপ্তꣳ রক্ষো নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ।

(৩) উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বেমি ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

(১) হে দেব! 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, সংপ্রতিবন্ধকঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'উষ্টং' (দগ্ধং) ভবতু; 'অরাতয়ঃ' (সর্ব্বে শত্রবঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'উষ্টাঃ' (দগ্ধাঃ) ভবন্তু। দুর্ব্বুদ্ধি-স্তথা রিপুশত্রবঃ সমূলং নাশং যান্তু। ইতি ভাবঃ।

(২) হে দেব! 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'নিষ্টপ্তং' (নিঃশেষেণ তপ্তং, সন্তপ্তং) ভবতু; 'অরাতয়ঃ' (শত্রবঃ, রিপুশত্রুনিবহাঃ) 'নিষ্টপ্তাঃ' (নিঃশেষেণ তপ্তাঃ সন্তপ্তাঃ) ভবন্তু। পূর্ব্বোক্ত এব ভাবঃ।

(৩) হে দেব! উরু (বিস্তীর্ণং) 'অন্তরিক্ষং' (সময়ং, অবকাশং) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'এমি' (গচ্ছামি)। হে দেব! যেন সদৈব বয়ং শত্রুনাশসমর্থা ভবেম, অনুকম্পাপ্রদর্শনেন তৎ কুরু। ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে দেব! সৎপ্রতিবন্ধক শত্রু (আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি) সর্ব্বতোভাবে ভস্মীভূত হউক; আমাদের রিপুশত্রুগণ, প্রত্যেকে বিশিষ্টরূপে দগ্ধ হউক। অর্থাৎ,—হে দেব! আপনি আমাদের দুর্ব্বুদ্ধিকে এবং রিপুশত্রুসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করুন।

২। হে দেব! আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু, প্রত্যেকে সন্তপ্ত হউক; এবং আমাদের রিপুশত্রুগণ, প্রত্যেকে বিশেষভাবে তাপযুক্ত হউক। ভাবার্থ—পূর্ব্ব মন্ত্রেরই ন্যায়।

৩। হে দেব! আমরা যেন বিস্তৃত অন্তরিক্ষকে (কালকে) অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি। অর্থাৎ,—আমরা যদ্দ্বারা সর্ব্বদা (আমাদের) পূর্ব্বোক্তরূপ শত্রুসকল নাশে সমর্থ হইতে পারি, আপনি সেইরূপ শক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন॥ ৭॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৩।১১) প্রতপনং প্রত্যুষ্টং নিষ্টপ্তমিতি বেতি। রক্ষঃ রাক্ষসজাতিঃ। প্রত্যুষ্টং প্রত্যেকং দগ্ধং। উষ দাহে। অনেনাগ্নিহোত্রহবণীশূর্পয়াঃ প্রতপনেনাত্র স্থিতা রাক্ষসা দগ্ধা ইত্যর্থঃ। অরাতয়োঽপি প্রত্যুষ্টাঃ প্রত্যেকং দগ্ধাঃ। রা দানে। হবিষো দক্ষিণায়া বা দানং রাতিঃ। রাতেঃ প্রতিবন্ধকা অরাতয়স্তেঽপি দগ্ধা অন্যথা ন যজ্ঞসাধন-মিত্যর্থঃ। শূর্পাদৌ নিগূঢ়ং রক্ষো নিষ্টপ্তং নিঃশেষেণ তপ্তং সন্তপ্তং। তপ সন্তাপে। অরাতয়শ্চ নিষ্টপ্তাঃ অনয়োর্ম্মন্ত্রয়োর্ব্বিকল্পঃ॥ (কা০) গচ্ছত্যুর্ব্বন্তরিক্ষমিতীতি। উরু বিস্তীর্ণ-মন্তরিক্ষমবকাশমন্বেমি অনুসৃত্য গচ্ছামি। গচ্ছতঃ পুরুষস্য পার্শ্বয়োরেব স্থিতং রক্ষোঽনেন মন্ত্রেণ নিরাক্রিয়তে ইত্যাশয়ঃ॥ ৭॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা

-‡○*○‡-

এই সপ্তম কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রদ্বয় একই ভাব-দ্যোতক। মহর্ষি কাত্যায়ন তাই বিকল্পে একের পরিবর্ত্তে অন্যের প্রয়োগ বিহিত করিয়া গিয়াছেন। মন্ত্রের রক্ষঃ শব্দে ভাষ্যকারগণ রাক্ষস-জাতিকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাহাতে ভাব আসে,—রাক্ষসগণ, যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিত, আর তাহাদিগকে দগ্ধ করার জন্যই প্রার্থনা করা হইত। 'অরাতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি-বিষয়ে ভাষ্যকারগণ নির্দ্দেশ করেন,—যজ্ঞকর্ম্মে, দক্ষিণায় ও দানাদিতে বিঘ্ন উৎপাদন করিত

বলিয়াই রাক্ষসগণ অরাতি (অর্থাৎ 'রাতি' দান, তাহার প্রতিবন্ধক) নামে অভিহিত হইত। তাহারা দগ্ধ (বিনষ্ট) হইলে যজ্ঞাদিতে বিঘ্ন ঘটিবে না, ইহাই যেন মন্ত্রে প্রার্থনার লক্ষ্য। তাহারা 'নিষ্টপ্ত' (সম্যকরূপে পরিতপ্ত, শোকপ্রাপ্ত) হউক, অর্থাৎ তাহাদের বংশনাশ হউক, দ্বিতীয় মন্ত্রের এইরূপই ভাবার্থ ভাষ্যানুসরণে কল্পিত হয়।

আমরা কিন্তু মন্ত্রদ্বয়ে, রাক্ষস-জাতির প্রতি অথবা যজ্ঞকারী লোকবিশেষের প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই না। উহাতে কালাকালেরও কোনও সম্বন্ধ নাই। অতীত অনাগত বর্ত্তমান তিন কাল ধরিয়া যে শত্রু মানুষকে অহর্নিশ উত্যক্ত করিতেছে, যে শত্রুর প্রবল প্রতাপে সৎকর্ম্ম-নিবহ অনুষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না; সেই শত্রুই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। বহিঃশত্রুগণ তোমার কতটুকু অনিষ্ট করিতে পারে? ভগবৎ আরাধনার পথে বিঘ্ন-দানের শক্তি তাহাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সে শত্রু তোমার সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ করিতেছে—নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমার নিত্য-সহচর কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ, তোমায় বিভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিবার প্রধান পরামর্শদাতা লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যাদি, তোমার পরম শত্রু নহে কি? তাহারাই হৃদয়ের শোণিত-শোষক। তাহাদের অপেক্ষা রাক্ষস শত্রু আর দ্বিতীয় কল্পনা করা যায় কি? আমরা তাই মনে করি, এখানে বলা হইয়াছে,—আমাদের সেই পরম শত্রুগণ বিদগ্ধ হউক; তাহাদের যেন চিহ্ন পর্য্যন্তও লুপ্ত হয়।

তৃতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য,—'আমার যেন চিরদিন সেই শত্রুদিগকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান থাকে। আমি যেন কখনও মোহঘোরে তাহাদের কুহক-জালে পড়িয়া না ভাবি,—তাহারাই আমার পরম মিত্র, আর বাহিরের শত্রুই আমার পরম শত্রু! আমি যেন সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে পারি। আমার মন্ত্র যেন পার্শ্বস্থিত (সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিত) তাহাদের দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয়।' এ মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ অঃ—৭ কঃ—১-৩ মঃ)॥

——§ • §——

(অষ্টম কণ্ডিকা। মন্ত্রদ্বয়াত্মিকা।)

(১) ধ্রুবসি ধূর্ব্ব ধূর্ব্বন্তং ধুর্ব্ব তং যোঽস্মান্ ধূর্ব্বতি

তং ধূর্ব্ব যং বয়ং ধূর্ব্বামঃ।

(২) দেবানামসি বহ্নিতম৺ সস্নিতমং পপ্রিতমং

জুষ্টতমং দেবহূতমং ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! 'অসি' (ত্বং) 'ধূঃ' (হিংসকঃ, রিপুশত্রুনাশকঃ); 'ধূর্ব্বন্তং' (হিংসন্তং, অস্মাকং অমঙ্গলসাধকং) 'ধূর্ব্ব' (বিনাশয়); 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'ধূর্ব্বতি' (হিংসিতুং সদৈব উদ্‌যুক্তঃ) 'তং' (শত্রুং) 'ধূর্ব্ব' (বিনাশয়); 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'যং' (শত্রুং) 'ধূর্ব্বামঃ' (হিংসতুমুদ্যতাঃ, যেষাং শত্রূণাং হিংসায়াং প্রয়োজনং ভবেদিত্যর্থঃ) 'তং' (শত্রুং) 'ধূর্ব্ব' (বিনাশয়)।

(২) হে জ্ঞানং! 'অসি' (ত্বং) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'বহ্নিতমং' (বাহক-শ্রেষ্ঠং) 'সস্নিতমং' (অতিশয়েন বেষ্টনকারিণং, বিশুদ্ধভাবেন সংরক্ষকং) 'পপ্রিতমং' (সম্যক্ পূর্ণতাসাধকং) 'জুষ্টতমং' (দেবানামতিশয়েন প্রিয়ং) 'দেবহূতমং' (দেবানাং অতিশয়েন আহ্বাতৃ)। জ্ঞানেন দেবা আহূতাঃ সন্তঃ প্রার্থনাকারিহৃদয়ং অধিতিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে জ্ঞানস্বরূপ দেবতা! আপনি কামক্রোধাদি রিপুশত্রুগণের সংহারকর্ত্তা; আমাদিগের অমঙ্গলসাধক শত্রুগণকে আপনি বিনাশ করুন; প্রার্থনাকারী আমাদিগকে সর্ব্বদাই হিংসা করিবার জন্য যে শত্রু উদ্‌যুক্ত রহিয়াছে, আপনি তাহাদিগের উচ্ছেদ-সাধন করুন; আমরা, যে শত্রুকে বিনাশ করিতে উদ্‌যুক্ত হইব অর্থাৎ যাহাদের বিনাশ করা প্রয়োজন হইবে, আপনি তাহাদিগকে বিনষ্ট করুন।

২। হে আমার অন্তর্নিহিত জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি দেবগণের (দেবভাব-নিবহের) শ্রেষ্ঠ বহনকর্ত্তা আপনি সেই ভাবসমূহের বিশুদ্ধ-ভাবে সংরক্ষণকারী আপনি তদ্‌ভাবসমূহের সম্যক্‌রূপে পূর্ণতাসাধক, আপনি তাহাদিগের (দেবভাব-সমূহের) অতিশয় প্রিয়, এবং সেই দেবভাবনিবহের শ্রেষ্ঠ আহ্বানকর্ত্তা। ভাবার্থ এই যে, জ্ঞানের দ্বারা দেবগণ আহূত হইয়া প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকেন ॥ ৮ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা° ২।৩।১২।১৩) প্রণণস্য পশ্চাদনস্তিষ্ঠত্যসমঙ্গি ধূরসীত ধুরভিমর্শনমিতি। অস্যায়-মর্থঃ প্রণণস্য পুরোডাশপাকহেতোর্গার্হপত্যস্য পশ্চাদনঃ শকটং ব্রীহিযুক্তং তিষ্ঠতি। তচ্চ সমঙ্গি সম্যগঙ্গানি যস্য তৎ সর্ব্বাঙ্গোপেতং তস্য ধুরং বলীবর্দ্দবহনযোগ্যং যুগপ্রদেশং ধূরসীতি মন্ত্রেণ স্পৃশেদিতি ॥ অথ মন্ত্রার্থঃ। ব্রীহিরূপহবির্ধারকশকটসম্বন্ধিনো যুগস্য বলী-বর্দ্দবহনপ্রদেশে কশ্চিদ্ধিংসকোঽগ্নিঃ স ত্বদৃষ্টোঽস্তি তং প্রার্থয়তে। অগ্নির্বাব এষ ধুর্যাস্তমেত-

যস্ত্যেষ্মিন্ ভবতীতি শ্রুতেঃ (১।১।২।১০)। হে বহ্নে ত্বং ধূরসি হিংসকোঽসি। তুর্ব্বীথুর্ব্বী-ছুর্ব্বীধুর্ব্বী হিংসার্থাঃ ধুর্ব্বতেঃ কিপ্। যতো ধূরসি অতো ধুর্ব্বন্তং হিংসন্তং পাপ্মানং ধূর্ব্ব বিনাশয়। কিঞ্চ যো রাক্ষসাদির্যাগবিঘ্নেনাস্মান্ ধূর্ব্বতি হিংসিতুমুদযুক্তস্তমপি ধূর্ব্ব বিনাশয় যং চ বয়ং ধূর্ব্বামন্তমপি ধূর্ব্ব যমালস্যাদিরূপং বৈরিণং 'বয়মনুষ্ঠাতারো ধূর্ব্বামো হিংসিতু-মুদ্যতাস্তমপি ধূর্ব্ব বিনাশয়। শকটস্থিতাগ্ন্যতিক্রমণনিমিত্তমপরাধমপহোতুমগ্ন্যাধারভূতা শকটস্য ধুরনেন মন্ত্রেণ স্পৃশ্যতে॥ (কা০ ২।৩।১৪) দেবানামিত্যুপস্তম্ভনস্য পশ্চাদীষামিতি। শকটস্ত দীর্ঘং কাষ্ঠমীষা তদগ্রস্য ভূমিস্পর্শো মাভূদিতি তদাধারত্বেন স্থাপিতং কাষ্ঠমুপস্তম্ভনং তস্য পশ্চাদ্ভাগে তামীষাং স্পৃশেৎ। দেবানামসি। হে শকট ত্বং দেবানাং সম্বন্ধি ভবসি। কিম্ভূতং বহ্নিতমং। বহ প্রাপণে। বহতীতি বহ্নিঃ। অতিশয়েন বহ্নি বহ্নিতমং। ব্রীহিরূপস্য হবিষোঽতিশয়েন প্রাপকং। তথা সস্নিতমং। ষ্ণাশৌচ অতিশয়েন শুদ্ধং। আদৃগমেত্যাদিনা (পা০ ৩২।১৭১) কিপ্রত্যয়ঃ। যদ্বা ষ্ণৈ বেষ্টনে। দার্ঢ্যায় চর্ম্মাদিভিরতিশয়েন বেষ্টিতং॥ পপ্রিতমং॥ প্রা পূরণে ব্রীহিভিরতিশয়েন পূরিতং। জুষ্টতমং। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। দেবানামতিশয়েন প্রিয়ং। দেবহূতমং। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। দেবানামতিশয়েনাহ্বাতৃ। ব্রীহিপূর্ণং শকটং দৃষ্ট্বা দেবা আহূতা ইব শীঘ্রমাগচ্ছন্তি॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা

ভাষ্যাদিতে প্রকাশ,—এই মন্ত্রদ্বয়ের সহিত গো-শকটের সম্বন্ধ বিদ্যমান। 'ধূর্' শব্দের আলোচনায় তাঁহারা বলেন,—'ধূর্' (যুগের বলীবর্দ্দবহনপ্রদেশ অর্থাৎ যে কাষ্ঠখণ্ডে বৃষের স্কন্ধদেশ সংযুক্ত থাকে) সংস্থিত হিংসক অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে। সেই অগ্নিকে বলা হইতেছে,—'যে রাক্ষসাদি আমাদের যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহাদিগকে বিনাশ করুন।' গো-শকট স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতে হয়। প্রথম মন্ত্রের সমুদয় অংশের প্রার্থনাই তদনুসারে রাক্ষস-ধ্বংসের উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় মন্ত্রটী, ভাষ্যকারগণের মতে, শকটকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইতেছে,—'হে শকট! তুমি দেবগণের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট; তোমাতে ধান্যাদি হবনীয় দ্রব্য সংবাহিত হয় বলিয়া, তুমি বাহকশ্রেষ্ঠ; চর্ম্মাদি দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া—তুমি 'সস্নিতম'; ব্রীহি (ধান্যাদি) সমূহে পূর্ণ থাক বলিয়া 'পপ্রিতম'; তুমি দেবতাগণের অতিশয় প্রিয়, এই হেতু 'জুষ্টতম'; এবং ব্রীহি পরিপূর্ণ শকট দৃষ্টে দেবগণ আহূত হইয়া শীঘ্র আগমন করেন বলিয়াই তুমি 'দেবহূতম'। আমার ইহাই ভাবার্থ।

বলা বাহুল্য, ভাষ্যকারগণ যে ভাবে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। এই কণ্ডিকায় জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে,—ইহাই আমাদের অভিমত। তাহাতে যে ভাবার্থ আসে, তাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদা গ্রহণীয়। আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা' ও 'বঙ্গানুবাদ' দৃষ্টে সে ভাব উপলব্ধ হইবে। অজ্ঞানতা-

নিবন্ধন মানুষ হিংস্র শত্রু দ্বারা নিপীড়িত হয়। শত্রুর মধ্যে প্রধান—অন্তঃশত্রু। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইলে, সে শত্রু বিনষ্ট হয়,—জ্ঞানালোকে হৃদয়ে দেবভাব বিকাশ পায়। মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ অঃ—৮ কঃ—১-২ মঃ)।

নবম কণ্ডিকা।

(নবম কণ্ডিকা। ষট্‌মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অহ্রুতমসি হবির্ধানং। (২) দৃꣳহস্ব মা হ্বার্মা

তে যজ্ঞপতিহ্বার্ষীৎ।

(৩) বিষ্ণুস্ত্বা ক্রমতাং। (৪) উরুবাতায়।

(৫) অপহতꣳ রক্ষঃ। (৬) যচ্ছন্তাম্পঞ্চ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

(১) হে দেব। 'অহ্রুতং' (অকুটিলং, অস্মাকং ক্রটিবিচ্যুতৌ দৃষ্ট্বা বিরূপং মা ভব ইতি যাবৎ) 'হবির্ধানং' (অস্মাকং আহবনীয়স্য হৃদ্গতশুদ্ধসত্ত্বভাবস্য বা ধারকং পোষকং) 'অসি' (ভবসি)।

(২) হে দেব। 'মা হ্বাঃ' (কুটিলো মা ভূঃ); অস্মাকং কর্ম্মবৈগুণ্যাৎ বক্রো মা ভবেতি ভাবঃ। 'তে' (ত্বৎসম্বন্ধী) 'যজ্ঞপতিঃ' (যজ্ঞকারকঃ, উপাসকঃ) 'মা হ্বার্ষীৎ' (কুটিলো মা ভূৎ, সদা শুদ্ধস্বভাবো ভবতি); অহমপি তবানুগ্রহেণ সরলঃ সদ্ভাবসম্পন্নো ভবানীতি প্রার্থনা।

(৩) হে মনঃ। 'ত্বা' (ত্বাং, অন্তরদেশে ইতি ভাবঃ) 'বিষ্ণুঃ' (সর্ব্বব্যাপকঃ পরমেশ্বরঃ) 'ক্রমতাং' (ক্রমেণ আরুহ্যতাং)। সচ্চিন্তাসৎকর্ম্মপ্রভাবেন বিষ্ণুদেবং ক্রমেণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপয় ইতি ভাবঃ।

(৪) হে দেব! (হে মনো বা) 'বাতায়' (সর্ব্বগায় বায়ুস্বরূপায়) 'উরুঃ' (বিস্তৃতো ভবেতি শেষঃ)। অস্য মন্ত্রার্থঃ (দেবপক্ষে),—হে দেব! ত্বং অস্মাকং দেহে বায়ুরূপেণ প্রবিশ্য পাপান্ বিদূরয়; (মনঃ সম্বোধনপক্ষে) হে মনঃ! দেবসামীপ্যং প্রাপ্ত্যর্থং সঙ্কীর্ণভাবং পরিত্যজয়; সর্ব্বেষাং প্রতি অভিন্নভাবং পরিপোষয়।

(৫) হে দেব (হে মনো বা)! 'রক্ষঃ' (যজ্ঞবিঘ্নকারকং, অসদ্ভাবনিবহং) 'অপহতং' (নিরাকৃতং, দূরীকৃতং) কুরু ইতি শেষঃ।

(৬) হে 'পঞ্চ' (ইন্দ্রিয়পঞ্চকাঃ)! যূয়ং 'যচ্ছন্তাং' (সংযতো ভবন্তাং) ॥ ৯ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার ছয়টি মন্ত্র বিভিন্নরূপ আহ্বানমূলক। ইহার প্রথম মন্ত্রদ্বয় ইষ্টদেবকে বা দেবসাধারণকে আহ্বান করিয়া বিহিত হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। তৃতীয় মন্ত্রটী আপনার অন্তরকে (অন্তরাত্মাকে) আহ্বান করিয়া প্রযুক্ত। চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রদ্বয় দেবতাকে এবং আপনার অন্তরকে উভয়কে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে। ষষ্ঠ মন্ত্রটি—ইন্দ্রিয়-পঞ্চকের সম্বোধনমূলক বলিয়া মনে করিতে পারি।)

১। হে দেব! আমাদের প্রতি বিরূপ হইবেন না। আপনি আমাদের হবির (হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের) পোষক ও রক্ষক হউন।

২। হে দেব! আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে বক্রভাব ধারণ করিবেন না। আপনার উপাসক কদাচ কুটিল হয় না। অর্থাৎ, আপনার অনুকম্পায় আমি যেন সদা সরল সদ্ভাবসম্পন্ন হই।

৩। হে আমার মন! তোমার অভ্যন্তরে (হৃদয়-সিংহাসনে) সেই সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরকে ক্রমে ক্রমে আরোহণ (স্থাপন) করাও।

৪। হে দেব (অথবা হে আমার অন্তর)! আপনি (তুমি) সর্ব্বগ বায়ুর ন্যায় বিস্তৃত হউন (হও)। দেবপক্ষে অর্থ এই যে,—'হে দেব! আপনি বায়ুর ন্যায় আমাদের দেহে সর্ব্বব্যাপী হইয়া আমাদিগের পাপ-সমূহকে বিদূরিত করুন।' মনঃপক্ষে অর্থ এই যে,—'হে আমার অন্তর! দেবসামীপ্য-লাভের জন্য সঙ্কীর্ণভাব পরিত্যাগ কর; সকলের প্রতি অভিন্ন-ভাব প্রতিষ্ঠিত হউক।'

৫। হে দেব! (অথবা হে আমার মন!) যজ্ঞবিঘ্নকারক অসদ্ভাব-সমূহকে অপসৃত করিয়া দিউন (বা দেও)।

৬ হে আমার ইন্দ্রিয়-পঞ্চক! তোমরা সংযত হও ॥ ৯ ॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

অহ্রুতমসি। হ্বৃ কৌটিল্যে ক্ত প্রত্যয়ঃ। হ্রুহ্বরেশ্ছন্দসীতি (পা০ ৭।২।৩১) নিষ্ঠায়াং হ্রু আদেশঃ। অহ্রুতমকুটিলমসি। আরোহণেঽপি ভঙ্গভীতি নাস্তি ইত্যর্থঃ। হবির্ধানং ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ হবিষো ব্রীহিরূপস্য ধারকং পোষকং ভবসি। অতো দৃংহস্ব মা হ্বার্মা তে যজ্ঞপতির্হ্বার্ষীদিতি পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ং ॥ (কাং ২।৩।১৫) বিষ্ণুস্ত্বেত্যা-রোহণমিতি। হে শকট বিষ্ণুর্ব্যাপকো যজ্ঞঃ ত্বা ত্বাং ক্রমতাং পাদেনাক্রম্যারোহতু নাহং সমর্থ ইতি ভাবঃ॥ (কাং ২।৩।১৬) প্রেক্ষত উরু বাতায়েতি হবিষ্যানিতি। হে শকট বাতায় উরু ভবেতি শেষঃ। ত্বদন্তর্ব্বর্ত্তি ব্রীহিষু বায়ুঃ সঞ্চারায় বিস্তীর্ণং ভব। শকটস্থ ব্রীহিনাং

তৃণাদ্যাচ্ছাদিতত্বাৎ সঙ্কোচে বায়ুপ্রবেশাভাবাদাচ্ছাদনমপনীয় যথা বায়ুঃ প্রবিশতি তথা সঙ্কোচং পরিত্যজেত্যর্থঃ। বায়ুরূপ প্রাণ প্রবেশাদ্ধবিঃ সপ্রাণং ক্রিয়তে মন্ত্রেণ। কিঞ্চ বায়ুপ্রবেশরহিতং সর্ব্বং বস্তু বরুণদেবত্বং ভবতি। বরুণশ্চ বন্ধকারিত্বাৎ যজ্ঞনিরোধকঃ। তন্নিবৃত্ত্যর্থমরং মন্ত্রঃ। যদ্বৈ কিঞ্চ বাতো নাভিভবতি তৎ সর্ব্বং বরুণদেবত্যামুরুবাতরিক্ত্যাহ বারুণমেবৈতৎ-করোতীতি তিত্তিরিবচনাৎ ॥ (কাং ২।৩।১১।১৮) অপহতমিতি নিরস্তত্যন্নদবিদ্যমানেঽভিমৃশে-দিতি। ব্রীহিভ্যোঽস্তৃণাদি যদি তত্র ভবেত্তদনেন নিরসোত্তৃণাদ্যভাবে ব্রীহীনভিমৃশেদিতি। সূত্রার্থঃ। অথ মন্ত্রার্থঃ। রক্ষো যজ্ঞবিঘাতকমপহতং নিরাকৃতং তৃণাদিকমেব রক্ষ উচ্যতে॥ (কা০ ২৩।১২) যচ্ছন্তামিত্যালভত ইতি। পঞ্চসংখ্যাকা অঙ্গুলয়ো ব্রীহিরূপং হবির্যচ্ছন্তাং নিযচ্ছন্তু অনেন পঞ্চাঙ্গুলিযুক্তেন মুষ্টিনা ব্রীহীন্ গৃহ্নীয়াদিত্যর্থ উক্তো ভবতি ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার ছয়টি মন্ত্র যেরূপভাবে দেবকার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, তদ্রূপ ক্রিয়ায় মন্ত্র কয়েকটী প্রয়োগের প্রতি আমাদের কোনও কথাই বক্তব্য নাই। যজ্ঞাঙ্গে যেমন ভাবে মন্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজন, যাজ্ঞিকগণ সেই ভাবেই উহা প্রয়োগ করিয়া আসিবেন। তৎসম্বন্ধে কোনই বিতর্ক উত্থাপন করিতেছি না।

আমাদের বিতর্ক বা বক্তব্য—কেবল মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে। মন্ত্রের যে অর্থ অধুনা প্রচলিত এবং ভাষ্যাদিতে প্রকাশিত, আমরা সে অর্থকে সদর্থ বা মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া মনে করি না। ভাষ্যকারগণ বলেন,—মন্ত্রে গো-শকটের ঈষাদণ্ডকে সম্বোধন করা হইয়াছে। (শকটবাহক গবাদি শকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে দণ্ডদ্বারা শকটকে যথাযথ দণ্ডায়মান রাখা যায়, তাহাকে ঈষাদণ্ড কহে)। তদনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে, 'হে ঈষাদণ্ড! তুমি সরল ও দৃঢ় হও, কদাচ অবনমিত বা বক্র হইও না। তাহা হইলে, যজ্ঞকারী শকটারোহী আমি পতিত হইব, যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটিবে।' তৃতীয় মন্ত্রে বিষ্ণুদেবতাকে যেন শকটে আরোহণ করিতে বলা হইতেছে। চতুর্থ মন্ত্রে শকটস্থিত ধান্তগুলির আবরণ উন্মোচন করিয়া বায়ু দ্বারা তাহাদিগকে শুষ্ক করা হইতেছে—এইরূপ বলা হইয়াছে। পঞ্চম মন্ত্রে, 'ধান্যের তৃণাদি অপসারণ করিয়া বাধা দূরীকৃত হইল'—এইরূপ অধ্যাহার হইতেছে। ষষ্ঠ মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে, ঐ মন্ত্রে যেন অঙ্গুলিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে অঙ্গুলিগণ, তোমরা পাঁচটী অঙ্গুলী দ্বারা ধান্ত লইয়া অর্পণ কর।' ফলতঃ, ইহার কোনও অর্থের সহিত কোনও অর্থের সামঞ্জস্য নাই। ধান্ত বা যবপূর্ণ শকট, আর তৎসম্বন্ধীয় বিভিন্ন কার্য্য যদি মন্ত্রের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে বেদনিন্দকগণ বেদকে 'চাষার গান' বলিবেনই তো! যাহা হউক, এ সব অর্থ মন্ত্রের অর্থই নহে। এ হিসাবে যাঁহারা বেদমন্ত্রের অর্থ অনাবশ্যক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকেই বরং বিজ্ঞ বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু যাঁহারা অসংলগ্ন অন্যার্থ অধ্যাহার করেন, তাঁহারা ধর্ম্মের ও সমাজের অনিষ্ট করেন মাত্র।

আমরা দেখিতেছি, মন্ত্র-কয়েকটী পরম সদ্ভাব-মূলক। উহাতে আপন ইষ্টদেবতাকে (ভগবানকে) আহ্বান করা হইয়াছে; এবং আপনাদের অন্তরকে বিশুদ্ধ করার পক্ষে প্রযত্ন প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে মন্ত্রের যে -অর্থ প্রকাশ করিলাম, মন্ত্র যে ভাবেই প্রযুক্ত হউক, সেই অর্থই সঙ্গত কি না—সুধিগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। (১অঃ—৯কঃ—১—৬মঃ)।

দশম কণ্ডিকা।

(দশম কণ্ডিকা। মন্ত্রত্রিতয়াত্মকা।)

(১) দেবস্য ত্বা সবিতু প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং।

(২) অগ্নয়ে জুষ্টং গৃহ্ণামি।

(৩) অগ্নীষোমাভ্যাং জুষ্টং গৃহ্ণামি। ১০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে হবিঃ (মদীয় শুদ্ধসত্ত্বভাব)! 'সবিতুঃ' (জ্ঞানপ্রদস্য) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য) 'প্রসবে' (প্রেরণে সতি) 'অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং' (দেবানামধ্বর্য্যুরূপস্য অশ্বিদ্বয়স্য ভুজাভ্যাং, অংসমণিবন্ধয়োর্মধ্যভাগো দীর্ঘদণ্ডাকারো বাহুরিতি শেষঃ) 'পূষ্ণঃ' (দেবানাং হবির্ভাগধুক্ পূষাদেবস্য) 'হস্তাভ্যাং' (করাভ্যাং, পঞ্চাঙ্গুলিযুক্তোঽগ্রভাগো হস্তরিতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং, ভগবদুদ্দেশ্যে উৎসৃষ্টং হবিরূপং ভক্তিসুধাং শুদ্ধসত্ত্বভাবঞ্চ) নিবেদয়ামীতি শেষঃ। ভগবৎ-কর্ম্মসু বাহুভ্যাং হস্তাভ্যাং চ দেবসম্বন্ধিনো ইতি বিচিন্তনং কর্ত্তব্যং। দেবানাং সত্ত্বরূপত্বাৎ তদনুস্মরণপূর্ব্বকং হবির্গ্রহণং ফলোপধায়কং চি।

২। হে হবিঃ! 'অগ্নয়ে' (অগ্নিদেবায়) 'জুষ্টং' (প্রিয়ং, প্রীত্যর্থং) ত্বাং 'গৃহ্ণামি' (নিবেদয়ামি, উৎসর্গয়ামি)।

৩। হে হবিঃ! 'অগ্নীষোমাভ্যাং' (জ্ঞানভক্তিরূপদেবাভ্যাং) 'জুষ্টং' (প্রীত্যর্থং) ত্বাং 'গৃহ্ণামি' (নিবেদয়ামি, উৎসর্গয়ামি)॥ ১০॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ভগবদুদ্দেশ্যে হবিঃপ্রদান-কালে সাধক যাজ্ঞিক যে ভাবে ভাবান্বিত হইবেন, এই কণ্ডিকার তিনটী মন্ত্রের দ্বারা সেই ভাবের অধ্যাস করা হইতেছে)।

১। আমার অন্তরের শুদ্ধ-সত্ত্বভাবরূপ হে হবিঃ! দীপ্তিমান্ জ্ঞানপ্রদ সেই সবিতৃ-দেবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, আত্মবাহুকে দেবগণের অধ্বর্য্যু-স্থানীয় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলবৎ মনে করিয়া, এবং আপনার কর-যুগলকে দেবগণের পূজাংশভাগী পূষাদেবতার করস্বরূপ মনে করিয়া, সেই বাহুযুগল এবং করদ্বয় দ্বারা, তোমাকে ভগবদুদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি। ভগবৎকর্ম্মে আপনাকে বিনিযুক্ত করিতে হইলে, আপনার বাহুযুগলকে এবং করদ্বয়কে দেবতার বাহু ও হস্ত বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য।

২। হে হবিঃ। অগ্নিদেবের প্রীতির জন্য আমি তোমাকে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত (বিনিযুক্ত) করিতেছি।

৩। হে হবিঃ। জ্ঞানভক্তিস্বরূপ সেই অগ্নি ও সোম দেবতার প্রীতির জন্য আমি তোমাকে তদুদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেছি ॥ ১০ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৩।২০—২২) দেবস্য ত্বেতি গৃহ্লাত্যাগ্নেয়ং চতুর্মুষ্টীনেবমগ্নিষোমীয়ং যথা দেবতমন্ত্রাদিতি। হে হবিঃ সবিতুঃ দেবস্য প্রসবে প্রেরণে সতি তেন প্রেরিতোঽহমগ্নয়ে জুষ্টং প্রিয়ং ত্বা গৃহ্লামি। অগ্নীষোমাভ্যাং ব্যাসক্তদেবাভ্যাং চ জুষ্টং ত্বা গৃহ্লামি। কাভ্যামশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং চ। অংসমণিবন্ধয়োর্মধ্যভাগো দীর্ঘদণ্ডাকারো বাহুঃ পঞ্চাঙ্গুলিযুক্তোঽগ্রভাগো হস্তঃ। অশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্যু। পূষা হি দেবানাং ভাগধুক্। অতো গ্রহণসাধনয়োঃ স্ববাহ্বোরশ্বিবাহু ভাবনা কার্য্যা। এবং হস্তয়োস্তু পূষহস্তভাবনেতি ভাবঃ। সর্ব্বাত্মকস্যাগ্নের্হবিস্তাদৃশং মনুষ্যেণ কথং গ্রহীতুং শক্যমিতি সবিত্রানুজ্ঞাতোঽশ্বিবাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্লামীত্যর্থঃ। কিঞ্চ সত্যং দেবা অনৃতং মনুষ্যা। ইতি শ্রুতেঃ। (১।১।২।১৭) দেবানাং সত্যরূপত্বাত্তদনুস্মৃতিপূর্ব্বকং হবির্গ্রহণং ফলপর্য্যবসায়িত্বাৎ সত্যং ভবতি। দেবতাস্মৃত্যভাবে তু মনুষ্যাণামনৃতরূপত্বাৎ তৎকৃতমনুষ্ঠানং নিষ্ফলত্বাদনৃতং ভবতীতি দেবতাস্মরণমিত্যভিপ্রায়ঃ। হবির্গৃহ্ণন্তমধ্বর্য্যুং দেবতাঃ সেবন্তে মম নাম গ্রহীষ্যতীতি। অনামগ্রহং হবিষি গৃহীতে তাসাং মিথঃ কলহো ভবেদিদং মদর্থং গৃহীতমিতি। তৎকলহনিবৃত্ত্যর্থমগ্নয়ে জুষ্টমগ্নীষোমাভ্যাং জুষ্টমিতি দেবতানির্দ্দেশপূর্ব্বকং হবির্গ্রহণমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১০ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———:০:———

দশম কণ্ডিকার এই মন্ত্রত্রিতয় আধ্যাত্মিক অতি উচ্চভাবপূর্ণ। ভগবানকে কি উপায়ে মানুষ প্রাপ্ত হইতে পারে? জপ তপ পূজা আরাধনা কর্ম্ম—যাহা কিছু কর না কেন, সকল কর্ম্মের মধ্যেই দেবভাবের অধিষ্ঠান চাই। এ মন্ত্রে বিশদভাবে সেই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিস্তৃতভাবে যে নিষ্কাম-কর্ম্মের উপদেশ দেখিতে পাই, এখানে বীজরূপে সেই উপদেশের অমোঘ তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

আমি যে কর্ম্ম করিব, আমি যে জপতপপূজারাধনায় প্রবৃত্ত হইব, আমার সে কর্ম্মের নিয়োগকর্ত্তা কে হইবেন? অজ্ঞানতা হইলে চলিবে না, অসদ্‌বুদ্ধির প্রেরণায় পরিচালিত হইলে চলিবে না। সেই জ্ঞানস্বরূপ সবিতৃদেব যদি আমার প্রেরণা দেন, তবেই আমার ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে। যজ্ঞে অধ্বর্য্যু-কার্য্যে সংসারের অনেককে ব্রতী করিতে পারি; আমার এই বাহুদ্বয় সে কার্য্যের প্রধান সহায় হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে তো চলিবে না! যাহাকে তাহাকে অধ্বর্য্যু-কার্য্যে ব্রতী করিলে তো আমার লক্ষ্য অব্যর্থ হইবার নহে! মন্ত্র তাই বলিতেছেন,—'তোমার বাহুযুগল যেন দেবাধ্বর্য্যু অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের ন্যায় হয়; আর তোমার হস্তদ্বয় যেন দেবভাগভাগী পূষদেবতার হস্তদ্বয়ের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়।' অর্থাৎ, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে,—'আমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, সে তো যাহার তাহার প্রেরণা নহে! সে যে সবিতৃদেবের প্রেরণা! আর আমার এই বাহুদ্বয় বা করদ্বয় যে কার্য্য করিতেছে, তাহা তো আমার কার্য্য নহে! সে যে দেবতার কার্য্য—দেবতা করাইতেছেন।' এই ভাবের ভাবুক হইয়া, এই প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া, যখন আমি বলিতে পারিব,—'হে আমার হবি! হে আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব! আমি তোমাকে ভগবৎপূজায় উৎসৃষ্ট করিতেছি;' তখনই আমার যজ্ঞ পূর্ণ হইবে,—কর্ম্ম সফল হইবে। কণ্ডিকার মন্ত্রত্রিতয় সেই সর্ব্বসমর্পণ-ভাবের দ্যোতনা করিতেছে।

ফলতঃ, কর্ম্মমাত্রেই দেবতার অনুধ্যান একান্ত প্রয়োজন। সত্যের সাহায্যেই সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; আলোকই আলোককে প্রকাশ করে। দেবগণ সত্যস্বরূপ। দেবতাকে পাইতে হইলে, দেবত্ব লাভ করিতে হইলে, দেবতার সাহায্যেই তাহা সম্ভবপর হয়। দেবতা অবিনশ্বর। অবিনশ্বর পরমেশ্বরকে পাইতে হইলে, তাই অবিনশ্বর দেবভাবেরই আবশ্যক হয়। আমাদিগের অনৃত বিনশ্বর দেহাদিরূপ ভাবনায় অবিনশ্বর পরমতত্ত্ব অধিগত হয় না। এ মন্ত্র সেই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে।

কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এমন যে উচ্চভাবপূর্ণ মন্ত্র, ইহার প্রচলিত অর্থ এই যে, যাজ্ঞিক যেন কতকগুলি ধান্যকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—সবিতৃ-দেবের প্রেরণায়, অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলে এবং পূষা-দেবতার হস্ত-দ্বারা, হে ধান্যসমূহ, তোমাদিগকে আমি·

গ্রহণ করিতেছি।' এই বলিয়া এক এক মুষ্টি ধান্য গ্রহণ-পূর্ব্বক যথাক্রমে অগ্নিকে এবং অগ্নি ও সোমদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হইতেছে,—'হে অগ্নি, তোমার জন্য এই ধান্য-মুষ্টি গ্রহণ করিলাম, এবং হে অগ্নি ও সোম, তোমাদের জন্য এই ধান্যমুষ্টি গ্রহণ করিলাম।' ইত্যাদি। এই কি মন্ত্রের অর্থ। (১ অঃ, ১০ কঃ, ১—৩ মঃ)।

একাদশ কণ্ডিকা।

(একাদশ কণ্ডিকা। মন্ত্রপঞ্চাত্মিকা।)

(১) ভূতায় ত্বা নারাতয়ে। (২) স্বরভিবিখ্যেষং।

(৩) দৃꣳহন্তাং দুর্য্যাঃ পৃথিব্যাং। (৪) উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বেমি।

(৫) পৃথিব্যাস্ত্বা নাভৌ সাদয়াম্যদিত্যা উপস্থেঽগ্নে হব্যꣳ রক্ষ ॥ ১১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে হবিঃ (মম অন্তর্নিহিতশুদ্ধসত্ত্বভাব)। 'ত্বা' (ত্বাং) 'ভূতায়' (বিশ্বসেবায়) 'নারাতয়ে' (ন অরাতয়ে, অদানায়, ন চ আত্মসুখকামনায়) উৎসর্গয়ামি। বিশ্বহিতসঙ্কল্পেন ন চ আত্মসুখকামনয়া ভগবদারাধনাং করোমি ইতি ভাবঃ। ১॥

২। হে হবিঃ। ত্বমি অপি 'স্বরভিঃ' (স্বর্গস্বরূপৈশ্বর্য্যৈঃ, জ্ঞানসূর্য্যৈঃ) 'বিখ্যেষং' (পশ্যেয়ং)। সদ্বৃত্তিং শুদ্ধসত্ত্বভাবঞ্চ জ্ঞানং স্বর্গস্বরূপং বা। ২॥

৩। হে হবিঃ। তৎপ্রভাবেণ 'পৃথিব্যাং' (বর্ত্তমানাঃ, জননমরণধর্ম্মিণীনাং) 'দুর্য্যাঃ' (নবদ্বারবিশিষ্টা দেহরূপা গৃহাঃ) 'দৃꣳহন্তাং' (দৃঢ়া ভবন্তু ভগবৎকার্য্যসাধনে সামর্থ্যযুক্তা ভবন্তু)। নরজন্মং সহস্রপালোভনমধাগতং। তস্মাৎ মম হৃদয়ো দৃঢ়ো ভবতু। ৩॥

৪। হে দেব। 'উরু' (বিস্তীর্ণং) 'অন্তরিক্ষং' (সময়ং, অবকাশং) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'এমি' (গচ্ছামি)। হে দেব! যেন সদৈব বয়ং রিপুশত্রুনাশসমর্থা ভবেম, অনুকম্পাপ্রদর্শনেন তৎ কুরু ইতি ভাবঃ। ৪॥

৫। হে হবিঃ! 'অদিত্যাঃ' 'উপস্থে' (মাতরি অঙ্কে, সুপ্তং বালং পুত্রং স্থাপয়তি তদ্বৎ ইতি শেষঃ) ইব 'পৃথিব্যা নাভৌ' (ভূম্যা অঙ্কে) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সাদয়ামি' (প্রতিষ্ঠাপয়ামি)। হে অগ্নে! (হে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব)। তৎ 'হব্যং' (আহবনীয়ং, মম হৃদগতশুদ্ধসত্ত্ব-ভাবং) 'রক্ষ' (পালয়, তৎসম্বন্ধিবাধকমপসারয়)। ত্বং হি বিশ্বরূপ ইতি মত্বা মমানুরাগং অস্মিন্ জগতি সংন্যস্তং করোমি। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! মম সদ্ভাবং সংরক্ষ ইতি শেষঃ॥ ৫॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্র-পাঁচটীর প্রথম তিনটী এবং শেষ মন্ত্রটীর প্রথমাংশ হবির সম্বোধন-মূলক। চতুর্থ মন্ত্র এবং পঞ্চম মন্ত্রের শেষাংশ দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।)

১। হে হবিঃ (আমার অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বভাব)! তোমাকে বিশ্বসেবায় উৎসর্গ করিতেছি; আত্মসুখকামনায় আমি অনুপ্রাণিত নহি।

২। হে হবিঃ! তোমার মধ্যেই স্বর্গস্বরূপ যজ্ঞ বা জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেব পরিদৃশ্যমান্। সদ্বৃত্তি ও শুদ্ধ-সত্ত্বভাবই জ্ঞানস্বরূপ স্বর্গরূপ।

৩। হে হবিঃ! তোমার প্রভাবে (যেন) এই পার্থিব জনন-মরণধর্ম্মশীল নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ গৃহের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ, আমি যেন ভগবৎকার্য্যসাধনে সামর্থ্যযুক্ত হই।

৪। হে দেব! আমি যেন বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে (কালকে) অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি। অর্থাৎ,—আপনি আমার রিপু-শত্রু-সকল নাশের শক্তি আমায় প্রদান করুন।

৫। হে হবিঃ! মাতৃক্রোড়ে যেমন শিশু স্থাপিত হয়, আমি সেইরূপ তোমাকে পৃথিবীর অঙ্কে স্থাপিত করিয়াছি। অর্থাৎ,—আমার সর্ব্বপ্রকার সচ্চিন্তা-সদ্ভাব ইহসংসারেই ন্যস্ত হইয়াছে। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আমার হব্য (হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব, জীবপ্রেমে লোকানুরাগের মধ্য দিয়া) আপনি সংরক্ষণ করুন।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ভূতায় ত্বেতি শেষাভিমর্শনমিতি। হে ব্রীহিশেষ শকটাবস্থিত ভূতায় ভবনায় যাগান্তরাণাং ব্রাহ্মণভোজনস্য চ পুনরপি সম্ভাবায় ত্বা সম্পরিশেষযামীতি শেষঃ। ন অরাতয়ে অদানায় শেষয়ামি॥ (কা০ ২।৩।২৪) স্বরিতি প্রাঙীক্ষত ইতি। অহঃ স্বরভিবিখ্যেষ যজ্ঞং পশ্যেয়ং। যজ্ঞো বৈ স্বরহর্দেবাঃ সূর্য্য ইতি শ্রুতেঃ (১।১।২।২৩) যজ্ঞদিবস দেব সূর্য্যাঃ স্ব শব্দেনোচ্যন্তে। স্বর্গহেতুত্বাদপি স্বঃ শব্দেন যজ্ঞঃ। খ্যা প্রকথনে অভিবিখ্যেষমভিতো বিশেষেণ খ্যাপয়েয়ং পশ্যেয়মিত্যর্থঃ। অনেন মন্ত্রেণ প্রাঙ্মুখো যজ্ঞভূমিং বীক্ষতে॥ (কা০ ২।৩।২৫) দৃংহন্তামিত্যবরোহতীতি। পৃথিব্যাং বর্ত্তমানা দুর্য্যা গৃহা দৃংহন্তাং দৃঢা ভবন্তু। অনেন মন্ত্রেণ শকটাদবরোহেৎ। দুরো দ্বারাণ্যর্হন্তীতি দুর্য্যা গৃহাঃ। হবির্গৃহীত্বোত্তরতাহধ্বর্য্যোর্ভাবেন গৃহক্ষোভঃ সম্ভাব্যতে সোহনেন মন্ত্রেণ বার্য্যতে॥ (কা০ ২।৩।২৬) গচ্ছত্বার্ব্বন্তরীক্ষমিতি ব্যাখ্যাতং॥ (কা০ ২।৩।২৭) প্রণস্য পশ্চাৎ সাদয়তি পৃথিব্যাস্ত্বেতি। হে হবিঃ পৃথিব্যা নাভৌ মধ্যে

ত্বাং সাদয়ামি স্থাপয়ামি। তস্যৈব ব্যাখ্যানং। অদিত্যা উপস্থে ইতি উপস্থে ক্রোড়ে যথা মাতা বালং পুত্রং মাতা স্বাঙ্কে স্থাপয়তি। এবমিদং হবিরদিত্যা উপস্থে ভূম্যা অঙ্কে সাদয়ামি। হে অগ্নে তব সমীপে স্থাপিতমিদং হব্যং ত্বং রক্ষ। সুপ্তং পুত্রমিব বাধকেভ্যঃ পালয় ॥১১॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকারগণের মতে এই কণ্ডিকার মন্ত্রপঞ্চক ব্রীহিশস্য (ধান্যগুলিকে) লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং শকট হইতে অবতরণকালে মন্ত্র উচ্চারণ করা হইতেছে। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে—'হে ব্রীহিশস্য! তোমাদিগকে ব্রহ্মণ-ভোজনের জন্য গ্রহণ করিতেছি, সঞ্চয়ের জন্য লইতেছি না।' এতদনুসারে ইহাই প্রথম মন্ত্রের অর্থ। দ্বিতীয় মন্ত্র, শকট হইতে অবতরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে উচ্চারিত হইয়াছিল,—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে, 'আমি আমার শকট হইতে স্বর্গস্বরূপ যজ্ঞকে দেখিতে পাইতেছি।' তৃতীয় মন্ত্রে শকট হইতে অবতরণকালে যাজ্ঞিক যেন বলিতেছেন— 'আমার এই যজ্ঞগৃহ শকটখানি যেন দৃঢ় হয়, অর্থাৎ—শকটখানি ভাঙ্গিয়া গেলে, ধান্য ভূপতিত হইবে,—যজ্ঞ নষ্ট হইবে।' চতুর্থ মন্ত্রের ভাবার্থ—'অবতরণকালে যেন কোনও বাধা-বিপত্তি না ঘটে।' পঞ্চম মন্ত্রে ধান্যগুলিকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইতেছে,— 'মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় তোমাদিগকে যত্নে আমি পৃথিবীতে রক্ষা করিতেছি,' অর্থাৎ,— শকট হইতে অবতরণ করাইতেছি। উপসংহারে বলা হইয়াছে—'অগ্নিদেব! তুমি এই ধান্যগুলিকে রক্ষা কর।' বলা বাহুল্য, এ পর্য্যন্ত মন্ত্রের এই অর্থই চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু আমরা বলি—ব্যবহারিক কার্য্যে যে ভাবেই মন্ত্র প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রার্থ ঐরূপ নহে। মন্ত্র বিশ্বজনীন সদ্ভাবপূর্ণ। প্রথম মন্ত্রে হবিঃ-স্বরূপ আপনার অন্তঃস্থিত শুদ্ধ-সত্ত্বভাবকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে আমার শুদ্ধসত্ত্বভাব! আমি তোমায় বিশ্ব-সেবায় বিনিযুক্ত করিতেছি। ভগবদারাধনায় বিশ্বহিতসাধন ভিন্ন আত্মসুখ-কামনা আমার অন্তরে আদৌ জাগরূক নাই। হে হবিঃ! তোমার মধ্যেই স্বর্গস্বরূপ যজ্ঞ জ্ঞান মুক্তি—প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। সদ্বৃত্তির সদ্ভাবের মধ্যেই স্বর্গাদি অবস্থিতি করিতেছে। হে হবিঃ! তোমারই প্রভাবে পার্থিব আমার এই দেহরূপ গৃহ যেন ভগবৎকার্য্য সাধনে দৃঢ় ও সামর্থ্যযুত হয়।' প্রথম তিনটী মন্ত্র হবিঃ-সম্বোধন-মূলক প্রোক্ত ভাবসূচক। চতুর্থ মন্ত্রে দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। বলা হইতেছে—'হে দেব! আমায় শত্রুনাশ সামর্থ্য দেও। আমার রিপুশত্রুগণ সৎকর্ম্মে আমাকে নিয়ত বিঘ্ন প্রদান করিতেছে। আপনার অনুকম্পায় তাহারা যেন বিদূরিত হয়।' পঞ্চম মন্ত্র যুগপৎ হবিঃসম্বোধন ও দেব-সম্বোধন ব্যক্ত করিতেছে। উহার ভাবার্থ এই যে,—'আমার সদ্বৃত্তি-নিচয় পৃথিবীতে আসক্ত হইয়া আছে। তুমি বিশ্বনাথ বিশ্বরূপে বিরাজমান আছ। এই জানিয়া, আমার যেন লোকানুরাগ বৃদ্ধি পায়,—আমি যেন জীবের প্রতি সমদর্শন-শক্তি লাভ করি। অনন্তর

ক্রোড়ে শিশুর আশ্রয়ের ন্যায় আমার সন্তান-নিবহ যেন পৃথিবীর ক্রোড়েই আশ্রয় পায়! হে জ্ঞানদাতা দেব! আপনি আমায় সেই সামর্থ্য প্রদান করুন। আমি যেন এই ভাবের মধ্য দিয়াই আপনাকে প্রাপ্ত হই,—এই বিশ্বের মধ্য দিয়াই বিশ্বনাথ যেন আমার প্রত্যক্ষীভূত হন।' আমরা মনে করি,—ইহাই মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মার্থ। (১ অঃ—১১কঃ—১ ৫ মঃ)।

দ্বাদশ কণ্ডিকা।

(দ্বাদশ কণ্ডিকা। মন্ত্রত্রয়াত্মিকা।)

(১) পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ। (২) সবিতুর্বঃ প্রসবহউৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ

পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।

(৩) দেবীরাপোহঅগ্রেগুবোহঅগ্রেপুবোহগ্রহইমমদ্য যজ্ঞং নয়তাগ্রে

যজ্ঞপতিং সুধাতুং যজ্ঞপতিং দেবযুবং ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে কর্ম্মণী! যুবাং 'পবিত্রে' (পবিত্রভাবাপন্নে, সত্ত্বভাবসমন্বিতে সতী) 'বৈষ্ণব্যৌ' (বৈষ্ণব্যৌ, ভগবৎসম্বন্ধযুতে) 'স্থঃ' (ভবথঃ)। অস্মাকং সদসদ্রূপে কর্ম্মণী সত্ত্বভাবসম্পন্নে ভগবৎসম্বন্ধযুতে চ ভবত ইত্যভিপ্রায়ঃ।

২। হে কর্ম্মণী! সবিতুঃ (প্রেরকস্য, জ্ঞানপ্রদস্য দেবস্য) 'প্রসবে' (প্রেরণে সতি, অনুকম্পায়াং সত্যাং ইতি যাবৎ) 'অচ্ছিদ্রেণ' (ছিদ্রশূন্যেন, দোষরাহিত্যেন) 'পবিত্রেণ' (শোধকেন বায়ুরূপেণ) 'সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' (জ্ঞানস্বরূপস্য দেবস্য জ্যোতির্নিবহৈঃ) 'বঃ' (যুস্মান্) 'উৎপুনামি' (উৎকর্ষসাধনেন পবিত্রে করোমি) বায়োঃ সূর্য্যরশ্মিনাং শুদ্ধিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং। তয়োঃ প্রভাবেন মম সদসৎকর্ম্ম পবিত্রমস্তু ইত্যেবং প্রার্থনা।

৩। 'অগ্রেগুবঃ' (নিম্নদেশপ্রতিগমনশীলাঃ) 'অগ্রেপুবঃ' (অগ্রে পুনন্তি ইতি অগ্রেপুব, অপবিত্রনিবারণেন শোধনশীলাঃ) দেবীঃ (দ্যোতমানাত্মিকাঃ) 'আপঃ' (জলদেবতাঃ) যূয়ং 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে) 'ইমং' (ইদানীং, প্রবর্ত্তমানং) 'যজ্ঞং' (যাগাদি কর্ম্ম) 'অগ্রে' (পুরতঃ, ত্বরয়া ইতি যাবৎ) 'নয়ত' (প্রবর্ত্তয়ত, নির্ব্বিঘ্নং সম্পাদয়ত); কিঞ্চ 'সুধাতুং'

(সুচরিতং) 'যজ্ঞপতিং' (যাজ্ঞিকং, কর্ম্মানুষ্ঠাতারং) 'অগ্রে' (পুরতঃ, ভগবৎসন্নিকর্ষে ইতি যাবৎ) নয়তেত্যনুবর্ত্ততে; তথা 'দেবযুবং' (দেবসম্বন্ধযুক্ত') 'যজ্ঞপতিং' (যজ্ঞ-সুপালয়িতারং, সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারং) অগ্রে নয়তেত্যনুবর্ত্ততে। হে দেব। অস্মান্ সচ্চরিত্রান্ দেবভাবাপন্নান্ কৃত্বা ভগবৎসান্নিধ্যং প্রাপয় ইতি প্রার্থনা ॥ ১২ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম দুইটী মন্ত্রকে সদসৎ আপনার কর্ম্মদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া আত্মোদ্বোধন-সূচক মনে করা যাইতে পারে। তৃতীয় মন্ত্রটী আপঃ দেবতার সম্বোধনমূলক।]

১। হে আমার সৎ ও অসৎ কর্ম্ম! তোমরা পবিত্রভাবাপন্ন ও ভগবৎসম্বন্ধযুত হও। আমাদের সদসৎ উভয়বিধ কর্ম্ম পবিত্র ও ভগবৎসম্বন্ধযুত হউক।

২। হে আমার সৎ ও অসৎ কর্ম্ম! তোমরা জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায় (অনুকম্পায়) ত্রুটি-পরিশূন্য বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক এবং সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ হইয়া আমাদিগের উৎকর্ষ সাধনে আমাদিগকে পবিত্র কর। বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি শুদ্ধিসম্পাদক। তাঁহাদের প্রভাবে আমাদের সদসৎ উভয় কর্ম্ম পবিত্র হউক,—ইহাই প্রার্থনা।

৩। নিম্নদেশ প্রতি গমনশীলা, আপহৃতিনিবারণে শোধনকারিকা, স্তোতমানাত্মিকা হে জলদেবতা! আপনারা অদ্য এই যাগাদি কর্ম্মকে সত্বর নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিয়া দেন। সুচরিত যাজ্ঞিককে ভগবৎ-সন্নিকর্ষলাভে সমর্থ করুন; দেবসম্বন্ধযুত সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতাকে দেব-সন্নিকর্ষে লইয়া যাউন। ভাবার্থ এই যে,—আমরা যেন সচ্চরিত্র দেবভাবাপন্ন হইয়া ভগবৎসান্নিধ্যলাভে সমর্থ হই ॥ ১২ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২-৩-৩২) কুশৌ সমাবপ্রশীর্ণাগ্রাবনন্তগর্ভৌ কুশৈশ্ছিনত্তি পবিত্রে স্থ ইতি ত্রীহ্যেতি। বৈষ্ণবে ইতি প্রাপ্তে ব্যত্যয়ো বহুলমিতি। (পা০ ৩।১।৮৫)। স্ত্রীত্বং। হে পবিত্রে শোধকে কুশদ্বয়রূপে যুবাং বৈষ্ণবে যজ্ঞসম্বন্ধিনী স্থঃ ভবথঃ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞিয়ে স্থ ইতি শ্রুতেঃ। (১।১।৩।১)॥ (কা০ ২।৩।৩৩) হবির্গ্রহণ্যামপঃ কৃত্বা তাভ্যামুৎপুনাতি সবিতুর্ব্বইতীতি। সবিতুঃ প্রেরকস্য প্রসবে প্রেরণে সতি হে আপো বো যুষ্মানুৎপুনামি। কেন? অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ ছিদ্রহীনেন শোধকেন-বায়ুরূপেণ। যো বা অয়ং পবত এষোহচ্ছিদ্রং পবিত্রমিতি শ্রুতেঃ (১।১।৩।৬) সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ শুদ্ধিহেতুভিরুৎপুনামীতি সম্বন্ধঃ। বায়োঃ সূর্য্যরশ্মীনাং

চ পাদপ্রক্ষালনাদ্যপহতভূমিশুদ্ধিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং॥ (কাং ২।৩।৩৫) সব্যে কৃত্বা দক্ষিণেনোদিঙ্গয়তি দেবোরাপ ইতীতি। উৎপূতাভিরদ্ভিঃ পূরিতামগ্নিহোত্রহবণীং সব্যহস্তে স্থাপয়িত্বা মন্ত্রমুচ্চারয়ন্ দক্ষিণহস্তেনোর্দ্ধ্বং চালয়েদিতি সূত্রার্থঃ। মন্ত্রার্থস্তু হে দেবীঃ আপঃ দ্যোতনাত্মিকা আপো যূয়মস্মিন্ দিনে ইমমিদানীং প্রবর্ত্তমানং যজ্ঞমগ্রে নয়ত পুরতঃ প্রবর্ত্তয়ত নির্বিঘ্নং সমাপয়ত। কিম্ভূতা আপঃ। অগ্রেগুবঃ অগ্রে গচ্ছন্তীত্যগ্রেগুবঃ পুরতো নিম্নদেশং প্রতি গমনশীলা। তথা অগ্রেপুবঃ অগ্রে পুনন্ত্যগ্রে পুবঃ অগ্রে যস্মিন্ পূর্ব্বভাগে গচ্ছন্তি তস্মিন্নপহতিনিবারণেন শোধনশীলাঃ। যদ্বাগ্রে পিবন্তীত্যগ্রেপুবঃ প্রথমসোমরসস্য পানকর্ত্র্যঃ। গমেঃ ক্বিপ্‌প্রত্যয়ে গমঃ ক্বাবিত্যনুনাসিক-লোপে। (পা০ ৬।৪।৪০) পুনাতেঃ পিবতের্বা ক্বৌ উঞ্ছগমাদীনামিত্যাকারঃ (পা০ ক০ ৬।৪।৪০ বা০)। কিং চ যজ্ঞপতিং যজমানমগ্রে নয়তেত্যনুবর্ত্ততে। ফলভোগায় প্রেরয়ত। কথম্ভূতং? সুধাতুং সুষ্ঠু দক্ষিণাদিনা দধাতি যজ্ঞং পুষ্ণাতীতি সুধাতুস্তং যজ্ঞস্য পতিং পালয়িতারং। একো যজ্ঞ ইতি শব্দো যোগেন ব্যাখ্যেয় একোক্তঃ।। তথা দেবয়ুবং। যু মিশ্রণে। দেবান্ যৌতি যজ্ঞাদিনা মিশ্রীকরোতীতি দেবযুস্তং। ক্বিপ্। অন্যত্যমাগমশাসনমিতি তুগভাবঃ। যদ্বা দেবান্ কাময়তে ইতি দেবযুস্তং। ইদমুরিদং কাময়মান ইতি যাস্কোক্তেঃ (নিরু০ ৬।৩১) সুপ আত্মনঃ ক্যজিতি ক্যচ্ (পা০ ৩।১।৮) ক্যাচি চেতীত্বে (পা০ ৬।৪।৩৩) প্রাপ্তে ন ছন্দস্য পুত্রস্যেতি (পা০ ৩।৪।৩৫)। ঈত্ত্যাভাবঃ। অশ্বাঘস্যাদিতি। (পা০ ৭।৪।৩৭)। অশ্বাঘয়োঃ-রেবাত্ববিধানাদক্রুংস.শধাতুকযোরিতি (পা০ ৭।৪।২৫) প্রাপ্তো দীর্ঘো ন ভবতি। ততঃ ক্যাচ্ছন্দসীতি (পা০ ৩।২।১৭)। উ প্রত্যয়ঃ দেবয়ু-শব্দস্যামি পরেঽমি পূর্ব্ব ইতি (পা০ ৬।১।১০৭)। প্রাপ্তস্য পূর্ব্বরূপস্য বা ছন্দসীতি (পা০ ৬।১।১০৬) বিকল্পেন তস্বাদীনাং বা ইয়ঙুঙ্বঙাবিত্যুবঙ্ (পা০ ক০ ৬।৪।৬৮ বা০ :)॥ ১২॥

* . *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———:*:———

এই মন্ত্রত্রয়ের প্রয়োগ প্রক্রিয়া ও সাধারণ অর্থ এই যে,—তীক্ষ্ণাগ্রভাগ কুশদ্বয়ের দ্বারা ছইটী কুশকে ছেদন করিতে হইবে। সে কুশ যেন শুষ্ক না হয় সে হিসাবে 'পবিত্রে' শব্দে কুশকে বুঝাইয়া থাকে; 'পবিত্রে' পদ কুশদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে 'হে কুশদ্বয়। তোমরা বিষ্ণু-সম্বন্ধী হও',—ইহাই মন্ত্রের মন্মার্থ দাঁড়ায়। দ্বিতীয় মন্ত্রে হবির্গ্রহণীতে (হোমের হবিঃ-বিশিষ্ট পাত্রে) জলগ্রহণ-পূর্ব্বক কুশদ্বয়ের দ্বারা জলকে মন্ত্রপূত করা হইয়াছে। ঐ মন্ত্র জলের সম্বোধন-মূলক। উহার ভাবার্থ এই যে,—'হে জল! সবিতৃ-দেবের প্রেরণায় তোমাকে এই 'পবিত্র' দ্বারা পবিত্র (মন্ত্রপূত-পরিশোধিত) করিতেছি। এই যে পবিত্র, ইহা বায়ুর ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায় পবিত্রকারক।' তৃতীয় মন্ত্র, জলদেবীকে সম্বোধন করিয়া বিহিত হইয়াছে। উহার ভাবার্থ এই যে,—'হে জলদেবী! তুমি নিম্নগামিনী, দোষনিবারিকা। যজ্ঞ-

সুষ্ঠাতাকে তুমি (কর্ম্মে) অগ্রসর করিয়া দেও।' কুশ লইয়া এবং জল লইয়া মন্ত্র-প্রয়োগের যে পদ্ধতি আছে, ভাষ্যে তাহার আভাষ পাওয়া যাইবে।

এক্ষণে, আমরা মন্ত্রার্থ যেরূপভাবে অমনন করিলাম, তাহার সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করুন। কুশকে সম্বোধন না করিয়া, প্রথম মন্ত্রদ্বয়ে আমরা আমাদের কর্ম্মকে সম্বোধন করিয়াছি। শেষ মন্ত্রের সম্বোধ্য—জল-দেবতা। সৎ ও অসৎ ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। আমরা মনে করি, সেইজন্যই দ্বিবচনের বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ প্রথম মন্ত্রদ্বয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হইলে সর্ব্ববিধ কর্ম্মই পবিত্র হয়। যে কর্ম্মকে আমরা পাপকর্ম্ম বলিয়া মনে করি, তাহাও যদি ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহাও পবিত্র হইয়া আসে। আবার যে কর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, ভগবৎসম্বন্ধচ্যুত হইলে, তাহাও পাপমধ্যে গণ্য হয়। হিংসা ও অহিংসা পাপ ও পুণ্য দ্যোতক এই যে মানুষের দুই বৃত্তি, কর্ম্মানুসারে উহারা যথাক্রমে পুণ্য ও পাপ দ্যোতক হইয়া থাকে। সৎসম্বন্ধ লইয়া বৃত্তির সত্তা। তোমার হিংসা বৃত্তি যখন সজ্জনের রক্ষা কার্য্যে প্রযুক্ত হইবে, সৎসংশ্রব-হেতু তাহা পুণ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে। এইরূপ, তোমার অহিংসা-বৃত্তি দ্বারা যখন অসৎকার্য্যের পরিপোষণ হইবে, তখন সেই অহিংসাও পাপ-মধ্যে গণ্য হইয়া আসিবে। মনে কর, কোনও দস্যু এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ জন্য পীড়ন করিতেছে। সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তুমি যদি তোমার অহিংসা-বৃত্তির পরিচয় দিতে গিয়া দস্যুকে আক্রমণ করিতে নিরস্ত হও, তাহাতে তোমার পাপ-সঞ্চয় সম্ভাবনা নহে কি? সে ক্ষেত্রে তোমার অহিংসারই কার্য্য হিংসা মধ্যে পরিগণিত হইবে। এইরূপ বিবিধ দৃষ্টান্তে বুঝা যায়,—পাপ ও পুণ্য, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম,—অনুষ্ঠানের তারতম্যানুসারে বিপরীত গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে তাই দ্বিবিধ কর্ম্মকেই লক্ষ্য করা যাইতেছে মনে করি। পুণ্য-কর্ম্মই হউক আর পাপ কর্ম্মই হউক, সৎকর্ম্মই হউক আর অসৎকর্ম্মই হউক, উভয়ই ভগবৎসম্বন্ধযুত হউক,—ইহাই প্রার্থনার লক্ষ্য; কেন-না, তাহা হইলে কোনও কর্ম্মেই অপঘাত আসিবে না।

দ্বিতীয় মন্ত্রকে প্রথম মন্ত্রের পরিপোষক বলিয়াই মনে করিতে পারি। দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'আমার কর্ম্মমাত্র যেন জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায় বিনিযুক্ত হয়। তাহা হইলে সেই কর্ম্ম বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক এবং সূর্য্যরশ্মির ন্যায় পাপের শোধক হইতে পারিবে। শুদ্ধি-সম্পাদন-পক্ষে বায়ুর ও সূর্য্যরশ্মির প্রভাবের অন্ত নাই। তাই উপমায় তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য—যেন আর এক স্তর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। এখানে জলদেবতার সহায়তা প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের বাক্য—'আপঃ অগ্রেগুবঃ।' জল নিম্নদেশ-প্রতি গমনশীল। জলের এই স্বাভাবিক গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—'সত্য বটে আমি নীচ, অতি নীচ। কিন্তু তাই বলিয়া আমার হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। কেন না, আমি যে জল-দেবতার শরণাপন্ন, সেই দেবতা যে নিম্নাভিমুখী গমনশীলা! সুতরাং তিনি আপনা আপনিই আমার প্রতি অনুকম্পা-পরায়ণা হইবেন। আর তিনি অগ্রেপুবঃ; অর্থাৎ,—পবিত্রকারিণী শোধনশীলা। ভরসা, তিনি আপনিই আমায় পবিত্র করিয়া লইবেন।

তিনি জ্ঞানস্বরূপিণী। তিনি আমাকে সুচরিতসম্পন্ন ও দেবসম্বন্ধযুত করিয়া ভগবৎ সন্নিকটে পৌঁছাইয়া দেন।' আমরা মনে করি, তৃতীয় মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। প্রার্থনা এই যে, তিনি আমায় পবিত্র করুন। প্রথম মন্ত্রদ্বয়ে কর্ম্মকে সংসত্ত্বযুত করার পক্ষে প্রযত্ন এবং শেষ মন্ত্রে দেবতার প্রতি শরণাপন্ন হওয়ার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে (১মাঃ—১২কাঃ—১—৩মঃ)।

—— • ——

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা।

(ত্রয়োদশ কণ্ডিকা। ষট্‌মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) যুষ্মা ইন্দ্রোঽবৃণীত বৃত্রতূর্য্যে। (২) যূয়মিন্দ্রমবৃণীধ্বং বৃত্রতূর্য্যে।

(৩) প্রোক্ষিতা স্থ। (৪) অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি।

(৫) অগ্নিষোমাভ্যাং ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। (৬) দৈব্যায় কর্ম্মণে শুন্ধধ্বং

দেবযজ্যায়ৈ যদ্বোঽশুদ্ধাঃ পরাজঘ্নুরিদং বস্তচ্ছুন্ধামি ॥ ১৩ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১—২। হে সদ্বৃত্তিনিবহাঃ! 'বৃত্রতূর্য্যে' (শত্রুনাশনিমিত্তায়, রিপুশত্রুসংহারায় ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রঃ' (স ভগবান্) 'যুষ্মাঃ' (যুষ্মান্, বঃ) 'অবৃণীত' (প্রেরিতবান্); 'বৃত্রতূর্য্যে' (শত্রুনিপাতায়) 'যূয়ং' (সদ্বৃত্তিনিবহাঃ) 'ইন্দ্রং' (তং ভগবন্তং) 'বৃণীধ্বং' (যুষ্মাকং পরিচালকপদে বরণং কুরুত)। আত্মশত্রুসংহারসাধনে সৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মণ অনুবর্ত্তো ভবত ইতি ভাবঃ।

৩। হে সদসদ্বৃত্তিনিচয়াঃ! যূয়ং 'প্রোক্ষিতা' (সুসংস্কৃতাঃ, অসদ্সম্বন্ধরহিতাঃ, সর্ব্বথা ভগবৎকর্ম্মনিযুক্তাঃ) 'স্থ' (ভবত)।

৪। হে মনঃ 'ত্বা' (ত্বাং) 'অগ্নয়ে' (অগ্নিদেবায়) 'জুষ্টং' (প্রীত্যর্থং) 'প্রোক্ষামি' (সুসংস্কৃতং করোমি)।

৫। হে মনঃ ত্ব' (ত্বাং) 'অগ্নীষোমাভ্যাং' (জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং অগ্নিসোমদেবাভ্যাং) 'জুষ্টং' (প্রীত্যর্থং) 'প্রোক্ষামি' (সুসংস্কৃতং সৎপথানুবর্ত্তিনং বা করোমি)।

৬। হে সদসদ্‌বৃত্তিনিচয়াঃ! যূয়ং 'দেবযজ্যায়ৈ' (দেবসম্বন্ধিন্যৈ যাগাদিসৎক্রিয়ায়ৈ) 'দেবায় কর্ম্মণে' (অগ্ন্যাদিদেবতাসম্বন্ধিনে সদ্‌জ্ঞানবর্দ্ধনরূপকর্ম্মণে) 'শুন্ধধ্বং' (শুদ্ধানি ভবত)। 'অশুদ্ধাঃ (অশুদ্ধভাবাদয়ঃ, অসৎকর্ম্মাণি ইতি যাবৎ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'যৎ' (যদংশং) 'পরাজঘ্নুঃ' (পরাহতং কৃতবন্তঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'ইদং' (বক্ষ্যমাণং) 'তৎ' (তদংশং) 'শুন্ধামি' (শুদ্ধং করোমি) ॥ ১৩ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[মন্ত্র-কয়টি আপনার সদসদ্‌-বৃত্তিনিচয়কে সদ্‌বৃত্তিকে অথবা আপনার মনকে উদ্দেশ করিয়া তাহাদের পরিশুদ্ধিসাধনকল্পে উচ্চারিত হইয়াছে।]

(১-২) হে আমার সদ্‌বৃত্তিনিবহ! শত্রুসংহারের নিমিত্ত, রিপুশত্রু-নাশের জন্য, সেই ভগবান ইন্দ্রদেব তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন; আত্মশত্রু-নিপাতের জন্য তোমরা সেই ভগবান ইন্দ্রদেবকে তোমাদের পরিচালক-পদে বরণ কর। অর্থাৎ,—আত্মশত্রুর সংহার-সাধনের জন্য সৎসম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মে অনুরক্ত হও।

(৩) হে আমার সদ্‌বৃত্তিনিবহ! তোমরা সুসংস্কৃত (সর্ব্বথা ভগবৎকর্ম্মে বিনিযুক্ত) হও।

(৪) হে আমার অন্তর! তোমাকে অগ্নিদেবের প্রীতির জন্য সুসংস্কৃত (সৎপথানুবর্ত্তী) করিতেছি।

(৫) হে আমার অন্তর! তোমাকে সেই জ্ঞানভক্তিস্বরূপ অগ্নি ও সোমদেবতার প্রীত্যর্থ সুসংস্কৃত (সৎপথানুবর্ত্তী) করিতেছি।

(৬) হে আমার সদসদ্‌বৃত্তিনিচয়! তোমরা দেবসম্বন্ধি যাগাদি সৎক্রিয়ার দ্বারা দেবাদিসম্বন্ধী সদ্‌জ্ঞান বর্দ্ধনরূপ কর্ম্ম বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হও। অসৎকর্ম্মের দ্বারা তোমাদের যে অংশ পরাহত বা অপবিত্রীকৃত হইয়াছে, আমি তোমাদের সেই অংশ (এই মন্ত্রে) পরিশুদ্ধ করিতেছি ॥ ১৩ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে আপঃ ইন্দ্রোদেবঃ বৃত্রতূর্য্যে তূর্য্যং বৃত্রবধকর্ম্মা। বৃত্রবধে নিমিত্তভূতে সতি যুষ্মাঃ যুষ্মান-বৃনীত। আকারশ্ছান্দসঃ। সহকারিত্বেন প্রার্থিতবান্; যূয়মপি বৃত্রতূর্য্যে নিমিত্তে তমিন্দ্রং বৃণীধ্বং বৃতবত্যঃ সহকারিত্বেন। (কা০ ২।৩।২৬) প্রোক্ষিতাঃ স্থেতি তাসাং প্রোক্ষণমিতি। হে আপো যূয়ং প্রোক্ষিতা ভবথ॥ অসংস্কৃতা অন্যসংস্কারহীনা ন ভবন্তীতি॥ (কা০ ২।৩।৩৭,৩৮) হবি-শ্চাগ্নয়ে ত্বাগ্নীষোমাভ্যাং ত্বেতি যথা দৈবতমন্ত্রদিতি। অত্রাপি হবিষ্মদ্দেবতোচ্চারেণ প্রোক্ষণীয়ং।

অগ্নয়ে ত্বাং জুষ্টং প্রোক্ষামি। অগ্নীষোমাভ্যাং জুষ্টং ত্বাং প্রোক্ষামি॥ (কা০ ২।৩।৩২) পাত্রাণি দৈব্যায়েতি কৃষ্ণাজিনোলূখলাদীনি প্রোক্ষেৎ। হে যজ্ঞপাত্রাণি যূয়ং শুন্ধধ্বং শুদ্ধানি ভবত। কিমর্থং। দৈব্যায় কর্ম্মণে অগ্ন্যাদি দেবতাসম্বন্ধিনে কর্ম্মণে। তদেব কর্ম্মবিশিষ্যতে। দেবযজ্যায়ৈ দেবসম্বন্ধিন্যৈ যাগক্রিয়ায়ৈ দর্শাদিকার্য্যৈ। কিঞ্চ অশুদ্ধাঃ নীচজাতয়স্তক্ষাদয়ো বো যুষ্মাকং সম্বন্ধি যদঙ্গঃ পরাজঘ্নুঃ পরাহতং কৃতবন্তঃ। ছেদনতক্ষণাদিকালে স্বকীয়হস্তস্পর্শরূপমশুচিত্বং চক্রুঃ। তদিদং বো যুষ্মাকমঙ্গং শুন্ধামি। প্রোক্ষণেন শুদ্ধং করোমি॥ ১৩॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

——‡•‡——

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী কুশদ্বারা জল-উৎক্ষেপণ পক্ষে ব্যবহৃত হয়। তদনুসারে ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র জলদেবীকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝা যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্র হবিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক উচ্চারিত। পঞ্চম মন্ত্র উদূখল ও মুষল প্রভৃতির সম্বোধন-সূচক। ভাষ্যে এই ভাবই প্রকটিত দেখিতে পাইবেন।

কুশ দ্বারা জল উৎক্ষেপণে মন্ত্র প্রযুক্ত হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তির কথা কিছুই নাই। কিন্তু মন্ত্রের অর্থ যাহা প্রচলিত আছে, তাহা সর্ব্বথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ভাষ্যানুসারে প্রথম মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা হয় এই যে,—ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের সংগ্রামে ইন্দ্র জলদেবতাকে আত্মীয়-জ্ঞানে বরণ করিয়াছিলেন, জলদেবতা সে আত্মীয়তা রক্ষা করেন; মন্ত্রে তাহাই স্মরণ করান হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে, জলকে প্রোক্ষণ (বিশুদ্ধ) করা হইতেছে। জল দ্বারা অন্য সকল দ্রব্যকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে, তজ্জন্য প্রথমেই জলের বিশুদ্ধতা আবশ্যক। এ মন্ত্রে সেই ভাব ব্যক্ত। তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্র, যথাক্রমে অগ্নিদেবতার ও অগ্নিসোমদেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত আহবনীয় দ্রব্যকে জলপ্রক্ষেপে পবিত্র করা হইতেছে। পঞ্চম মন্ত্রে উদূখল ও মুষল প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'তোমরাও এই প্রক্ষিপ্ত জলে পবিত্র হও। কেননা, নীচ-জাতিরা তোমাদিগকে প্রস্তুত করিয়াছে। এই জলে তোমাদিগের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হউক।'

এক্ষণে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে করি। আমাদের মনে হয়, এ সকল মন্ত্র আত্মোদ্বোধন মূলক। মন্ত্রে কখনও সদ্বৃত্তিনিচয়কে, কখনও সদসৎ উভয় বৃত্তিকে এবং কখনও বা আপন অন্তরকে আহ্বান করা হইয়াছে। মানুষের সদ্বৃত্তিনিচয়কে তাহাদের রিপুশত্রুগণকে সংহারের নিমিত্তই ভগবান প্রেরণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য—'শত্রু-সংহারের জন্য যে ভগবান আমাদিগের হৃদয়ে সদ্বৃত্তি সমূহ প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা যেন সেই-ভগবানকেই পরিচালক-পদে বরণ করিয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারি। সেই সর্ব্বেশ্বর ভগবান যদি তোমাদের পরিচালক হন, হে সদ্বৃত্তি-নিবহ, তোমরা আত্মশত্রু-সংহার সাধনে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে।' প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে এই ব্যাখ্যাই আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। তৃতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য,—'সদসৎবৃত্তিনিচয়

সুসংস্কৃত হইয়া যেন ভগবৎকর্ম্মে বিনিযুক্ত হয়। মন্ত্রে উভয় বৃত্তির সম্বোধনে সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র মনঃসম্বন্ধসূচক এই দুই মন্ত্রে সাধারণভাবে আপন অন্তরকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—'হে মন! এস, ভগবানের পূজার জন্য তোমাকে আমি সুসংস্কৃত সৎপথানুবর্ত্তী করি।' ষষ্ঠ মন্ত্র পুনরায় সদসৎবৃত্তিনিচয়ের সম্বোধনমূলক। ঐ মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'দেবতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে, দেবকার্য্যে বিনিযুক্ত হইতে পারিলে, তোমরা উভয়েই শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইবে। অতএব সৎই হও আর অসৎই হও, হে আমার উভয়বিধ বৃত্তি, তোমরা উভয়েই ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। অশুদ্ধভাব—অসৎকর্ম্ম—তাহাতে পরাহত হইবে। তদ্দ্বারা সকলই শুদ্ধসত্ত্বভাবে পরিণত হইয়া আসিবে।' পাপ-পুণ্য সদসৎ উভয় ভাব-প্রবাহের মধ্যেই মনুষ্য ভাসমান রহিয়াছে। কিন্তু মনুষ্য যদি ভগবৎপদাকাঙ্ক্ষানুসারী হয়, তাহার পাপ প্রক্ষালিত হইয়া পুণ্যজ্যোতিঃই প্রকাশ পাইবে। মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। মন্ত্র বলিতেছে,—'তুমি যে অবস্থায়, যে ভাবেই উপনীত হও না কেন, ভগবৎ-সেবায় নিবিষ্টচিত্ত ও অনুরক্ত হও; তোমার শ্রেয়োলাভে কোনই বিঘ্ন ঘটিবে না।' (১অঃ—১৩কঃ—১-৫ মঃ)।

—*—

চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা।

(চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা। মন্ত্রপঞ্চাত্মিকা।)

(১) শর্ম্মাসি। (২) অবধূতꣳ রক্ষোঽবধূতা অরাতয়ঃ।

(৩) অদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বাদিতির্ব্বেত্তু।

(৪) অদ্রিরসি বানস্পত্যঃ। (৫) গ্রাবাসি পৃথুবুধ্নঃ

প্রতি ত্বাদিত্যাস্ত্বগ্বেত্তু। ১৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'শর্ম্ম' (সুখদায়কং, মঙ্গলকারণং) 'অসি' (ভবসি)। সৎসম্বন্ধযুতত্বাৎ ত্বং মঙ্গলকারণং ভবেতি ভাবঃ।

২। তদা 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ) 'অবধূতং' (বিকম্পিতং) ভবতি। 'অরাতয়ঃ' (রিপুশত্রবঃ) 'অবধূতাঃ' (পাতিতাঃ, বিতাড়িতাঃ) ভবন্তি।

৩। হে মনঃ! ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্য) 'ত্বক্' (আচ্ছাদনং, বাধকং) 'অসি' (ভবসি); 'অদিতিঃ' (অনন্তঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু, অনুগৃহ্নাতু)। মনশ্চঞ্চলতয়া অনন্তেন সহ-সংস্পৃষ্টস্য বাধকং ভবতি; তস্মাৎ প্রার্থনা—অনন্তঃ ত্বাং অনুগৃহ্নাতু।

৪। হে মনঃ! ত্বং 'বানস্পত্যঃ' (মহাবৃক্ষস্বরূপং) 'অদ্রিঃ' (পাষাণবদ্দৃঢ়ং চ) 'অসি' (ভবসি)। বৃক্ষা যথা ফলচ্ছায়াদানেন সর্ব্বান্ তোষয়ন্তি, অদ্রয়ো যথা তুষারপাতবাতাদ্যভিঘাতেন দৃঢ়াস্তিষ্ঠন্তি, তথৈব ত্বং ফলদানসমর্থং দৃঢ়ঞ্চ ভব।

৫। হে মনঃ! ত্বং 'পৃথুব্রধ্নঃ' (দৃঢ়মূলং, ভগবচ্চিন্তায়াং একাগ্রং সৎ) 'গ্রাবঃ' (দার্ঢ্যেন পাষাণসদৃশং) 'অসি' (ভবসি)। 'আদিত্যাঃ' (বহ্বাদিত্যস্বরূপঃ অনন্তরূপো ভগবান্) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রতিবেত্তু' (অনুগৃহ্নাতু)। হে মনঃ! সৎকার্য্যসাধনে ত্বং পাষাণবদ্দৃঢ়ং ভব; তদা অনন্তমূর্ত্তির্ভগবান্ ত্বাং অনুগ্রহীষ্যতি ॥ ১৪ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র কয়েকটী আপনার মনকেই সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।]

১। হে আমার মন! তুমি (সৎসংশ্রবযুত হইয়া) মঙ্গলপ্রদ হও।

২। তাহা হইলে, আমার দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু বিকম্পিত হইবে; এবং রিপুশত্রুগণ বিতাড়িত (নিপাতিত) হইবে।

৩। হে আমার মন! (চঞ্চলতা প্রভৃতি হেতু) তুমি অনন্ত সহ মিলনের প্রতিবন্ধকস্থানীয় হও; সেই অনন্ত তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

৪। হে আমার মন! তুমি মহাবৃক্ষের ন্যায় (ফলচ্ছায়াদি-দানে মর্ত্ত্যলোকের প্রীতির আস্পদ হও) এবং অদ্রিবৎ দৃঢ় (তুষারপাত ও বাতাদির অভিঘাতে অচঞ্চল) হও।

৫। হে আমার মন! তুমি দৃঢ়মূল (ভগবচ্চিন্তায় একাগ্র) এবং পাষাণ-সদৃশ দৃঢ় হও। অনন্তস্বরূপ ভগবান্ তাহা হইলে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন ॥ ১৪ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৪।১) শম্যাসীতি কৃষ্ণাজিনাদানমিতি। তে কৃষ্ণাজিন মুমুখলস্য ধারণার্থং শম্য শ্রেয়স্করী অসি। অজিনস্য চর্ম্মেতি মানুষং নাম শর্ম্মেতি দৈবং নাম ॥ (কা০ ২।৪।২) অপেত্য পাত্রেভ্যোঽবধূনোত্যবধূতমিতীতি। রক্ষঃ কৃষ্ণাজিনে গূঢ়মবধূতং। কৃষ্ণাজিন-কম্পনেন ভূমৌ পতিতং, এবমরাতয়োঽপি পাতিতাঃ ॥ (কা০ ২।৪।৩) প্রত্যগগ্রীবং মানুষাত্য

দিত্যাস্ত্বগিতীতি। হে কৃষ্ণাজিন ত্বমদিত্যা ভূমিদেবতায়াস্ত্বগ্‌রূপমসি ততোঽদিতির্ভূমিস্ত্বা ত্বাং প্রতিবেত্তু প্রতিগৃহ্য মদীয়েয়ং ত্বগিতিবেত্তু জানাতু। পুরা যজ্ঞো দেবেভ্যঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণমৃগো ভূত্বাগমত্তদা দেবা আত্মা তদীয়াং ত্বচমুৎক্ষিপ্য জগৃহুস্তস্মাচ্চর্ম্মাস্তরণমিত্যভিপ্রায়ঃ শ্রুতা-বাম্নাতঃ (১।১।৪।১)॥ (কা০ ২।৪।৪৫) সব্যাশুন্তে নিদধাত্যুদুখলমদ্রিরসি গ্রাবাসীতি বা প্রতিমন্ত্রেত্যুভয়োরিতি। বিকল্পিতয়োর্ম্মন্ত্রয়োঃ প্রতিমন্ত্রেতি শেষো যোজনীয়ঃ। হে উলূখল ত্বং যদ্যপি বানস্পত্যঃ দারুময়স্তথাপি দৃঢ়ত্বাদদ্রিরসি পাষাণোঽসি। কিঞ্চ ... পৃথুবুধ্ন স্থূলমূলঃ। মুসলঘাতোপদ্রবেণ চাঞ্চল্যরাহিত্যায় মূলস্থূলত্বং। হে উলূখল তথাবিধস্ত্বং গ্রাবাসি দার্ঢ্যেন পাষাণসদৃশোঽসি॥ অদিত্যাস্ত্বক্। অধস্তাদাস্তীর্ণা কৃষ্ণাজিনরূপাভূমের্যা ত্বগস্তি সা ত্বাং প্রতি-বেত্তু স্বকীয়ত্বেন জানাতু॥ ১৪॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——:০:——

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-পঞ্চক যে ভাবে প্রযুক্ত হয়, প্রথমে তাহার একটু আভাষ প্রদান করিতেছি। যজ্ঞে এই মন্ত্রের প্রয়োগ-কালে কৃষ্ণমৃগের চর্ম্ম (কৃষ্ণাজিন) ও উদূখল প্রভৃতি দ্রব্য আবশ্যক হয়। প্রথম মন্ত্রে কৃষ্ণাজিনকে সম্বোধন করিয়া, তাহাকে আধাররূপে স্থাপনোদ্দেশে যেন বলা হইতেছে,—'হে কৃষ্ণাজিন! তুমিই উদূখলের প্রকৃত আধার।' দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ কৃষ্ণাজিনের ধূলা-মলা প্রভৃতি অপসারণ করা হইতেছে। চর্ম্মখানি ঝাড়িয়া বলা হইতেছে,—'এই চর্ম্মের ধূলা মলা-সকল অপসারণ করিলাম। তাহার সঙ্গে সঙ্গে যজমানের শত্রুরাও অপসৃত হউক।' তৃতীয় মন্ত্রে ঐ কৃষ্ণাজিনকে ভূমিতে বিস্তৃত করিয়া বলা হইতেছে,—'হে কৃষ্ণাজিন! তুমিই পৃথিবীর ত্বক-স্বরূপ। পৃথিবী তোমার আত্মীয়-স্থানীয়।' চতুর্থ মন্ত্রে সেই বিস্তৃত চর্ম্মের উপর উদূখলকে স্থাপন করিয়া, চতুর্থ ও পঞ্চম দুই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে উদূখল! তুমি কাষ্ঠনির্ম্মিত হইলেও প্রস্তরবৎ দৃঢ়। তুমি স্থূলমূল; সুতরাং অবঘাতেও অচঞ্চল থাক। পৃথিবীর ত্বক্‌স্বরূপ কৃষ্ণাজিনের উপর তোমায় স্থাপন করিতেছি; পৃথিবী তোমাকে আত্মীয়-ভাবে গ্রহণ করুন।' কি ভাবে কি অর্থে মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, ইহাই তাহার মর্ম্ম।

অতঃপর আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু বিশ্লেষণ করিতেছি। পূর্ব্বাপর অনুধাবন করিলে বেশ বুঝা যায়,—আপনার অন্তরকে লক্ষ্য করিয়াই এই মন্ত্রপঞ্চক প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্তর যদি বিশুদ্ধ হয়, নিশ্চয়ই তাহা সুখদায়ক হইতে পারে। তাই প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'মন, তুমি মঙ্গলপ্রদ সুখদায়ক হও।' দ্বিতীয় মন্ত্রের সহিত উহার সম্বন্ধের বিষয় আবার লক্ষ্য করুন। অন্তর সৎসংস্রবযুক্ত হইয়া, আমার সুখের হেতুভূত হইলে, আমার দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু সকল যে বিকম্পিত হইবে এবং আমার রিপুশত্রুগণ যে নিপাতিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই ভাবই ব্যক্ত রহিয়াছে। তৃতীয় মন্ত্রও ঐ দুই মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ঐ মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'মন! তুমিই তো

আমার সর্ব্বনাশের হেতুভূত! চঞ্চলতা-নিবন্ধন, অসৎপথে প্রধাবিত হওয়ার জন্য সদা ব্যগ্র বলিয়া, তুমি অনন্তের সহিত মিলিত হইতে পার না। প্রার্থনা করিতেছি,—অনন্ত তোমার প্রতি কৃপাপরায়ণ হউন।' চতুর্থ মন্ত্রে মনকে জীবহিতসাধনে নিয়োজিত হওয়ার জন্য এবং অদ্রিবৎ দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্য বলা হইয়াছে,—'তুমি মহাবৃক্ষের ন্যায় হও। এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, মহাবৃক্ষ যেমন ফলচ্ছায়াদানে মর্ত্ত্যলোকের প্রীতির আস্পদ হইয়া আছেন, তুমিও তেমনি জীবসেবায় আত্মনিয়োগ কর। যে বৃক্ষ ফলচ্ছায়াদানে তোমাকে পরিতুষ্ট করে, তুমি অবিচলিতচিত্তে তাহার মূলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হও, কিন্তু তাহাতেও বৃক্ষ তোমার প্রতি কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ করে না, পরন্তু রূপান্তরে তোমার সহায়তাই করে। মন। তুমিও সেইরূপ সহিষ্ণু হও এবং প্রতিহত ও প্রপীড়িত হইয়া পরোপকার-ব্রতে আত্মসমর্পণ কর। অদ্রিবৎ দৃঢ় হইতে বলার তাৎপর্য্য এই যে, তুষারপাতে ও বাত্যাদির অভিঘাতে পর্ব্বত যেরূপ অচঞ্চল হইয়া থাকে, সংসারের নানা বিপ্লব-বিভীষিকার মধ্যে, শত্রুর নানা অত্যাচার-অবঘাতের মধ্যে, তুমিও সেইরূপ ভগবানের প্রতি অচঞ্চল ভক্তিযুত হইয়া দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান রহ।' পঞ্চম মন্ত্রও মনের ঐরূপ দৃঢ়ত্ব সম্পাদনের ভাবই অধিকতর প্রস্ফুট করিয়া ব্যক্ত করিতেছে। পরিশেষে বলিতেছে,—'সেইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পারিলে, সকল বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ভগবচ্চিন্তায় একাগ্রচিত্ত হইতে পারিলে, অনন্তরূপ ভগবান তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।' (১ অঃ—১৪ কঃ—১-৫ মঃ)।

পঞ্চদশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চদশ কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অগ্নেস্তনূরসি বাচো বিসর্জ্জনং দেববীতয়ে ত্বা গৃহ্ণামি। (২) বৃহদ্গ্রাবাসি বানস্পত্যঃ। (৩) স ইদং দেবেভ্যো হবিঃ শমীষ্ব সুশমি শমীষ্ব (৪) হবিষ্কৃদেহি হবিষ্কৃদেহি হবিষ্কৃদেহি ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ। ত্বং 'অগ্নেঃ' (অগ্নিদেবস্য, আহবনীয়স্য, জ্ঞানস্য) 'তনূঃ' (শরীরং) 'অসি' (ভবসি), ত্বং 'বাচোঃ' (শব্দস্য, মন্ত্রস্য) 'বিসর্জ্জনং' (উৎপাদকং) ভবসি; 'দেববীতয়ে' (দেবপ্রীতয়ে, ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গৃহ্ণামি' (নিয়োজয়ামি)। মনো হি আহবনীয়ঃ, মনো হি মন্ত্রঃ, মনসা ভগবদনুকম্পা লভতে ইতি ভাবঃ।

২। হে মনঃ! ত্বং 'বানস্পত্যঃ' (মহাবৃক্ষস্বরূপঃ) 'বৃহৎ' (মহান্, মহত্ত্বাদিগুণোপেতঃ) 'গ্রাবঃ' (পাষাণবদ্দৃঢ়ঃ) 'অসি' (ভবসি)। মনো হি সর্ব্বকর্ম্মসম্পাদনে সমর্থো ভবতীতি ভাবঃ।

৩। হে মনঃ! 'স' ত্বং 'দেবেভ্যঃ' (অগ্ন্যাদিদেবপ্রীত্যর্থং) 'ইদং' (বক্ষ্যমাণং সর্ব্ববিধং) 'হবিঃ' (আহবনীয়ং) 'শমীষ' (সুষ্ঠুভাবেন প্রদানং কুরুষ, হবির্দ্দানেন সাফল্যং কর্ত্তুং সমর্থঃ, তর্হি দেবসেবায়াং নিযুক্তো ভব ইত্যর্থঃ)।

৪। হে মনঃ! ত্বং হি 'হবিষ্কৃৎ' (হবির্দ্দানসমর্থঃ), 'এহি' (আগচ্ছ, দেবপূজায়ৈ নিযুক্তো ভব ইতি ভাবঃ)। মনঃসম্বন্ধাতিরেকাৎ উপায়ান্তরাভাবাৎ দার্ঢ্যসম্পাদনত্বাৎ উক্তিত্রয়ং প্রযুক্তং ইতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে মন! তুমিই জ্ঞানের (অগ্নিদেবের বা আহবনীয়ের) দেহ-স্বরূপ; তুমিই বাক্যের বা মন্ত্রের উৎপাদক বা উচ্চারণকারী; দেবতার প্রীতির নিমিত্ত আমি তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি।

২। হে মন! তুমি মহাবৃক্ষস্বরূপ, তুমি মহত্ত্বাদিগুণোপেত, তুমি পাষাণবৎ দৃঢ়; অর্থাৎ, তুমিই সর্ব্বকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ।

৩। হে মন! সেই যে তুমি, দেবগণের প্রীতির জন্য সর্ব্ববিধ আহবনীয়-রূপে সুষ্ঠুভাবে দেবসেবায় নিযুক্ত হও।

৪। হে মন! তুমিই হবির্দ্দানসমর্থ। এস, দেবতার অর্চ্চনায় নিযুক্ত হও ॥ ১৫ ॥

* * *
*

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা° ২।৪।৬) হবিরারবত্যাগ্নেস্তনূরসীতীতি। হে হবিঃ ত্বমগ্নেরাহবনীয়স্য তনুঃ শরীরমসি। যতস্তত্র ক্ষিপ্তং হবিরগ্নীভবতি। অতো হবিরগ্নেস্তনুঃ। কিন্তুতং হবিঃ বাচো বিসর্জ্জনং অপাং প্রণয়নকালে নিয়মিতায়া যজমানবাচো হবিরাবপনকালে বিসর্গো ভবতি। তস্মাদিদং হবির্ব্বাচো বিসর্জ্জনং। অতো দেববীতয়ে দেবানাং তর্পণায় ত্বা ত্বাং গৃহ্লামি আবপামি ইত্যর্থঃ ॥ (কা° ২।৪।১১) বৃহন্তাবেতি মুসলমাদত্ত ইতি। হে মুসল ত্বং যদ্যপি বানস্পত্যো দারুময়স্তথাপি গ্রাবাসি দার্ঢ্যেন পাষাণসদৃশোঽসি তথা দীর্ঘত্বেন বৃহন্মনাসি ॥ (কা° ২।৪।১২) স ইদমিত্যাবদধাতীতীতি। হে মুসল ত্বং দেবেভ্যোঽগ্ন্যাদি দেবোপকারার্থমিদং হবি ব্রীহিরূপং শমীষ শময়। ভক্ষণবিরোধিতুষাপনয়নেন শান্তং কুরু। তস্যৈব পদস্য ব্যাখ্যানং। সুশমি শমীষ সুষ্ঠু শান্তং যথা ভবতি তথা শমীষ শময়। শমু উপশমে ব্যত্যয়েন শপো লুক্। তুরুস্তুশম্যমঃ সার্ব্বধাতুক ইতী ডাগমঃ (পা° ৭।৩,৩৫)। শান্তির্দ্বিবিধাঃ। বাহ্য-

তুষাপনয়নাদাস্থাঃ। সা প্রথমাবঘাতেন স্যাৎ। অন্তঃস্থিত মালিন্যস্যাপনয়নাদস্থা। সাফলী করণেন ভবতি। তৎ দ্বিবিধং তণ্ডুলসংস্কারং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। (কা০ ২।৪।১৩) হবিষ্কৃদেহীতি ত্রিরাহ্বয়তীতি। যজমানঃ পত্নী বান্যো বা যো ব্রীহীনবহন্তি স সম্বোধ্যাহূয়তে হে হবিষ্কৃৎ হবিঃ করোতীতি হবিষ্কৃৎ এহি অত্রাগচ্ছ। ত্রিবারমুক্তমর্থং দেবা মন্যন্ত ইতি ত্রিরাহ্বানং॥ ১৫॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

যজ্ঞে এই কণ্ডিকার মন্ত্র-চতুষ্টয় যে ভাবে প্রযুক্ত হয়, প্রথমে তাহার আভাষ দেওয়া যাইতেছে। উদূখল ও মুসল সমীপে কতকগুলি ধান্য আনয়ন করিয়া তাহার কিয়দংশ উদূখলে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রে ধান্যকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে ধান্য। অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলেই তুমি অগ্নির আকার-বৃদ্ধিকারক হও; অতএব তুমিই অগ্নির শরীর। দেবতৃপ্তির জন্য তোমাকে উদূখলে নিক্ষেপ করিতেছি। যজমান, তুমি মৌনভাব ত্যাগ করিয়া বাক্য উচ্চারণ কর।' * মুসলকে ধারণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণে বলা হইতেছে,—'হে মুসল। কাষ্ঠনির্ম্মিত হইয়াও তুমি দৃঢ়, যেহেতু, তুমি গুঁড়িকাষ্ঠে উৎপন্ন হইয়াছ। দৃঢ়তাহেতু তোমায় শিলার ন্যায় বোধ হয়, তাই তোমাকে দেবকার্য্যে নিয়োগ করিতেছি।' তৃতীয় মন্ত্র ঐ মুসলের সম্বোধনেই প্রযুক্ত। ভাবার্থ—'তুমি দেবতার প্রীতির জন্য ধান্যগুলির তুষ নিষ্কাষণ কর; তণ্ডুল যেন ভাল হয়।' চতুর্থ মন্ত্রে, যাজ্ঞিক বা তাঁহার পত্নী যেন অপরাপর আত্মীয়জনকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—'কে হবিঃ দান করিবে?—কে হবিঃ দান করিবে?—কে হবিঃ দান করিবে? এস—এস—এস।'

আমরা মনে করি, এ কণ্ডিকার মন্ত্রচতুষ্টয় আত্মোদ্বোধনমূলক। মনই এখানকার সম্বোধ্য। মনই যে জ্ঞানের বা দেবতার আধার বা শরীর, তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। দেবভাব আর কোথায় থাকিবে? জ্ঞানের স্থান আর কোথায়? আহবনীয় দ্রব্যই বা অন্য আর কি হইতে পারে? আমরা তাই মনে করি, মনকেই বলা হইতেছে,—'মন! তুমি জ্ঞানের তনুস্থানীয় আধার-স্বরূপ হও। মন্ত্রের উৎপাদকই বা সেই তুমি ভিন্ন অন্য আর কে আছে? তুমি যদি মন্ত্র অনুধ্যান না কর; তুমি যদি যথাযথ মন্ত্রোচ্চারণে প্রবৃত্ত না হও; তাহা হইলে মন্ত্রের ফল কিরূপে প্রাপ্ত হইব?' তাই বলা হইয়াছে,—'মন, তুমিই মন্ত্রের (শব্দের) উৎপাদক। দেবতার প্রীতি জন্য কাহাকে আমি নিয়োজিত করিব? আমার হস্ত পদ জিহ্বা ত্বক—যাহা কিছু আমার বলিতে আছে, সে সকলই তো তোমার অধীন! আমি তাই কামনা করিতেছি, সেই যে তুমি আমার মন, তুমি ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হও। তুমি ভগবৎকার্য্যে উৎসৃষ্ট হইলে, ভগবানের অনুকম্পা অবশ্যই প্রাপ্ত হইব।' প্রথম মন্ত্রের

* টীকাকারগণ বলেন—'ষষ্ঠ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র প্রয়োগকালে যজমান মৌনভাব অবলম্বন করেন। এখানে তাঁহার সেই মৌনভাব পরিত্যক্ত হইল।

ইহাই মর্ম্মার্থ। দ্বিতীয় মন্ত্রে মনের স্বরূপ স্মরণ করান হইতেছে; বলা হইতেছে,—'তুমি মহাবৃক্ষের ন্যায় সত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট হইতে পার; আবার তুমি সৎকার্য্যসাধনে পাষাণবৎ দৃঢ় হইতে পার। হে মন! তোমার উপর সকলই নির্ভর করিতেছে। তুমি মহাবৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বজনপ্রীতিভূত হও; আর কর্ত্তব্য পালনে পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর।' তৃতীয় মন্ত্র, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। এ মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'সেই যে তুমি, যে মনের এতাদৃশী শক্তি—সেই যে তুমি, হে আমার মন! দেবতাদিগের প্রীতির জন্য সুষ্ঠুভাবে হবিঃ প্রদান কর; অর্থাৎ—দেবসেবায় আত্মনিয়োগ কর।' চতুর্থ মন্ত্রে মনকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—'হে মন! তুমিই একমাত্র হবির্দ্ধানসমর্থ। দেব-পূজায় একমাত্র তোমারই সামর্থ্য আছে! তাই ডাকিতেছি,—এস, তুমি এস;—তুমি ভগবৎকার্য্যে নিযুক্ত হও।' (১ অঃ—১৫ কঃ—১-৪ মঃ)

—— * ——

ষোড়শ কণ্ডিকা।

(ষোড়শ কণ্ডিকা। সপ্তমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) কুক্কুটোঽসি মধুজিহ্ব ইষমূর্জ্জমাবদ ত্বয়া বয়ꣳ সংঘাতꣳ-সংঘাতং জেষ্ম। (২) বর্ষবৃদ্ধমসি। (৩) প্রতি ত্বা বর্ষবৃদ্ধং বেত্তু। (৪) পরাপূতꣳ রক্ষঃ পরাপূতা অরাতয়ঃ। (৫) অপহতꣳ রক্ষঃ। (৬) বায়ুর্বো বিবিনক্তু। (৭) দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণি প্রতিগৃভ্ণাত্বচ্ছিদ্রেণ পাণিনা॥ ১৬॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'কুক্কুটঃ' (কঠোরভাষি, অসদ্বৃত্তিরূপাসুরত্রাসকারকং) 'মধুজিহ্বঃ' (মধুরভাষি, সদ্বৃত্তিপোষকঞ্চ) 'অসি' (ভবসি); 'ইষমূর্জ্জং' (ইষে ত্বা ঊর্জ্জে ত্বা ইতি মন্ত্রদ্বয়ং) 'অবদ' (উচ্চারয়); অন্নং রসং প্রাণং চ যথা সমাগচ্ছতি, তথা মন্ত্রং উচ্চারয়েতি

ভাবঃ। 'ত্বয়া' (ত্বৎসাহায্যেন) 'বয়ং' (শ্রেয়ঃকামিনঃ) 'সংঘাতং-সংঘাতং' (পুনঃপুনঃ আঘাতং কুর্ব্বন্ত, অসদ্বৃত্তিসমূহ'ন্ প্রতিরুদ্ধান্ ইতি ভাবঃ) 'জেষ্ম' (জয়েম, তৎসর্ব্বান্ অপসারয়াম, জয়যুক্তা ভবেম)।

২। হে মনঃ! ত্বং 'বর্ষবৃদ্ধং' (অভীষ্টবর্ষণহেতুভূতং) 'অসি' (ভবসি)।

৩। হে মনঃ। 'ত্বা' (ত্বাং) 'বর্ষবৃদ্ধং' (অভীষ্টপূরণহেতুকং) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু ভগবানিতি শেষঃ)। তৎকর্ম্মণা ভগবান্ ত্বাং অনুগৃহ্নাতু ইতি ভাবঃ।

৪। তদা 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ) 'পরাপূতং' (নিরাকৃতং) ভবতি; 'অরাতয়ঃ' (রিপুশত্রবঃ) 'পরাপূতাঃ' (নিরাকৃতাঃ) ভবন্তি।

৫। তদা 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ) 'অপহতং' (দূরেহপনীয় মারিতং) ভবতি।

৬। হে অন্তরস্থাঃ অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ। 'বঃ' (যুষ্মান্) অস্মাকং অন্তরং 'বায়ুঃ' (বায়ুদেবঃ, বিচ্ছিন্নকারকঃ, বায়ুপ্রবাহরূপেণ স দেবঃ) 'বিবিনক্তু' (পৃথক্ করোতু, যুষ্মান্ দূরীকৃত্য অস্মাকং অন্তরং পবিত্রং করোতু)।

৭। হে অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ। 'হিরণ্যপাণিঃ' (মঙ্গলরূপসুবর্ণধারণকারী) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রদাতা) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ পরমেশ্বরঃ) 'অচ্ছিদ্রেণ' (কলঙ্করহিতেন) 'পাণিনা' (হস্তেন) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'প্রতিগৃহ্নাতু' (প্রতিগ্রহণং করোতু, অস্মাকমন্তরাৎ অসদ্বৃত্তি-নিবহান্ অপসারয়তু)। (১অঃ—১৬কঃ—১৭মঃ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম পাঁচটী মন্ত্র মনঃ-সম্বন্ধে এবং শেষ দুইটী মন্ত্র অসদ্-বৃত্তিসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।]

১। হে আমার মন! তুমি অসৎবৃত্তিরূপ অসুরদিগের ত্রাসকারক (পাপপক্ষে কঠোরভাষী), এবং সদ্‌বৃত্তির পোষক (অর্থাৎ সৎসম্বন্ধে মধুরভাষী) হও। 'ইষে ত্বা' 'ঊর্জে ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণে প্রার্থনা কর। (অর্থাৎ অন্নরসপ্রাণ যাহাতে প্রাপ্ত হইতে পার, তদুপযোগী মন্ত্রাদি উচ্চারণ কর)। তোমার সাহায্যে, শ্রেয়কামী আমরা, অসদ্-বৃত্তি-সমূহকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া জয়যুক্ত হইব।

২। হে মন! তুমি আমাদিগের অভীষ্ট-বর্ষণের (ইষ্ট-সিদ্ধির) হেতুভূত হও।

৩। হে মন! তোমাকে অভীষ্ট-পূরণের হেতুভূত বলিয়া ভগবান্ (যেন) জানিতে পারেন। অর্থাৎ,—তোমার কর্ম্ম দ্বারা ভগবান তোমার প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ হউন।

৪। তাহা হইলে, দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু দূরীকৃত হইবে, আর রিপুশত্রুগণ বিতাড়িত বিমর্দ্দিত হইবে।

৫। তাহা হইলে, শত্রু দূরে অপসৃত ও নিহত হইবে।

৬। হে অন্তরস্থ অসদ্বৃত্তিনিবহ! সেই বিচ্ছিন্নকারক বায়ুদেব (প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া) তোমাদিগকে আমাদিগের অন্তর হইতে পৃথক করিয়া দেন।

৭। হে অসদ্বৃত্তি-সমূহ। সেই মঙ্গলরূপ সুবর্ণহস্তবিশিষ্ট জ্ঞান প্রদাতা দ্যোতমান্ সবিতৃদেব তাঁহার কলঙ্করহিত হস্তের দ্বারা তোমাদিগকে প্রতিগ্রহণ করুন; অর্থাৎ,—আমাদের অন্তর হইতে তোমাদিগকে অপসৃত করুন (১অঃ—১৬কঃ—১-৭মঃ)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কাঃ ২ ৪।১৫) আচমস্যাগ্নেদৃষদুপলে কুক্কুটোঽসীতি ত্রিঃ শম্যয়া দ্বির্দৃষদং সকৃদুপলামিতি। হে শম্যারূপ যজ্ঞায়ুধবিশেষ ত্বং কুক্কুটোঽসি অসুরাণাং, মধুজিহ্বকশ্চাসি দেবানাং। অসুরাঃ ক কেতি তান্ হন্তুমিচ্ছন্ যোঽটতি সর্ব্বত্র সঞ্চরতি স কুক্কুটঃ। যদ্বা কুকং কুৎসিতশব্দং কুটতি তনোতীতি কুক্কুটঃ। যদ্বা কুক্কুটাখ্যপক্ষিবদ্ধ্বনিবিশেষমসুরভীত্যর্থং তনোতীতি কুক্কুট ইত্যুপচর্য্যতে মধুজিহ্বকনামা কশ্চিদ্দেবানাং ভৃত্যঃ। মধুস্মধুরভাষিণী জিহ্বা যস্য তদ্রূপ হে যজ্ঞায়ুধত্বমসুরান্ পরাভবন্ যজমানস্য ইষমূর্জ্জং চাবদ। অন্নং রসঞ্চ যথা সমাগচ্ছতি তথা শব্দং কুরু। তব শব্দেনাসুরেষু পরাভূতেষু তদীয়মন্নং রসং চ যজমানঃ প্রাপ্নোতি। ত্বত্ত্বয়া কৃত্বা বয়ং সজ্যাতং সজ্যাতং জেষ্ম অসুরৈঃ সহ ক্রিয়মাণং তং তং সংগ্রামং জেষ্ম তেষু কদাচিদপি পরাজয়োঽস্মাকং মাস্ত্বিত্যর্থঃ। সমাক্ হন্যন্তেঽসুরাঃ যত্রেতি সংঘাতো যুদ্ধং। মনো রাজ্ঞ একো বৃষভ আসীত্তস্মিন্নসুরঘ্নী বাক্‌স্থিতা তস্মিন্ শব্দং কুর্ব্বতি তং শ্রুত্বৈবাসুরা ম্রিয়ন্তে। ততঃ কিলাতাকুলীনামানাবসুরযাজকৌ মনুং গত্বা তেনৈব ঋষভেণায়াজয়তামৃষভে হতে সা বাঙ্‌মনোর্জ্জায়াং প্রবিষ্টা তৌ পুনস্তয়াপি মনুমযাজয়তাং। ততঃ সা বাগ্‌যজ্ঞপাত্রাণি প্রবিষ্টেত্যসুরপরাভবায় তদ্বাক্‌প্রকটনার্থং শম্যয়া দৃষদুপলহননমিতি শ্রুত্যুক্তোঽভিপ্রায়ঃ (১।১।৪।১৪)॥ (কাং ২।৪।১৬ঃ) বর্ষবৃদ্ধমসীতি শূর্পমাদত্ত ইতি। হে শূর্প ত্বং বর্ষবৃদ্ধমসি বর্ষেণ বৃষ্ট্যা তদ্ভূতজলেন বৃদ্ধং বর্ষবৃদ্ধং। বর্ষবৃদ্ধবেণুশলাকানির্ম্মিতত্বাৎ শূর্পস্য বর্ষবৃদ্ধত্বং॥ (কাং ২।৪ ১।) প্রতিত্ব্যেতি হবিরুদ্বপতীতি। হে হবিঃ বর্ষবৃদ্ধং শূর্পং ত্বা ত্বাং প্রতিবেত্তু স্বকীয়ত্বেন জানাতু ব্রীহিশূর্প ।।বর্ষবৃদ্ধত্বাদ্‌ভ্রাতৃত্বং॥ (কাং ২।৪।১৮) পরাপূতমিতি নিষ্পুনাতীতি। রক্ষঃ পরাপূতং নিরাকৃতং শূর্পেণ তুষেষু নিষ্পূতেষু সৎসু রাক্ষসা অপি তৈঃ সহ ভূমৌ পাতিতং। অরাতয়ঃ হবিঃ প্রতিকূলা আদস্যাদিশত্রু

পরাপূতাঃ নিরাকৃতাঃ॥ (কা০ ২।৪।১৩) অপহতমিতি তুষাগ্নিরস্তীতি। রক্ষঃ অপহতং দূরেহপনীয় মারিতং। ভূমৌ পতিতান্ দূরে নিঃসারয়েৎ॥ (কা০ ২।৪।২০) বায়ুর্ব্বি ইতি বিবিনক্তীতি। হে তণ্ডুলা বায়ুঃ শূর্পচালনোত্থো বো যুষ্মান্ বিবিনক্তু সূক্ষ্মকণেভ্যঃ পৃথক্করোতু॥ (কাঃ ২।৪।২১) দেবো ব ইতি পাত্র্যামোপ্যাভিমন্ত্রয়তইতি হে তণ্ডুলাঃ সবিতা দেবো বো যুষ্মানচ্ছিদ্রেণ পাণিনা অঙ্গুলিবিশ্লেষহীনেন স্বহস্তেন প্রতিগৃভ্ণাতু স্বীকরোতু হস্তাগ্রোর্ত্তিশ্ছন্দসীতি হস্য ভঃ (পা০ ক০ ৮।২।৩২ বা০ ১) পাত্রে প্রক্ষেপসময়ে ভূমৌ পতনং মাভূদিতি সবিতৃগ্রহণং প্রার্থতে। কিম্ভূতঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ হিরণ্যযুক্তা-বঙ্গুলীয়াদ্যাভরণযুক্তৌ পাণী যস্য স হিরণ্যপাণিঃ। যদ্বা দৈত্যৈঃ প্রাশিত্রপ্রহারেণ ছিন্নৌ সবিতৃ পাণী দেবৈর্হিরন্ময়ৌ কৃতাবিতি সবিতুর্হিরণ্যপাণিত্বমিতি বহ্বৃচশ্রুতৌ কথা॥ ১৬॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্রগুলি বহু উপাখ্যানের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট আছে বলিয়া কথিত হয়। 'শমস্যা' নামক যজ্ঞীয় আয়ুধকে, সূর্পকে এবং তণ্ডুলাদিকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে,—ইহাই প্রচলিত ভাষ্য-সমূহের অভিপ্রায়। প্রথম মন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে ঋত্বিক 'শমস্যা' আয়ুধের দ্বারা দুই বার দৃষতে (শিলে) এবং একবার উপলখণ্ডে (নোড়ায়) আঘাত করিবেন। তার পর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিবেন,—'হে অস্ত্র! তোমার স্বর কর্কশ হইলেও, সে স্বর আমাদের পক্ষে মধুরভাষী; যেহেতু, তোমার কঠোর শব্দে অরাতি নিহত হয়। তোমার সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে অন্নজল বৃদ্ধি পায়, যজ্ঞকারী সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হয়।' দৃষতে ও উপলে শম্যার আঘাতে যে শব্দ উত্থিত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ঐ উপলক্ষে ঐ মন্ত্র-পাঠের ফল-দ্যোতক যে উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে; যথা,—দেবাসুরের যুদ্ধকালে মনুর এক বৃষভ দেবগণের সহায় হইয়াছিল। সেই বৃষভের স্বর অসুর-নাশে সাহায্য কার্য্য করিত। যুদ্ধকালে সেই বৃষভের গম্ভীর নিনাদ অসুরকুল ধ্বংসের কারণ হইত। অসুরেরা তজ্জন্য সেই বৃষভ-বধে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়। তাহারা ছদ্মবেশে মনুর নিকট আসিয়া গোমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে মনুকে প্রবৃদ্ধ করে। যজ্ঞে সেই বৃষভকে বলিদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দেবগণের কৌশলে মন্ত্র নষ্ট হয় না। মনুপত্নী সেই মন্ত্র প্রাপ্ত হন; তাঁহার স্বরই অসুর-বধের কার্য্য করে। অসুরেরা তখন মনুপত্নীকে হনন করে। কিন্তু তাহাতেও মন্ত্র লোপ পায় না বা মন্ত্র অসুর-হস্তগত হয় না। তখন শম্যারূপ আয়ুধে গিয়া সেই মন্ত্র আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই হইতে যজ্ঞকালে দৃষৎ ও উপলের উপর শম্যা আয়ুধের আঘাতবিধি ব্যবস্থিত হয়। সেই আঘাতের স্বরে অসুরগণ বিনষ্ট হইতে থাকে। এই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়াই মন্ত্রটীর অবতারণা।

দ্বিতীয় মন্ত্রে সূর্প (কুলা) গ্রহণ করিয়া বলা হয়,—'তুমি বর্ষবৃদ্ধ অর্থাৎ বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বংশ-শলাকায় বিনির্ম্মিত।' ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ। তৃতীয় মন্ত্রে উদূখলের

মধ্যস্থিত তুষসংযুত তণ্ডুলগুলিকে সূর্পে গ্রহণ করিয়া বলা হয়,—'হে তণ্ডুলসকল! তোমরা বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছ; সূর্পও সেইরূপ বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বংশখণ্ডে নির্ম্মিত; সুতরাং তোমরা উভয়েই আত্মীয়। আত্মীয়ভাবে তোমরা পরস্পর মিলিত হও।' ইহাই তৃতীয় মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ। চতুর্থ মন্ত্রে যেন কুলাকে নাড়িয়া তুষ উড়ান হইতেছে। এ মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, ঝাড়নে তণ্ডুল হইতে তুষাদি অপসৃত হইল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে অরাতিদলও বিদূরিত হইল। পঞ্চম মন্ত্রে তণ্ডুলে কঙ্কডাদি (কাঁকড়) অপসৃত হইতেছে। মন্ত্রের অর্থ—'হবির সকল অন্তরায় দূর হইল।' ষষ্ঠ মন্ত্রে তণ্ডুলকণা ও ধূলি প্রভৃতি উড়াইয়া দিয়া যেন বলা হইতেছে,—'সূর্পচালনজনিত বায়ু তণ্ডুলকে পরিষ্কার করুন।' সপ্তম মন্ত্র অচ্ছিদ্র অঞ্জলি দ্বারা শূর্প হইতে পাত্রান্তরে তণ্ডুল-গ্রহণ-মূলক। ঐ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—'হিরণ্যপাণি সবিতাদেবতা তণ্ডুল-সকলকে অচ্ছিদ্র অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া পাত্রান্তরে রক্ষা করুন।' সবিতাদেবতাকে কেন হিরণ্যপাণি বলা হয়, তাহারও একটী উপাখ্যান আছে। ঋগ্বেদে হিরণ্যপাণি শব্দের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে সে আখ্যান প্রকাশ করিয়াছি। সে আখ্যায়িকা এই যে,—দেবাসুরের যুদ্ধের সময় অসুরগণের প্রাশিত্র নামক অস্ত্রের আঘাতে সবিতৃদেবতার পাণিদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। দেবগণ তাঁহার হিরণ্ময় হস্ত প্রস্তুত করিয়া দেন। সেই হইতেই সবিতাদেবতা হিরণ্যপাণি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাই হইল ভাষ্যকার-গণের ব্যাখ্যার ও টীকার মর্ম্মার্থ। বলা বাহুল্য, আমাদের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের।

আমরা মনে করি, এই সাতটী মন্ত্রের প্রথম মন্ত্রপঞ্চক মনঃ-সম্বোধন-সূচক এবং শেষ মন্ত্রদ্বয় অসদ্বৃত্তি-সমূহের সম্বোধনমূলক। মন্ত্র-কয়েকটীর পূর্ব্বাপর কিরূপ সামঞ্জস্য আছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রথম মন্ত্রে 'শম্যা' রূপ আয়ুধকে সম্বোধন করিবার কোনই কারণ আমরা অনুসন্ধান করিয়া পাই না। 'শম্যা' (কীলক—চরুর মালসা স্থাপনের জন্য লৌহদণ্ডত্রয়), দৃষৎ (শিল) ও উপল (নোড়া) প্রভৃতির সম্বন্ধ-সূচনাই বা মন্ত্রার্থে কি প্রয়োজন? শিল ও নোড়ার উপরে 'শম্যা' আয়ুধেরই বা আঘাত করার কি তাৎপর্য্য? দুন্দুর উপাখ্যানই বা কেন টানিয়া আনি! মন্ত্রের অর্থ—বিশ্বজনীন;—সর্ব্বকালে সমভাবে প্রযুজ্য। মন্ত্রে 'কুক্কুটোঽসি মধুজিহ্বঃ' শব্দদ্বয় আছে। ঐ শব্দদ্বয়ে যথাক্রমে কঠোরভাষী ও মধুরভাষী অর্থ উপলব্ধ হয়। তদনুসারে অসদ্বৃত্তিনিচয়ের প্রতি কঠোরভাষী (অর্থাৎ অসদ্বৃত্তির ত্রাসকারক) এবং সদ্বৃত্তির প্রতি মধুরভাষী (অর্থাৎ সদ্বৃত্তির পোষক) এই অর্থই সঙ্গত হয়। মন্ত্রে মনকে বলা হইতেছে,—'মন! তুমি অসদ্বৃত্তির প্রতি কঠোর হও এবং সদ্বৃত্তির প্রতি অনুরক্ত রহ।' "ইষমূর্জ্জামাবদ" বাক্যে ভগবানের নিকট শক্তি প্রাপ্ত ও অভীষ্ট-পূরণের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। 'শম্যা' নামক আয়ুধের নিকট সে প্রার্থনা কখনই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 'ইষে ত্বা' 'উর্জ্জে ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রদ্বয় (যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্র) সেখানে শাখাকে এবং এখানে আয়ুধকে (অস্ত্রকে) সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করায় বিসদৃশ-ভাবের সঞ্চার হয়। কিন্তু এই মন্ত্রদ্বয় সেই একের (ইষ্টদেবের) সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে কোথাও বিসদৃশ ভাব আসিতে পারে না। আমরা প্রথমে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানে সেই অর্থই সঙ্গত

বলিয়া বোধ হইতেছে। এই মন্ত্রের শেষাংশের ভাব এই যে,—'মন! তুমি যদি অসদ্বৃত্তি-সমূহকে দূরীভূত ক'রবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হও এবং সদ্বৃত্তি-সমূহকে আবাহন করিয়া আনিতে পার; আর যদি তুমি ভগবানের নিকট একান্তচিত্তে বল প্রাণ ও অভীষ্ট-পূরণের জন্য প্রার্থনা করিতে পার, তোমার সাহায্যেই আমরা জয়যুক্ত হইতে পারিব।'

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রও প্রথম মন্ত্রেরই পরিপোষক। 'মন! তুমি ভগবানের প্রতি অচঞ্চল হইলে, তোমার দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হইবে; তাহাতে তোমার কর্ম্ম দ্বারাই তোমার ইষ্ট সাধিত হইবে। দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু তখন আপনিই দূরীভূত হইবে।' ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্র, অসদ্বৃত্তিসমূহের সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারি। লক্ষ্য—ভগবানের প্রতি। 'বায়ু-প্রবাহে যেমন ধূলামলা ভস্মরাশি বিদূরিত হয়, সেইভাবে ভগবান তোমাদিগকে বিদূরিত করুন।' পাপপুণ্য সকলই তিনি, ইষ্টানিষ্ট সকলই তিনি। সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভিন্ন এ সংসারে অন্য আর কিছুই নাই। শেষ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ তাই—'সেই ভগবান আমার অসদ্বৃত্তিসমূহকে পুনর্গ্রহণ করুন,—তাহারা আর যেন আমার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া আমার অনিষ্টসাধক না হয়। আমি যেন সৎ হইয়া সতের সঙ্গে মিশিতে পারি।' যেখানে যে ভাবেই এ মন্ত্র প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপই মনে করিতে হইবে। একই মন্ত্রের কেন দুই অর্থ করিতে যাই? (১অঃ—১৬কঃ—১-৭মঃ)।

সপ্তদশ কণ্ডিকা।

(সপ্তদশ কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ধৃষ্টিরসি। (২) অপাগ্নেঽঅগ্নিমামাদং জহি নিষ্ক্রব্যাদং৺ সেধ।

(৩) আ দেবযজং বহ। (৪) ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃꣳহ ব্রহ্মবনি

ত্বা ক্ষত্রবনি সজাতবন্যুপদধামি ভ্রাতৃব্যস্য বধায়॥ ১৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'ধৃষ্টিঃ' (প্রগল্ভং, চঞ্চলং) 'অসি' (ভবসি, সদৈব ইতি যাবৎ)। তচ্চাঞ্চল্যং পরিহারয় ইতি ভাবঃ।

২। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব) ত্বং 'আমাদং অগ্নিং' (অপক্কং জ্ঞানং, বিভ্রমং ইতি যাবৎ) 'অপ জহি' (বিদূরয়), 'ক্রব্যাদং' (দাহকং, রাক্ষসং, শত্রুং চ) 'নিঃ সেধ'

(দূরে পরিত্যজ, নিঃশেষয় ইতি যাবৎ)। দাহকঃ অজ্ঞানরূপো বা যঃ অগ্নিঃ সদা প্রত্যক্ষীভূতো ভবতি, সন সেবনীয়ঃ ; জ্ঞানাগ্নির্হি সর্ব্বসিদ্ধিকারক ইতি ভাবঃ।

৩। হে মনঃ! 'দেবযজং' (দেবযজনরূপং, দেবভাবসাধকং জ্ঞানাগ্নিং ইতি যাবৎ) 'আবহ' (আনয়, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপয়)। যদ্বা হে অগ্নে! 'দেবযজং' (দেবভাবসাধকং জ্ঞানাগ্নিরূপেণ ইতি যাবৎ)। 'আ বহ' (সর্ব্বতোভাবেন অস্মাকং অন্তরদেশে প্রবহমানো ভব)। যৎপ্রভাবেন দেবভাবং উপজায়তে, তমগ্নিং আরাধয় ইতি ভাবঃ।

৪। হে মনঃ! ত্বং ধ্রুবং (স্থিরং, একাগ্রং) 'অসি' (ভবসি); 'পৃথিবীং' (আধারক্ষেত্রং, সদ্বৃত্তিমূলং) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু); 'ব্রহ্মবনি' (ব্রাহ্মণভাবাপন্নং, সত্ত্বগুণোপেতং) 'ক্ষত্রবনি' (ক্ষত্রভাবাপন্নং, রজোগুণোপেতং) 'সজাতবনি' (বৈশ্যভাবাপন্নং, তমোগুণান্বিতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ভ্রাতৃব্যস্য' (শত্রোরসুরস্য, পাপ্মনা, রিপুশত্রোরিতি যাবৎ) 'বধায়' (হিংসার্থং, নিঃশেষেণ নাশার্থং) 'উপদধামি' (স্থাপয়ামি, পরমাত্মনি নিবেশয়ামি)। (১অঃ—১৭কঃ—১ ৪মঃ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র-চতুষ্টয় আপনার অন্তরকে এবং অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।]

১। হে মন! তুমি স্বতঃই চঞ্চল হইয়া আছ। চাঞ্চল্য পরিহার কর।

২। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! তুমি অপক্ক জ্ঞান (বিভ্রম) বিদূরিত কর। দুষ্টজ্ঞান বা পাপবুদ্ধিরূপ দহন-জ্বালাপ্রদ শত্রুকে নিঃশেষ কর। ভাবার্থ এই যে,—দাহক বা অজ্ঞানরূপ যে অগ্নি সদা প্রত্যক্ষীভূত হয়, তদনুসরণে বিরত হও ; জ্ঞানাগ্নিই সর্ব্বসিদ্ধিকারক।

৩। হে মন! দেবভাবসাধক জ্ঞানাগ্নিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা কর। অথবা, হে অগ্নিদেব! দেবভাবসাধক জ্ঞানাগ্নিরূপে সর্ব্বতোভাবে আপনি আমাদের অন্তরদেশে বিস্তৃত হউন।

৪। হে মন! তুমি একাগ্র হও। তোমার সদ্বৃত্তিমূলকে দৃঢ় কর। ব্রহ্মবনি ক্ষত্রবনি সজাতবনি—সত্ত্বরজস্তমোগুণাধার তুমি ; রিপুশত্রুনাশের জন্য পরমাত্মায় বিনিবিষ্ট হও। (১অঃ—১৭কঃ—১-৪মঃ)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০) মূলতঃ শাখাং পরিবাস্যোপবেষং করোতীতি। (২।৪।২৬) ধৃষ্টিরসিত্যুপবেষ-মাদায়েতি চ। পলাশশাখায়া মূলদেশেচ্ছিন্নঃ কাষ্ঠভাগ উপবেষস্তমাদত্তে। কে উপবেষ

ত্বং ধৃষ্টিরসি প্রগল্‌ভোঽসি। ক্রিঞ্চধৃষা প্রাগল্‌ভে তীব্রাঙ্গারানামিতস্ততশ্চালনে প্রভুত্বাদস্য প্রাগল্‌ভ্যং॥ (কা০ ২।৪।২৬) অপাগ্ন ইত্যঙ্গারান্ প্রাচঃ করোতীতি। তত্র ত্রয়োঽগ্নয় সন্তি। এক আমাৎ। আমমপক্বমত্তীত্যামাল্লৌকিকোঽগ্নিঃ। দ্বিতীয়ঃ ক্রব্যাৎ শবদাহে ক্রব্যং মাংসমত্তীতি ক্রব্যাৎ, চিতাগ্নিঃ তৃতীয়া যাগযোগ্যঃ। তথাবিধাংস্ত্রীনঙ্গারান্ গার্হপত্যাৎ প্রাগ্‌ভাগে পৃথক্‌কৃত্য তেষাং মধ্যে যাগযোগ্যতাহীনৌ দ্বাবগ্নী আমাৎ-ক্রব্যাৎসংজ্ঞৌ ত্যাজয়িতুং গার্হপত্যং প্রত্যুচ্যতে। হে অগ্নে হে গার্হপত্য আমাদমগ্নিমপজহি পরিত্যজ। ব্যবহিতাশ্চেতি (পা০ ১।৪।৮২) ক্রিয়াপদোপসর্গয়োর্ব্ব্যবধানং। তথা ক্রব্যাদমগ্নিং নিঃ-সেধ নিঃশেষং দূরে গময় পরিত্যজেত্যর্থঃ॥ (কা০ ২।৪।৭) আ দেবযজমিত্যঙ্গারমাহ্বতোতি। হে গার্হপত্য দেবযজং দেবানাং যোগ্যং তৃতীয়মঙ্গারমাবহ সমীপমানয়। দেবাইজ্যন্তে যস্মিন্নসৌ দেবযাট্ তং দেবযজং॥ (কা০ ২।৪।২৭) কপালেনাবচ্ছাদয়তি ধ্রুবমসীতীতি। দেবযজমঙ্গারং কপালেনাচ্ছাদয়েৎ। হে কপাল ত্বং ধ্রুবমসি স্থিরং ভবসি। অঙ্গারোপরি বর্ত্তমানমপীতস্ততো ন পতসি, পৃথিবীং ভূমিং দৃংহ দৃঢ়ীকুরু। পুরোডাশপাকসময়ে ত্বৎকৃতব্য-বধানেন ভূমের্দ্দাহকৃতং শৈথিল্যং ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। কিংচ ত্বামুপদধামি অঙ্গারে স্থাপয়ামি। কিমর্থং? ভ্রাতৃব্যস্য শত্রোরসুরস্য পাপ্মনো বা বধায় হিংসার্থং। ব্যন্ সপত্নে (পা০ ৪।১।১৪৫) ইত্যাদ্যুদাত্তত্বাৎ ভ্রাতৃব্য শব্দঃ শত্রুবাচী। কিম্ভূতং ত্বাং। ব্রহ্মবনি বন ষন সম্ভক্তৌ ব্রহ্মণা ব্রাহ্মণেন বন্যতে পুরোডাশনিষ্পত্ত্যর্থং স্বীক্রিয়তে ইতি ব্রহ্মবনি। তথা ক্ষত্রবনি সজাতবনীতি পদদ্বয়ং যোজ্যং। সজাতাঃ সমানকুলে জাতাঃ যজমানস্য জ্ঞাতয়ঃ ত্রৈবর্ণ্যস্ত ইতি॥ ১৭॥

* . *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——:*:——

এই সপ্তদশ কণ্ডিকার মন্ত্র কয়েকটী যে অর্থে যে ভাবে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, প্রথমে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। পলাশ-শাখার একটী স্থূলভাগকে ('উপবেশ' বলে) গ্রহণ করিয়া প্রথম মন্ত্রে বলা হয়,—'হে উপবেশ! তুমি প্রগল্‌ভ হইয়াছ।' ঐ কাষ্ঠখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গারকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে পারে; তাই তাহাকে 'ধৃষ্টিঃ' বা প্রগল্‌ভ বলা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র, আমাৎ ও ক্রব্যাৎ অগ্নি দূরীকরণোদ্দেশে এবং দেবযজ (যজ্ঞীয় অগ্নি) লাভের সঙ্কল্প প্রযুক্ত হয়। 'আমাৎ' অগ্নি বলিলে অপক্ক বা ভক্ষবস্তু-প্রস্তুতকারী অগ্নিকে কহে; এবং 'ক্রব্যাৎ' বলিতে মাংসদাহক চিতার অগ্নিকে বুঝায়। তদনুসারে ঐ দুই মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অগ্নিদেব! আপনি আমাৎ ও ক্রব্যাৎ অগ্নিকে দূরে রাখিয়া দেবযজন অর্থাৎ যজ্ঞীয় অগ্নিকে প্রতিষ্ঠা করুন।' এই বলিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা চুল্লী প্রস্তুত করা হয়; এবং তাহার তিনটি কীলকের উপর একটী কপাল (মালসা) স্থাপন করা হয়। অবশেষে চতুর্থ মন্ত্রে বলা হয়,—'হে মালসা! তুমি বিচলিত হইও না। যেখানে তুমি আছ, সেই পৃথিবী (ভূমি) দৃঢ় হউক। আর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই দ্বিজাতিগণ তোমাকে হবিঃ

পুরোডাস প্রস্তুত করুন। তদ্বিষয়ে যোগ্য তোমাকে আমি তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছি।' ফলতঃ, চরু-পক্বান্তের জন্য অগ্নির উপর মালসা স্থাপন করাই যেন এই মন্ত্রের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য।

আমরা সে ব্যবহারিক কার্য্যের বিষয় কিছু বলিতেছি না। একই মন্ত্র যে নানা কার্য্যে নানা সময় ব্যবহৃত হয়, তদ্দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। কি শাক্তের, কি শৈবের, কি বৈষ্ণবের—সকলের সকল প্রকার পূজা-ব্যাপারের প্রথমেই 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' মন্ত্র কর্ম্মের বিশুদ্ধি-সম্পাদন-উদ্দেশে প্রযুক্ত হইতে দেখি। কিন্তু মন্ত্র সর্ব্বত্রই অভিন্ন অর্থ-জ্ঞাপক। এইরূপ, এই কণ্ডিকার মন্ত্র যেমন 'কপাল' স্থাপনে প্রযুক্ত দেখি, তেমনই অপর বিবিধ কার্য্যেও উহাদের প্রয়োগ আছে। সুতরাং উপবেশন বা কপালকে সম্বোধন মাত্র উহার লক্ষ্য নহে। উহার লক্ষ্য—এক সার্ব্বজনীন ভাব-মূলক। মনে করুন—"ভগবন্! রক্ষা করুন"—এই একটী বাক্য। জলে ডুবিবার সময়ও মানুষ এই বলিয়া ভগবানকে ডাকিতে পারে, আগুনে পুড়িবার সময়ও মানুষ এই বলিয়াই তাঁহার করুণা-প্রার্থনা করিতে পারে। এ সকল মন্ত্রেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। মন্ত্র-সকল নিত্য। সুতরাং উহাদের প্রয়োগ সর্ব্বত্রই সম্ভবপর। আমরা তাই মনে করি, মন্ত্র-কয়েকটীর সম্বোধন—উপবেশ ও কপাল প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া নহে। উহাদের সম্বোধন—প্রধানতঃ আত্মান্তর্যামী এবং জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব। চাঞ্চল্য পরিহার-পূর্ব্বক চিত্ত [illegible] দূর যাউক,—প্রধানতঃ ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। 'আমাৎ অগ্নি ও ক্রব্যাৎ অগ্নি [illegible] দেবযজ অগ্নিকে আবাহন কর',—ইতি মন্ত্রার্থে [illegible] ভাব উপলব্ধ হয়। [illegible] অনেক কথা মনে আসিতে পারে। জ্ঞানের নানা স্তর। জ্ঞান বিভিন্ন [illegible] প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে। অপরিণত অপরিপক্ক যে জ্ঞান, তাহার [illegible] প্রবল [illegible] যে জ্ঞান, তাহার ফল আর একরূপ। 'আমাৎ' আর 'ক্রব্যাৎ' পদদ্বয়ে দুই দিকের দুই জ্ঞানে লক্ষ্য আসিতেছে। প্রথম রূপ জ্ঞান—[illegible], দ্বিতীয় রূপ জ্ঞান—[illegible] অনুসারী। সুতরাং উভয়েই [illegible] শিশুর জ্ঞানের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা যায়। দীপালোক দেখিয়া [illegible] শিশু [illegible] হস্ত স্পর্শ করিলেই তাহাকে দাহজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহা তাহার 'আমাৎ' বা অপক্ক-জ্ঞান। আলোক যে আলোক, তাহা সত্য। কিন্তু উহা যে আবার অগ্নিরূপে দাহকারক, সে জ্ঞান তাহার নাই। আলোকরূপে [illegible] বলিয়া—গ্রহণীয় সামগ্রী বলিয়া—সে বুঝিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার দাহিকা-শক্তির বিষয় সে কিছু বুঝে নাই। তাই তাহার অগ্নি বা জ্ঞান 'আমাৎ'। এইরূপ 'ক্রব্যাৎ' অগ্নির বা জ্ঞানের বিষয় বুঝিয়া দেখুন। দস্যু বা নরহন্তা আপনার দস্যুতা বা হত্যা-কার্য্য সাধনের জন্য কতই বুদ্ধির চালনা করে। সে তাহার দুষ্ট-জ্ঞান বা পাপ-বুদ্ধি। তাহাকেই 'ক্রব্যাৎ' অগ্নি বলা যাইতে পারে। সে অগ্নি—সতাই দেহদাহকারক; সে অগ্নি সতাই আপনার অস্থি-চর্ম্ম-মেদ মাংসকে দগ্ধ করে। তার পর বুঝুন—দেবযজ অগ্নি! দেবযজন-রূপ অগ্নি বা জ্ঞান যে পরম হিতসাধক, তাহা স্বতঃই সপ্রমাণ হয়। দেবযজ জ্ঞান, দেবসম্বন্ধী জ্ঞান—সেই তো সত্য জ্ঞান। সেখানেই তো অগ্নির—প্রকৃত আলোকের—স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। মন্ত্রের তাই প্রার্থনা এই যে,—হে আমার অন্তর। তুমি দেব-

৩। হে মন! তুমি সত্ত্বভাবের ধারক হও; শুদ্ধসত্ত্বদেবভাব তোমাতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত কর; (ব্রহ্মবনি ইত্যাদি মন্ত্রাংশের অর্থ পূর্ব্বমন্ত্রের অনুরূপ)।

৪। হে মন! সকলদিকের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধন জন্য আমি তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

৫। হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভগবানের অনুসারী হও।

৬। হে চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা অতুচ্চ জ্ঞানলাভের নিমিত্ত একাগ্রভাবে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। সৎকর্ম্মসহজাত বিশিষ্ট জ্ঞানলাভই ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। (১অ--১৭ক--১৮ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

সব্যাঙ্গুল্যা শূলহস্তারং নিদধাত্যগ্নে ব্রহ্মগৃহ্ণীষ্ব। হে অগ্নে নিধীয়মানাঙ্গারদ্রূপ ব্রহ্ম প্রোক্তং কর্ম্মাস্মাভিঃ ক্রিয়মানং গৃভ্ণীষ গৃহাণ। নাশকরত্বাভাবায় গৃহাণ। যদ্বা ব্রহ্ম ব্রাহ্মণং মামঙ্গুগৃহ্ণীষ অঙ্গুলিদানাসক্তং মা দৃংহত্যাঃ। (কা০ ২।৪।৩১) ধরুণমিত্যপরাদিতি। পূর্ব্বস্থাপিতকপালস্য পশ্চাদ্ভাগে দ্বিতীয়ং নিদধাতি। হে দ্বিতীয়কপাল ত্বং ধরুণং পুরোডাশস্য ধারকমসি অতোঽন্তরিক্ষং দৃংহ দৃঢীকুরু। পুরোডাশপাকোৎপন্ন জলয়ান্তরিক্ষলোকোপদ্রবো যথা ন স্যাত্তথা কুরু। যদ্বাপ্যেতৎ কপালং অন্তরিক্ষয়োর্মধ্যে ব্যবধায়কং নাস্তি তথাপ্যন্তরিক্ষদার্ঢ্যায় কপালদেবতা প্রার্থ্যতে। ব্রহ্মবনীত্যাদি পূর্ব্ববৎ। (কা০ ২।৪।৩২) পুরস্তাদ্ধর্ত্রমিতীতি। প্রথমস্য পূর্ব্বভাগে তৃতীয়ং স্থাপয়েৎ। হে কপাল ত্বং ধর্ত্রং ধারকমসি। দিবং দৃংহ। আদিত্যেন দাহাভাবো দ্যুলোকস্য দার্ঢ্যং অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। (কাং ২।৪।৩৩) বিশ্বাভ্য ইতি দক্ষিণত ইতি। হে চতুর্থকপাল বিশ্বাভ্য আশাভ্যঃ সর্ব্বদিগ্দার্ঢ্যায় ত্বামুপদধামি। এবং কপালত্রয়োপধানেন যজমানো লোকত্রয়ং জয়তি চতুর্থেন দিশো জয়তি। তদ্গতঃ পুরোডাশো লোকাক্রমণেনো ভূত্বা দেবতাঃ প্রীণাতীত্যাশয়ঃ। (কা০ ২।৪।৩৮) সমং বিভজ্য দ্বে দক্ষিণত এ ... মেতীতি। আগ্নেয়পুরোডাশস্যাষ্টকপালত্বাচ্চতুর্ণাং স্থাপিতত্বাদবশিষ্টানাং চতুর্ণাং মধ্যে দ্বে দ্বে দক্ষিণোত্তরয়োর্নিদধ্যাৎ। চিত ... চিত স্থ ... বহুবচনং। হে কপালানি। যূয়ং চিতঃ স্থ পরস্পরোপচয়কারিণঃ স্থ ভবথ। তথা ঊর্দ্ধচিতঃ স্থ ঊর্দ্ধমুপচিতানাং দ্বিতীয়াদিকপালানামুপকারিণো ভবথ॥ (কা০ ২।৪।৩৮) ভৃগূণামিত্যঙ্গারৈরভ্যূহতীতি। অঙ্গারৈঃ কপালানিচ্ছাদয়েৎ। হে কপালানি যূয়ং ভৃগূণামঙ্গিরসাং ভৃগুনামকানামঙ্গিরোনামকানাং দেবর্ষীণাং তপসা তপোরূপেণাগ্নিধানেন তপ্যধ্বং তপ্তানি ভবত। অস্যাগ্নেস্তদীয়তপোরূপত্বং ভাবয়েদিত্যর্থঃ॥ ১৮॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

—————:*:—————

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-ছয়টী যজ্ঞকার্য্যে যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, প্রথমে তাহার একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, ব্যবহারিক কার্য্যে যে ভাবে মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, তৎপক্ষে আমাদের কোনই মতদ্বৈধ নাই। আমাদের সন্দেহ কেবল—কোনও কোনও মন্ত্রের অর্থ-সঙ্গতি-বিষয়ে। কণ্ডিকার মন্ত্র কয়টির ব্যবহার-বিষয়ে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে;—প্রথম মন্ত্র উচ্চারণের সময় বামহস্তের অঙ্গুলি দ্বারা একটী কপালের (খোলার) নিম্নস্থ একখানি অঙ্গার উৎক্ষিপ্ত করিতে হইবে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত অগ্নি! তুমি আমাদের অনুষ্ঠিত-যজ্ঞকার্য্যের বাধাবিঘ্ন বিদূরিত কর।' দ্বিতীয় মন্ত্রটী অন্য (দ্বিতীয়) একটী কপাল স্থাপন-বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহার অনুসরণে অর্থ করা হয়,—'পুরোডাশাদির ধারক হে কপাল। তোমার অন্তরিক্ষভাগ যেন দৃঢ় হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—ইঁহাদিগের পুরোডাশ যেন বাধা প্রাপ্ত না হয়, সেইজন্য তোমাকে স্থাপন করিতেছি।' তৃতীয় মন্ত্রে আর একটি (তৃতীয়) কপাল স্থাপন-পূর্ব্বক সেই কপালকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হয়,—'তুমি পুরোডাশকে ধারণ কর,—দ্যুলোকে যেন বাধা না আসে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পুরোডাশের জন্য বাধা দূর কর।' চতুর্থ মন্ত্রে অপর (চতুর্থ) একটী কপাল পূর্ব্বস্থাপিত কপালের দক্ষিণভাগে স্থাপন পূর্ব্বক বলা হয়,—'দিক সকল দৃঢ় করিবার জন্য তোমাকে প্রতিষ্ঠা করিলাম।' পঞ্চম মন্ত্রে আরও চারিটী কপাল (দুইটী করিয়া উত্তরে ও দক্ষিণে) স্থাপন করিয়া বলা হয়,—'হে চারিটী কপাল! তোমরা প্রথম কপালের সহায় হও।' ষষ্ঠ মন্ত্র আটটী কপালকেই সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত। চারিদিকে অঙ্গারাচ্ছাদন পূর্ব্বক বলা হয়,—'হে অষ্টকপাল! অঙ্গিরসের বংশীয় ভৃগুঋষির উদ্ভাবিত অগ্নির তাপ তোমরা প্রাপ্ত হও।' কোনও কোনও ব্যাখ্যাকারের মত এই যে,—'ভৃগুঋষির পূর্ব্বে কেহ আগুনের ব্যবহার করিতে জানিতেন না। তিনিই প্রথমে অগ্নির দাহিকা-শক্তির বিষয় সংসারে প্রকাশ করেন। তাই তাঁহার নাম মন্ত্রে আছে।'

এখন আমরা কি শব্দের কি ভাব কি অর্থ পরিগ্রহ করিলাম, তাহার একটু আভাষ দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, একই মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে মন্ত্রের একটা সার্ব্বজনীন অর্থ আছে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং"—ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটী, শাক্তে শৈবের বৈষ্ণবের সর্ব্বসম্প্রদায়ের সকল প্রকার ইষ্ট-ক্রিয়ার প্রারম্ভে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অথচ, বেদমন্ত্র বলিয়া, ঐ মন্ত্রে কেহ কোনও সাম্প্রদায়িক-ভাব আমনন করেন না। বেদের সকল মন্ত্রগুলিতেই আমরা সেই সাম্প্রদায়িকতা-বিহীন ভাব প্রত্যক্ষ করি। তাহাতে একই মন্ত্র বিভিন্ন কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়ার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। সে দৃষ্টিতে দেখিলে, এই কণ্ডিকার মন্ত্রগুলির যেরূপ অর্থ সঙ্গত হয়, আমাদের

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। মন্ত্রে কপালকে সম্বোধনের উপযোগী কোনরূপ পদ দৃষ্ট হয় না। কি জন্য কপালের সম্বোধন অনাদৃত হইবে? পক্ষান্তরে জড়-কপালের কি সামর্থ্য আছে। অন্তরের শত্রুনিচয়কে বিনাশ করিতে হইলে, অন্তরকেই দৃঢ় করার প্রয়োজন হয়। একখণ্ড অঙ্গার উর্দ্ধদেশে উৎক্ষিপ্ত হইলেই সেই অঙ্গার যে যজ্ঞের বাধানিরাকরণ সমর্থ হইবে তাহাই বা কেমন করিয়া মনে করিতে পারি। আমরা তাই মনে করি, প্রথম মন্ত্রের প্রার্থনায় প্রকাশ,—'হে ভগবন্। আপনি আমায় অনুগৃহীত করুন।' ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন, জীবনযজ্ঞের বাধা কি কখনও দূর হইতে পারে? প্রথম মন্ত্রে তাই রক্ষারূপ দেবকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী মন্ত্রপঞ্চক প্রথম মন্ত্রেরই অনুসারী বলিয়া মনে হয়। তোমার মন যদি সদ্‌বৃত্তিনিচয়কে ধারণা করিতে সমর্থ না হয়, ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিবার আশা তুমি কেমন করিয়া করিতে পার? দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম উপদেশ,—'মন! তুমি সদ্‌বৃত্তিসমূহের ধারক হও।' দ্বিতীয় উপদেশ,—'তোমার সদ্ভাবসমূহ যাহাতে ব্যাপকত্ব লাভ করে, তদ্বিষয়ে তুমি আপনাকে দৃঢ় কর।' ভাব এই যে, সদ্ভাব সদ্‌বৃত্তি কেবল আপনার মধ্যে—ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, যাহাতে বিশ্বব্যাপী সকলের মধ্যেই তোমার সদ্ভাব-সদ্‌বৃত্তি প্রসার লাভ করে, তৎপক্ষে একাগ্রতা অবলম্বন কর। তার পর মন্ত্র (দ্বিতীয় মন্ত্রের তৃতীয় অংশ) আর কি বলা হইয়াছে, লক্ষ্য করুন। তোমাতে সত্ত্বরজস্তমঃ তিন ভাবেরই সমাবেশ আছে, কখন কোন ভাব প্রবল হয়, কখন কোন ভাব পর্য্যুদস্ত হইয়া আসে, তোমার চঞ্চল ক্রিয়া তাহার ঠিকানা নাই। মন্ত্র তাই উপদেশ দিতেছেন, সাধক তাই আত্মোদ্বোধন করিতেছেন,—'আমার সত্ত্বরজস্তমঃ গুণত্রয়কে আপনা আপন পরমাত্মায় নিয়োজিত করিতে সমর্থ হই।' সদ্ভাব বিশ্বব্যাপী হউক, চিত্ত ভগবানে ন্যস্ত হউক—ইহা অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষা আর কি আছে? আর, এ অবস্থায় উপনীত হইলে, ভগবানের অনুগ্রহ-লাভে বিলম্বই বা কি ঘটিতে পারে। তৃতীয় মন্ত্রে এ ভাব অধিকতর পরিস্ফুট দেখি। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'মন! তুমি সত্ত্বভাবের ধারক হও, বলা হইয়াছে,—'মন! তোমাতে দেবভাব দৃঢ় কর, আর তোমার সত্ত্বরজস্তমঃ গুণত্রয় ভগবানে বিলীন হউক।'

উপসংহারে পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের বিষয় অনুধ্যান করুন। চঞ্চল চিত্তবৃত্তিনিবহই সর্ব্বপ্রকার অনাচরে মূলীভূত, সাধক তাই তাহাদিগকে ভগবৎপদাকাঙ্ক্ষানুসারী করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। তিনি আত্মোদ্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছেন,—হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভগবৎপদাকাঙ্ক্ষানুসারী হও, ঊর্দ্ধ্বে প্রতি তোমাদের গতি হউক। অতুচ্চ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানলাভের জন্য একাগ্রচিত্ত ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।' এ অবস্থায় উপনীত হইলে, ভগবান আর কি অনুগ্রহ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? ভগবানের অনুকম্পা-লাভ—তোমার নিজের আয়ত্তাধীন। মন্ত্র তোমায় সেই উপদেশই প্রদান করিতেছে। যদি ভগবানের অনুকম্পা পাইতে চাও, চিত্তবৃত্তিসমূহকে একাগ্রতা-সহকারে ভগবানের আরাধনায় বিনিযুক্ত কর। মন্ত্রের ইহাই লক্ষ্য। (১অ—১৮ক—১৬ম)।

ঊনবিংশ কণ্ডিকা।

(ঊনবিংশ কণ্ডিকা। ষণ্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) শর্ম্মাসি। (২) অবধূতং রক্ষোঽবধূতা অরাতয়ঃ।

(৩) অদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বাদিতির্ব্বেত্তু।

(৪) ধিষণাসি পর্ব্বতী প্রতি ত্বাদিত্যাস্ত্বগ্বেত্তু। (৫) দিবস্কম্ভনীরসি।

(৬) ধিষণাসি পার্ব্বতেয়ী প্রতি ত্বা পর্ব্বতী বেত্তু ॥ ১৯ ॥

* * *

মন্ত্রাধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'শর্ম্ম' (সুখদায়কং, মঙ্গলকারণং) 'অসি' (ভবসি)।

২। তদা 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ দুর্বুদ্ধিরূপঃ) অবধূতং (বিকম্পিতং) ভবতি; 'অরাতয়ঃ' (রিপুশত্রবঃ) 'অবধূতাঃ' (পরাভূতাঃ, বিতাড়িতাঃ) ভবন্তি।

৩। হে মনঃ! ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্য) 'ত্বক্' (আচ্ছাদনং, বাধকং) 'অসি' (ভবসি), 'অদিতিঃ' (অনন্তঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু, অনুগৃহ্ণাতু)।*

৪। হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'ধিষণা' (সদ্বুদ্ধিপ্রদাত্রী) 'পর্ব্বতী' (পর্ব্বতবদ্দৃঢ়া চ) 'অসি' (ভবসি); অস্মদাত্মা 'ত্বা' (ত্বাং) 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্য) 'ত্বক্' (আচ্ছাদনং, বাধকং) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু)। মনোবৃত্তিশ্চাঞ্চল্যহেতুয়া অনন্তেন সহ মিলনস্য বাধকো ভবতি। অতোঽস্মদাত্মা মনোবৃত্তিং উদ্বোধয়তীতি ভাবঃ।

৫। হে মনঃ! ত্বং 'দিবঃ' (স্বর্গস্য, দ্যুলোকবাসিনঃ) 'স্কম্ভনীঃ' (স্তম্ভনকারিণী, অত্র বিভক্তিব্যত্যয়ঃ) 'অসি' (ভবসি)। সংযমপ্রভাবেন মনুষ্যা অপি দেবান্ স্তম্ভিতুং সমর্থা ভবন্তি ইতি ভাবঃ।

৬। হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'ধিষণা' (সদ্বুদ্ধিপ্রদাত্রী) 'অসি' (ভবসি); 'পার্ব্বতেয়ী' (অনন্তশক্তিশালিনী, পরা প্রকৃতিঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পর্ব্বতী' (পর্ব্বতবদ্দৃঢ়া) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু)। (১অ—১৯কা—১-৬ম)।

* * *

* এই কণ্ডিকার [illegible] অধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও মর্ম্মার্থ-আলোচনা চতুর্দ্দশ কণ্ডিকায় দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———:*:———

এই কণ্ডিকার প্রথম তিনটী মন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বেই (চতুর্দ্দশ কণ্ডিকার প্রথম তিন মন্ত্রের প্রসঙ্গে) আলোচনা করিয়াছি। চতুর্থ মন্ত্রে শিলাখণ্ডকে সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া ভাষ্যকার নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। মন্ত্র-প্রয়োগের প্রক্রিয়ার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, এক খণ্ড কৃষ্ণাজিনের উপর দৃষৎ (প্রস্তরখণ্ড) স্থাপন করিয়া চতুর্থ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। তৎপক্ষে মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে—'হে দৃষৎ! তুমি পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। সুতরাং তোমাকে পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় বলিয়া মনে করি। পর্ব্বত যেমন অনায়াসে তরুগুল্মাদিকে পৃষ্ঠে ধারণ করে, তুমি সেইরূপ তণ্ডুলগুলির ধারক। কৃষ্ণাজিন পৃথিবীর ত্বক্‌স্বরূপ, তুমি পৃথিবীর অংশ; তোমাদের পরস্পর মিলন হউক।' ইহার পর পঞ্চম মন্ত্রে শম্যা (কীলক, যাঁতার খিল) দৃষৎ খণ্ডের নিম্নে (মধ্যস্থলে) স্থাপন করিয়া বলিতে হইবে—'হে শম্যে! তুমি আকাশেরও স্তম্ভনকারিণী, তুমি দৃষৎকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা কর।'

ষষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণের সময় সেই দৃষদের উপর এক খণ্ড উপল (প্রস্তরের উপর এক খণ্ড প্রস্তর) স্থাপন করিতে হইবে। পরে সেই উপলকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ। মন্ত্রের মর্ম্ম,—'হে উপলখণ্ড! তুমিও ধান্য-পেষণ-ব্যাপারে সমর্থ। তুমিও পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন, দৃষৎও পর্ব্বতসম্ভূত। সে তোমাকে পুত্রের ন্যায় প্রেমে গ্রহণ করুক।' ফলতঃ এই কণ্ডিকায় কৃষ্ণমৃগের চর্ম্মের উপর একটী যাঁতা প্রতিষ্ঠিত হইল—ইহাই বোধগম্য হয়। পরবর্ত্তী কণ্ডিকায় ভাবে প্রকাশ যেন যাঁতায় যেন তণ্ডুল পেষণ করা হইতেছে।

যে কারণে যে উদ্দেশ্যে মন্ত্রের প্রয়োগ প্রচলিত থাকুক, মন্ত্রের মন্ত্রার্থ-বিষয়ে আমাদের মত সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ। 'মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যায়' এবং 'বঙ্গানুবাদে' তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম তিন মন্ত্রের বিষয় পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। চতুর্থ মন্ত্রে—প্রস্তরখণ্ডকে নহে—আমরা মনে করি, মনোবৃত্তিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। 'ধিষণা' এবং 'পর্ব্বতী' এই দুই পদের সহিত 'অসি' এই ক্রিয়া-পদের সমাবেশ হওয়ায়, মনোবৃত্তিকে সদ্‌বুদ্ধিপ্রদাত্রী ও পর্ব্বতবদ্দৃঢ় হইতে বলা হইয়াছে। প্রস্তরখণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া,—'তুমি পর্ব্বতের অংশ হইতেছ'—এরূপ উক্তির কি সার্থকতা আছে? 'অদিত্যাস্ত্বগসি'—কৃষ্ণাজিনকেই বা পৃথিবীর ত্বক্ বলিয়া অভিহিত করার কি ইষ্ট সংসাধিত হয়? আমরা মনে করি, মনোবৃত্তিসমূহকে জ্ঞানের বাধক জানিয়া, সতর্ক করার উদ্দেশ্যে, ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। শম্যা (যাঁতার খিল) দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিবে,—ইহাতেই বা কি ভাব দ্যোতনা করে? সৎকর্ম্মপ্রভাবে মনুষ্য দেবগণকেও স্তম্ভিত করিতে সক্ষম হয়—এই অর্থই এখানে সুসঙ্গত। ষষ্ঠ মন্ত্রের সম্বোধ্য—উপলখণ্ডই বা কি করিয়া মনে করিতে পারি? 'ধিষণা' শব্দের 'ধারিকা' অর্থ অনেক দূর অন্বয়ে আকর্ষণ করিতে হয়। কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ—সদ্‌বুদ্ধিদাত্রী। প্রস্তরখণ্ডকে কি করিয়া সদ্‌বুদ্ধি-দাত্রী বলিতে পারি? প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে মনশ্চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী। মনকে

দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে বলিয়া, মনোবৃত্তিকে সদ্‌বুদ্ধিপ্রদাত্রী হইতে বলিয়া, উপসংহারে খ্যাপন করা হইয়াছে,—'সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে তোমার দৃঢ়তা এত অবিচঞ্চল হউক—যেন অনন্তশক্তিশালিনী পরা-প্রকৃতিও তাহা অনুভব করিতে পারেন। অর্থাৎ, সেই দৃঢ়তা দ্বারা যাহাতে তুমি তাঁহাকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে পার, তদ্বিষয়ে উদ্‌যোগী হও।' এবম্বিধ উদ্বোধনাই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। (১অ—১৯ক—১-৬ম)।

—— * ——

বিংশ কণ্ডিকা।

(বিংশ কণ্ডিকা। সপ্তমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্। (২) প্রাণায় ত্বা। (৩) উদানায় ত্বা। (৪) ব্যানায় ত্বা। (৫) দীর্ঘামনু প্রসিতি মায়ুষে ধাং দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃভ্নাত্বচ্ছিদ্রেণ পাণিনা। (৬) চক্ষুষে ত্বা। (৭) মহীনাং পয়োঽসি ॥ ২০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'ধান্যং' (তণ্ডুলস্বরূপং, প্রীতিকারকং) 'অসি' (ভবসি); অতো 'দেবান্' (সর্ব্বান্ দেবভাবান্) 'ধিনুহি' (প্রীণয়, পোষয়)।

২। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রাণায়' (প্রাণবায়ুসংরক্ষণায়) সংযময়ামি।

৩। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'উদানায়' (উদানবায়ুসংরক্ষণায়, বাক্যসংযতায়) সংযময়ামি।

৪। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ব্যানায়' (ব্যানবায়ুসংরক্ষণায়, শরীরবলরক্ষার্থং) সংযময়ামি ইতি শেষঃ।

৫। হে মনঃ! 'দীর্ঘাং' (অবিচ্ছিন্নাং, বিপুলাং) 'প্রসিতিং' (কর্ম্মসন্ততিং, সম্পাদনযোগ্যাং বহুসৎক্রিয়াং) 'অনু' (অনুলক্ষ্য) 'আয়ুষে' (আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যর্থং) ত্বাং 'ধাং' (ধারয়ামি, সংযময়ামি)।

[বহুসৎকর্ম্মসংসাধনার্থং হি মনুষ্যজন্ম। সুদীর্ঘমায়ুর্ব্বিনা তন্ন সংসাধিতং ভবতি। যোগ এব আয়ুর্ব্বর্দ্ধকঃ। অসদ্‌বৃত্তিনিবহাঃ আয়ুর্হানিকারকাঃ। তস্মাৎ তান্ সম্বোধ্য 'দেবো বঃ' ইতি মন্ত্রশেষাংশঃ প্রযুক্তঃ।]

হে অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ! 'বঃ' (যুষ্মান্) 'হিরণ্যপাণিঃ' (মঙ্গলরূপসুবর্ণধারণকারী) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রদাতা) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ পরমেশ্বরঃ) 'অচ্ছিদ্রেণ' (কলঙ্করহিতেন) 'পাণিনা' (হস্তেন) 'প্রতিগৃহ্ণাতু' (প্রতিগ্রহণং করোতু, অস্মাকং অন্তঃপ্রদেশাৎ অসদ্বৃত্তিনিবহান্ অপসারয়তু)।

৬। হে মনঃ। 'চক্ষুষে' (দূরদৃষ্টিসাধনার্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) নিযোজয়ামি ইতি শেষঃ।

৭। হে মনঃ। ত্বমেব 'মহীনাং' (বিশ্বানাং, লোকানামিতি যাবৎ) 'পয়ঃ' (অমৃতস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি)। মন এব সকলমঙ্গলানাং সাধকং ভবতু। সঙ্কল্পস্য অয়মেব তাৎপর্য্যঃ। (১অ—২০কা—১৭ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্র সাতটী মনঃসম্বোধনসূচক। পঞ্চম মন্ত্রের শেষাংশ মাত্র অসদ্বৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।)

১। হে মন! তুমি সকলের প্রীতিস্বরূপ হও; অতএব, সমস্ত দেবভাবকে পোষণ (ধারণ) কর।

২। হে মন! তোমাকে আমার প্রাণবায়ুসংরক্ষণের জন্য দীর্ঘজীবন কামনায় সংযত করিতেছি।

৩। হে মন! তোমাকে আমার উদানবায়ুসংরক্ষণের জন্য (বাক্যসংযম উদ্দেশ্যে) সংযত করিতেছি।

৪। হে মন! তোমাকে আমার ব্যানবায়ুসংরক্ষণের (শরীরবল রক্ষার্থ) নিমিত্ত সংযত করিতেছি।

৫। হে মন! ইহসংসারে সম্পাদনযোগ্য অশেষ সৎকর্ম্ম আছে জানিয়া আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্য তোমাকে সংযত করিতেছি।

[বহুবিধ সৎকর্ম্মসাধনার জন্যই মনুষ্যজীবন লাভ হয়। সুদীর্ঘ আয়ুঃ ব্যতীত সে সকল সৎকর্ম্ম সাধিত হইতে পারে না। যোগসাধনাই আয়ুর্ব্বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। অসদ্বৃত্তিসমূহ আয়ুর্হানিকারক। অতএব, মন্ত্রের শেষাংশে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে:—]

হে অসদ্বৃত্তিসমূহ! সেই মঙ্গলরূপ সুবর্ণহস্তবিশিষ্ট জ্ঞান-প্রদাতা দ্যোতমান সবিতৃদেব, তাঁহার কলঙ্করহিত হস্ত দ্বারা তোমাদিগকে প্রতিগ্রহণ করুন; অর্থাৎ,—আমাদিগের অন্তর হইতে তোমাদিগকে অপসারিত করুন।

৬। হে মন! দূরদৃষ্টি সাধনের জন্য (দিব্যদৃষ্টিলাভাশায়) তোমাকে নিয়োগ করিতেছি।

মন্ত্র তণ্ডুলকে পেষণ করিবার সময় প্রযুক্ত হয়। তদনুসারে ঐ মন্ত্রত্রয়ের অর্থ এই যে,—'হে তণ্ডুল! যজমানের প্রাণ, উদান ও ব্যানবায়ু বৃদ্ধির জন্য তোমাকে পিষ্ট করিতেছি।' পঞ্চম মন্ত্র সেই পিষ্ট তণ্ডুল অঙ্গুলি দ্বারা গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণাজিনে স্থাপন করা হয়। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'যজমানের আয়ুর জন্য তোমাকে কৃষ্ণাজিনের উপর স্থাপন করা হইতেছে; অচ্ছিদ্রপাণি হইয়া সেই হিরণ্যপাণি সবিতা দেবতা তোমাকে গ্রহণ করিতেছেন।' ষষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণ কালে হবির প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। ঐ মন্ত্রের অর্থ এই যে,—'দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য তোমার প্রতি প্রীতিভাবে দর্শন করিতেছি।' সপ্তম মন্ত্রে পিষ্ট তণ্ডুল সমুদয় গব্যঘৃতে মিশ্রিত করিতে হইবে। 'মন্ত্রপাঠের মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'হে আজ্য! গো-দুগ্ধ হইতেই তোমার উৎপত্তি।' প্রচলিত অর্থ এইরূপই আছে; ভাষ্যভাষেও এইরূপ অর্থই পাওয়া যায়।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টীর যেরূপ অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা লক্ষ্য করিবেন। মন্ত্রের মধ্যে যোগসাধনার এক মহান্ উপদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথম মন্ত্রে মনকে বলা হইতেছে,—'মন! তুমি ভগবৎ-প্রীতিসাধনে বিনিযুক্ত হও; সকল দেবভাব তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হউক।' সেই দেবভাব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কি প্রকারে চিত্ত ভগবানের প্রীতিসাধনে প্রযুক্ত হইতে সমর্থ হয়, পরবর্ত্তী মন্ত্র ছয়টীতে তাহারই বর্ণনা আছে।

যোগ বলিতে কি বুঝি? 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। চিত্তবৃত্তিনিরোধ করার নামই যোগ। বায়ুনিরোধই চিত্ত-স্থৈর্য্যের প্রধান উপায়। মন্ত্রের প্রথম উপদেশ—প্রাণবায়ুর সংযম-সাধন। জীবনীশক্তি যাহাতে অপচয়িত না হয়, এ মন্ত্রের তাহাই লক্ষ্য। কতদিক হইতে কতপ্রকারে প্রাণবায়ু বহির্গত হইতেছে—জীবনীশক্তি ক্ষয় পাইতেছে। প্রাণবায়ু সংরক্ষণ পক্ষে সংযম অবলম্বন—সেই ক্ষয়-নিবারণের উপায়। এ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নহে। যোগতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, সে সকল বিষয় আপনিই অধিগত হইয়া আসে। পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ে উদানবায়ু ও প্রাণবায়ু সংযমের বিবৃতি-প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইতে পারে। উদানবায়ু সংযমের লক্ষ্য—বাক্যসংযম। বাক্য-কথন দ্বারা মানুষ যে কত শক্তির অপচয় করিতেছে, তাহার কি আর ইয়ত্তা আছে! কারণে অকারণে কত প্রকার মিথ্যা কথা—কত প্রকার প্রলাপবাক্য—উচ্চারণ করিয়া মানুষ আপনার জীবনী-শক্তির অপচয় করিয়া থাকে। তৎপর, ব্যানবায়ু সংযত করার উদ্দেশ্য—শারীরিক শক্তির অপচয়-নিবারণ। কত প্রকারের দৈহিক চাঞ্চল্য—ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলা—নিত্য নিত্য মানুষের সেই শক্তিকে ক্ষয় করিতেছে। সে অপচয় নিবারণ করিতে না পারিলে, মানুষ, তুমি কয় দিন বাঁচিবে? তাই যথাক্রমে তিনটী মন্ত্রে ত্রিবিধ বায়ুর নিরোধ-বিষয়ক উপদেশ আছে।

পঞ্চম মন্ত্রে এ বিষয়টী অধিকতর বিশদীকৃত হইয়াছে। মানুষ বুঝিতে চায়—সে সংযমের উদ্দেশ্য কি? প্রথম উদ্দেশ্য—আয়ুর্ব্বৃদ্ধি। কি জন্য আয়ুর্ব্বৃদ্ধির প্রয়োজন? সংসারে অশেষবিধ সৎকর্ম্ম আছে। তৎসমূহ সম্পাদনের জন্যই, তোমার আয়ুর্ব্বৃদ্ধির প্রয়োজন।

সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া যদি সংযম সাধনা অভ্যাস কর; তোমার আয়ুর্ব্বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। পঞ্চম মন্ত্রের প্রথমাংশ সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে। মন্ত্র তার পর বলিতেছেন,—সে পথে কি বিঘ্ন বিদ্যমান আছে! তোমার অসদ্‌বৃত্তি-সমূহই সে পথের দারুণ অন্তরায়। তাই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'ভগবান যেন অসদ্‌বৃত্তি-সমূহকে অন্তর হইতে অপসারিত করেন।'

ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে সাধনার দুই স্তর প্রত্যক্ষ করুন। মনকে যখন দিব্যদৃষ্টি লাভের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপ নিয়োজিত করিতে পারা যায়, তখনই অমৃতত্ব প্রাপ্ত ঘটে। উপসংহারে মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে,—"মন। তুমি জগতের পক্ষে অমৃতস্বরূপ হও—মহীনাং পয়োহসি।" ইহাই সার শিক্ষা। (১অ--২০ক—১-৭ম)।

—— * ——

একবিংশ কণ্ডিকা।

(একাদশ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং। (২) সং বপামি। (৩) সমাপ ওষধীভিঃ সমোষধয়ো রসেন। সংরেবতীর্জগতীভিঃ পৃচ্যন্তাং সং মধুমতীর্মধুমতীভিঃ পৃচ্যন্তাং ॥ ২১ ॥

* • *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে হবিঃ! (মদীয়শুদ্ধসত্ত্বভাব)। 'সবিতুঃ' (জ্ঞানপ্রদস্য) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য) 'প্রসবে' (প্রেরণে সতি) 'অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং' (দেবানামধ্বর্য্যুরূপস্য অশ্বিদ্বয়স্য ভুজাভ্যাং) 'পূষ্ণঃ' (দেবানাং হবির্ভাগস্তুতঃ পূষাখ্যদেবস্য) 'হস্তাভ্যাং' (করাভ্যাং) 'ত্বা' (ত্বাং, ভগবদুদ্দেশ্যোৎসৃষ্টং হবীরূপং ভক্তিসুধাং বিশুদ্ধসত্ত্বভাবঞ্চ) নিবেদয়ামীতি শেষঃ। ভগবৎকর্ম্মসু বাহূ হস্তৌ চ দেবসম্পর্কীয়ৌ ভবতাবং চিন্তনীয়ং। দেবানাং সত্ত্বস্বরূপত্বাত্তদনুস্মরণপূর্ব্বকং হবির্গ্রহণং ফলোপধায়কং স্যাদিতি ভাবঃ।

২। হে হবিঃ! ত্বাং 'সংবপামি' (সম্যক্ ভগবৎকার্য্যে নিয়োজয়ামি)।

৩। 'আপঃ' (অস্মাকং স্নেহসত্ত্বভাবাঃ) 'ওষধীভিঃ' (জীবনৈঃ, কর্ম্মফলাবসানেন ক্ষয়মূলকৈঃ ইতি শেষঃ) 'সং' (সংপৃচ্যন্তাং, সঙ্গচ্ছন্তাং, সম্মিলিতা ভবন্তু); 'ওষধয়ঃ' (কর্ম্মক্ষয়েণ ক্ষয়সূচকজীবনানি) 'রসেন' (রসস্বরূপেণ ভগবতা সহ) 'সং' (সংপৃচ্যন্তাং'

সম্মিলিতা ভবন্তু); 'রেবতীঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) 'জগতীভিঃ' (বিশ্ববাসিভিঃ সহ) 'সংপৃচ্যন্তাং' (সম্মিলিতা ভবন্তু); 'মধুমতীঃ' (অস্মাকং মাধুর্য্যভাবাঃ) 'মধুমতীভিঃ' (মাধুর্য্যময়ভগবদ্-বিভূতিভিঃ সহ) 'সম্পৃচ্যন্তাং' (সম্মিলিতা ভবন্তু)। (১অ—২১ক—১৩ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(হবিঃস্বরূপ অন্তরস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাবকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র তিনটী প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করি।)

১। হে হবিঃস্বরূপ মদীয় শুদ্ধসত্ত্বভাব! দীপ্তিমান্ জ্ঞানপ্রদ সেই সবিতৃদেবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, আত্মবাহুকে দেবগণের অধ্বর্য্যু-স্থানীয় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগল মনে করিয়া, এবং আপনার করযুগলকে দেবগণের পূজাংশভাগী পূষাদেবতার করস্বরূপ মনে করিয়া, সেই বাহুযুগল এবং করদ্বয় দ্বারা, তোমাকে ভগবদুদ্দেশে নিবেদন করিতেছি। (ভগবৎ-কর্ম্মে আপনাকে বিনিযুক্ত করিতে হইলে, আপনার বাহুযুগলকে ও করদ্বয়কে দেবতার বাহু ও হস্ত বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য।)

২। হে হবিঃ! তোমাকে সম্যক্‌রূপে ভগবৎকার্য্যে নিয়োজিত করিতেছি।

৩। আমাদের আপস্বরূপ স্নেহসত্ত্বভাব, আমাদের এই ওষধীস্বরূপ কর্ম্মফলাবসানে ক্ষয়মূলক জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত হউক; আমাদের কর্ম্মক্ষয়ে ক্ষয়সূচক ওষধীবৎ জীবনসমূহ রসময় ভগবানের সহিত সম্মিলিত হউক; আমাদের শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ বিশ্ববাসী সকলের সহিত সম্মিলিত হউক; আমাদের মাধুর্য্যভাবসমূহ মাধুর্য্যময় ভগবদ্-বিভূতির সহিত সম্মিলিত হউক। (১অ—২১ক—১-৩ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২৫।১০) পাত্র্যাং সপবিত্রায়াং পিষ্টান্যাবপতি দেবস্য ত্বেতীতি। হস্তাভ্যামিত্যন্তং ব্যাখ্যাতং। এতানি পিষ্টানি সংবপামি পাত্র্যাং সম্যক্ ক্ষিপামি॥ (কা০ ২৫ ১২।১০) উপসর্জ্জনীরানয়ত্যগ্নীঃ পবিত্রাভ্যাং প্রতিগৃহ্লাতি সমাপ ইতীতি। পিষ্টসংবপনীয়া আপঃ উপসর্জ্জন্যঃ। তা অগ্নিদানয়েদধ্বর্য্যুঃ পবিত্রাভ্যাং গৃহ্নীয়াৎ। আপঃ উপসর্জ্জনীরূপা ওষধীভিঃ পিষ্টরূপাভিঃ সংপৃচ্যন্তাং॥ পৃচী সম্পর্কে॥ সঙ্গচ্ছন্তাং সম্যগেকীভবন্তু। তথা ওষধয়ঃ

পিষ্টাখ্যা রসেন উপসর্জ্জনীরূপেণোদকেন সংপৃচ্যন্তাং। আপোহি ওষধীনাং রসঃ। তথা রেবতীঃ রেবত্য আপঃ জগতীভিঃ পিষ্টাখ্যাভিঃ সংপৃচ্যন্তাং। রেবত্য আপো জগত্য ওষধয় ইতি শ্রুতেঃ (১।২।২,২)॥ মধুমতীর্মাধুর্য্যোপেতা আপো মধুমতীভিঃ মাধুর্য্যোপেতাভিঃ পিষ্টরূপৌষধীভিঃ সংপৃচ্যন্তাং। অপামোষধীনাং (৮) পরস্পরং প্রীত্যেকত্বাৎ সম্পর্কো ভবত্বিত্যর্থঃ॥ ২১॥

* *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

— --ঃ০ঃ——

ভাষ্য অনুসারে প্রক্রিয়া-পদ্ধতির পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক এই মন্ত্রের যে অর্থ নির্দ্দেশ করা হয়, এ প্রসঙ্গে প্রথমেই তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। কণ্ডিকায় তিনটী মন্ত্র আছে,- উহাদের পূর্ব্বাপর পাঠের সামঞ্জস্য রাখিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু, ব্যবহারিক কার্য্যে প্রয়োগকালে ব্যাখ্যাকারগণ, কণ্ডিকাকে মন্ত্রদ্বয়াত্মক রূপে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে 'দেবস্য' হইতে 'সং বপামি' পর্য্যন্ত প্রথম মন্ত্র, এবং 'সমাপঃ' হইতে 'পৃচ্যন্তাং' পর্য্যন্ত দ্বিতীয় মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। তদনুসারে যে ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, অতঃপর তাহাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে। পূর্ব্ব কণ্ডিকার মন্ত্রানুসারে পিষ্ট প্রস্তুত হইলে, পবিত্র (কুশ) সংযুক্ত পাত্রে তাহা স্থাপন করা হয়। তার পর এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক এইরূপ বলা হয়,—'হে পিষ্ট! আমার অন্তরস্থ সবিতা দেবতা আমায় প্রেরণা করিতেছেন। অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয়ের বাহুদ্বয় দ্বারা এবং পূষাদেবতার হস্তদ্বয় দ্বারা তোমাকে এই পাত্রে নিক্ষেপ করিতেছি।' এইরূপ, দ্বিতীয় মন্ত্রে, সেই পিষ্ট পদার্থের ([illegible]) উপসর্জ্জনী (শিলধোয়া পিটুলি) প্রদান পূর্ব্বক বলা হয়,—'এই উপসর্জ্জনীর জলীয় ভাগ, পিষ্টের জলীয় ভাগে মিলিত হউক; ইহার ওষধি ভাগ পিষ্টের ওষধি ভাগে মিলিত হউক, ইহার যে রেবতী ভাগ আছে, তাহা জগতী ভাগের সহিত মিলিয়া যাউক; ইহার যে মধুর ভাগ আছে, তাহা মাধুর্য্য ভাগের সহিত মিলিত হউক।' ভাবার্থ এই যে, চাউলের গুঁড়া ও শিলধোয়া জল এক হইয়া যাউক।

আমরা মনে করি, এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে, ভগবৎকর্ম্মে আপনার দেহ-মন, সমস্তকে ভগবৎ-প্রেরণার অধীন বলিয়া কল্পনা করা হইতেছে। এ মন্ত্রের বিশদ ভাব দশম কণ্ডিকার মন্ত্রার্থ-আলোচনায় পরিব্যক্ত হইয়াছে।*

দ্বিতীয় মন্ত্রে 'সংবপামি' মাত্র পদ দৃষ্ট হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রকাশ, ঐ মন্ত্রে পিষ্ট পদার্থ (পিটালীর গোলা) নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। আমরা কিন্তু ঐ মন্ত্রকে প্রথম মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করি। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়, আপনার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে হবিঃস্বরূপে ভগবানে অর্পণ করা হইয়াছে। মানুষ যখন এতাদৃশ ভাবের

---

* ৪০শ পৃষ্ঠায় সেই আলোচনা দেখুন। সেখানকার (৩৮শ পৃষ্ঠায়) মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার কয়েকটা পরিবর্ত্তন এবং সেই সম্বন্ধে মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টে সংশোধিত করিয়া লইবেন।

ভাবুক হইতে পারিবে, আপনার সদ্ভাবসমূহকে যখন ভগবানের উদ্দেশে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইবে, তখনই সে মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারিবে। তখনই তাহার, (তৃতীয় মন্ত্রের মর্ম্মানুরূপ) কর্ম্মফলাবসানে ক্ষয়মূলক ওষধীবৎ জীবনের সহিত স্নেহসত্ত্ব-ভাবের সম্মিলন ঘটিবে; তখনই তাহার, সেই মরণধর্ম্মী জীবনের সহিত রসস্বরূপ ভগবানের অমৃতত্বের সম্মিলন ঘটিবে; তখনই তাহার, সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবনিবহ বিশ্বজনীন স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া বিশ্ববাসী সকলের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে; তখনও তাহার মাধুর্য্যভাব-সমূহের সহিত মাধুর্য্যময় ভগবদ্‌বিভূতিসমূহের সম্মিলন সাধিত হইবে।

মন্ত্রে এই যে বিরাট্ সম্মিলনের ভাব বিদ্যমান, তাহা উপলব্ধি করার পক্ষে কি বিষম অন্তরায়ই রহিয়া গিয়াছে! তৃতীয় মন্ত্রের প্রথমেই দৃষ্ট হয়, শব্দদ্বয়— 'আপঃ' ও 'ওষধীভিঃ'। তাহাতে সহজই মনে হয়, যেন ফলপাকান্ত ধান্যাদিতে জলসেচনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত 'সংবপামি' পদের সার্থকতাও তাহাতে পরিলক্ষিত হইতে পারে। বপনের পরই জলসেচন—এক পক্ষে এই ভাবই স্বভাব-সঙ্গত। স্থূলদৃষ্টিতে, কৃষিকর্ম্মের বিষয় বিবৃত হইয়াছে মনে আসিতে পারে। কৃষিকার্য্যই তো বটে! কিন্তু সে কোন কৃষিকার্য্য? কর্ষণ বপন জলসেচন তো বটেই! কিন্তু সে কোন ভাবে কোন ব্যাপারে? অনুধাবন করুন,—সে বহির্জ্জগতের ব্যাপার, কি অন্তর্জ্জগতের ব্যাপার! আমরা মনে করি, মন্ত্রোক্ত 'ওষধয়ঃ' ও 'রসেন' পদদ্বয়ে সেই তত্ত্বেরই আভাষ পাওয়া যায়। রসের সহিত ওষধীর মিলন কি? রস পাইয়া ওষধী পরিপুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু তাহার আবার রসের সহিত মিলিবার কি প্রয়োজন! গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়' অর্থাৎ,—'হে অর্জ্জুন! জলের মধ্যে আমি রস'। ইহাতেই বুঝা যায়, এখানে রস শব্দে ভগবানকেই লক্ষ্য হইয়াছে। তাহা হইলে, 'ওষধয়ঃ' পদ কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহারা কি সেই ধান্যাদিরূপ তুচ্ছ তৃণবিশেষ? আমরা তাহা মনে করি না। আমরা মনে করি, মনুষ্য পক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই এখানে ওষধী পদের সার্থকতা। ফল পরিপক্ক হইলে ওষধীর জীবন শেষ হয়। প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত মনুষ্য ইহসংসারে প্রেরিত হয়। তাহার সেই কর্ম্মফল যখন শেষ হইয়া যায়, তখন তাহার ইহজীবনের অবসান ঘটে। মন্ত্রের 'ওষধী' পদ এই অর্থেই মনুষ্যকে বুঝাইতেছে। প্রথম স্তর—এই কঠোর জীবনের সহিত অপ্‌স্বরূপ স্নেহসত্ত্বভাবের সম্মিলন। জীবন যখন শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হয়, তখন সে রসময়ের সহিত মিলিত হইবার উপযুক্ততা লাভ করে। মন্ত্রোক্ত প্রথম পদ-চতুষ্টয়ে ('সমাপঃ' হইতে 'রসেন' পর্য্যন্ত বাক্যে) ঐ ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

মন্ত্রের শেষাংশ প্রোক্ত সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক। আত্মোৎকর্ষ সংসাধিত হইলে, সাধনার পথে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য আসিলে, অন্তরস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করে। বিশ্বের সকলের সহিত তখন তাহার সম্বন্ধ-সংস্রব সংসূচিত হয়। 'রেবতীর্জ্জগতীভিঃ' শব্দে সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে। সেই পরিস্ফূর্ত্তিরই চরম পরিণতি—'মধুমতীর্মধুমতীভিঃ' তখনই প্রেমময়ের সহিত প্রেমিকের অপূর্ব্ব মিলন সংসাধিত হয়। (১অ—২১ক—১৩ম)।

দ্বাবিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বাবিংশ কণ্ডিকা। অষ্টমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) জনয়ত্যৈ ত্বা সংযৌমি। (২) ইদমগ্নেঃ। (৩) ইদমগ্নীষোময়োঃ।

(৪) ইষে ত্বা। ( ) ঘর্ম্মোঽসি বিশ্বায়ুঃ।

(৬) উরুপ্রথা উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাং।

(৭) অগ্নিষ্টে ত্বচং মা হিংসীৎ। (৮) দেবস্ত্বা সবিতা শ্রপয়তু

বর্ষিষ্ঠেঽধি নাকে ॥ ২২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'জনয়ত্যৈ' (সদ্ভাবসঞ্জননার্থং) 'সংযৌমি' (সম্যক্ মিশ্রীকরোমি, ভগবতা সহেতি শেষঃ)।

২। 'ইদং' (মনঃসম্বন্ধযুতং জ্ঞানং) 'অগ্নেঃ' (অগ্নিদেবাৎ সমুৎপন্নং ইতি শেষঃ)। অগ্নির্হি জ্ঞানস্বরূপঃ; অতস্তেনৈব নরোজ্ঞানং লভতে ইতি ভাবঃ।

৩। 'ইদং' (মনঃসম্বন্ধযুতং সৎকর্ম্ম) 'অগ্নীষোময়োঃ' (জ্ঞানভক্তিস্বরূপয়োঃ, অগ্নিদেবস্য সোমদেবস্য চ সম্বন্ধি ইতি শেষঃ)। অগ্নীষোমদ্বয়োরনুকম্পয়া জ্ঞানভক্ত্যুৎপাদকং যৎকর্ম্ম নরৈরনুষ্ঠীয়তে ইতি ভাবঃ।

৪। হে ভগবন্! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ইষে' (বৃষ্ট্যৈ, অভীষ্টবর্ষণায়) আহ্বয়ামীতি শেষঃ।

৫। হে ভগবন্! ত্বং 'ঘর্ম্মঃ' (প্রকাশশীলঃ) 'বিশ্বায়ুঃ' (বিশ্বপ্রাণস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি)। ভগবানেব বিশ্বেষাং প্রকাশরূপ আয়ুঃস্বরূপশ্চ ইতি ভাবঃ।

৬। হে ভগবন্! ত্বং 'উরুপ্রথাঃ' (বহুনু প্রখ্যাতঃ) 'উরুপ্রথস্ব' (বহুভাবেষু প্রখ্যাতো ভব)। পাপিনাং পরিত্রাণায় ভগবান্ প্রখ্যাত এব; অস্মৎসদৃশান্ পাপিনঃ পরিত্রায় তস্য মাহাত্ম্যং বহুবিস্তীর্ণং ভবতু ইতি প্রার্থনা। হে ভগবন্! 'তে' (তব) 'যজ্ঞপতিঃ' (অয়ং অর্চ্চনাকারী) 'উরুপ্রথতাং' (সৎকর্ম্মণি বিশেষেণ বিখ্যাতো ভবতু)।

৭। হে ভগবন্! 'তে' (তব) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানমূর্ত্তিঃ) 'ত্বচং মা' (অজ্ঞানরূপমাবরণং

মাং, অহংজ্ঞানং ইতি শেষঃ) 'হিংসীৎ' (নাশয়তু)। হে ভগবন্। মদীয়ান্তরস্থং ... অজ্ঞানমূলকং ভাবং সর্ব্বথা জ্ঞানালোকপ্রদানেন দূরীকরোতু ইতি ভাবঃ।

৮। হে ভগবন্। 'সবিতা দেবঃ' (মম হৃৎস্থঃ দ্যোতমানঃ জ্ঞানসূর্য্যঃ) 'বর্ষিষ্ঠে' (সমুন্নতে) 'নাকে' (হৃৎস্বর্গে) 'ত্বা' (ত্বাং) 'শ্রপয়তু' (প্রতিষ্ঠাপয়তু)।

অথবা

৭। হে মনঃ। 'অগ্নিঃ' (অন্তর্দ্দাহকঃ সন্তাপকঃ, সংসার-সন্তাপঃ ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'ত্বচং' (চর্ম্ম, বহিরাবরণং, পাঞ্চভৌতিকদেহং ইতি যাবৎ) 'মা হিংসীৎ' (হিংসাং মা করোতু, ন পীড়য়তু, সাধনানুপযুক্তং মা করোতু ইতি ভাবঃ)।

৮। হে মনঃ। 'সবিতা' (নির্ম্মলজ্ঞানস্বরূপঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ, ভগবান) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বর্ষিষ্ঠে' (অতিপবিত্রে, চিরস্থায়িনি) 'নাকে' (সর্ব্ববিধ দুঃখরহিতে চিরশান্তিময়ে স্থানে) 'অধি' (অধিকং যথা স্যাৎ তথা) 'শ্রপয়তু' (পরিপক্কং করোতু, উৎকর্ষং সম্পাদয়তু)। হে মনঃ। যথা ত্বং চিরশান্তিময়ং স্থানং লব্ধুং সমর্থঃ, স ভগবান তথা তব শক্তিং বর্দ্ধয়তু ইতি ভাবঃ। (১অ—২২ক—১৮ম)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম তিনটী মন্ত্র মনঃসম্বন্ধে, এবং চতুর্থ হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত পাঁচটী মন্ত্র ভগবানকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। শেষের মন্ত্র দুইটী, অগ্নিদেবের মনঃসাধনসম্বন্ধক বলিয়া গ্রহণ করা যায়]।

১। হে মন! সদ্ভাব-সংজননার্থ তোমাকে ভগবৎকার্য্যে বিনিযুক্ত করিতেছি।

২। এই মনঃসম্বন্ধযুত জ্ঞান—অগ্নিদেব হইতে উৎপন্ন। অগ্নিদেবই জ্ঞানস্বরূপ।

৩। এই মনঃসম্বন্ধযুত সৎকর্ম্ম সেই জ্ঞান-ভক্তি-স্বরূপ অগ্নি ও সোম দেবের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; অর্থাৎ, অগ্নীষোম দেবতার অনুকম্পাতেই মানুষ, জ্ঞানভক্তির উৎপাদনকারী সৎকর্ম্মের সাধনে প্রবৃত্ত হন।

৪। হে ভগবন্। অভীষ্টপূরণের জন্য আপনাকে আহ্বান করিতেছি।

৫। হে ভগবন্! আপনিই প্রকাশরূপ বিশ্বপ্রাণ হয়েন।

৬। হে ভগবন্। আপনি বহুপ্রকারে প্রখ্যাত আছেন, আবার বহুভাবে প্রখ্যাত হউন। (পাপিগণের পরিত্রাণের জন্যই ভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রখ্যাত। আমাদের ন্যায় পাপীর পরিত্রাণ-সাধনে তাঁহার মাহাত্ম্য বহুবিস্তীর্ণ হউক)। হে ভগবন্! তোমার অর্চ্চনাকারী বহুবিধ সৎকর্ম্ম দ্বারা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করুক।

৭। হে ভগবন্! আপনার জ্ঞানমূর্ত্তি আমার অজ্ঞানরূপ আবরণ (অহংভাব) নাশ করুক। (অর্থাৎ জ্ঞানালোকে অজ্ঞানতা দূর হউক)।

৮। হে ভগবন্! আমার হৃদয়স্থ দ্যোতমান জ্ঞানসূর্য্য (কর্ম্মদ্বারা সমুন্নত) আমার হৃদয়-রূপ স্বর্গে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করুক। অর্থাৎ,—সৎকর্ম্ম দ্বারা হৃদয়কে উন্নত করিয়া আমি যেন সেই হৃদয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করি—এই প্রার্থনা।

অথবা

৭। হে মন! সংসারসন্তাপ দ্বারা আমার এই পাঞ্চভৌতিক দেহ যেন পীড়িত না হয়। অর্থাৎ,—আমার দেহ সাধনোপযোগী হউক।

৮। হে মন! নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ সেই ভগবান্, তোমাকে চিরস্থায়ী চিরশান্তিময় স্থানে (স্থাপনপূর্ব্বক) সর্ব্বথা তোমার উৎকর্ষ সাধন করুক। (১অ—২২ক—১-৮ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৫।১৮) সংযৌতি জনয়ত্যৈ ত্বেতীতি। অপাং পিষ্টানাং চ মিশ্রীকরণং সম্বয়নং। হে জল পিষ্টরূপপদার্থদ্বয় ত্বাং সংযৌমি সংযগ্মি শ্রীকরোমি। যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ। কিমর্থং জনয়ত্যৈ যজমানস্য প্রজোৎপাদনার্থং। জলপিষ্টয়োর্যথা মিশ্রণং তথা শুক্রশোণিতমিশ্রণেন যজমানস্য প্রজোৎপত্তির্ভবতি তদর্থং ত্বাং সংযৌমি। যদ্বা জনয়ত্যৈ পুরোডাশোৎপত্ত্যৈ ত্বাং সংযৌমি॥ (কা০ ২।৫।১৫) সংবিভজ্য সং হবিষ্যন্নালভত ইদমগ্নেরিদমগ্নীষোময়োরিতীতি। মিশ্রীকৃতস্য পিষ্টস্যাবদানাঙ্কিতং পিণ্ডদ্বয়ং কৃত্বা পুনর্ম্মেলয়িষ্যন্ ইদমগ্নেরগ্নিসম্বন্ধি আজ্যমস্ত্বিতি প্রথমং পিণ্ডং স্পৃশেৎ। ইদমগ্নীষোময়োর্ভবত্বিতি দ্বিতীয়ং স্পৃশেৎ॥ (কা০ ২।৫।১৭) ইষেত্বে-ত্যাজ্যমধিশ্রয়তীতি। হে আজ্য ইষে ইষ্যমানবৃষ্ট্যর্থং ত্বামধিশ্রয়ামীতি শেষঃ। আজ্যপ্রবিলাপনার্থং তৎপাত্রস্যাগ্নৌ স্থাপনমধিশ্রয়ণং॥ (কা০ ২।৫।১৯) ঘর্ম্মোঽসীতি পুরোডাশমিতি। হে পুরোডাশ ত্বং ঘর্ম্মোঽসি। ঘৃ ক্ষরণদীপ্ত্যোঃ। ঘর্ম্মশব্দেন দীপ্যমানঃ প্রবর্গ্য উচ্যতে। শ্রূয়মানতয়া দীপ্য-মানত্বাৎ প্রবর্গ্যোঽসি। তথা বিশ্বায়ুঃ বিশ্বং কৃৎস্নমায়ুর্যস্মাৎ স বিশ্বায়ুঃ। যস্মাদ্ যজমানঃ সর্ব্ব-মায়ুরাপ্নোতীতি ভাবঃ॥ (কা০ ২।৫।২০) উরুপ্রথা ইতি প্রথয়তি যাবৎ কপালমিতি। সর্ব্ব-কপালেষু সংশ্লেষয়িতুং তং প্রসারয়েৎ। হে পুরোডাশ ত্বং স্বভাবতঃ উরুপ্রথাঃ উরু বিস্তীর্ণং যথা তথা প্রথতে প্রসরতীত্যুরুপ্রথাঃ। অত্র ইদানীমপি উরুপ্রথস্ব প্রখ্যাতো ভব। কিং চ তে যজ্ঞপতিস্তব যজমানঃ উরু বিস্তীর্ণং পুত্রপশ্বাদিভিঃ প্রথতাং প্রখ্যাতো ভবতু। (কা০ ৫ ২।২১) অগ্নিষ্ট ইত্যদ্ভিরভিমৃশতীতি। হে পুরোডাশ অগ্নিশ্রপণায় প্রবৃত্তঃ তে তব ত্বচং ত্বক্সদৃশমুপরিতনভাগং মা হিংসীৎ মা বিনাশয়তু। অতিদাহেন মষীভাবো বিনাশঃ স মাস্ত্বিত্যর্থঃ। অবঘাতপেষণোত্থঃ শ্রপণাজ্জায়মানশ্চ হবিষ উপদ্রবো জলস্পর্শেন শাম্যতীতি

ভাবঃ। (কা০ ২।৫।২৩) দেবস্ত্বেতি শ্রপণামিতি। হে পুরোডাশ সবিতা দেবঃ বর্ষিষ্ঠে অত্যন্ত বৃদ্ধে নাকে দ্যুলোকবর্ত্তিনি নাকনাম্নি অগ্নৌ ত্বা ত্বামধি অধিশ্রিত্য শ্রপয়তু পক্বং করোতু মনুষ্যস্য শ্রপণে কর্ত্তৃত্বং মা ভূদিত্যভিপ্রেত্য দেবস্ত্বেত্যুচ্যতে। দিবি নাকো নামাগ্নী রক্ষোহেতি তিত্তিরিবচনান্নাকো নাম স্বর্গস্থোঽগ্নিঃ॥ ২২॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——‡•‡——

এই কণ্ডিকায় মন্ত্র-কয়েকটীর মধ্যে, ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যানুসারে, পুরোডাশ-রূপ পিষ্টক-প্রস্তুতের প্রক্রিয়া প্রভৃতি পরিবর্ণিত হইয়াছে। চাউলগুলি শিলায় অথবা যাঁতাতে গুঁড়া করার পর, সেই শিলা অথবা যাঁতা ধুইয়া যে জল বাহির হইবে, সেই জলের সহিত তণ্ডুল-চূর্ণগুলিকে মিশ্রিত করিবে। তার পর, প্রথম মন্ত্রে তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে হইবে,—'হে পিষ্টতণ্ডুল ও উপসর্জ্জনি (শিলধোয়া জল)। পুরোডাশ প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে মিশ্রিত করিতেছি।' ভাষ্যানুসারে ইহাই প্রথম মন্ত্রের অর্থ। দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই জলমিশ্রিত পিষ্ট তণ্ডুলের একটী অংশ স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিয়া বলা হইতেছে,—'এই ভাগটী অগ্নির রহিল।' তার পর, ঐরূপ দুইটী ভাগ স্বতন্ত্ররূপে রক্ষা করিয়া, তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'এই দুইটী ভাগ, অগ্নি ও সোম দেবতার জন্য রহিল।' অতঃপর, আটটী কপালে (পূর্ব্বে এই কপাল কয়টী স্থাপন করা হয়) গব্যঘৃত নিক্ষেপপূর্ব্বক চতুর্থ মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। তাহাতে মন্ত্রের মর্ম্ম এই,—'হে ঘৃত। দেবগণের নিমিত্ত পুরোডাশ রূপ অন্ন প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে তোমাকে কপালসমূহে প্রক্ষেপ করিতেছি' পঞ্চম মন্ত্রে সেই ঘৃতে পুরোডাস প্রক্ষেপ করিতে হইবে। তাহাতে মন্ত্রার্থ,—'হে পুরোডাশ! তুমি দীপ্যমান; যজমানের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি কর।' ষষ্ঠ মন্ত্র, পুরোডাশ-ভর্জ্জন উপলক্ষ্যে প্রযুক্ত বলিয়া, অভিহিত হয়। উহার অর্থ,—'হে পুরোডাশ! তোমরা স্বভাবতঃ 'উরুপ্রথ' (বহুবিস্তৃত), তুমি আরও বিস্তৃত হও। তাহাতে যজমানও প্রখ্যাত হউক।' সপ্তম মন্ত্রে পুরোডাশে জলসেক করিতে হইবে। তদনুসারে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ,—'হে পুরোডাশ! তোমার ত্বক্ যেন নষ্ট না হয়, এজন্য জলসেক করিতেছি।' অর্থাৎ—পিষ্টক যেন ধরিয়া না যায়, ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। অষ্টম মন্ত্রে সেই পুরোডাশকে সঞ্চালিত করিতে করিতে বলা হইতেছে,—'হে পুরোডাশ! দ্যুলোকস্থ সবিতা দেবতা তোমাকে পরিপক্ব করুন।' অর্থাৎ, পুরোডাশ যেন ধরিয়া না যায়, উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইতে পারে,—ইহাই মন্ত্র কয়েকটীর বিশেষ লক্ষ্য।

মন্ত্রে কোথায়ও পুরোড়াশের সম্বোধন নাই। অথচ, কোনও মন্ত্রে যে পুরোডাশের সম্বন্ধ আছে, তাহাও মনে আসিতে পারে না। প্রথম দুইটী মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, ঐ দুই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—মন যদি সদ্ভাব-পুষ্টির জন্য ভগবানের সহিত মিলিত অর্থাৎ ভগবৎকার্য্যে বিনিযুক্ত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ হইতেই অন্তঃকরণে জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া থাকে। মনঃসম্বন্ধযুক্ত সৎকর্ম্মই জ্ঞান ও ভক্তির মূলীভূত। পরপর তিনটী মন্ত্রে ঐ

ভাবই পরিব্যক্ত আছে। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, চতুর্থ মন্ত্র, সেই পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প দৃঢ় করিতেছে। ভগবানকে সম্বোধন-পূর্ব্বক ঐ মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আপনি আমার অভীষ্ট পূরণ করুন, আমার মন যেন সংকর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিয়া আপনার সহিত মিলিতে পারে।' পরবর্ত্তী মন্ত্র-কয়েকটি, পূর্ব্বের সহিত কিরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহাও লক্ষ্য করুন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র, ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশক। তিনি যে স্বপ্রকাশ।—বিশ্ব যে তাঁহার অভিব্যক্তি! তিনিই যে বিশ্বের পরিত্রাণীয়। তিনি ত প্রখ্যাতই আছেন! কিন্তু তাঁহার মুখ্য প্রখ্যাতি—পাপীর পরিত্রাণের জন্য। প্রার্থনাকারী তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমার ন্যায় পাপীকে পরিত্রাণ করুন, সংকর্ম্মের জন্য আমি যেন বিখ্যাত হই।' সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের প্রার্থনাও ঐরূপ পাপনাশক পূতাত্মাত্মক। প্রথম বলা হইল,—পাপ দূর করুন, তার পর বলা হইল 'হে ভগবন্! আপনি জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আমার অজ্ঞানাবরণ নাশ করুন। আরও, আমার মনকে তব ব্রতে দৃঢ় করিয়া দেন,—সে যেন সাধনায় অনুপযুক্ত না হয়। সে যেন আমার হৃদয়কে সৎকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গে পরিণত করিয়া, সেখানে আপনাকে স্থাপন করিতে সমর্থ হয়।' (১অ—২২ক—১-৮ম)।

ত্রয়োবিংশী কণ্ডিকা।

(ত্রয়োবিংশ মন্ত্রঃ। [illegible] ঋষিঃ।)

(১) মা ভের্ম্মা সংবিক্থাঃ। (২) অতমেরুর্যজ্ঞোঽতমেরুর্যজমানস্য প্রজা ভূয়াৎ। (৩) ত্রিতায় ত্বা। (৪) দ্বিতায় ত্বা (৫) একতায় ত্বা ॥ ২৩ ॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'মা ভেঃ' (ভীতং মা ভব) 'মা সংবিক্থাঃ' (উদ্বিগ্নং মা ভব)। ভয়োদ্বেগরহিতং সৎ ত্বং পরমাত্মানমারাধয় ইতি ভাবঃ।

২। হে মনঃ! 'যজমানস্য' (দেবার্চকস্য, মমেতি শেষঃ) 'যজ্ঞঃ' (আত্মপ্রসাদার্থং অনুষ্ঠিতো যাগঃ) 'অতমেরুঃ' (দোষবর্জ্জিতঃ) 'ভূয়াৎ' (ভবতু), তবানুদ্বেগ বশাদিতিভাবঃ; অপিচ, মম 'প্রজা' (প্রজননং, প্রকৃষ্টং জন্ম, মনুষ্যজন্ম) 'অতমেরুঃ' (গ্লানিরহিতা—তৎজন্ম, নিন্দাশূন্যং ভগবদারাধনয়া সফলমিত্যর্থঃ) ভূয়াদিতি ক্রিয়াপদং পূর্ব্বত আকৃষ্য ইহ যোজনীয়ং। হে মনঃ! ভগবতি পরমাত্মনি তব অত্যন্তমাসক্তিবশাৎ মম যাগাদিকং কর্ম্ম ইদং মানুষং জন্ম চ নিন্দাদোষরহিততয়া সার্থকমপি ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা।

অথবা

২। হে ভগবন্! 'যজ্ঞঃ' (অস্মাকং যাগাদিসৎকর্ম্ম) 'অতমেরুঃ' (দোষশূন্যং) 'ভূয়াৎ' (ভবতু), অপিচ, 'যজমানস্য' (দেবার্চ্চকস্য প্রার্থনাকারিণো জনস্য) 'প্রজা' (সন্ততিঃ, আত্মসম্পর্কীয়ঃ) অতমেরুঃ (দোষবর্জ্জিতঃ) তবানুগ্রহেণ ভূয়াদিতি শেষঃ।

৩। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ত্রিতায়' (ত্রিকং, ত্রিলোকব্যাপিনং, বিশ্বব্যাপকং অথবা গুণত্রয়াত্মকং ত্রিদেবং উদ্দিশ্য) নিযোজয়ামি ইতি শেষ

৪। হে মনঃ! 'দ্বিতায়' (দ্বিতং প্রকৃতিপুরুষরূপং অথবা জ্ঞানক্রিয়াস্বরূপং দেবদ্বয়ং উদ্দিশ্য) 'ত্বা' (ত্বাং) প্রেরয়ামি ইতি শেষঃ। যো দেবঃ জাতি প্রকৃতিপুরুষরূপেণ জ্ঞান-ক্রিয়ারূপেণ বা দ্বিধা বিভজ্য আত্মানং বিস্তারয়তি হে মনঃ ত্বং তং পরমাত্মানং অনুসন্ধেহি ইতি মম ত্বয়ি নিয়োগ ইতি ভাবঃ।

৫। হে মনঃ! 'একতায়' (একতং, একেন অদ্বিতীয়েন রূপেণ, ব্রহ্মস্বরূপেণ তনোতি নিখিলং জগৎ ব্যাপ্নোতি যঃ স [illegible] ব্রহ্মরূপং দেবং উদ্দিশ্য) 'ত্বা' (ত্বাং) নিযোজয়ামি ইতি [illegible] হে [illegible] অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানায় প্রেরয়ামি ইতি ভাবঃ॥ (১অ—২৩ক—১-৫ম)

*

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী মনঃসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় মন্ত্রটী অর্থান্তরে ভগবানের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিতে পারি।]

১। হে মন! তুমি ভীত হইও না, উদ্বিগ্ন হইও না। অর্থাৎ, ভয়োদ্বেগরহিত হইয়া তুমি পরমাত্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।

২। হে মন! দেবার্চ্চন [illegible] অনুষ্ঠিত যজ্ঞকর্ম্ম দোষবর্জ্জিত হউক; আর, আমার এই [illegible], দো[illegible] হইয়া ভগবদারাধনায় সাফল্য লাভ করুক (ভগবদারাধনা [illegible] হউক)।

অথবা

২। হে দেব! আমাদের যাগাদি সৎকর্ম দোষশূন্য হউক; আর, দেবার্চ্চনাকারী ভগবৎকরুণাপ্রার্থী জনের সন্তান সন্ততি ও সম্পর্কিত জন আপনার অনুগ্রহে দোষশূন্য নিষ্কলঙ্ক হউক।

৩। হে মন! তোমাকে সেই সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক ত্রিদেবের উদ্দেশে নিযোগ করিতেছি।

৪। হে মন! তোমাকে প্রকৃতিপুরুষরূপ দেবদ্বয়ের উদ্দেশে নিযুক্ত করিতেছি।

৫। হে মন! তোমাকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উদ্দেশে নিযুক্ত করিতেছি। (১অ—২৩ক—১-৫ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৫।২৪) মা ভেরিত্যাসভত ইতি। হে পুরোডাশ ত্বং মা ভেঃ। ভয়ং মা কার্ষীঃ। মা সংবিক্থাঃ। চালনং মা কার্ষীঃ। ঞিভী ভয়ে। ওবিজীভয়চলনয়োরিতানয়োঃ প্রয়োগৌ॥ (কা০ ২।৫।২৫) অত মেকরিতি শৃতাবভিবাসয়তি ভস্মনা বেদেনোপাবেষেন বেত্তি। যজ্ঞো যাগহেতুঃ পুরোডাশ অত মেরুভূর্য়াৎ। তমু গ্লানৌ॥ তাম্যতীতি তমেরুঃ। ঔণাদিক এরুপ্রত্যয়ঃ। ন তমেরুঃ অতমেরুঃ। ভস্মাচ্ছাদনেন গ্লানিরহিতো ভবতু। যজমানস্য প্রজা পুত্রপৌত্রাদিঃ অতমেরুঃ গ্লানিরহিতা ভূয়াৎ যজমানস্য প্রজায়াঃ কদাপি দুঃখং মাস্ত্বিত্যর্থঃ॥ (কা০ ২।৫।২৬) পাত্র্যঙ্গুলিপ্রক্ষালনমাপ্প্যোভ্যো নিনয়ত্যভিতপ্য প্রত্যগ্‌-সংস্যন্দমানং ত্রিতায় ত্বেতি প্রতিমন্ত্রমিতি। হে পাত্র্যঙ্গুলিপ্রক্ষালনোদক ত্রিতায় ত্রিতনাম্নে দেবায় ত্বাং নিনয়ামীতি শেষঃ। তথা দ্বিতায় ত্বা নিনয়ামি তথা একতায় ত্বা নিনয়ামি পূর্ব্বং কুতশ্চিদ্ধেতোঃ ভীতোঽগ্নিরপঃ প্রাবিশত্ততো দেবাস্তং জ্ঞাত্বা জগৃহুস্তদাগ্নিনা বীর্য্যমপ্সু মুক্তং তত আপ্ত্যা উৎপন্নাস্ত্রিতদ্বিতৈকত সংজ্ঞাস্তে দেবৈঃ সহ চরন্তো যজ্ঞে পাত্রী প্রক্ষালন জললক্ষণং ভাগং লেভিরে ইতি শ্রুতিকথানুসন্ধাতব্যা (১২৩১)॥ ২৩॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

ভাষ্যানুসরণে এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টীর যে অর্থ হয়, তাহাতে বুঝা যায়, অগ্নি হইতে পুরোডাশ নামাইবার সময়, পুরোডাশকে সম্বোধন-পূর্ব্বক প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হয়; এবং পরবর্ত্তী মন্ত্র-কয়েকটী ও যথাক্রমে পুরোডাশকে ও তৎসংশ্লিষ্ট জলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। পুরোডাশকে তিনটী পাত্রে রাখিতে হইবে; তৎপরে প্রথম মন্ত্র বলিতে হইবে,—'হে পুরোডাশ। তুমি ভীত ও চঞ্চল হইও না, স্থির হইয়া থাক।' অর্থাৎ, পাত্র হইতে পুরোডাশ যেন না পড়িয়া যায়,—এই উদ্দেশে ঐ মন্ত্র উচ্চারিত হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রে পুরোডাশকে ভস্ম বা উপবেশ দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে। তৎপরে মন্ত্রোচ্চারণে বলিতে হইবে,—'পুরোডাশ এবং যজমানের সন্তান-সন্ততি গ্লানিবর্জিত হউক।' তৃতীয় হইতে পঞ্চম মন্ত্রে পাত্রধৌত জলকে সম্বোধনপূর্ব্বক যথাক্রমে বলা হইয়াছে,—'হে পাত্রধৌত জল! 'ত্রিত'-নামক দেবতার, 'দ্বিত'-নামক দেবতার এবং 'একত'-নামক দেবতার তৃপ্তির জন্য তোমাকে অর্পণ করিতেছি।' এই বলিয়া, জলকে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপে পাত্র-ধৌত জল, পূর্ব্বোক্ত দেবতাত্রয়ের উদ্দেশ্যে অর্পণ-বিষয়ে পুরাণের একটী উপাখ্যান আছে। সে উপাখ্যানটী এই:—অগ্নি এক সময়ে শত্রুভয়ে ভীত হইয়া জলের মধ্যে লুক্কায়িত হয়েন। সেই সময় তাঁহার বীর্য্যে জলের মধ্যে ত্রিত, দ্বিত ও একত নামক দেবত্রয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অগ্নিদেব, অন্যান্য দেবগণের অনুকম্পায়, জল হইতে উদ্ধার পাইলে, তদুৎপন্ন দেবত্রয়ের পূজার বিষয় বিচার হয়। কিন্তু তখন যজ্ঞের এমন কোনই ভাগ অবশিষ্ট ছিল না যে, তাঁহারা পাইতে পারেন। তখন পুরোডাশ-ধৌত জল, তাঁহাদিগকে অর্পণ করিবার জন্য ব্যবস্থা হয়। এই ভাবে মন্ত্র কয়টী পল্লবিত হইয়া আছে।

একণে মন্ত্রসম্বন্ধে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করা যাইতেছে। পুরোডাশকে ভীত বা চঞ্চল না হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার কি সার্থকতা আছে, আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা সিদ্ধান্ত করি, প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য—পুরোডাশ নহে; ঐ মন্ত্রে যাজ্ঞিক আপনার মনকে ভগবৎ-কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন; বলিতেছেন,—'মন! ভগবানের কার্য্যে বিনিযুক্ত হওয়ার পথে অনেক বিভীষিকা ও বিঘ্ন আছে। তুমি দৃঢ় হও; ভয় পাইও না; উদ্বিগ্ন হইও না।' আমরা মনে করি, প্রথম মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। দ্বিতীয় মন্ত্রও, পুরোডাশকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ঐ মন্ত্রও—মনঃসম্বন্ধসূচক। উহার মর্ম্মার্থ এই যে,—'মন! পরমাত্মায় তোমার ঐকান্তিকী আসক্তি আসুক; তাহার ফলে তোমার যাগাদি সৎকর্ম্ম এবং মনুষ্যজন্ম গ্লানিশূন্য কলঙ্করহিত হউক।' অথবা, ঐ মন্ত্রে ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছেও মনে করা যাইতে পারে। তাঁহার অনুগ্রহে যাগাদিকর্ম্ম দোষশূন্য হউক; প্রার্থনা-কারীর সম্বন্ধবিশিষ্ট সকলেই নিষ্কলঙ্ক হউক,—ইহাই ঐ প্রার্থনার ও মন্ত্রের লক্ষীভূত। মনকে সম্বোধন করিয়াই হউক আর ভগবানকে সম্বোধন করিয়াই হউক, দুই দিকের অর্থ—সমান সদ্ভাবপ্রকাশক। সুতরাং মন্ত্রের ঐ দ্বিবিধ অর্থই আমরা প্রকাশ করিলাম।

তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম মন্ত্রের 'ত্রিতায়' 'দ্বিতায়' 'একতায়' পদত্রয় সাধকের উচ্চাবচ স্তরে অগ্রসর হওয়ার অবস্থার বিষয়ই প্রকাশ করিতেছে। প্রথমে মনে হয়, ভগবান্ সত্ত্বরজস্তমোময়, তিনি ত্রিমূর্ত্তিতে ত্রিলোক ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন। তদবস্থায়, মনকে সম্বোধন করিয়া বলাই স্বাভাবিক,—'মন! তোমায় সেই 'ত্রিতায়' অর্থাৎ তিনস্বরূপে নিযুক্ত করিতেছি। রজোরূপে তিনি ব্রহ্মা, সত্ত্বরূপে তিনি বিষ্ণু, তমোরূপে তিনি মহেশ্বর। সৃষ্টি স্থিতি সংহার—এই তিন কার্য্যে তিনি তিন অবস্থায় প্রকাশমান। তাঁহার সেই তিন ভাবের—তিন অবস্থার প্রতি, মন, আমি তোমায় নিযুক্ত করিতেছি।' মন্ত্রের 'ত্রিতায় ত্বা' বাক্যে সেই ভাবই পরিব্যক্ত করিতেছে। পরবর্ত্তী মন্ত্র—পরবর্ত্তী স্তরেরই উপযোগী। এ অবস্থায়, ক্রমশঃ সেই তিন, দুইয়ে পর্য্যবসিত হইলেন। প্রকৃতি-পুরুষ-রূপে অথবা ক্রিয়া-জ্ঞান-রূপে তিনি বিদ্যমান বলিয়া, তখন তাঁহার প্রতি লক্ষ্য পড়িল। সাধক তখন কহিলেন,—'মন! তুমি সেই 'দ্বিতায়'—প্রকৃতিপুরুষরূপে বিদ্যমান—পরমেশ্বরের দুই ভাবের প্রতি বিনিবিষ্ট হও।' "দ্বিতায় ত্বা"—এই মন্ত্রের ইহাই লক্ষ্য। তার পরের স্তর—"একতায় ত্বা"। সে অবস্থায় সকলই এক হইয়া আসিল। তখন সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়িল। সাধক কহিলেন,—'মন! আর কেন দ্বিধা ভাব পোষণ কর? 'একতায়'—সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতি বিনিযুক্ত হও। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে, আর কোনও দ্বিধা ভাবই তোমার মধ্যে থাকিতে পারিবে না।' তখন 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই বাক্য সিদ্ধি লাভ করিল। সাধক তখন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। আমরা মনে করি, ইহাই শেষ মন্ত্র-ত্রিতয়ের মর্ম্মার্থ। জলমধ্যে অগ্নির লুক্কায়িত হওয়ার পৌরাণিক আখ্যানেও, অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত হওয়ার এবং জ্ঞানের উন্মেষে ত্রিত দ্বিত ও একত ভাবের বিকাশ,—রূপকে বিবৃত হইয়াছে মনে করা যায়। (১অ—২৩ক—১-৫ম)।

———*———

চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকা।

(চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং।

(২) আদদেঽধ্বরকৃতং দেবেভ্যঃ।

(৩) ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা বায়ুরসি

তিগ্মতেজা দ্বিষতো বধঃ ॥ ২৪ ॥

* * *

মন্ত্রার্থপ্রকাশিকা ব্যাখ্যা।

১। 'দেবস্য ত্বা' ইতি মন্ত্রস্য ব্যাখ্যা একবিংশতিকণ্ডিকায়াং দ্রষ্টব্যা।

২। 'অধ্বরকৃতং' (মদীয়ং যজ্ঞোপজাতং ফলং) 'দেবেভ্যঃ' (জ্যোতির্মানেভ্যঃ, উপাসিতেভ্যঃ) 'আ' (সম্যক্ প্রকারেণ) 'দদে' (সমর্পয়ামি)।

৩। হে দেবার্পিতকর্ম্মফলসমূহ। 'অসি' (ত্বং) 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ শক্তিশালিদেবস্য) 'দক্ষিণঃ' (শ্রেষ্ঠঃ) বাহুঃ' (তৎস্বরূপঃ, ভগবতঃ পরমানন্দদায়ক ইতি ভাবঃ) 'সহস্রভৃষ্টিঃ' (অশেষপাপনাশকঃ) 'শততেজাঃ' (অমিততেজসম্পন্নং) 'বায়ুঃ' (বায়ুবদ্গতিবিশিষ্টঃ দেবসমীপে ক্ষিপ্রগামী ইত্যর্থঃ) 'তিগ্মতেজাঃ' (তীব্রজ্বালাবিশিষ্টঃ, পাপদাহক ইতি ভাবঃ) 'দ্বিষতঃ' (রিপুশত্রোঃ) 'বধঃ' (হন্তা) 'অসি' (ভবসি)। কর্ম্মফলং দেবার্পিতং সৎ অনন্তফলোপধায়কং পাপনাশকঞ্চ ভবতীতি ভাবার্থঃ। (১অ—১৮ক—২ ঋম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। ['দেবস্য ত্বা' এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ একবিংশতি কণ্ডিকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।]

২। মদীয় যজ্ঞকর্ম্মসঞ্জাতফল—দেবগণকে সম্যক্ প্রকারে সমর্পণ করিতেছি।

আশক, উগ্রতেজের জন্য তুমি বায়ুর সহিত তুলনীয়। এই যজ্ঞের বধ (গর্ত্ত-খনন কার্য্য) তোমার দ্বারা সম্পন্ন হউক।'

এই কণ্ডিকায় প্রথম মন্ত্রার্থের-আলোচনা একবিংশতি কণ্ডিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানে যে অর্থ, এখানেও সেই অর্থ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে যজ্ঞকর্ম্মসঞ্জাত ফলের প্রতি লক্ষ্য আছে। যজ্ঞকর্ম্মের ফলে— 'আমার রূপ হউক, ঐশ্বর্য্য হউক, স্বর্গ লাভ হউক' মানুষ এইরূপই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। এখানে, দ্বিতীয় মন্ত্রে, সেই সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করা হইতেছে। বলা হইতেছে,—'আমার সর্ব্বকর্ম্মফল আমি দেবোদ্দেশে অর্পণ করিতেছি।' ইহাই নিষ্কাম-কর্ম্ম সাধনের সারভূত লক্ষ্য। কর্ম্মফল দেবতার চরণে সমর্পিত হইলে কি শক্তি প্রাপ্ত হয় তৃতীয় মন্ত্রে তাহাই খ্যাপন করা হইয়াছে। কর্ম্মফল ভগবচ্চরণে সমর্পিত হইলে, তাঁহার অনন্ত প্রীতি সাধিত হয় এবং সেই কর্ম্মফল অনন্তত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎপ্রভাবে অশেষ প্রকার পাপ বিধ্বস্ত হইয়া যায়,—তাহার অমিততেজে পাপসমূহ ভস্মীভূত হয়। আর, তাহার প্রভাবে রিপুশত্রুগণ বিমর্দ্দিত হইয়া যায়। কর্ম্মফল দেবোদ্দেশে অর্পিত হইলে শীঘ্রই তাহা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই কর্ম্মফলকে ভগবানে অর্পণ করিবার উপদেশ আমাদের প্রতি দৈবানুষ্ঠানেই দেখিতে পাওয়া যায়। পূজাহোমাদি সকল কর্ম্মের শেষেই, জ্ঞানতই হউক, আর অজ্ঞানতই হউক, ইচ্ছাসত্ত্বেই হউক, অথবা অনিচ্ছাবশতই হউক, 'এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্তু' এই মন্ত্রটী উচ্চারণ-পূর্ব্বক ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্মফল ন্যস্ত করিবার বিধি দেখা যায়। এখানে, এই কণ্ডিকার মন্ত্র কয়টী সেই মহান্ উদ্দেশ্য লইয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। (১অ—২৪ক—১-৩ম)।

পঞ্চবিংশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চবিংশ কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) পৃথিবি দেবযজন্যো'ষধ্যাস্তে মূলং মা হিংসিষং।

(২) ব্রজং গচ্ছ গোষ্ঠানং। (৩) বর্ষতু তে দ্যৌঃ।

(৪) বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পৃথিব্যাং শতেন পাশৈর্যো'হস্মান্ দ্বেষ্টি

যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্‌॥ ২৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। 'দেবযজনি' (দেবসম্বন্ধীয়কর্ম্মণঃ আধারভূতে) 'পৃথিবি' (হে তনু! মম স্থূল-শরীরেতি শেষঃ) 'তে' (তব) 'ওষধ্যাঃ (কর্ম্মফলাবসানেন ক্ষয়স্য) 'মূলং' (কারণং) 'মা হিংসিষং' (ন বিনাশয়ামি)। হে স্থূলশরীর। তব পুনরাবৃত্তিরিহ মা ভূয়াদিতি ভাবঃ।

২। হে মনঃ! ত্বং 'গোষ্ঠানং' (কল্যাণাস্পদং) 'ব্রজং' (প্রব্রজ্যাং) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি)। বৈরাগ্যমবলম্বয়েতি ভাবঃ।

৩। হে মনঃ! 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবঃ) 'বর্ষতু' (তব অভীষ্টবর্ষণং করোতু)।

৪। "'দেব' (দ্যোতমান) 'সবিতঃ' (হে সবিতৃদেব!) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (তব অনুগ্রহপ্রার্থিনঃ জনান্) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যং চ' (শত্রুং) 'বয়ং দ্বিষ্মঃ' (দ্বেষং কুর্মঃ), তান্ সর্ব্বানেব শত্রূন্ 'পরমস্যাং' (অন্তিমায়াং) 'পৃথিব্যাং' (ভূপ্রদেশে, ভূমেঃ শেষ-সীমান্তে, অন্ধতামিস্রে ইতি ভাবঃ) 'শতেন পাশৈঃ' (বহুবিধবন্ধনৈঃ) 'বধান' (বন্ধনং কুরু), 'মা মৌক্' (কদাচিদপি মা মুঞ্চ)। মম অসদ্বৃত্তিনিবহান্ সুদমিতান্ কুরু। তান্ চিরায় বধান; কদাচিদপি তেষাং পাশমোচনং মা বিধেহীতি ভাবঃ। (১অ--২৫ক—১ ৪ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

(প্রথমে স্থূলদেহকে, তার পর আপনার মনকে এবং পরিশেষে দ্যোতমান্ দেবতাকে সম্বোধন করিয়া এই কণ্ডিকায় মন্ত্রচতুষ্টয় বিহিত হইয়াছে।)

১। দেবসম্বন্ধীয় কর্ম্মের আধারস্থানীয় হে আমার স্থূলদেহ! কর্ম্ম-ফলাবসানে তোমার ক্ষয়ের কারণকে নষ্ট করিও না। অর্থাৎ, এই স্থূলশরীরের যেন আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে—তাহাই করিও।

২। হে মন! তুমি তোমার কল্যাণাস্পদ প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর; অর্থাৎ, সাংসারিক প্রলোভনে বৈরাগ্যযুক্ত হও।

৩। হে মন! দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেব তোমার অভীষ্ট পূরণ করুন; (তুমি দেবতার অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত হও)।

৪। হে দ্যোতমান্ সবিতৃদেব! যে আমাদিগের হিংসা করে, অথবা আমরা যাহার হিংসা-কামনা করি, সে সকল শত্রুকে এই পৃথিবীর সীমান্ত-স্থানে শত-পাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না। (কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ—আমাদের অসদ্বৃত্তি-নিবহ—আমাদের পরম শত্রু; আমাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখুন; ইহাই ভাবার্থ।) (১অ—২৫ক—১-৪ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

[কা০ ২।৬।১৫।১৬] পৃথিবি দেবযজনীতি তৃণহস্তিতে প্রচরতীতি। হে পৃথিবি হে দেবযজনি দেবা ইজ্যন্তে যস্যাং সা দেবযজনী তস্যাঃ সম্বোধনে হে দেবযজনি তে তব ওষধ্যাস্তৃণরূপায়া মূলমহং মা হিংসিষং মা বিনাশয়ামি॥ [কা০ ২।৬।১৭] ব্রজং গচ্ছেতি পুরীষমাদত্ত ইতি। স্ফ্যাগ্রেণোৎপন্না মৃৎ পুরীষমুচ্যতে। হে পুরীষ ত্বং ব্রজং গচ্ছ। ব্রজন্তি গচ্ছন্তি স্থাতুং গাবো যত্র স দেশো ব্রজঃ, কিন্তু গোষ্ঠানং গবাং স্থানমিদানীমবস্থিতির্যত্র তং গোযুক্তং তদীয়ং স্থানং গচ্ছেত্যর্থঃ। [কা০ ২।৬।১৮] বর্ষতু তে ইতি বেদিং প্রেক্ষত ইতি। হে বেদে তে তুভ্যং ত্বদর্থং দ্যৌঃ দ্যুলোকাভিমানী দেবো বর্ষতু জলসেকং করোতু। বৃষ সেচনে বর্ষণেন খননজনকদুঃখশান্তিরস্ত্বিত্যাশয়ঃ॥ [কা০ ২।৬।১৯] বধানেত্যুৎকরে করোতীতি। স্ফ্যোৎখাতাং মৃদমুৎকরে ত্যজেৎ। হে দেব সবিতঃ যোঽস্মান্দ্বেষ্টি দ্বেষং করোতি, বয়ং চ যং শত্রুং দ্বিষ্মস্তমুভয়বিধং শত্রুং পরমস্যাং পৃথিব্যাং বধান। পরমা অন্তিমা পৃথিবী। ছান্দসঃ স্যাডাগমঃ। উৎকরে নিক্ষিপ্তাং মৃদং নিগূঢস্য শত্রোস্তত্র বন্ধনং কুরু যত্র ভূমেরন্তিমপ্রদেশেঽন্ধতামিস্রো নরকো বর্ত্ততে। শতেন চ পাশৈঃ [১।২।৪।১৬] অন্ধে তমসি বধানেতি যদ্বা চ পরমস্যাং [illegible] বন্ধনং কুরু তং তদা [illegible] পাশৈঃ শতসংখ্যাকাভির্বন্ধনরজ্জুভিঃ। কিং চ অস্মাদ্বন্ধনাত্তং মা মৌক্ কদাচিদপি মা মুঞ্চ॥ ২৫॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুসারে এই পঞ্চবিংশতি কণ্ডিকায় যে অর্থ পরিগৃহীত আছে, তাহাতে যূপকাষ্ঠ স্থাপনের জন্য মৃত্তিকাখননের সময় তৃণাদি অপসারণ উপলক্ষে মন্ত্র-কয়টি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে দেবযজনি! তোমার তৃণসমূহের মূলকে আমি হিংসা করিতেছি না।' দ্বিতীয় মন্ত্রে খননোত্থিত মৃত্তিকাগুলিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হয়,—'হে পুরীষ! তোমরা গোষ্ঠপ্রদেশে (গোচারণ স্থানে) গমন কর।' তৃতীয় মন্ত্রে বেদীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হয়, 'হে বেদি! দ্যুলোকাভিমানিনী দেবতা তোমাতে জলসেক করুন।' চতুর্থ মন্ত্রে, খনন হইতে উত্থিত মৃত্তিকাসমূহকে উত্তোলন-পূর্ব্বক উৎকরে (খানায়) নিক্ষেপ করিবে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সবিতৃদেব! যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, অথবা আমরা যে শত্রুকে দ্বেষ করি, সেই উভয়বিধ শত্রুকে পৃথিবীর অন্তিম প্রদেশে (অন্ধতামিস্র নরকে) লইয়া গিয়া শত-পাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন, কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না।'

শব্দমাত্রের সাধারণ অর্থ এক প্রকার, ভাবার্থ অন্যরূপ। আমরা ভাবার্থেরই অধিকতর সার্থকতা উপলব্ধি করি। বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ দেখিয়া, কি ভাব মন্ত্রমধ্যে নিহিত আছে, তাহা ধারণা করা যায়। প্রথম মন্ত্রের শব্দার্থ অনুসরণে সাধারণ দৃষ্টিতে অর্থ হইতে পারে,—'হে দেবযজনি পৃথিবি! তোমার ওষধির মূলকে আমি যেন হিংসা না করি।' ইহাতে

কি ভাব আসে? এস্থলে 'পৃথিবি' শব্দেরই বা তাৎপর্য্য কি এবং 'ওষধ্যাঃ' ও 'মূলং' পদদ্বয়ের মর্ম্মই বা কি? নিঃসন্দেহ মনে হয়, এখানে রূপকে দেহতত্ত্বই লক্ষ্য আছে। 'দেবযজনি' শব্দের অর্থে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'দেবতা পূজিত হয়েন ইহাতে'। দেবতার প্রকৃত পূজা কোথায় হইয়া থাকে? আমার দেহ মধ্যেই সে পূজার আয়োজন হয় না কি? 'পৃথিবি' পদে সেই দেহকেই বুঝাইতেছে। পৃথিবী ও দেহ—এই দুই শব্দে পরস্পর উপমান উপমেয়-ভাবের সুন্দর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। 'ওষধ্যাঃ' ও 'মূলং' পদদ্বয়ও সে পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। কর্ম্মফল অবসানের মূল কারণ কি? এখানে বলা হইতেছে, সেই কারণ যেন নষ্ট না করি। অর্থাৎ, যে প্রকারে আমার কর্ম্মফল অবসান হয়, আমাকে আর জন্মজরা-মরণশীল দেহ পরিগ্রহ করিতে না হয়, মন্ত্রে সেই প্রার্থনার ভাবই পরিস্ফুট দেখি। দ্বিতীয় মন্ত্রে বৈরাগ্য অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে প্রথম মন্ত্রের সহিত উহার বেশ সামঞ্জস্য দেখা যায়। বৈরাগ্যই যে বিষয়বাসনার নিবর্ত্তক—পুনর্জন্ম-নিবারক, তাহা সকল শাস্ত্রেরই অভিমত। বৈরাগ্য—ভগবদনুকম্পা ব্যতীত অধিগত হয় না। মন্ত্রে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে, ভগবানের অনুগ্রহ কিরূপ, তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। অপিচ, ভগবানের নিকট সে অনুগ্রহ-লাভের প্রার্থনাও প্রকাশ পাইয়াছে। অসদ্বৃত্তি-সমূহই—প্রাণিগণের বৈরাগ্যের পথে প্রধান অন্তরায়। তাই ভগবানকে জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনি আমার অসদ্বৃত্তি-সমূহকে দমিত করুন। তাহা হইলেই আমার বিষয়ভোগ-নিবৃত্তির পক্ষে (বৈরাগ্য অবলম্বনে) কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবে না। আপনার অনুগ্রহে আমার বৈরাগ্য অবলম্বনে সামর্থ্য আসিলে, আমার কর্ম্মমূল ধ্বংস হইলে, আমি অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হইব।' আমরা মনে করি,—এই মহান্ লক্ষ্য অন্তরে ধারণ করিয়াই মন্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে। (১অ—২৫ক—১-৪ম)।

—— * ——

ষড়্‌বিংশ কণ্ডিকা।

(ষড়্‌বিংশ কণ্ডিকা। নবমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অপাররুং পৃথিব্যৈ দেবযজনাদ্বধ্যাসং (২) ব্রজং গচ্ছ গোষ্ঠানং। (৩) বর্ষতু তে দ্যৌঃ। (৪) বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পৃথিব্যাং শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্। (৫) অররো দিবং মা পপ্তঃ। (৬) দ্রপ্সস্তে দ্যাং মা স্কন্।

(৭) ব্রজং গচ্ছ গোষ্ঠানং। (৮) বর্ষতু তে দ্যৌঃ।

(৯) বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পৃথিব্যাং শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি

যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্ ॥ ২৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। অহং 'পৃথিব্যৈ' (দেহস্য মঙ্গলসাধনার্থং) 'দেবযজনাৎ' (হৃৎপ্রদেশাৎ) 'অররুং' (শত্রুং) 'অপবধ্যাসং' (দূরীকরোমি)।

২-৪। ['ব্রজং' আরভ্য 'মৌক্' ইত্যন্তং মন্ত্রত্রয়ং পূর্ব্বকণ্ডিকায়াং ব্যাখ্যাতং।]

৫। 'অররো' (হে অন্তঃশত্রো) ত্বং 'দ্যবং' (মম হৃদয়রূপং দেবস্থানং) 'মা পপ্তঃ' (মা গমঃ, অধিকারং মা কুরু ইত্যর্থঃ)।

৬। হে অররো। 'তে' (তব) দ্রপ্সঃ (উপজীব্যো রসঃ) 'স্থাং' (হৃৎস্থানং) 'মা স্কন্' (মা স্কন্দতু, ন গচ্ছতু, সঞ্জাতো মা ভবতু ইতি ভাবঃ)।

৭-৯। [ব্রজং' আরভ্য 'মৌক্' ইত্যন্তং মন্ত্রত্রয়ং প্রাগেব ব্যাখ্যাতং]। (১অ—২৬ক—১-৯ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্র কয়টীর সম্বোধন ব্যাখ্যানুসারেই বোধগম্য হইবে।)

১। আমি দেহের মঙ্গল সাধন জন্য, হৃদয় হইতে শত্রুকে দূরীকৃত করিতেছি।

২-৪। ['ব্রজং' এই মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া 'মৌক্' পর্য্যন্ত মন্ত্রত্রয় পূর্ব্ব কণ্ডিকাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।]

৫। হে অন্তঃশত্রু! তুমি আমার হৃদয়-রূপ দেবস্থানকে অধিকার করিও না।

৬। হে শত্রু। তোমার জীবনধারণোপযোগী রস যেন আমার হৃৎপ্রদেশে সঞ্জাত না হয়।

৭-৯। ['ব্রজং' এই মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মৌক্ পর্য্যন্ত মন্ত্রত্রিতয় পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।] (১অ—২৬ক—১-৯ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।২।২১) অপাররুমিতি দ্বিতীয়ং প্রহরতীতি। পৃথিব্যৈ দেবযজনাৎ পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিনো দেবযজনাখ্যাদ্বেদিস্থানাৎ অররুমররুনামানমসুরমপবধ্যাসং। অপনীয় যথা হতো ভবতি তথা করবাণি। অনেন মন্ত্রেণ দ্বিতীয়বারং পূর্ব্ববৎ প্রহরেৎ। ব্রজং বর্ষতু যথামেতি মন্ত্রত্রয়স্য প্রয়োগো ব্যাখ্যা চ পূর্ব্ববৎ॥ (কা০ ২।৬।২২) অভিনাস্যত্যগ্নীদুৎকরমররো দিবমিতীতি। হে অররো অসুর দিবং দ্যুলোকং যাগফলরূপং ত্বং মা পপ্তঃ মাগমঃ স্বর্গে ত্বয়া ন গন্তব্যং। পংৢ গতৌ পতঃ পুম্ পতি (পা০ ৭।৪।১৯) লুঙি পুমাগম রূপং॥ (কা০ ২।৬।২৩) দ্রপ্সস্ত ইতি তৃতীয়মর্ম্ম্য। হে বেদিদেবতে তে তব পৃথিবীরূপায়া যো দ্রপ্স উপজীব্যো রসঃ স দ্যাং দ্যুলোকং মা স্কন্ মা স্কন্দতু মাগচ্ছতু॥ স্কন্দগতিশোষণয়োঃ। ব্রজঙ্গচ্ছেত্যাদি মন্ত্রত্রয়স্য প্রয়োগো ব্যাখ্যা চ পূর্ব্ববৎ॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

পূর্ব্ব-কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তৃণাদি অপসারণ করিয়া এই কণ্ডিকার মন্ত্র দ্বারা গর্ত্ত খনন করিতে হয়। তদনুসারে এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের অর্থ,—'পৃথিবী সম্বন্ধী দেবযজনাখ্য বেদীস্থান হইতে অররু নামক অসুরকে দূরীভূত করিয়া বধ করিতেছি।' দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ মন্ত্র সম্বন্ধে ভাষ্যকারের অভিমত পূর্ব্বকণ্ডিকার ব্যাখ্যাতে প্রকাশ করিয়াছি। পঞ্চম মন্ত্রে সেই অররু নামক অসুরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলা হইয়াছে,—'হে অররু! তুমি যাগফলরূপদ্যুলোককে প্রাপ্ত হইও না।' ষষ্ঠ মন্ত্রে বেদীকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে বেদি! পৃথিবীরূপ তোমার উপজীব্য যে রস, তাহা যেন দ্যুলোককে প্রাপ্ত না হয়।' সপ্তম হইতে নবম পর্য্যন্ত মন্ত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, আমরা মন্ত্রের মন্ত্রার্থ স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করি না। পূর্ব্ব কণ্ডিকায় 'পৃথিবী' শব্দে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি এখানেও সেই অর্থ সমীচীন মনে করি। দেবযজনের স্থান—হৃৎপ্রদেশ ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? হৃদয় হইতে দেবকার্য্যে বিঘ্নকারী শত্রুগণকে দূর করার জন্য সাধক সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন, ইহাই প্রথম মন্ত্রের লক্ষ্য। দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ মন্ত্রের যে ভাবার্থ পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি এখানেও সেই অর্থেরই সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রদ্বয়, সেই অন্তঃশত্রুর সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। তাহারা যেন হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিতে না পারে, তাহাদের পুষ্টির উপযোগী কোনরূপ খাদ্যসামগ্রী যেন হৃদয়ে সঞ্জাত না হয়, অর্থাৎ,—কোনরূপ অসৎকর্ম্মে যেন প্রবৃত্তি না আসে। ইহার পর, পুনরায় (পরবর্ত্তী মন্ত্রত্রিতয়ে) সেই বৈরাগ্যের আকাঙ্ক্ষা—সেই ভগবানের অনুগ্রহলাভ প্রার্থনা—সেইরূপশত্রুগণকে দূরে রাখিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। অন্তঃশত্রু দমনই চরমসাধনা, তদ্দ্বারাই ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়—তদ্দ্বারাই কল্যাণাস্পদ স্থানে সমুপস্থিত হইতে পারি। ইহাই এই কণ্ডিকার তাৎপর্য্য। (১অ—২৬ক—১-৯ম)।

সপ্তবিংশ কণ্ডিকা।

(সপ্তবিংশ কণ্ডিকা। ষড়্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) গায়ত্রেণ ত্বা চ্ছন্দসা পরি গৃহ্ণামি।

(২) ত্রৈষ্টুভেন ত্বা চ্ছন্দসা পরি গৃহ্ণামি।

(৩) জাগতেন ত্বা চ্ছন্দসা পরি গৃহ্ণামি।

(৪) সুক্ষ্মা চাসি শিবা চাসি। (৫) স্যোনা চাসি সুষদা চাসি।

(৬) ঊর্জস্বতী চাসি পয়স্বতী চ ॥ ২৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনোবৃত্তি! 'ত্বা' (ত্বাং) 'গায়ত্রেণ চ্ছন্দসা' (গায়ত্রীচ্ছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্রেণ) 'পরি গৃহ্ণামি' (সর্ব্বতোভাবেন ভগবৎসম্বন্ধে নিয়োজয়ামি)।

২। হে মনোবৃত্তি! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ত্রৈষ্টুভেন চ্ছন্দসা' (ত্রিষ্টুভচ্ছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্রেণ) 'পরি গৃহ্ণামি' (সর্ব্বতোভাবেন ভগবৎসম্বন্ধে নিয়োজয়ামি)।

৩। হে মনোবৃত্তি! 'ত্বা' (ত্বাং) 'জাগতেন চ্ছন্দসা' (জগতীচ্ছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্রেণ) 'পরি গৃহ্ণামি' (সর্ব্বতোভাবেন ভগবৎসম্বন্ধে নিয়োজয়ামি)।

৪। হে মনোবৃত্তি! ত্বং 'সুক্ষ্মা চ' (শোভনগুণবিশিষ্টা চ) 'অসি' (ভবসি, ভব); 'শিবা চ' (শান্তা চ) 'অসি' (ভবসি, ভব)।

৫। হে মনোবৃত্তি! ত্বং 'স্যোনা চ' (সুখরূপা) 'অসি' (ভবসি, ভব); 'সুষদা চ' (সম্যক্ সদ্ভাবসম্পন্না চ) 'অসি' (ভবসি, ভব)।

৬। হে মনোবৃত্তি! ত্বং 'ঊর্জ্জস্বতী চ' (প্রাণদাত্রী চ) 'অসি' (ভবসি, ভব); 'পয়স্বতী চ' (অমৃতপ্রদা চ) অসি (ভবসি, ভব)। (১অ—২৭ক—১-৬ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী মনোবৃত্তির সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করি।)

১। হে মনোবৃত্তি! তোমাকে গায়ত্রীচ্ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সম্বন্ধে নিযুক্ত করিতেছি।

২। হে মনোবৃত্তি! তোমাকে ত্রিষ্টুভচ্ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা ভগবৎ-সম্বন্ধে নিযুক্ত করিতেছি।

৩। হে মনোবৃত্তি! তোমাকে জগতীচ্ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা ভগবৎ-সম্বন্ধে নিযুক্ত করিতেছি।

৪। হে মনোবৃত্তি! তুমি শোভনগুণবিশিষ্টা হও; তুমি শান্ত-ভাবাপন্না হও।

৫। হে মনোবৃত্তি! তুমি সুখস্বরূপা হও; তুমি সম্যক্ সদ্ভাব-সম্পন্না হও।

৬। হে মনোবৃত্তি! তুমি বলপ্রাণপ্রদাত্রী হও; তুমি অমৃতপ্রদা হও। (১ম—২৭ক—১-৬ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৬।২৫) পূর্ব্বং পরিগ্রহং পরিগৃহ্লাতি দক্ষিণতঃ পশ্চাদুত্তরতশ্চ স্ফ্যেন গায়ত্রেণেতি প্রতিমন্ত্রমিতি। যস্মাৎ প্রদেশাদরত্নিষ্কাশিতস্তত্র বেদেরিয়ত্তাং নিশ্চেতুং দক্ষিণাদিদিক্‌ত্রয়ে স্ফ্যেন রেখাত্রয়করণং পূর্ব্বঃ পরিগ্রহঃ। বিষ্ণুর্দ্দেবতা মন্ত্রত্রয়স্য। তে প্রাঞ্চং বিষ্ণুং নিপাদ্য ছন্দোভিরভিতঃ পর্যাগৃহ্ণন্নিতি শ্রুতেঃ (১।২।৫।৬)। হে বিষ্ণো ত্বা ত্বাং গায়ত্রেণচ্ছন্দসা গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দস্স্বরূপতয়া ভাবিতেন স্ফ্যেন দিক্‌ত্রয়েঽসুরেভ্যস্ত্বাং পালয়িষ্যন্তি। পূর্ব্বস্যামা-হবনীয়ঃ পালকোঽস্তীতি ভাবঃ। প্রজাপতি পুত্রাদেবা অসুরাশ্চ পূর্ব্বং স্পর্দ্ধাং চক্রুস্তদা দেবান্ পরাজয়ং প্রাপ্তান্ মত্বা ভূমিমসুরা বিভেজুস্তদা দেবা বামনরূপং বিষ্ণুমগ্রে কৃত্বাঽসুরা-নাগত্যাস্মভ্যমপি ভূম্যংশো দাতব্য ইতি তানযাচিষুঃ। ততোঽসুরা অস্যুয়ন্তোঽয়ং বিষ্ণুর্যাবতি ভূভাগে শেতে তাবান্‌ভবদীয়োঽস্ত্বিতূ চুস্ত'তা দেবা বহ্বেতদস্মাকমিত্যুক্ত্বা তে প্রাঞ্চং বিষ্ণুং নিপাত্য গায়ত্রেণেত্যাদি মন্ত্রৈর্যজ্ঞভূমিং জগৃহুঃ। যজ্ঞোবিষ্ণুঃ স যত্র তিষ্ঠ'ত সৈব যজ্ঞভূমি-রিতি তৈর্ব্বিদিতত্বাদ্বেদিরিতি তদ্ভূমেন'মেতি (১।২।৫।১।৭) শ্রুতিকথামনুসন্ধায় বেদিগ্রহণং বিধেয়ং॥ (কা০ ২।৬।৩১) উত্তরং পরিগ্রহং পরিগৃহ্লাতি সূক্ষ্মা স্যোনোর্জ্জাস্বতীতি। বেদি-খননাৎ পূর্ব্বং ক্রিয়মাণঃ পূর্ব্বঃ পরিগ্রহঃ পশ্চাৎ ক্রিয়মাণ উত্তরপরিগ্রহঃ। তত্রাপি পূর্ব্ববদ্দিক্‌ত্রয়ে স্ফ্যেন রেখাত্রয়ং কার্য্যং। হে বেদে ত্বং সূক্ষ্মাসি শিবা শান্তা চাসি। ক্ষ্মা ভূমিঃ শোভনা ক্ষ্মা সূক্ষ্মা খননেনাশ্মাদি দোষনিবর্ত্তনং ভূমেঃ শোভনত্বং। উগ্রস্যাসুরস্য নিঃকাশনেন শান্তত্বং। গুণদ্বয়স্যান্যোন্যসমুচ্চয়ার্থৌ চকারৌ একোঽয়ং মন্ত্রঃ॥ স্যোনা সুখরূপাসি স্যোনমিতি সুখনাম (নিঘ০ ৩।৬)। সুষদা সুষ্ঠু সীদন্তি দেবা যস্যাং সা সুষদা। সম্যগুপবেশনযোগ্যা চাসি। চকারৌ পূর্ব্ববৎ। দ্বিতীয়োঽয়ং মন্ত্রঃ॥ ঊর্জ্জস্বতী পয়স্বতী চাসি। ঊর্জঃ শব্দে ঽন্নবাচী। পয়শব্দস্তদ্বিকারদধ্যাদিবাচী। তদুভয়বতী। চৌ পূর্ব্ববৎ। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ॥ ২৭॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——:*:——

প্রচলিত অর্থে, এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী বেদীকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। বেদীর চারিদিকে গর্ত্ত খনন করিয়া, গণ্ডী দিয়া, এক এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া, প্রথমতঃ এক একটী মন্ত্র উচ্চারণ করার প্রথা আছে। তাহাতে প্রথম তিনটী মন্ত্রে যেন বলা হয়, —'বেদী! গায়ত্রীচ্ছন্দ দ্বারা তুমি রক্ষিত হও, ত্রিষ্টুপচ্ছন্দ দ্বারা তুমি রক্ষিত হও, জগতীচ্ছন্দ দ্বারা তুমি রক্ষিত হও। চতুর্থ মন্ত্রে যেন বলা হয়, তুমি পৃথিবীর উত্তমস্থান হইয়াছ এবং শান্তিপ্রদ হইয়াছে (অর্থাৎ বেদীর মধ্যের প্রস্তরখণ্ডাদি এখন অপসৃত এবং কোনও উপদ্রব নাই)। পঞ্চম মন্ত্রে বেদীকে 'সুখস্থান' বলা হইয়াছে এবং সেখানে দেবগণ সুখে থাকিতে পারিবেন—জানান হইয়াছে। ষষ্ঠ মন্ত্রে বলা হইয়াছে— এখন তোমার উপর অন্ন ও পয়ঃ রাখা যায়।' অর্থাৎ, বেদী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে—এই ভাব-মাত্রই মন্ত্রে প্রকাশ পায়। যাহাই হউক, বেদীকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ উক্তির কি তাৎপর্য্য, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারিলাম না।

মন্ত্রে আমরা যে ভাব গ্রহণ করি, মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। মনোবৃত্তি গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দঃসংযুত মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের প্রতি আসক্ত হউক। তাহাতে ক্রমে ক্রমে অন্তর উন্নত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শান্তিলাভ ঘটিবে,—মানুষ অমৃতত্বের পর্য্যন্ত অধিকারী হইতে পারিবে। মন্ত্রাদি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চারিত হয়,—ভগবান আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। সুখ ও শান্তি তখন যথাক্রমে মানুষকে প্রাপ্ত হয়। বক্তব্য এই যে,—'মনোবৃত্তি! তুমি মন্ত্রসহ ভগবানে মিলিত হইয়া অচঞ্চল স্থির হও,—প্রশান্তভাব ধারণ কর, মুক্তি অধিগত হইবে। মন্ত্র কয়েকটীর ইহাই তাৎপর্য্য। (১অ—২৭ক—১-৬ম)।

——o——

অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা।

(অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) পুরা ক্রূরস্য বিসৃপো বিরপ্শিন্নুদাদায় পৃথিবীং জীবদানুম্।

যামৈরয়ংশ্চন্দ্রমসি স্বধাভিস্তামু ধীরাসোঽনুদিশ্য যজন্তে॥

(২) প্রোক্ষণীরাসাদয়। (৩) দ্বিষতো বধোঽসি॥ ২৮॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'বিরপ্‌শিন' (শব্দব্রহ্মস্বরূপ হে পরমেশ্বর!) ত্বং 'ক্রূরস্য' (হিংস্রকস্য রিপুশত্রোঃ) 'বিস্হপো' (সংগ্রামে) 'জীবদানুং' (জীবপ্রাণস্বরূপং শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'পৃথিবীঃ' (পার্থিবপদার্থসম্বন্ধাৎ, ভ্রান্ত্যাঃ ইতি যাবৎ) 'উদাদায়' (ঊর্দ্ধং গৃহীত্বা, মূর্দ্ধ্নিং সংরক্ষ্য) পুরা' (নিত্যকালং) অস্মান্‌ অনুগৃহাণ ইতি শেষঃ। দেবাঃ 'স্বধাভিঃ' (বেদৈঃ, জ্ঞানৈঃ সহ) 'যাং' (জীবদানুং) 'চন্দ্রমসি' (চন্দ্রলোকে, স্নিগ্ধালোকময়ে মূর্দ্ধ্নিপ্রদেশে) 'ঐরয়ন্‌' (স্থাপয়ন্‌, সংরক্ষয়ন্‌) 'তাং' (সারভূতাং জীবদানুং) 'অনুদিশ্য' (প্রাপ্তিকামনয়া) 'ধীরাসঃ' (ধীরাঃ, মেধাবিনঃ) 'উ' (সদা) 'যজন্তে' (ত্বাং আরাধনং কুর্ব্বন্তি)। রিপুশত্রোঃ সংগ্রামে দেবভাবাদয়াঃ সদা মূর্দ্ধ্নিদেশে শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানং স্থাপয়ন্তি। হে ভগবন্‌! মেধাবিনঃ তৎপ্রাপ্তিকামনয়া ত্বাং অর্চ্চয়ন্তি। যেন বয়ং তৎসঙ্কল্পসাধনার্থং ত্বাং অর্চ্চনপরায়ণাঃ ভবামঃ তৎকুর্ব্বিতি ভাবঃ।

২। হে ভগবন্‌! ত্বং 'প্রোক্ষণী' (পাপক্লেদপ্রক্ষালনোপায়ং) 'আসাদয়' (অস্মাকং সমীপে স্থাপয়, বিধেহি ইতি ভাবঃ)।

৩। হে ভগবন্‌! ত্বং 'দ্বিষতঃ' (শত্রোঃ) 'বধঃ' (সংহারসাধকঃ) 'অসি' (ভবসি, শত্রুসংহারং কুরু ইতি ভাবঃ)। (১অ—২৮ক—১-৩ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টী ভগবানকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, মনে করি।]

১। শব্দ-ব্রহ্মস্বরূপ হে পরমেশ্বর! আপনি (এই) হিংস্র-রিপুশত্রুর সংগ্রামে জীবের প্রাণস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবকে পার্থিবপদার্থসম্বন্ধ হইতে (পাপসংস্রব হইতে) ঊর্দ্ধে গ্রহণপূর্ব্বক (মূর্দ্ধ্নিদেশে জ্ঞানাধারে রক্ষা করিয়া) আমাদিগকে নিত্যকাল অনুগৃহীত করুন। দেবগণ (দেবভাবসমূহ) বেদজ্ঞান-সহ যে শুদ্ধসত্ত্বভাবকে চন্দ্রলোকে (স্নিগ্ধ আলোকময় মূর্দ্ধ্নিপ্রদেশে) সংরক্ষিত করেন; সারভূত সেই সামগ্রীকে পাইবার কামনায় মেধাবিগণ সর্ব্বদা আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন। (আমরাও যেন সেই সঙ্কল্পে আপনার আরাধনায় সমর্থ হই)।

২। হে ভগবন্‌! আপনি আমাদের পাপক্লেদ-প্রক্ষালনের উপায় বিধান করুন।

৩। হে ভগবন্‌! আপনি আমাদের শত্রুর সংহারকর্ত্তা হউন (আমাদের শত্রুকে নাশ করুন)। (১অ—২৮ক—১-৩ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৬।৩২) পুরা ক্রূরস্যেত্যনুমার্ষ্টীতি। অত্রেয়মাখ্যায়িকামন্ত্রেঽভিপ্রেতা। কদাচিদ্দেবানামসুরৈঃ সহ সংগ্রাম উপস্থিতস্তদা দেবৈর্ম্মিথোমন্ত্রিতং যদস্যা ভূমেরুৎকৃষ্টং দেবযজনস্থলং তচ্চন্দ্রে সংস্থাপ্য যুদ্ধং কুর্ম্মস্তত্র যদ্যস্মাকং পরাজয়ং স্যাত্তদা দেবযজনে যাগং বিধায় পুনর্দৈত্যপরাজয়ং করিষ্যাম ইতি সংমন্ত্র্য ভূমেঃ সারভাগং দেবযজনং চন্দ্রে স্থাপয়ামাসুস্তৎকৃষ্ণবর্ণমিদানীমপি দৃশ্যত ইত্যাখ্যানময়ং মন্ত্রো ব্রূতে (১।২।৫।১৮)। পুরাক্রূরস্যেতি ত্রিষ্টুপ্ চন্দ্রদেবত্যা। বিরপ্শীতি মহন্নাম (নিঘং ৩।৩) বিবিধং রপতি বেদত্রয়রূপেণ শব্দং করোতীতি বিরপ্শী। যজ্ঞো বেদিত্বং প্রাপ্তৌ বিষ্ণুঃ সম্বোধ্যতে। হে বিরপ্শিন্ বিষ্ণো পরমেশ্বর ত্বং শৃণু অনুগৃহাণেতি শেষঃ। ক্রূরশব্দোঽত্র সংগ্রামবাচী। সংগ্রামো বৈ ক্রূরমিতি শ্রুতেঃ (১।২।৫।১৯) বিবিধং সর্পন্ত্যাধা যস্মিন্নিতি বিসৃপ্। তস্যেতি ক্রূরবিশেষণং পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠ্যৌ। বিসৃপো নানা যোধযুতাৎ ক্রূরাৎ যুদ্ধাৎ পুরার্থাদ্দেবাঃ জীবদানুং জীবং দদাতীতি জীবদানুস্তাং জীবস্য ধাত্রীং সারভূতাং যাং পৃথিবীমদাদায় উর্দ্ধং গৃহীত্বা স্বধাভিঃ বেদৈঃ সহ চন্দ্রমসি ইন্দৌ ঐরয়ন্ প্রাক্ষিপন স্থাপয়ামাসুঃ ধীরাসঃ ধীরা মেধাবিনঃ তাসু উ এবার্থে তামেব চন্দ্রস্থাং পৃথিবীমনুদিশ্য দর্শনেন সম্প্রাপ্য সৈব ভূমিরস্যাং বেদ্যাং বিদ্যতইতি ভাবয়িত্বা যজন্তে যাগং কুর্ব্বন্তি। স্বধাশব্দো যদাপান্নবাচী তথাপ্যত্রান্নহেতুভূতা বেদত্রয়ী কথ্যতে। যাং চন্দ্রমসি ব্রহ্মণাদধুরিতি শ্রুতেঃ (১২৫।১৯) ব্রহ্মণাদেবেন সহতার্থঃ। অনেন মন্ত্রেণ খাতায়াং বেদ্যাং লোষ্ট্রকৃত বৈষম্য নিবৃত্তয়ে সমীকরণরূপং মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ॥ প্রোক্ষণীরাসাদয়েতি অগ্নীধ্রং প্রতি প্রৈষঃ। প্রোক্ষাস্তু আভিরিতি প্রোক্ষণ্যা আপস্তা আসাদয় বেদ্যাং স্থাপয়॥ (কা০ ২।৬।৪২) দ্বিষতো বধ ইতি স্ফ্যমুদঞ্চং প্রহরতীতি। হে স্ফ্য ত্বং দ্বিষতঃ শত্রোর্ব্বধোঽসি হিংসকোঽসি॥ ২৮॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা

এ মন্ত্রের সঙ্গে একটী পৌরাণিক উপাখ্যানের সংশ্রব সূচনা করা হয়; এবং এ মন্ত্র কখনও বেদীকে এবং কখনও বা স্তোতৃবিশেষকে সম্বোধন করিয়া বিহিত হইয়াছে বলিয়া প্রখ্যাত হইতে দেখি। ভাষ্যে লিখিত আছে,—'পূর্ব্বে দেবাসুরের যুদ্ধকালে দেবগণ ভীত হইয়া পৃথিবীর সারবস্তুকে এবং বেদকে চন্দ্রলোকে লুকাইয়া রাখেন। যুদ্ধে পরাজয় হইলে, ঐ অমূল্য বস্তু অসুরেরা অধিকার করিয়া লইবে,—ইহাই তাঁহাদের আশঙ্কা হয়। অসুরের সংগ্রামে পরাজিত হইলেও, ঐ দুই সামগ্রীর সাহায্যে পুনরায় তাঁহারা বলশালী হইতে পারিবেন,—ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। বেদী মার্জ্জনা করিবার সময় প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হয়; তাহাতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'ক্রূর অসুরদিগের যুদ্ধের সময় পূর্ব্বকালে পৃথিবীর যে সারভাগ পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক বেদের সহিত উর্দ্ধদেশে চন্দ্রলোকে রক্ষিত হইয়াছিল, হে যজ্ঞবেদী! তুমিই সেই সারসামগ্রী। তদনুসারে তোমাকেই উদ্দেশ করিয়া

মেধাবিগণ যজনা করিতেছেন।' দ্বিতীয় মন্ত্রে আগ্নিধ্র নামক ঋত্বিককে যেন আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—'প্রোক্ষণী স্থাপন কর।' তৃতীয় মন্ত্রে বেদীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলা হইয়াছে,—'তুমি আমাদের শত্রু-সংহারক হও।' এই মন্ত্রে 'সা' বা 'সে' পদ্ধতের খন্তাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কর্ম্ম-পদ্ধতি-বিষয়ে আমরা বিতর্ক করি না। তবে আমাদের মত এই যে, মন্ত্র-তিনটী ভগবানকে—পরমেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যেও সে আভাষ স্বতঃ-প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। মন্ত্রস্থিত 'বিরপ্শিন্' পদের অর্থ, ভাষ্যকারই 'পরমেশ্বর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া যে কি বলা হইল এবং তাহার সহিত পরবর্ত্তী অংশেরই বা কি সম্বন্ধ রহিল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। পৃথিবীর সারভাগ যে কি, ভাষ্যে তাহাও প্রকটিত নহে। যাহা হউক, এই কণ্ডিকার আমরা যে অর্থ পরিগ্রহ করিলাম, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। মন্ত্র কি ভাবে পূর্ণ, তদ্দ্বারা তাহা বোধগম্য হইতে পারে। মন্ত্রস্থিত 'পুরা' পদে আমরা 'নিত্যকাল' অর্থ গ্রহণ করিলাম। 'পুরাণপুরুষ' প্রভৃতি শব্দে নিত্যত্ব ভাব আসে। যখনই মন্ত্র উচ্চারিত হইবে, 'পুরা' তাহারই পূর্ব্বের ভাব দ্যোতনা করিবে। তাহাতে অনন্ত অতীত অর্থাৎ নিত্য ভাব স্বতঃই সংসূচিত হইয়া আসিবে। 'ক্রূরস্য' পদে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি আছে। উহার অর্থ—'হিংস্রক রিপুশত্রুর', 'বিস্পো' পদের সহিত উহা সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। ঐ শব্দে ভীষণ সংগ্রাম বুঝায়। বিভক্তি-ব্যত্যয়ে উহার অর্থ—'সংগ্রামে' আমনন করিলাম। 'জীবদানুং' পদে 'জীবদ অনু' অর্থাৎ 'জীবের প্রাণস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাব' গ্রহণ করা যায়। শুদ্ধসত্ত্বভাব ভিন্ন জীবের প্রাণধারণই বৃথা। 'পৃথিবীং' পদে 'পার্থিব পদার্থের সম্বন্ধ হইতে' অর্থাৎ 'মায়া ভ্রান্তি প্রভৃতি হইতে' ভাব অধ্যাহৃত হইতে পারে। 'উদাদায়' পদে উর্দ্ধে গ্রহণ করার—মূর্দ্ধি-প্রদেশে সংরক্ষণের ভাব আসে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মন্ত্রের প্রথমাংশের অতি সমীচীন সুষ্ঠু অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রূর রিপুশত্রুর সহিত অহরহ মানুষের ভীষণ সংগ্রাম চলিয়াছে। সে সংগ্রামে জীবের প্রাণ-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাব স্বতঃই বিলুণ্ঠিত ও বিনষ্ট হয়। প্রলোভনাদি পার্থিব পদার্থের সহিত তাহাদের সংশ্রবই তাহাদের বিনাশ-হেতু-ভূত। মন্ত্রাংশে তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! হিংস্রক রিপু-শত্রুর সেই ভীষণ সংগ্রাম-কালে আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে মূর্দ্ধিদেশে জ্ঞানাধারে প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন। তাহা হইলে শত্রু সে ধন কখনই লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইবে না। আপনার অনুকম্পায় শত্রুসমরে আমি বিজয়লাভে সমর্থ হইব।'

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখুন। দেবগণের অর্থাৎ দেবভাবের দ্বারা 'জীবদানু' চন্দ্রলোকে অর্থাৎ মূর্দ্ধি-প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবানের অনুগ্রহেই সে দেবানুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিজ্ঞ মেধাবিগণ তাই শুদ্ধসত্ত্বভাব-লাভের জন্য ভগবানের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত থাকেন। এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত। মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আমি যেন সেই জ্ঞানিগণের পদাঙ্ক-অনুসরণে আপনার অর্চ্চনায় শুদ্ধসত্ত্বভাব-পরিপোষণে সমর্থ হই।' 'চন্দ্রমসি' পদে আমরা 'স্নিগ্ধালোকময় মূর্দ্ধি-প্রদেশ' অর্থ আমনন করিয়াছি। জ্ঞানের স্নিগ্ধ

আলোকে যে মূর্ত্তিদেশ আলোকিত, শুদ্ধসত্ত্বভাবের তাহাই আশ্রয়স্থান নহে কি? তাই 'চন্দ্রমসি' বলিয়া ঐ স্থানকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'যজন্তে' ক্রিয়াপদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট 'দেবাঃ' কর্ত্তৃপদ ভাষ্যকারও অধ্যাহার করিয়াছেন; আমরাও অধ্যাহার করিলাম।

উপসংহারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের সহিত পূর্ব্ব-মন্ত্রের সামঞ্জস্য দেখুন। শত্রুকে দূর করিতে হইবে। 'প্রোক্ষণী' প্রদান করুন। আমাদের সমীপে পাপক্লেদ প্রক্ষালনোপায় উপস্থিত হউক; আমরা পাপের মলিনতাকে মার্জ্জনা করিয়া দেই।' এ কেমন সঙ্গত অর্থ, আপনিই উপলব্ধ হইবে। শেষ মন্ত্রে শেষ কথা—'হে ভগবন্! আপনি শত্রু-সংহারক হউন!' ভগবান সহায় না হইলে, শত্রুনাশে কে সমর্থ হইতে পারে? তাই তাঁহাকেই আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—'যে শত্রুর সহিত চিরসংগ্রাম চলিয়াছে, আপনি সেই শত্রুকে সংহার করুন। আমার পরমধন—হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব রক্ষিত হউক।' (১অ—২৮ক—১-৩ম)।

ঊনত্রিংশ কণ্ডিকা।

(ঊনত্রিংশ কণ্ডিকা। ষড়্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) প্রত্যুষ্টꣳ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ঃ।

(২) নিষ্টপ্তꣳ রক্ষো নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ। * (৩) অনিশিতোঽসি সপত্নক্ষিদ্বাজিনং ত্বা বাজেধ্যায়ৈ সংমার্জ্মি। (৪) প্রত্যুষ্টꣳ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ঃ। (৫) নিষ্টপ্তꣳ রক্ষো নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ। (৬) অনিশিতাসি সপত্নক্ষিদ্বাজিনীং ত্বা বাজেধ্যায়ৈ সংমার্জ্মি॥ ২৯॥

* সপ্তম কণ্ডিকায় ছাপার ভুলে এই মন্ত্রটির "নিষ্টপ্তꣳ" পদ "নষ্টপ্তꣳ" এবং "নিষ্টপ্তা" পদ "নিষ্টপ্তো" হইয়া আছে। পাঠকগণ সংশোধন করিয়া লইবেন।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে দেব! 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, সৎপ্রতিবন্ধকঃ, দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'উষ্টং' (দগ্ধং) ভবতু; 'অরাতয়ঃ' (সর্ব্বে শত্রবঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'উষ্টাঃ' (দগ্ধাঃ) ভবন্তু। দুর্ব্বুদ্ধিস্তথা রিপুশত্রবঃ সমূলং নাশং যান্তু; ইতি ভাবঃ।

২। হে দেব! 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'নিষ্টপ্তং' (নিঃশেষেণ তপ্তং, সন্তপ্তং) ভবতু; 'অরাতয়' (শত্রবঃ, রিপুশত্রুনিবহাঃ) 'নিষ্টপ্তাঃ' (নিঃশেষেণ তপ্তাঃ, সন্তপ্তাঃ) ভবন্তু। পূর্ব্ববদেব ভাবঃ।

৩। হে মনঃ! ত্বং 'অনিশিতঃ' (অতীব্রঃ, শত্রোঃ প্রতি আসক্তিপরঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'সপত্নক্ষৎ' (শত্রুনাশকঃ) ভব; 'বাজিনং' (সৎকর্ম্মপ্রাপণার্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বাজেধ্যায়ৈ' (সৎকর্ম্মসাধনৈঃ) 'সংমার্জ্মি' (সংশোধয়ামি)।

৪। [প্রাগেব ব্যাখ্যাতং — প্রথমমন্ত্রং দ্রষ্টব্যং]।

৫। [প্রাগেব ব্যাখ্যাতং—দ্বিতীয়মন্ত্রং দ্রষ্টব্যং]।

৬। হে ধী! ত্বং 'অনিশিতা' (অতীব্রা, শত্রোঃ প্রতি আসক্তিসম্পন্না) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'সপত্নক্ষৎ' (শত্রুনাশিকা) ভব; 'বাজিনীং' (সৎকর্ম্মপ্রাপণার্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বাজেধ্যায়ৈ' (সৎকর্ম্মসাধনৈঃ) 'সংমার্জ্মি' (সংশোধয়ামি)। (১ অ—২৯ক—১-৬ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম দ্বিতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র দেব-সম্বোধনসূচক; তৃতীয় ও ষষ্ঠ মন্ত্র মনকে ও ধী-শক্তিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত।]

১। হে দেব! সৎপ্রতিবন্ধক শত্রু (আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি) সর্ব্বতোভাবে ভস্মীভূত হউক; আমাদের রিপুশত্রুগণ, প্রত্যেকে বিশিষ্টরূপে দগ্ধ হউক। অর্থাৎ,—হে দেব! আপনি আমাদের দুর্ব্বুদ্ধিকে এবং রিপুশত্রুসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করুন।

২। হে দেব! আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু, প্রত্যেকে সন্তপ্ত হউক; এবং আমাদের রিপুশত্রুগণ প্রত্যেকে বিশেষভাবে তাপযুক্ত (দগ্ধ) হউক। ভাবার্থ—পূর্ব্ব-মন্ত্রের ন্যায়।

৩। হে মন! তুমি শত্রুর প্রতি আসক্তিপর আছ। শত্রুনাশক হও। সৎকর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা তোমাকে সংশোধন করিতেছি।

৪। [এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা—প্রথম মন্ত্রে দ্রষ্টব্য]।

৫। [এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা—দ্বিতীয় মন্ত্রে দ্রষ্টব্য]।

৬। হে ধী! তুমি শত্রুর প্রতি আসক্তিসম্পন্না আছ। তুমি শত্রুনাশিকা হও। সৎকর্ম্ম প্রাপ্তির জন্য সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা তোমাকে সংশোধন করিতেছি। (১অ—২৯ক—১-৬ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৬।৪৬) স্রুবং পত ॥ পূর্ব্ববদিতি। যথা শূর্পাগ্নিহোত্র হবণ্যোঃ প্রত্যুষ্টমিতি প্রতপনং কৃতং তথা স্রুবস্যাপিকার্য্যমিত্যর্থঃ। মন্ত্রৌ ব্যাখ্যাতঃ॥ (কা০ ২৬৪৬) বেদাগ্রৈরন্তরতঃ পাকসংমার্ষ্টিনিশিত্যু ইত্যেতি। হে স্রুব ত্বমনিশিতাঽসি শোতনূকরণে। নিতরাং শিতস্তীক্ষ্ণীকৃতো নিশিতস্তথা ন ভবতীত্যনিশিতঃ। অস্মদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ উপদ্রবকারী ন ভবসীত্যর্থঃ। যতঃ সপত্নক্ষিৎ ক্ষিণু হিংসায়াং সপত্নানস্মচ্ছত্রূন্ ক্ষিণোতি হিনস্তীতি সপত্নক্ষিৎ। অতএব ত্বাং সংমার্জ্মি সম্যক্ শোধয়ামি। মৃজূ শুদ্ধৌ। কিম্ভূতং ত্বাং বাজিনং বাজোঽন্নমস্যাস্তীতি বাজিনং যজ্ঞদ্বারা অন্নহেতুত্বাদন্নবন্তং। যদ্বা বাজো যজ্ঞস্তদ্বন্তং যজ্ঞোহি দেবানামন্নমিতি শ্রুতেঃ (৫।১।১২)। বাজং যজ্ঞাখ্যমন্নমর্হতীতি বাজিনং। অর্হার্থে ইণ্ প্রত্যয়ঃ। কিমর্থং সংমার্জ্মি। বাজেধ্যায়ৈ ঞিইন্ধী দীপ্তৌ। ইন্ধনং ইধ্যা দীপ্তিঃ। বাজস্যেধ্যা বাজেধ্যা তস্যৈ বাজেধ্যায়ৈ যজ্ঞস্য দীপ্ত্যৈ প্রকাশনার্থং। শোধিতেন স্রুবেণাজ্যে গৃহীতে হুতে চ সতি অগ্নির্দীপ্যতে। তদ্দীপ্ত্যা চ যজ্ঞমন্নং প্রকাশিতং ভবেদিত্যর্থঃ॥ (কা০ ২।৬।৪৭।৪৮) প্রত্যুষ্টং প্রতপ্য পশ্চাদ্ধর্তা নিশিতাসি স্রুচ ইতি অনিশিতেতি মন্ত্রেণ স্রুচস্তিস্রো জুহ্বুপভৃদ্ধ্রুবাঃ সংমৃজ্য প্রত্যোকং প্রত্যুষ্টমিতি মন্ত্রেণ প্রতপ্য পতপ্য বেদ্যাং স্থাপনার্থমধ্বর্য্যবে প্রযচ্ছতীতি সূত্রার্থঃ। প্রত্যুষ্টমিতি ব্যাখ্যাতং। অনিশিতেত্যাপি ব্যাখ্যাতং স্রুবস্য পুংস্ত্বাদাদৌ স্রুবসংমার্জনং। স্রুচাং স্ত্রীত্বাৎ পশ্চাৎ। যোষা বৈ স্রুগ্ বৃষা স্রুব ইত্যাদি শ্রুতেঃ (১।৩।১।৯) জুহ্বাদীনাং স্রুচাং স্ত্রীলিঙ্গত্বাত্তদ্বিশেষণয়োরনিশিতা ব্যাক্তিনীমিত্যনয়োঃ স্ত্রীত্বং বিশেষঃ॥ ২৯॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা

হবনীয় দান-পাত্র 'স্রুক' (স্রুব) উষ্ণ করিয়া প্রথম মন্ত্র-দুইটী উচ্চারিত হয়। তাহাতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'এই স্রুকের তাপে শত্রু দগ্ধ বা বাধা দূর হউক—সকল শত্রু পুড়িয়া মরুক।' দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ হয়,—'শত্রু প্রতাপে বিশেষরূপে সন্তপ্ত হউক, অরাতি-সকল নিঃশেষে দগ্ধ হউক।' এ হিসাবে, তৃতীয় মন্ত্রটী স্রুক-মার্জ্জনাপলক্ষে উক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে অর্থ হয় 'তুমি অন্নধার বটে, কিন্তু তুমি শত্রুক্ষয়সমর্থ। বহু অন্নের কামনায় তোমাকে মার্জ্জন করিতেছি; তুমি অন্নবান হও।' চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে তিনটী স্রুক্‌কে উত্তপ্ত করা হয়। তাহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থই অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, 'তোমাদের তাপে শত্রুসকল নষ্ট হইল', এইরূপ ভাবই প্রকাশ পায়। ষষ্ঠ মন্ত্রও তৃতীয় মন্ত্রেরই অনুরূপ। প্রভেদ—কেবল তিনটী স্রুক-গ্রহণে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

এই কণ্ডিকার প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিষয়ে সপ্তম কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ঐ চারিটী মন্ত্রই ইষ্টদেবকে বা ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বিনিযুক্ত। সেখানে ঐ মন্ত্র 'শূর্প' (কুলা) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, ভাষ্যকার কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। শূর্প উত্তপ্ত হওয়ায় রাক্ষস নিপাত যাইবে, এই ভাব সেখানে প্রকাশ পাইয়াছিল; এখানে 'স্রুক' উওপ্ত হওয়ায়, শত্রু বা বাধা নিরাকৃত হইবে, এই ভাব প্রকাশ পাইল। দ্বিবিধ ক্ষেত্রে দ্বিবিধ ভাবের দ্যোতনা হইল কিন্তু আমরা মনে করি, উভয়ত্রই মন্ত্রার্থ এক; উভয়ত্রই মন্ত্রের সম্বোধ্য দেবতা এক, উভয়ত্রই প্রার্থনা অন্তঃশত্রু-নাশের।

তৃতীয় ও ষষ্ঠ মন্ত্র অভিন্ন-ভাবদ্যোতক। তৃতীয় মন্ত্রটী মনকে বা চিত্তকে এবং ষষ্ঠ মন্ত্রটী ধী-কে বা প্রজ্ঞাকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। তৃতীয় মন্ত্রের 'অনিশিতঃ' পদ এবং ষষ্ঠ মন্ত্রের 'অনিশিতা' পদ—একই বস্তুকে, পুংলিঙ্গান্ত ও স্ত্রীলিঙ্গান্ত দুই ভাবে, ব্যক্ত করিতেছে। 'অনিশিতঃ' শব্দে বাণ শাণিত নহে অর্থাৎ অতীব্র, এই ভাব প্রকাশ পায়। তাহাতে 'শত্রুর প্রতি আসক্তি-সম্পন্ন হওয়া' বুঝায়। কামক্রোধাদি রিপুশত্রুর প্রতি মন স্বতঃই আসক্তি-বিশিষ্ট হয়। জানে—তাহারা শত্রু, বুঝিতে পারে—তাহারা শত্রু। কিন্তু শত্রুর প্রতি যে তীব্র কঠোর ব্যবহার প্রয়োজন, তাহাতে স্বতঃই বিরত থাকে; প্রকারান্তরে তাহাদের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করে। 'অনিশিতঃ' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। শত্রুর প্রতি সেইরূপ 'অনিশিত' যে মন, তাহাকেই শত্রুনাশক হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে। 'সপত্নক্ষিৎ' পদ উদ্বোধনার ভাব ব্যক্ত করে। সাধনার স্তরে অগ্রসর হইবার পক্ষে এই উদ্বোধনাই প্রয়োজন। পরবর্ত্তী অংশ এতদুক্তির সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্যসম্পন্ন। সংকল্প-সাধনার দ্বারা সংকল্প-প্রাপ্তির উদ্দেশে চিত্তকে সংমার্জ্জিত ও সংশোধিত করিতে পারিলেই শত্রুনাশ কার্য্য সমাহিত হয়। 'বাজিনং বাজেনাায়ৈ সংমার্জ্মি' বাক্যে সেই সাধনার ভাব প্রকাশ করিতেছে। ষষ্ঠ মন্ত্রও এই ভাবেরই পরিপোষক। 'ধী' (প্রজ্ঞা) শত্রুর প্রতি বিরূপ হইয়া, সংকল্প-সাধনে নিয়োজিত হউক',—ইহাই মন্ত্রের ঐ অংশের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। (১অ—২৯ক—১-৬ম)।

— • —

ত্রিংশ কণ্ডিকা।

(ত্রিংশ কণ্ডিকা। চতুর্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অদিত্যৈ রাস্নাসি। (২) বিষ্ণোর্ব্বেষ্যোঽসি। (৩) উর্জে ত্বা।

(৪) অদব্ধেন ত্বা চক্ষুষাবপশ্যামি। অগ্নের্জিহ্বাসি সুহূর্দেবেভ্যো।

ধাম্নে ধাম্নে মে ভব যজুষে যজুষে॥ ৩০॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভগবন্! ত্বং 'অদিত্যৈ' (অনন্তস্বরূপায়) 'রাস্না' (রশনা, অস্মাকং ভক্তি-সুধাস্বাদগ্রহণসমর্থঃ ইতি যাবৎ) 'অসি' (ভবসি)।

২। হে ভগবন্! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (ব্যাপকরূপবশাৎ) 'বেষ্যঃ' (সর্ব্বব্যাপকঃ) 'অসি' (ভবসি)।

৩। হে ভগবন্! 'ঊর্জ্জে' (বলপ্রাণপ্রাপণার্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) আহ্বয়ামি।

৪। হে ভগবন্! 'অদব্ধেন' (অহিংসিতেন, বিভ্রমরাহিত্যেন) 'চক্ষুষা' (নেত্রেণ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অবপশ্যামি' (দর্শনসমর্থো ভবামি)। তব 'অগ্নেৰ্জিহ্বা' (অগ্নিরূপ রশনা) 'অসি' (বিদ্যতে)। 'মে' (মম) 'ধাম্নে ধাম্নে' (সর্ব্বাবস্থানে) 'যজুষে' (যাগাদি সর্ব্ব-সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে) 'দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবাধিষ্ঠানায়, সর্ব্বদেবভাব-প্রতিষ্ঠায়) 'সুহূঃ' (সুষ্ঠু আহ্বানকারী) 'ভব' (অসি) ত্বমিতি শেষঃ। (১অ—৩০ক—১-৪ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র-চতুষ্টয় ভগবানের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে।]

১। হে ভগবন্! আপনি অনন্তরূপে আমাদের ভক্তি-সুধাস্বাদ-গ্রহণ-সমর্থ হইয়া রশনার ন্যায় বিদ্যমান আছেন।

২। হে ভগবন্! আপনি বিষ্ণু (ব্যাপক) রূপে সর্ব্বব্যাপক হইয়া আছেন।

৩। হে ভগবন্! আমি বল-প্রাণ পাইবার কামনায় আপনাকে আহ্বান করিতেছি।

৪। হে ভগবন্! আমার বিভ্রমরহিত (অন্ধ) নেত্রের দ্বারা আমি যেন আপনাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই। আপনার অগ্নিরূপ রশনা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার সর্ব্বপ্রকার অবস্থিতির স্থানে, যাগাদি সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে, সর্ব্বদেবাধিষ্ঠানার্থ (আমাতে সর্ব্বদেবভাব-বিকাশের নিমিত্ত) আপনি সুষ্ঠু আহ্বানকারী হউন। (১অ—৩০ক—১-৪ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৭।১০) পত্নীং সন্নহ্যতি প্রত্যাগ্দক্ষিণত উপবিষ্টাং গার্হপত্যাস্য বৃদ্ধযোক্ত্রেণ ত্রিবৃতা পরিতরত্যধীবাসোঽদিত্যৈ রাস্নাসীতি। হে যোক্ত্র অদিত্যৈ অদিত্যা ভূম্যাস্তং রাস্নাপি রশনা ভবসি॥ কা০ (২।৭।১৩) দক্ষিণং পাশমুত্তরে প্রতিমুচ্যোর্ধ্বমুদ্গ্রাহতি বিষ্ণোর্ব্বেষ্য ইতি ন গ্রন্থিং করোতীতি। হে দক্ষিণং পাশ ত্বং বিষ্ণোঃ যজ্ঞস্য বেষ্যোঽসি

ব্যাপকোঽসি॥ বিষ্লৃ ব্যাপ্তৌ॥ (কা০ ২।৭।৪) উর্জ্জৈত্বেত্যাজ্যমুদ্বাস্তেতি। হে আজ্য ত্বামুদ্বাসয়ামীতি শেষঃ। কিমর্থং। উর্জ্জে উত্তম রস লাভায়। বিলাপিতং ঘৃতং সুস্বাদু ভবতি॥ (কা০ ২।৭।৪) পত্নীমবেক্ষয়ত্যদাব্ধেনেতীতি॥ দভ্নোতিহিংসার্থঃ॥ হে আজ্য অদব্ধেন অনুপহিংসিতেন চক্ষুষা ত্বামবপশ্যামি। অবাচীনং যথা তথাধোমুখীসতী পশ্যামি। কিঞ্চ হে আজ্য ত্বমগ্নের্জ্জিহ্বাসি। যদাজ্যমগ্নৌ হূয়তেতদা জিহ্বেব আলোৎপদ্যতেঽতস্ত্বমগ্নে-র্জ্জিহ্বা। কিন্তুতং দেবেভ্যোঽর্থায় সুহূঃ সুষ্ঠু হূয়ন্তে ইতি সুহূঃ পুংস্ত্বং ছান্দসং। যদ্বা জিহ্বাবিশেষণং সুষ্ঠু হূয়ন্তে দেবা আহূয়ন্তেঽনয়া সা সুহূর্জ্জিহ্বা। আলাং দৃষ্ট্বা আয়ন্তী-ত্যর্থঃ। অতো মে মম ধাম্নে ধাম্নে ভব তথা যজুষে যজুষে চ ভব। ধাম স্থানং। ফলেন যুজ্যতে ইতি যজুঃ শব্দো যাগবাচী। ধাম্নে ধাম্নে তত্তদ্ যাগফলোপভোগস্থানসিদ্ধ্যর্থং ভব। যজুষে যজুষে তত্তৎযাগসিদ্ধয়ে যোগ্যং ভবেত্যর্থঃ॥ ৩০॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টী যে কার্য্যে যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, প্রথমে তাহার আভাষ দিতেছি; তৎপরে মন্ত্রার্থ-পরিগ্রহণ-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য বলা যাইতেছে। বেদীর পার্শ্বে গার্হপত্যাগ্নি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই অগ্নির দক্ষিণ দিকে যজমান আপনার পত্নীকে উপবেশন করাইবেন। অতঃপর তাঁহার হস্তে মুঞ্জের 'যোক্ত্র' (ফাঁস বা অঙ্গুরীয়) পরাইতে হইবে। সেই সময় প্রথম মন্ত্রে যোক্ত্রকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হয়,— 'হে যোক্ত্র, তুমিই পৃথিবীর জিহ্বা-স্বরূপ।' দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই যোক্ত্র উন্মোচন-পূর্ব্বক বলা হয়,—'হে যোক্ত্র, তুমি এই ব্যাপক যজ্ঞের ব্যাপক হইয়া আছ।' তৃতীয় মন্ত্রে অগ্নির উত্তাপে ঘৃতকে দ্রব করিতে হইবে। তাহার ভাব এই যে, 'হে আজ্য, রস-লাভ-কামনায় তোমায় উত্তপ্ত করিতেছি।' চতুর্থ মন্ত্র উচ্চারণ-কালে যজমান-পত্নী অধোমুখী হইয়া ঘৃত দর্শন করিবেন। তাহাতে আজ্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,— 'তোমাকে প্রীতির নেত্রে দর্শন করিতেছি। তুমি আমার গৃহে গৃহে যজ্ঞে যজ্ঞে দেবগণের সুষ্ঠু আহ্বানকারী হইয়া আছ।'

এখন আমরা মন্ত্রের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। মুঞ্জকে পৃথিবীর রসনা বলিয়া সম্বোধন করার কি তাৎপর্য্য, তাহা বুঝা যায় না। 'অদিতি' শব্দে আমরা 'অনন্ত' অর্থ গ্রহণ করি। রসনা কটুকষায়তিক্তমধুর সর্ব্বপ্রকার আস্বাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ। ভগবান অনন্তরূপে—অনন্ত রসনা রূপে—ইহসংসারে বিদ্যমান আছেন। আমরা কোন্ কার্য্যে কেমনভাবে তাঁহার প্রতি প্রীতি-ভক্তি উপহার প্রদান করিতেছি, তাঁহার সেই রশনা দ্বারা তিনি তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। আমরা তাঁহার প্রতি কিরূপ ভক্তিমান্, তাঁহার রশনায় তাহা পরীক্ষা হইয়া যাইতেছে। প্রথম মন্ত্রে পূজার অঞ্জলি প্রদান-কালে সাধক যেন তাহাই অনুভব করিতে পারিয়াছেন। আমরা মনে করি,

এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত। দ্বিতীয় মন্ত্রে এ ভাব যেন অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি যে বিষ্ণুরূপে সর্ব্বব্যাপী হইয়া আছেন, সাধক তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তৃতীয় মন্ত্র—সেই অনুভাবনার ফলস্বরূপ ভগবানের কাছে প্রার্থনা। মানুষ যখন বুঝিতে পারে, ভগবান কি ভাবে কোথায় বিদ্যমান আছেন, তখনই তাঁহাকে আপনার প্রার্থনা জ্ঞাপন করে। তৃতীয় মন্ত্র সেই প্রার্থনা ব্যক্ত করিতেছে। চতুর্থ মন্ত্রে প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—'আমি যেন বিভ্রমরহিত চক্ষে তোমাকে দেখিতে পাই। চারিদিকে শত্রু—চারিদিকে প্রলোভন—চারিদিকে মায়ামরীচিকা বিস্তার করিয়া আছে। তাই 'অদব্ধেন' (অহিংসিতেন) অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদাদির হিংসা-পরিশূন্য হইয়া, যেন তোমাকে দেখিতে পারি',—এইরূপ প্রার্থনা জানান হইয়াছে। পরবর্ত্তী অংশে ঐ উক্তির সার্থকতা দেখুন। বিভ্রমরহিত দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে পারিলে মনে হয়,—অগ্নিরূপে যেন তাঁহার রশনা আছে। সেই রসনার দ্বারা তিনি সর্ব্বদেবগণকে (সর্ব্বদেবভাবকে) আহ্বান করিয়া থাকেন। আমার গৃহে গৃহে, আমার প্রতি কর্ম্মে আমার প্রতি পদক্ষেপে, আপনি দেবভাবকে আহ্বান করিয়া আমাতে স্থাপন করুন,—ইহাই মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনা। প্রথম মন্ত্র হইতে চতুর্থ মন্ত্রের শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিলে প্রতীত হয়—যেন কি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে মন্ত্র-কয়টী পরস্পর সংবদ্ধ রহিয়াছে। এমন সুষ্ঠু সুবোধ্য সুন্দর অর্থ থাকিতে কখনও যুক্তের বন্ধনকে, কখনও বা আত্মাকে, সম্বোধন করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে কেন মন্ত্রার্থের অধ্যাহার করিব? (১অ—৩০ক—১৪ম)॥

একত্রিংশ কণ্ডিকা।

(একত্রিংশ কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।

(২) সবিতুর্ব্বঃ প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।

(৩) তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি।

(৪) ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥ ৩১॥

ইতি মাধ্যন্দিনীয়ায়াং বাজসনেয়সংহিতায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে মম কর্ম্ম! 'সবিতুঃ' (প্রেরকস্য, জ্ঞানপ্রদস্য দেবস্য) 'প্রসবে' (প্রেরণে সতি, অনুকম্পয়া ইতি যাবৎ) 'অচ্ছিদ্রেণ' (ছিদ্রশূন্যেন, দোষরাহিত্যেন) 'পবিত্রেণ' (শোধকেন বায়ুরূপেণ) 'সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' (জ্ঞানস্বরূপস্য দেবস্য জ্যোতির্নিবহৈঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উৎপুনামি' (উৎকর্ষসাধনেন পবিত্রো করোমি)।

২। হে কর্ম্মাণি! 'সবিতুঃ' (প্রেরকস্য, জ্ঞানপ্রদস্য দেবস্য) 'প্রসবে' (প্রেরণে সতি, অনুকম্পয়া ইতি যাবৎ) 'অচ্ছিদ্রেণ' (ছিদ্রশূন্যেন, দোষরাহিত্যেন) 'পবিত্রেণ' (শোধকেন বায়ুরূপেণ) 'সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' (জ্ঞানস্বরূপস্য দেবস্য জ্যোতির্নিবহৈঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'উৎপুনামি' (উৎকর্ষসাধনেন পবিত্রা করোমি)।

৩। হে ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম। ত্বং 'তেজঃ' (দীপ্তিমান) 'অসি' (ভবসি)। ত্বং 'শুক্রং' (বিশুদ্ধং সত্ত্বরূপং) 'অসি' (ভবসি)। ত্বং 'অমৃতং' (বিনাশরহিতং) 'অসি' (ভবসি)।

৪। হে ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মঃ। ত্বং 'ধামনাম' (দ্রব্যং তৎসংজ্ঞাঞ্চ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'দেবানাং প্রিয়ং' (দেবভাবসংরক্ষকং) 'অনাধৃষ্টং' (অনভিভূতং, সর্ব্বত্রসাফল্যপ্রদং) 'দেবযজনং' (যাগসাধনং, সৎকর্ম্মসাধকং) 'অসি' (ভবসি)। (১অ—৩১ক—১-৪ম)।

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মকে এবং সর্ব্ববিধ সাধারণ কর্ম্মকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।]

১। হে আমার কর্ম্ম! তুমি জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায় (অনুকম্পায়) ত্রুটিপরিশূন্য বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক এবং সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ হইয়া আমাদিগের উৎকর্ষ-সাধনে আমাদিগকে পবিত্র কর।

২। হে আমার সদসৎকর্ম্মনিবহ! তোমরা জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায় (অনুকম্পায়) ত্রুটি-পরিশূন্য বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক এবং সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ হইয়া, আমাদিগের উৎকর্ষ-সাধনে আমাদিগকে পবিত্র কর।

৩। হে ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম! তুমিই তেজঃ, তুমিই শুক্র, তুমিই অমৃত।

৪। হে ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম! তুমিই বস্তু, তুমিই বস্তুর সংজ্ঞা; তুমি দেবভাবের সংরক্ষক, তুমি সর্ব্বত্র সাফল্যপ্রদ, তুমি সকল সৎকর্ম্মের সাধক। (১অ—৩১ক—১-৪ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৭।৭) সবিতুস্ত্বেত্যাজ্যমুৎপুনাতীতি। সবিতুর্দ্দেবস্য প্রসবে আজ্ঞায়াং বর্ত্তমানঃ ত্বামুৎপুনামি শোধয়ামি। ব্যাখ্যাতমন্যৎ॥ (কা০ ২।৭।৮) প্রোক্ষণীশ্চ পূর্ব্ববদিতি। সবিতুর্ব্বঃ। বো যুষ্মানুৎপুনামীতি ব্যাখ্যাতং॥ (কা০ ২।৭।৯) আজ্যমবেক্ষতে তেজোঽসী-তীতি। হে আজ্য ত্বং তেজোঽসি। শরীরকান্তিহেতুত্বাত্তেজস্ত্বং। শুক্রমসি দীপ্তিমদসি। স্নিগ্ধরূপত্বাদ্দীপ্তিমত্ত্বং। অমৃতমসি বিনাশরহিতমসি। বহুদিবসাবস্থানেঽপ্যোদনাদিবৎ-পর্য্যুষিতত্বাদি দোষভাবাদবিনাশিত্বং॥ (কা০ ২।৭।১১।১২) স্রুবেণাজ্যগ্রহণং চতুর্জ্জুহ্বাং ধাম নামেতি সকৃন্মন্ত্র ইতি। হে আজ্য ত্বং ধাম স্থানমসি ধীয়তে স্থাপ্যতে চিত্তবৃত্তির্দ্দেবৈ-রত্রেতি ধাম। তথা নাম নামঃতি আত্মানং প্রতি সর্ব্বাণি ভূতানীতি নাম। আজ্যং দৃষ্ট্বা সর্ব্বেঽপ্যত্রং নমন্তি। তথা দেবানাং প্রিয়মিষ্টং অনভিভূতং। গতসারত্বাদাষেণাতিরস্কৃতং চরুপুরোডাশাদীনি চিরস্থিত্যা গতসারাণি স্যুরিদং ন তথা। দেবযজনং দেবা ইজ্যন্তেঽনেনেতি যাগসাধনং ঈদৃশং ত্বমস্যতস্ত্বং গৃহ্ণামীতি বাক্য শেষঃ॥ ৩১ ॥

শ্রীমন্মহীধরকৃতে মন্ত্রদীপে মনোহরে। প্রথমাজ্ঞপ্ত প্রকাশে ঽয়মধ্যায়ঃ প্রথমোঽগমৎ॥

* . *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——:০:——

দ্বাদশ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্র আর এই কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র প্রায় একই প্রকারের। এই কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রের এবং দ্বাদশ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রের সহিত এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের পার্থক্য অতি সামান্য। উক্ত দুই ক্ষেত্রে সম্বোধ্য বহুবচনান্ত পদ; আর এই প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য—একবচনান্ত পদ। ফলে পার্থক্য কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাষ্যকার সেখানে সম্বোধনে এক সামগ্রীকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এখানে আর এক সামগ্রীর প্রতি সম্বোধন প্রযুক্ত হইয়াছে। সেখানে সম্বোধ্য ছিল—জল, এখানকার সম্বোধ্য—আজ্য (ঘৃত) ও প্রোক্ষণী (মার্জ্জনের বা সেচনের পাত্র)। তাহাতে ভাষ্যকারের অর্থ দুই স্থলেই দুই রূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

আমরা মন্ত্র-সম্বন্ধে পূর্ব্বেও যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থই পরিগ্রহণ করিলাম। মন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের ভাবার্থ, দ্বাদশ কণ্ডিকার মন্ত্রার্থ-আলোচনায় (৪৭ পৃষ্ঠায়) প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে, সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন, একই মন্ত্র দুই বার উচ্চারণের একটা সার্থকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি। প্রথমে মানুষ মনে করে,—কর্ম্ম করিতেছে। কিন্তু তাহার কর্ম্ম যে বিভিন্ন বিপরীত পথে বিভিন্ন বিপরীত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে, প্রথমে তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়ে না। তখন তাই সে বলে,—'হে ভগবন্! তোমার সাহায্যে আমি যেন আমার কর্ম্মকে পবিত্র করিতে পারি।' এই ভাব মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সদসৎ উভয় প্রকার কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সুতরাং তখন

তাহার প্রার্থনা দাঁড়ায়,—'হে ভগবন্! আমার সদসৎ বিবিধ প্রকার কর্ম্ম-সমূহকে আপনি পবিত্রীকৃত করুন।' এখানকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে মানুষের সেই স্বাভাবিক প্রার্থনার চিত্র পরিস্ফুট রহিয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্র, ঐ অবস্থারই উন্নত-স্তরের আবাহন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কর্ম্ম পবিত্র হইলে, ভগবানের সহিত সে কর্ম্মের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হইয়া আসে। ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম যে স্বতঃদীপ্তিমান্, স্বতঃবিশুদ্ধ এবং অমৃতত্বের প্রদানকারী হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। তৃতীয় মন্ত্র সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে ভগবৎ-সহযুত সেই কর্ম্মই দেবভাবের সংরক্ষক, সকল সৎকর্ম্মের সাধক, সর্ব্বত্র সুফলপ্রদ হয়। সেই কর্ম্মকেই বলা হইয়াছে,—'হে কর্ম্ম! তুমিই বস্তু, তুমিই বস্তুর সংজ্ঞা।' সেই কর্ম্মই 'ধামনাম।' ইহাতেই বুঝা যায়, কর্ম্মরূপে ভগবান্ সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছেন। নামও তিনি, দ্রব্যও তিনি। নাম রূপ পরিগ্রহ করিয়া ভগবান বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। সৎসহযুত হইলে, কর্ম্মই সেই নাম-রূপের সহিত অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়। চতুর্থ মন্ত্রে কর্ম্মের সহিত ভগবানের অভিন্নতা দ্যোতনা করিতেছে। ভগবানের সহিত কর্ম্ম যখন অভিন্ন হয়, তখন কি আর কর্ম্ম-মাহাত্ম্যের পরিসীমা থাকে? তখন, কর্ম্মেরই প্রাধান্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এই দৃষ্টিতে কর্ম্মকে দর্শন করিয়াই সাধক ভক্ত দেবতাকে নমস্কার করিতেও বিরত হইয়াছেন, বিধিকেও নমস্কার করিতে বিরত হইয়াছেন; ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে কহিয়াছেন,—'দেবতারই বা কি ক্ষমতা আছে, আর বিধিরই বা কি ক্ষমতা আছে? তাঁহারাও তো কর্ম্মেরই বশীভূত! আমি যেমন কর্ম্ম করিব, সেইরূপ ফলই তো প্রাপ্ত হইব। সুতরাং কর্ম্মই একমাত্র নমস্য।' এই চিন্তার ফলেই ভক্ত সাধক কর্ম্মকে নমস্কার করিয়া কহিয়াছেন,—"নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।" সেই কর্ম্মকেই নমস্কার, বিধিও যে কর্ম্মকে পরাভূত করিতে পারেন না।

মানুষ আপনার কর্ম্মফলের অধিকারী। সে কর্ম্ম ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুত হইলেই শ্রেয়ঃসাধক হয়। অধ্যায়ের শেষে, কণ্ডিকার উপসংহারে, সেই তত্ত্বই বিঘোষিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ কর্ম্মকাণ্ডমূলক। উহার প্রতি মন্ত্রই ভগবৎ-সংশ্রবযুত কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। কোন্ কর্ম্ম সৎ, কোন্ কর্ম্ম অসৎ, তাহা উপলব্ধি করিয়া, সেই জ্ঞানপ্রদ সবিতৃ-দেবের অনুকম্পায় ত্রুটিপরিশূন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আপনি পবিত্র হইয়া, কর্ম্মকে পবিত্র করিয়া, মানুষ কর্ম্মের মধ্যেই ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারে। কর্ম্মও তখন তাহার নিকট তেজঃস্বরূপ অমৃতস্বরূপ সর্ব্বদেবভাবের সংরক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। কর্ম্মের দ্বারা সকলই সংসাধিত হইতে পারে। কর্ম্মেই চিত্তশুদ্ধি আসে, কর্ম্মেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়; কর্ম্মেই ভগবান আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। ত্রুটিপরিশূন্য কর্ম্ম—বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক। ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কর্ম্ম—সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ। তাই মন্ত্র বলিতেছে,—'মানুষ, তুমি কর্ম্ম কর; ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও; তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধি অবশ্যই হইবে।' (১অ—৩১ক—১-৪ম)।

—— ০ ——

কাণ্ব-শাখার পাঠ

শুক্ল-যজুর্ব্বেদের মন্ত্র-সমূহ মধ্যন্দিন, কণ্ব ও জাবাল প্রভৃতি যাজ্ঞবল্ক্যের পঞ্চদশ শিষ্য কর্ত্তৃক পঠিত হয়। মধ্যন্দিন, মাধ্যন্দিন শাখার প্রবর্ত্তক; কণ্ব কর্ত্তৃক কাণ্ব-শাখা প্রবর্ত্তিত হয়। মাধ্যন্দিন শাখার পাঠ আমরা প্রকাশ করিতেছি। কাণ্ব-শাখার পাঠও প্রায়ই ঐরূপ, মাত্র দুই একস্থলে দুই একটী শব্দের বা বাক্যের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতার যে প্রথম অধ্যায় প্রকাশ করা হইল, ঐ অধ্যায়ের কাণ্ব-শাখার পাঠ কিরূপ সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া আছে, তাহাও নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি। তাহাতে শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-পাঠক একাধারে কাণ্ব-মাধ্যন্দিন উভয় শাখাই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রথম।—প্রথম কণ্ডিকার প্রথম তিনটী মন্ত্র, উভয় শাখায়ই অভিন্ন। চতুর্থ মন্ত্রে 'কর্ম্মণ' স্থলে 'কর্ম্মণে' পাঠ আছে এবং উহাতেই অর্থাৎ ঐ 'কর্ম্মণে' শব্দ পর্য্যন্ত একটী মন্ত্র শেষ হইয়াছে। কাণ্ব শাখার মতে, পরবর্ত্তী মন্ত্রের আরম্ভ—'আপ্যায়ধ্বং' হইতে। উহার পরিসমাপ্তি—'মাঘশংসঃ' শব্দে। উহার পর 'ধ্রুবা' হইতে 'বহ্বীঃ' পর্য্যন্ত আর একটী মন্ত্র পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সে হিসাবে কাণ্ব শাখায় প্রথম কণ্ডিকার মন্ত্রের সংখ্যা পাঁচটী না হইয়া সাতটী হইবে।

দ্বিতীয়।—দ্বিতীয় কণ্ডিকার মন্ত্রের পাঠ-বিষয়ে উভয় শাখার মধ্যে পার্থক্য নাই, তবে কাণ্বশাখার তৃতীয় মন্ত্রটী 'ধাম্না' পদে পরিসমাপ্ত, তাহার পর 'দৃংহস্ব' হইতে 'হ্নমীৎ' পর্য্যন্ত আর একটি মন্ত্র পরিকল্পিত। তদনুসারে দ্বিতীয় কণ্ডিকার মন্ত্র সংখ্যা—কাণ্ব শাখার মতে—চারিটী হয়।

তৃতীয়।—এই কণ্ডিকায় উভয় শাখার মধ্যে কোনও পাঠান্তর নাই।

চতুর্থ।—এই কণ্ডিকার চতুর্থ মন্ত্রের "সোমেনাতনচ্মি" স্থলে "সোমেনাতনজ্মি" পাঠ কাণ্ব শাখাধ্যায়িগণ গ্রহণ করেন।

পঞ্চম ষষ্ঠ, সপ্তম।—এই তিন কণ্ডিকার পাঠ, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই অভিন্ন।

অষ্টম।—এই কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে 'বহ্নিতমং সস্নিতমং' পদদ্বয় পরিবর্ত্তিতভাবে 'সস্নিতমং বহ্নিতমং' রূপে পঠিত হয়।

নবম, দশম, একাদশ।—এই তিন কণ্ডিকার মধ্যে একাদশ কণ্ডিকার মন্ত্রের শেষ শব্দ 'রক্ষ' স্থলে কাণ্ব-শাখায় 'রক্ষস্ব' পাঠ দৃষ্ট হয়।

দ্বাদশ।—এই কণ্ডিকার তৃতীয় মন্ত্রে 'যজ্ঞং নয়তাগ্রে' হইতে 'যজ্ঞপতিং' পর্য্যন্ত যে পাঠ মাধ্যন্দিন-শাখায় প্রচলিত আছে, তাহার পরিবর্ত্তে কাণ্ব শাখার পাঠ—'যজ্ঞং নয়ত সুধাতুং যজ্ঞপতিং যজ্ঞপতিং দেবা যুবং।'

ত্রয়োদশ।—এই কণ্ডিকার মন্ত্রের 'যদ্বোহশুদ্ধাঃ' হইতে 'বস্তচ্ছুন্ধামি' পর্য্যন্ত অংশ কাণ্ব-শাখায় 'যদ্বোহশুদ্ধঃ পরাজঘানৈঃ তদিদং' পাঠ পরিদৃষ্ট হয়।

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ।—চতুর্দ্দশ কণ্ডিকার মন্ত্রে কোনও পরিবর্ত্তন নাই। পঞ্চদশ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে "বৃহদ্গাবাসি" স্থলে 'বৃহদ্গ্রাবাসি', এবং 'হবিঃ শমীষ্ব' স্থলে 'হব্যং শমীষ্ব' পাঠ আছে।

ষোড়শ।—এই কণ্ডিকার চতুর্থ মন্ত্রের 'পরাপূত অরাতয়ঃ' স্থলে 'প্রতিপূতা অরাতয়ঃ' এবং সপ্তম মন্ত্রের 'সবিতা হিরণ্যপাণি' হইতে 'পাণিনা' পর্য্যন্ত স্থলে 'সবিতা প্রতিগৃহ্ণাতু হিরণ্যপাণিরচ্ছিদ্রেণ পাণিনা' পাঠ দৃষ্ট হয়।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ —সপ্তদশ কণ্ডিকায় কোনও পাঠ পরিবর্ত্তন নাই। অষ্টাদশ কণ্ডিকায় 'উপদধামি' অংশের পর "দৃশতো বধায়" অংশ সংযোজিত অতিরিক্ত পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

উনবিংশ।—এই কণ্ডিকার পঞ্চম মন্ত্রে বিবস্তম্ভনিরসি' স্থলে 'বিবস্তম্ভনসি' পাঠ কাণ্ব-শাখায় পরিগৃহীত হয়।

বিংশ।—এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে 'দাক্ষ্যসি ধিনুহি দেবান' স্থলে—'বাক্ষি কুহি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিং। ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যং॥'—পাঠ দৃষ্ট হয়। সপ্তম মন্ত্রের 'সতীনা পয়োঽসি' স্থলে—'বেদোঽসি বেদ যেন ত্বং দেব বেদ দেবেভ্যঃ বেদোঽভবঃ। তেন মহ্যং বেদো ভব॥"—এইরূপ পাঠ হইবে।

একবিংশ।—এই কণ্ডিকার তৃতীয় মন্ত্রের শেষাংশে 'জগতীভিঃ পৃচ্ছতাং সংমধুমতী" স্থলে "জগতীভিঃ সংমধুমতী" ইত্যাদি পাঠ কাণ্বশাখায় পরিদৃষ্ট হয়। 'পৃচ্ছতাং' পদ ঐ শাখার পাঠে নাই।

দ্বাবিংশ।—এই কণ্ডিকার মন্ত্রাষ্টকের মধ্যে সপ্তম মন্ত্রের শেষে "সীদন্ত রিত্য রক্ষোঽন্তরিতা অরাতয়ঃ" এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়। মতান্তরে, পূর্ব্বোক্ত পাঠের পরিবর্ত্তে এই পাঠ প্রচলিত বলিয়া কথিত হয়।

ত্রয়োবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ।—ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকায় পাঠের কোনও ব্যত্যয় দেখা যায় না। চতুর্ব্বিংশের প্রথম মন্ত্রের শেষে "পৃথিব্যৈ বর্ম্মাসি" পাঠ সংযুক্ত হইয়া থাকে।

পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ —পঞ্চবিংশে পাঠ-ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় না। ষড়বিংশ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের "অপাররুং" ও 'পৃথিব্যৈঃ' পদদ্বয়ের মধ্যে '[illegible]' পদ কাণ্বশাখার পাঠে সংযোজিত দেখিতে পাই।

সপ্তবিংশ, অষ্টাবিংশ, উনত্রিংশ।—ইহার মধ্যে অষ্টাবিংশ [illegible] "ত্বাম্ু ধীরাসো" স্থলে 'ত্বাং ধীরাসো' পাঠ দৃষ্ট হয়। [illegible] সপ্তবিংশ কণ্ডিকায় কোনও ব্যতিক্রম নাই। উনত্রিংশ কণ্ডিকার [illegible] শেষ পদ 'সংমার্জ্জ্মি' স্থলে 'সংমার্গ্মি' পাঠ কাণ্বশাখাধ্যায়িগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ত্রিংশ ও একত্রিংশ।—ত্রিংশ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের 'রাস্নাসি' পদের স্থলে "রাস্নাসীন্দ্রাণ্যৈ সংনহনং" পাঠ দৃষ্ট হয়। তাহার পর ঐ কণ্ডিকার অন্যান্য মন্ত্রের মধ্যে চতুর্থ মন্ত্রের শেষাংশের পাঠ এই,—"অগ্নের্জিহ্বাসি সু ভূর্দেবেভ্যো ধাম্নে ধাম্নে ভব যজুষে যজুষে" পাঠ দৃষ্ট হয়। একত্রিংশ কণ্ডিকার চতুর্থ মন্ত্রেরশেষ পদ 'যজনমসি' স্থলে কাণ্ব-শাখায় 'যজনং' লিখিত আছে। তাহার পর নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়; যথা,—"যস্মৈ প্রাণঃ পশুষু প্রবিষ্টো দেবানাং বিষ্ঠামনু যো বিতস্থে। আত্মন্বাংস্তোম ধৃতবান্হি ভূত্বাগ্নিং গচ্ছ স্বর্যজমানায় বিন্দ॥ ৫॥ ৫০॥ দশাম্নবাকেষু পঞ্চাশৎ॥"

ইতি কাণ্বশাখায়াং সংহিতা পাঠে প্রথমোঽধ্যায়॥

যজুর্ব্বেদের প্রথম অধ্যায়ের মন্ত্র-সূচী।

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

[শুক্লযজুর্ব্বেদ—বাজসনেয়িসংহিতা।]

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথম কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথম কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি।

(২) বেদিরসি বর্হিষে ত্বা জুষ্টাং প্রোক্ষামি।

(৩) বর্হিরসি স্রুগ্‌ভ্যস্ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'কৃষ্ণঃ' (কলঙ্ককলুষিতঃ) 'অসি' (ভবসি), ত্বং 'আখরেষ্ঠঃ' (সৎকর্ম্মসত্যযুক্তঃ) ভব; 'অগ্নয়ে' (অগ্নিদেবায়) 'জুষ্টং' (প্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রোক্ষামি' (সুসংস্কৃতং করোমি)। অথবা, হে মনঃ! ত্বং 'আখরেষ্ঠঃ' (অঙ্গারসদৃশঃ) 'কৃষ্ণঃ' (কলঙ্ককলুষিতঃ) 'অসি' (ভবসি). 'জুষ্টং' (ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'অগ্নয়ে' (অগ্নিসংযোগায়, জ্ঞানাগ্নিনা) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রোক্ষামি' (সুসংস্কৃতং করোমি)।

২। হে ধীঃ! ত্বং 'বেদিঃ' (যজ্ঞস্থানং, সৎকর্ম্মাশ্রয়ভূতা) 'অসি' (ভবসি); 'বর্হিষে' (সৎকর্ম্মসাধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) জুষ্টাং' (দেবপ্রিয়াং) 'প্রোক্ষামি' (সুসংস্কৃতাং করোমি)।

৩। হে মনঃ! ত্বং 'বর্হিঃ' (দর্ভরূপং, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মসাধনং) 'অসি' (ভব); 'স্রুগ্ভ্যঃ' (হবনীয়দানপাত্রেভ্যঃ, সৎকর্ম্মসাধনেভ্যঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'জুষ্টং' (দেবপ্রিয়ং) 'প্রোক্ষামি' (সুসংস্কৃতং করোমি)। (২অ—১ক—১-৩ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র-তিনটী মনঃ-সম্বোধনবাচক বলিয়া মনে করি।]

১। হে মন! তুমি কলঙ্ক-কলুষিত হইয়া আছ, সৎকর্ম্মসহযুত হও। অগ্নিদেবের প্রীত্যর্থ তোমাকে সুসংস্কৃত করিতেছি। অথবা, হে মন! তুমি অঙ্গার-সদৃশ কলঙ্ক-কলুষিত হইয়া আছ। ভগবানের প্রীতিসাধন-নিমিত্ত অগ্নিসহযোগে (জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া) তোমাকে পবিত্র ও সুসংস্কৃত করিতেছি।

২। হে-ধী! তুমি দেবীস্বরূপা, সৎকর্ম্মাশ্রয়ভূতা হও সৎকর্ম্ম-সাধনের জন্য (বর্হির ন্যায়) তোমাকে দেবপ্রিয় ও সুসংস্কৃত করিতেছি।

৩। হে মন! তুমি দর্ভরূপ যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মসাধক হও। সৎকর্ম্ম-সাধনের নিমিত্ত তোমাকে দেবপ্রিয় ও সুসংস্কৃত করিতেছি। (তুমি ভগবৎকর্ম্মে নিয়োজিত হও)। (২অ—১ক—১-৩ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৭।১৯) ইধ্মং প্রোক্ষতি বিস্রংস্য বেদিং চ বর্হিঃ প্রতিগৃহ্য বেদ্যাং কৃত্বাপুরস্তাদ্ গ্রন্থি কৃষ্ণোঽসীতি প্রতিমন্ত্রমিতি॥ ইধ্মং বিস্রংস্য প্রোক্ষেৎ। বেদিং চ প্রোক্ষেৎ। বর্হিরাদায় বেদ্যাং পূর্ব্বগ্রন্থ কৃত্বা প্রোক্ষেৎক্রমান্মন্ত্রত্রয়েণেতি সূত্রার্থঃ॥ কৃষ্ণোঽসি॥ হে ইধ্ম ত্বং কৃষ্ণোঽসি কৃষ্ণমৃগরূপো যজ্ঞোঽসি। ইধ্মপূলকস্য যজ্ঞসাধনত্বাদযজ্ঞত্বোপচারঃ। কিম্ভূতঃ॥ আখরেষ্ঠঃ॥ আসমন্তাৎখরে কঠিনে বৃক্ষে তিষ্ঠতীতি আখরেষ্ঠঃ। যদ্বা খং স্বর্গং রাতি দদাতীতি খরঃ আহবনীয়স্তত্রা সমন্তাত্তিষ্ঠতীত্যাখরেষ্ঠঃ। অন্তোদাত্তঃ কৃষ্ণ শব্দো বর্ণবাচী অয়ং তু কৃষ্ণশব্দ আদ্যুদাত্তত্বান্মৃগবাচী॥ যজ্ঞঃ কদাচিদ্দেবেভ্যোঽপক্রান্তঃ স্বগোপনায় কৃষ্ণমৃগো ভূত্বা বনে যজ্ঞিয়তরু মধ্যে প্রবিশ্য কুত্রচিৎ কঠিনে বৃক্ষে তস্থৌ। তদেতদভিপ্রেত্য কৃষ্ণ আখরেষ্ঠ ইতি ঋষিমুচ্যতে। যজ্ঞো হ দেবেভ্যোঽপচক্রাম স কৃষ্ণো ভূত্বা চচারেত্যাদি শ্রুতেঃ (১।১।৪।১)॥ স্থে চ ভাষায়ামিতি স্থে পরপদে (পা০ ৬৩২০)। ভাষায়াং সপ্তম্যা অলুগ্নিষেধাদ্বেদেঽলুক্। পূর্ব্বপদাদিতি (পা০ ৮।৩।১০৬) ষত্বং। অতোঽগ্নয়ে জুষ্টং প্রিয়ং ত্বাং প্রোক্ষামি শুদ্ধ্যর্থং জলেনেতি শেষঃ। বেদিরসীতি বেদিং প্রোক্ষতি। ত্বং বেদিরসি॥ বিদ্যতে লভ্যতে ইতি বেদিঃ। বিদ্লৃ লাভে। দেবৈরসুরেভ্যো

অঙ্গার-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ (কলুষিত) মন জ্ঞানের সাহায্যেই, অঙ্গারে অগ্নি-প্রবেশের ন্যায়, উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। মনকে সুসংস্কৃত করার তাৎপর্য্য—জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত করা। মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রও ঐ মনঃসম্বন্ধসূচক। দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য—'ধী'-পদ অধ্যাহার করিয়াছি। 'জুষ্টাং' পদের সহিত উহার সম্বন্ধ-রক্ষাই লক্ষ্য। 'জুষ্টাং' পদকে, অর্থের সময়ে, ছান্দসে 'জুষ্টং' রূপে গ্রহণ করিলে, সম্বোধনে 'মনঃ' পদ রাখিলেও চলিতে পারে। মনই বেদী, মনই যজ্ঞস্থল; মনই বর্হি, মনই যজ্ঞাদি সংকর্ম্মসাধক। হবনীয়-দান-পাত্রের (স্রুকের) সহযোগে যেমন বর্হিকে হোমাগ্নিতে অর্পণ করা হয়, মনকে সেইরূপভাবে সৎকর্ম্মসাধনের জন্য ভগবানে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। সুসংস্কৃত করার উদ্দেশ্য—মনকে ভগবানে সমর্পণ। তৃতীয় মন্ত্রে সেই ভাবই ব্যক্ত রহিয়াছে। (২অ—১ক—১-৩ম)॥

—— • ——

দ্বিতীয় কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। দ্বিতীয় কণ্ডিকা। মন্ত্রসংখ্যা ছয়।)

(১) অদিত্যৈ ব্যুন্দনমসি। (২) বিষ্ণোঃ স্তুপোঽসি।

(৩) ঊর্ণম্রদসং ত্বা স্তৃণামি স্বাসস্থাং দেবেভ্যঃ।

(৪) ভুবপতয়ে স্বাহা। (৫) ভুবনপতয়ে স্বাহা।

(৬) ভূতানাং পতয়ে স্বাহা॥ ২॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'অদিত্যৈ' (অনন্তস্বরূপায়, ভগবৎকর্ম্মসাধনায়) 'ব্যুন্দনং' (ভক্তিরসার্দ্রং) 'অসি' (ভবসি)।

২। হে মনঃ! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (ব্যাপকস্য পরমেশ্বরস্য, যাগাদিসৎকর্ম্মানুষ্ঠানস্য) 'স্তুপঃ' (ধারকঃ, শিখেব, চূড়া ইব) 'অসি' (ভব, ভবসি)।

৩। হে মনঃ! ত্বং 'ঊর্ণম্রদসং' (স্নিগ্ধসত্ত্বভাবযুতং) ভব; 'দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবভাবেভ্যঃ) 'স্বাসস্থাং' (সুখবাসস্বরূপং কর্ত্তুং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্তৃণামি' (আস্তীর্ণং করোমি)। হে মন! ত্বাং শুদ্ধসত্ত্বভাবসমন্বিতং তথা [illegible]

৪। হে মনঃ! ত্বাং 'ভুবপতয়ে' (অন্তরিক্ষস্বামিনে) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ সম্প্রদদামি)।

৫। হে মনঃ! ত্বাং 'ভুবনপতয়ে' (চতুর্দ্দশভুবনস্বামিনে) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ সম্প্রদদামি)।

৬ হে মনঃ! ত্বাং 'ভূতানাং পতয়ে' (সর্ব্বসৃষ্টিস্বামিনে) 'স্বাহা' (স্বাহা মন্ত্রেণ সম্প্রদদামি)। (২অ—২ক—১ ৬ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র কয়েকটী মনঃ-সম্বোধন-সূচক বলিয়া আমরা মনে করি।]

১। হে মন! সেই অনন্ত-স্বরূপ ভগবানের কার্য্য-সম্পাদনের জন্য ভক্তিরসার্দ্র হও।

২। হে মন! তুমি বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের ধারক হও; অথবা তুমি যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের চূড়াস্বরূপ হও।

৩। হে মন! তুমি স্নিগ্ধ সত্ত্বভাবযুত হও, সর্ব্বদেবভাবের আবাসস্থান করিবার উদ্দেশে তোমাকে আসন-রূপে বিস্তৃত করিতেছি।

৪। হে মন! তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রে পূত করিয়া ভুবপতির উদ্দেশে সম্প্রদান করিতেছি।

৫। হে মন! তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রে পূত করিয়া ভুবনপতির উদ্দেশে সম্প্রদান করিতেছি।

৬। হে মন! তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রে পূত করিয়া সেই ভূতপতির—সেই বিশ্বস্রষ্টার—উদ্দেশে সম্প্রদান করিতেছি। (২অ—২ক—১-৬ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৭।২০) শেষং মূলমুপসিঞ্চত্যদিত্যৈ ব্যুন্দনমসীতি॥ হে প্রোক্ষণশেষোদক ত্বমদিত্যা ভূম্যাঃ ব্যুন্দনমসি বিশেষেণ ক্লেদনমসি॥ (কা০ ২।৭।২১) বর্হিষঃপ্রস্তরং পুরস্তাৎ প্রস্তরগ্রহণং বিষ্ণোঃস্তূপ ইতীতি। হে প্রস্তর দর্ভমুষ্টিরূপ ত্বং বিষ্ণোর্যজ্ঞস্য স্তুপোঽসি। ষ্টৈ স্ত্যৈ শব্দসংঘাতয়োঃ। ঔণাদিকো ডুপপ্রত্যয়ঃ। দর্ভসংঘাতরূপত্বাৎ কেশসংঘাতরূপা শিখেব ভবসি॥ (কা০ ২।৭।২২) বেদিং স্তৃণাত্যূর্ণম্রদসমিতীতি। হে বেদে ত্বাং স্তৃণামি বর্হিষাচ্ছাদয়ামি। কিম্ভূতাং ত্বাং। উর্ণম্রদসমূর্ণমিব মৃদুতরামতিশয়েন মৃদুম্রদীয়সী ঈয়-লোপশ্ছান্দসঃ। যথা প্রাভোরূপবেষ্টং ভূমিঃ কম্বলাদিনাচ্ছাদ্যতে কাঠিন্যাভাবায় তথা দর্ভৈরাচ্ছাদিতা বেদির্মৃদুঃ স্যাৎ। পুনঃ কিম্ভূতাং ত্বাং দেবেভ্যঃ স্বাসস্থাং দেবো[illegible]রায় সুখেনাসিতুং স্থানভূতাং। সুখেন আসেনাসনেন স্থীয়তে যস্যাং সা স্বাসস্থা তাং।

স্কন্নমভিমৃশতি ভুবপতয়ে স্বাহেতি॥ এতন্মন্ত্রত্রয়স্য ভ্রাতৃঋষয়ঃ। ভুবপত্যাদয়স্ত্রয়োঽগ্নের্ভ্রাতরঃ। স্বাহাশব্দো নিপাতো দেবান্ প্রতিদানবাচী স্বাহাকারং চ বষট্কারং চ দেবা উপজীবন্তীতি শ্রুতেঃ। হবির্গ্রহণকালে পরিধিভ্যো হবির্যদ্বহিঃ স্কন্নং তদ্ভুবপত্যাদিভ্যোঽগ্নের্ভ্রাতৃভ্যো দত্তমিতি মন্ত্রার্থঃ। পুরাগ্নের্ভ্রাতরো বষট্কারভয়াদ্ভীতাঃ প্রাবিশংস্তদনু তেনাগ্নিনাপি পলায্যোদকে প্রাবিশত্ততো দেবৈরানীয় স্বাধিকারে স্থাপ্যমান এবমবদদ্যদেতেষাং মদ্ভ্রাতৄণাং পরিধিভ্রেষাং চ যজ্ঞভাগঃ কল্পতামিতি। তৎস্বেহগ্নের্ভ্রাতরঃ পরিধয়ো জাতাস্তেষাং চ স্কন্নং হবির্ভাগঃ কৃত ইতি বধা। (২অ—২ক—১৮ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——*:○:*——

এই কণ্ডিকার মন্ত্র কয়েকটী এক পৌরাণিক উপাখ্যানের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। ব্যাখ্যায়, কখনও প্রোক্ষণীকে, কখনও কুশসমূহকে, কখনও বেদিকে, কখনও বা উপাখ্যান-কল্পিত দেবত্রয়কে সম্বোধন করিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। প্রথমে উপাখ্যানের কাহিনী কহিতেছি; পরে শেষে মন্ত্রার্থের বিষয় আলোচনা করিতেছি। সে কাহিনী,—কণ্ডিকার শেষ মন্ত্রত্রয় উপলক্ষে কল্পিত হয়। দেবোদ্দেশে হবিঃ প্রক্ষেপকালে মৃত্তিকাতে হবিরংশ পতিত হয়। সেই হবিরংশ উপলক্ষে উপাখ্যানটী কল্পিত। অগ্নিদেবের তিনটী ভাই ছিল, তাঁহারা যজ্ঞভাগ পাইবার জন্য বিবাদ উপস্থিত করেন। শেষে বষট্কারের ভয়ে সংগোপনে তাঁহারা ভূগর্ভে জলমধ্যে লুক্কায়িত হন। কিছুকাল পরে অগ্নিদেবের হৃদয়ে ভ্রাতৃশোক উথলিয়া উঠে। তিনি তখন ভ্রাতৃগণের অনুসরণে জলমধ্যে প্রবেশ করেন। তখন, ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়, [illegible] ভয় দূরে যায়। তখন যজ্ঞের আর কোনও ভাগ অবশিষ্ট নাই দেখিয়া, সেই ভ্রাতৃগণের জন্য অগ্নিদেব, ভূপতিত হবিরংশ ঘৃত তাঁহাদিগের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কথিত হয়, সেই তিন ভাই ভুবপতি, ভুবনপতি, ভূতপতি নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। কণ্ডিকার শেষমন্ত্রত্রয় তাঁহাদেরই সম্বোধনে প্রযুক্ত।

অতঃপর ভাষ্যানুসারে মন্ত্র ছয়টীর যে অর্থ হয়, তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। প্রথম মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে বৃষ্টিবিশিষ্ট প্রোক্ষণি! বেদীর মূলদেশ সিক্ত করিবার জন্য তোমরা নিয়োজিত হও।' দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে সঙ্ঘবদ্ধ কুশ-সমূহ! তোমরা এই যজ্ঞরূপ মস্তকের শিখাস্থানীয়।' তৃতীয় মন্ত্রে বেদীর উপরে কুশ-বিস্তারের পর বলা হইতেছে,—'হে বেদি! দেবতারা তোমাতে বসিবেন; তাই এই ঊর্ণাসন-সদৃশ কুশাসন বিস্তৃত হউক।' অতঃপর শেষ তিনটী মন্ত্রে অগ্নির ভ্রাতৃত্রয়কে একে একে বলা হইতেছে,—'এই তোমার উদ্দেশে আজ্য প্রদত্ত হউক।'

কণ্ডিকার মন্ত্র কয়েকটীর শব্দের প্রতি ও ভাব-সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, অতি সমীচীন সুসঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'অদিতি' শব্দে যে অনন্তস্বরূপ ভগবানকে বা তাহা পূর্ব্বেই সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। 'ব্যুন্দনং' শব্দে 'সুগন্ধ্যা সৎকারের' ...

আসে। তাহা হইতে, বেদীকে সিক্ত করা অপেক্ষা মনকে সেই পরমেশ্বরের কার্য্য-সম্পাদনের জন্য ভক্তিরসে আর্দ্র করার ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় মন্ত্রে মনকে বলা হইতেছে,—'বিষ্ণো স্তুপোঽসি।' বিষ্ণুর স্তুপ বলিতে কি বুঝি? এতদুক্তিতে দুই প্রকার ভাব মনে আসে। প্রথম—স্তুপ' শব্দে 'ধারক' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি; দ্বিতীয়—স্তুপ শব্দে 'চূড়া' অর্থ অধ্যাহার করা যায়। প্রথম অর্থে—'মন, তুমি পরমেশ্বরকে ধারণ কর', এই ভাব আসে, দ্বিতীয় অর্থে—'বিষ্ণোঃ' পদে যদি 'যজ্ঞঃ' অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে বলিতে পারি,—'মন, তুমি যজ্ঞের শিখা বা চূড়া হও।' যজ্ঞের শিখা বা চূড়া—মন কিরূপে হইতে পারে? শিখা বা চূড়া শব্দে যজ্ঞে প্রদত্ত আহবনীয় সামগ্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ভাবই আসে। যজ্ঞে যাহা কিছু উপচার প্রদান কর না কেন, আহবনীয়-রূপে যত কিছু মূল্যবান সামগ্রীই উৎসর্গ কর না কেন, মনই সকল সামগ্রীর শ্রেষ্ঠ আহবনীয়। মন ভগবৎ-কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হইলে, কোনও আহবনীয় সামগ্রীই তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে শ্রেষ্ঠ উপচারই বলা যায়। অতঃপর, তৃতীয় মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। 'ঊর্ণম্রদসং' পদের অর্থ—ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায়ই প্রকাশ—কোমলতা সম্পাদক। শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চারে মন স্নিগ্ধ কোমলতা সম্পন্ন হয়। মনকে কোমলতা-সম্পন্ন হইতে বলার অর্থ এই যে,—মন যেন স্নিগ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হয়। দেবগণের বা দেবভাবের আবাস স্থানরূপে মনকে আসনরূপে বিস্তৃত করাই সুসঙ্গত উপমা। যত কিছু সুকোমল সুদৃশ্য আসন বিস্তৃত কর না কেন, দেবভাব উপবেশনের আসন—সুপবিত্র মন ভিন্ন অন্য আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। তাই প্রথমে বলা হইল,—'মন, তুমি স্নিগ্ধসত্ত্বভাবপূর্ণ হও'। তার পর বলা হইল,—'তোমায় দেবতাদের সুখাবাসের জন্য বিস্তৃত করিতেছি।' পর পর বাক্যের সুন্দর সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে। উপসংহারে লক্ষ্য করুন,—আসন বিস্তৃত করার পর বলা হইতেছে,—'মন, তোমাকে ভূপতির উদ্দেশে সমর্পণ করিতেছি, তোমাকে ভুবনপতির উদ্দেশে সম্প্রদান করিতেছি, তোমাকে ভূতপতির উদ্দেশে বিনিযুক্ত করিতেছি।' এখানে তিনটি স্তর লক্ষ্য করিবার আছে। সাধক একে একে তাঁহার আরাধনার ধনকে অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছেন। প্রথমে মনে হইল,—তিনি আকাশের অধিপতি, উর্দ্ধলোকে বিরাজ করিতেছেন। তাই কহিলেন,—'মন, তোমাকে আমি স্বাহা-মন্ত্রে পূত করিয়া, সেই অন্তরিক্ষপতির উদ্দেশে সম্প্রদান করিতেছি।' তৎপরে তিনি আরও উন্নত স্তরে উন্নীত হইলেন। তখন দেখিলেন,—তাঁহার আরাধ্য দেবতা তো কেবল আকাশের অধিপতি নহেন। তিনি যে ভুবনপতি—চতুর্দ্দশ ভুবন যে তাঁহারই আয়ত্তাধীন! তখনই তিনি কহিলেন,—মন, এইবার তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রে পবিত্র করিয়া সেই ভুবনপতির উদ্দেশে সমর্পণ করিতেছি।' সঙ্গে সঙ্গে সাধনার চরম লক্ষ্যস্থল—সেই শ্রেষ্ঠতম স্তরের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সাধক তখন দেখিলেন—বুঝিলেন,—তিনি যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। তাই কহিলেন—মন এইবার তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রে পবিত্র করিয়া সেই পরমেশ্বরের চরণে সমর্পণ করিতেছি।' ইহাই সাধনার চরম উৎকর্ষ। মন্ত্রে এই চিত্রই প্রকটিত (২অ ২ক ১৬ম)।

তৃতীয় কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। তৃতীয় কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) গন্ধর্ব্বস্ত্বা বিশ্বাবসুঃ পরিদধাতু বিশ্বস্যারিষ্ট্যৈ যজমানস্য

পরিধিরস্যগ্নিরিড্ ঈডিতঃ।

(২) ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণো বিশ্বস্যারিষ্ট্যৈ যজমানস্য

পরিধিরস্যাগ্নিরিড্ ঈডিতঃ।

(৩) মিত্রাবরুণৌ ত্বোত্তরতঃ পরিধত্তাং ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা বিশ্বস্যারিষ্ট্যৈ

যজমানস্য পরিধিরস্যগ্নিরিড্ ঈডিতঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! 'বিশ্বাবসুঃ' (সর্ব্বব্যাপী) 'গন্ধর্ব্বঃ' (সর্ব্বগঃ) স ভগবান্ 'বিশ্বস্য অরিষ্ট্যৈ' (সর্ব্বশত্রূণাং, সর্ব্ববিধহিংসাপরিহারায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিদধাতু' (সর্ব্বতঃ সংরক্ষণং করোতু); ত্বমপি 'ঈডিতঃ' (স্তবনীয়ঃ) 'অগ্নিঃ ইড্' (অগ্নিবৎ জ্ঞানাগ্নিসংশ্রবযুতং ভূত্বা) 'যজমানস্য' (অর্চ্চকস্য) 'পরিধিঃ' (সংরক্ষকং) 'অসি' (ভবসি)॥

২। হে মনঃ! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ) 'দক্ষিণঃ বাহুঃ' (শ্রেষ্ঠাঙ্গস্বরূপং) 'অসি' (ভবসি); ত্বমপি 'বিশ্বস্য অরিষ্ট্যৈ' (সর্ব্বশত্রূণাং, সর্ব্ববিধহিংসাপরিহারায়) 'ঈডিতঃ' (স্তবনীয়ঃ) 'অগ্নিঃ ইড্' (অগ্নিবৎ জ্ঞানাগ্নিসংশ্রবযুতং ভূত্বা) 'যজমানস্য' (অর্চ্চকস্য) 'পরিধিঃ' (সংরক্ষকং) 'অসি' (ভবসি)॥

৩। হে মনঃ! 'ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা' (তব সত্যধর্ম্মপালনফলেন) 'মিত্রাবরুণৌ' (জ্ঞান-ভক্তিরূপৌ দেবৌ, ভগবদ্বিভূতিদ্বয়ৌ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উত্তরতঃ' (শ্রেষ্ঠলোকে) 'পরিধত্তাং' (সর্ব্বতোভাবেন স্থাপয়তাং); ত্বমপি 'বিশ্বস্য অরিষ্ট্যৈ' (সর্ব্বশত্রূণাং, সর্ব্ববিধহিংসাপরিহারায়) 'ঈডিতঃ' (স্তবনীয়ঃ) 'অগ্নিঃ ইড্' (অগ্নিবৎ জ্ঞানাগ্নিসংশ্রবযুতং ভূত্বা) 'যজমানস্য' (অর্চ্চকস্য) 'পরিধিঃ' (সংরক্ষকং) 'অসি' (ভবসি)। (২অ—৩ক—১-৩ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র তিনটী মনঃসম্বোধন-মূলক।]

১। হে মন! সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগ সেই ভগবান, সর্ব্ববিধ হিংসকগণের হিংসা হইতে তোমাকে রক্ষা করুন। স্তবনীয় অগ্নির ন্যায় (অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি-সংশ্রবযুত হইয়া) তুমি বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার শত্রু হইতে অর্চ্চকের সংরক্ষক হও।

২। হে মন! তুমি ভগবানের দক্ষিণ-বাহুস্বরূপ (শ্রেষ্ঠ অঙ্গ) হও। স্তবনীয় অগ্নির ন্যায় (অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি সংশ্রবযুত হইয়া) তুমি বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার শত্রু হইতে অর্চ্চকের সংরক্ষক হও।

৩। হে মন! তোমার সত্যধর্ম্মপালন-ফলে, জ্ঞানভক্তিরূপ সেই মিত্রাবরুণ দেবদ্বয় তোমাকে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠলোকে স্থাপন করুন। স্তবনীয় অগ্নির ন্যায় (অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিসংশ্রবযুত হইয়া) তুমি বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার শত্রু হইতে অর্চ্চকের সংরক্ষক হও। (২অ—৩ক—১-৩ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৮।১) পরিধীন্ পরিদধাতি মধ্যমদক্ষিণোত্তরান্ গন্ধর্ব ইতি প্রতিমন্ত্রমিতি॥ আদৌ পশ্চাৎ। হে পরিধে বিশ্বাবসুনামা গন্ধর্ব্বঃ ত্বাং পরিদধাতু আহবনীয়স্য পশ্চাৎ সর্ব্বতঃ স্থাপয়তু। বিশ্বস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্ প্রদেশে বসতীতি বিশ্বাবসুঃ। দ্যুলোকস্থং সোমং রক্ষিতং তৎপার্শ্বে সর্ব্বত্র গন্ধর্ব্বোঽবসদিতি শ্রুতান্তরকথা। কিমর্থং স্থাপয়তু। বিশ্বস্যারিষ্ট্যৈ। রিষ হিংসায়াং রেষণং রিষ্টিঃ ন রিষ্টিঃ অরিষ্টিস্তস্যৈ। আহবনীয়স্থানরূপস্য বিশ্বস্য হিংসাপরিহারায়। পরিধ্যভাবেঽসুরাঃ প্রবিশ্য হিংসন্তি। কিং চ ত্বং যজমানস্য পরিধিরসি। ন কেবলমগ্নেঃ পরিধিঃ যজমানমপ্যসুরেভ্যো রক্ষিতুং পশ্চিমদিশি স্থাপিতোঽসি। কিং চ অগ্নিরিডঃ ঈডিতশ্চাসি। আহবনীয়স্য প্রথমো ভ্রাতা ভুবনপতিনামাগ্নিরূপস্ত্বমসি। ঈড্যতে স্তূয়তে ইতীড স্তুতিযোগাঃ। অত এব ঈডিতঃ স্তুতো হোত্রাদিভিঃ। ঈড স্তুতৌ॥ দক্ষিণং পরিধিং পরিদধাতি ইন্দ্রস্য বাহুরসি। হে দ্বিতীয় পরিধে ত্বমিন্দ্রস্য দক্ষিণো বাহুরসি রক্ষণসমর্থত্বাদিন্দ্রবাহুত্বোপচারঃ। বিশ্বস্যেত্যাদি ব্যাখ্যাতং। অগ্নিশব্দেন ভুবনপতিনামা দ্বিতীয়ো ভ্রাতা॥ তৃতীয়মুত্তরং পরিধিং পরিদধাতি॥ মিত্রাবরুণৌ॥ হে তৃতীয়পরিধে! মিত্রাবরুণৌ বায়্বাদিত্যৌ ধ্রুবেণ স্থিরেণ ধর্ম্মণা ধারণেন উত্তরস্যাং দিশি ত্বাং পরিধত্তাং পরিতঃ স্থাপয়তাং। বিশ্বস্যেত্যাদি পূর্ব্ববৎ। অত্রাগ্নিঃ ভূতানাং পতিস্তৃতীয়ো ভ্রাতা। (২অ—৩ক—১-৩ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———:*:———

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে ভাব পরিগ্রহ করা বড়ই কঠিন। কল্পিত হয়,—বেদীর পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর তিন দিকে পরিধি নির্দ্দেশ করিয়া, সেই পরিধিত্রয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই মন্ত্রত্রয় বিহিত হইয়াছে। তাহাতে অর্থ হয়,—'হে পরিধি, সমস্ত বিঘ্ননিবারণের জন্য বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি যেমন অগ্নির পরিধি, তেমনি যজমানেরও পরিধি। সুতরাং তুমি অগ্নির ন্যায় স্তবনীয়।' ইহাই প্রথম মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ। দ্বিতীয় মন্ত্রে, দক্ষিণদিকের পরিধিকে সম্বোধন করিয়া এবং তৃতীয় মন্ত্রে উত্তরদিকের পরিধিকে লক্ষ্য করিয়া, ঐ এক ভাবেরই প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ভাষ্যকার এখানেও ভুবপতি, ভুবনপতি ও ভূতপতি নামক অগ্নির তিন ভাইকে আনয়ন করিয়াছেন।

আমরা মনে করি, মন্ত্র তিনটী গম্ভীর ভাবদ্যোতক। প্রথম মন্ত্রের প্রার্থনায় সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগ ভগবানকে আহ্বান করিয়া শত্রু-নাশের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'মন! সেই ভগবান তোমাকে তোমার সকল প্রকার শত্রু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্ব্বোতোভাবে রক্ষা করুন।' কি শত্রু কেমন প্রকার শত্রু, মন্ত্রের শেষাংশে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। মন যখন অজ্ঞানতার আঁধারে আচ্ছন্ন হয়, প্রবল রিপুশত্রু তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসে। তাহাদের কবল হইতে মন যাহাতে পরিত্রাণ-লাভ করে, প্রার্থনায় সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইতেছে। অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে, জ্ঞানালোক প্রকাশ পাইলে, সেই আলোকই তখন অর্চ্চনাকারীর সংরক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। চারিপার্শ্বে গণ্ডী পাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিলে, শত্রু যেমন অগ্রসর হইতে পারে না; সেইরূপ, জ্ঞান-পরিধি বিস্তৃত করিতে পারিলে, রিপুবর্গ আসিয়া কখনও চিত্তকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রথম মন্ত্রে এই দুই ভাবই প্রকাশ [illegible] জ্ঞানালোকরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, সাধকের চিত্ত আপনা-আপনিই [illegible] প্রথম মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ।

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ ভাব আরও পরিস্ফুট দেখি। এখানে মনকে বলা হইতেছে,—'মন, তুমি ভগবানের শ্রেষ্ঠ অঙ্গস্বরূপ হও।' তাঁহার শ্রেষ্ঠাঙ্গ কিরূপে হওয়া যায়? তিনি সৎস্বরূপ সত্ত্বভাবময়। [illegible] তাঁহার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থিত। পরম শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হইলে ভগবানের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হইতে পারা যায়। তাহা হইলেই, সে ভাব আসিলেই—বিশ্বের সকল শত্রু হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

তৃতীয় মন্ত্রে আরও স্পষ্ট করিয়া ঐ কথাই বলা হইয়াছে। কি করিলে ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়? উত্তর—'ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা' অর্থাৎ,—সত্য-ধর্ম্ম-পালন দ্বারা জ্ঞান-ভক্তির

প্রকারে ভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ মিত্রাবরুণ, অর্চ্চনাকারীকে শ্রেষ্ঠলোকে স্থাপন করেন। তাঁহাতে সকল প্রকার শত্রুর হিংসা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সত্যধর্ম্ম পালন করিতে পারিলে, হৃদয় জ্ঞানভক্তিতে পরিপূর্ণ হইলে, আপনিই শ্রেষ্ঠলোক-প্রাপ্তি ঘটে। শত্রুর আগমনের পথে আপনা-আপনিই বাধা উপস্থিত হয়। ভগবান্ সাধককে রক্ষা করেন। (২অ—৩ক—১৩ম)।

—•—

চতুর্থ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। চতুর্থ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি।
অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে ॥ ১ ॥ *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবে' (ত্রিকালজ্ঞ) 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব), 'দ্যুমন্তং' (দীপ্তিমন্তং) 'বৃহন্তং' (মহান্তং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অধ্বরে' (হিংসারহিতে যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি হৃদ্দেশে) 'বীতিহোত্রং' (অভিলাষপরিপূরণার্থং) 'সমিধীমহি' (সম্যক্ দীপয়ামঃ প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ)। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! ত্বং অস্মাকং হৃদয়ে প্রদীপ্তো ভব ইতি ভাবঃ। (২অ—৪ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! মহান্ এবং দীপ্তিমান্ আপনাকে আমার ইষ্টলাভের জন্য, এই হিংসারহিত যজ্ঞে (আমার সৎকর্ম্ম-নিবহে—আমার হৃৎপ্রদেশে) প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। (অ—ক—ম)।

---

* এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের প্রথম অধ্যায়ের ঊনবিংশ অনুবাকের অন্তর্ভুক্ত। উহা ঐ মণ্ডলের ২৬ সূক্তের তৃতীয় ঋক্। উহার প্রচলিত অর্থ,—'হে অগ্নি! তুমি জ্ঞানসম্পন্ন, হব্যভোজী, দীপ্তিমান ও মহৎ; আমরা যজ্ঞস্থলে তোমাকে প্রজ্বলিত করি।'

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৮।২) প্রথমং পরিধিং সমিধোপস্পৃশ্য সমিদ্ধমসীতি ত্যাদধাতীতি। ইয়মৃক্ অগ্নিদেবত্যা গায়ত্রীচ্ছন্দস্কা। হে কবে। ক্রান্তদর্শন্ হে অগ্নে অধ্বরে যাগে নিমিত্তে ত্বাং বয়ং সমিধীমহি অনেনেধ্মকাষ্ঠেন দীপয়ামঃ। অতীতানাগতদূরবর্ত্তিপদার্থানাং যস্য যুগপজ্জ্ঞানং স কবিঃ। কিম্ভূতং ত্বাং। বীতিহোত্রং। ইণ্ গতৌ। বীতির্গতিঃ ব্যাপ্তিঃ পুত্র-পৌত্রপশুধনাদিভিঃ সমৃদ্ধিরিত্যর্থঃ। বীতয়ে সমৃদ্ধ্যৈ হোত্রং হোমো যস্য, স বীতিহোত্রস্তং যত্র হোমে কৃতে সমৃদ্ধিপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। যদ্বা বীতিরভিলাষো হোত্রে হোতৃকর্ম্মণি যস্য তং। তথা দ্যুমন্তং। দ্যোঃ কান্তিরস্যাস্তীতি দ্যুমান্ তং অতএব বৃহন্তং। তথা বৃহন্তং মহান্তং ॥ ৪ ॥ (২অ ৪ক — ম)।

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

এটী সমিধ স্থাপনের মন্ত্র — ভাষ্যাদিতে প্রতীত হইবে, এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক প্রথম পরিধির (হোমকুণ্ড বিভাগের) উপর প্রজ্বলিত সমিধ্ স্থাপন করিতে হয়। সে মতে, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে, অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—'হে অগ্নে! এই যজ্ঞে তোমাকে প্রজ্বলিত করিতেছি। তুমি কবি তুমি বীতিহোত্র, তুমি দীপ্যমান, তুমি মহান্' ইত্যাদি।

বাহ্যযজ্ঞ ও অন্তর্যজ্ঞ— এই দুই প্রকার এক যজ্ঞে সমক্ষ জ্বলন্ত অগ্নিকে সম্বোধন করা হয়, অন্য যজ্ঞে, এই চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য লোকলোচনের বহির্ভূত, অন্তর্দৃষ্টির অন্তর্গত, ধ্যান-ধারণার বিষয়ীভূত, দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের সম্বোধন—স্থূল-বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত, পরিদৃশ্যমান স্থূলপদার্থসমূহই তাহাতে আহুতি প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকার যজ্ঞের সম্বোধ্য—সেই লোকাতীত সূক্ষ্মবস্তু, সুতরাং তাহার আহবনীয় সামগ্রীও সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সামগ্রী। মন্ত্রটী উভয় যজ্ঞেই সমভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। উহার অভ্যন্তরে এমনই সার্ব্বজনীন অর্থ নিহিত রহিয়াছে। 'হে অগ্নি তোমাকে প্রজ্বলিত করিতেছি'—প্রজ্বলিত সমিধ হস্তে এরূপভাবের উক্তিও এই মন্ত্রার্থে প্রকাশ পাইতে পারে, আবার,'আমার এই অন্তর্যজ্ঞে আমার এই সংকল্পনবাক্যের মধ্যে, আমার এই হৃৎপ্রদেশে, আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিতেছি'—মন্ত্রে এ ভাবও ব্যক্ত হইতে পারে। মন্ত্রের পদ-সমষ্টি এমন ভাবেই সন্নিবদ্ধ যে, সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইবার উপযোগী হইয়া আছে। অতএব 'জ্বলন্ত-সমিধ্ দ্বারা তোমাকে জ্বালাইতেছি'—মন্ত্রার্থ এরূপ না হইয়া, 'আমার সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধির কামনায় আমার সর্ব্বকর্ম্মে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি'—এইরূপ হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমার সর্ব্বকর্ম্মে জ্ঞানরূপে চিরদীপ্যমান হউন।' (২অ—৪ক—১ম)।

পঞ্চম কণ্ডিকা

(দ্বিতীয় অধ্যায়। পঞ্চম কণ্ডিকা। পঞ্চমন্ত্রাত্মিকা)

(১) সমিদসি। (২) সূর্য্যস্ত্বাপুরস্তাৎ পাতু কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যৈ।

(৩) সবিতুর্ব্বাহূ স্থঃ। (৪) ঊর্ণম্রদসং ত্বা স্তৃণামি স্বাসস্থং দেবেভ্যঃ।

(৫) আ ত্বা বসবো রুদ্রা আদিত্যাঃ সদন্তু ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'সমিধ' (হবনীয়ঃ কাষ্ঠং জ্ঞানাগ্নিদীপকঃ) 'অসি' (ভবসি)।

২। হে মনঃ! 'কস্যাশ্চিৎ' (সর্ব্বস্যাঃ, দেববিভূত্যাঃ) 'অভিশস্ত্যৈ' (সম্যক্ স্তুত্যর্থং, অর্চ্চনার্থং ত্বয়ি প্রতিষ্ঠার্থং) 'সূর্য্যঃ' (পূর্ণজ্যোতিঃস্বরূপো দেবঃ জ্ঞানং) 'পুরস্তাৎ' (অগ্রতঃ, সর্ব্বতঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পাতু' (পালয়তু)।

৩। হে মনঃসম্বন্ধিনৌ কর্ম্মভক্তিযোগৌ! যুবাং 'সবিতুঃ' (জ্ঞানস্য, প্রেরকস্য) 'বাহূ' (হস্তদ্বয়স্বরূপৌ) 'স্থঃ' (ভবথঃ)।

৪। হে মনঃ! ত্বং 'ঊর্ণম্রদসং' (স্নিগ্ধসত্ত্বভাবযুক্তং) ভব, 'দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবভাবেভ্যঃ) 'স্বাসস্থং' (সুখবাসস্বরূপং কর্ত্তুং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্তৃণামি' (আস্তীর্ণং করোমি)। হে মনঃ! ত্বাং শুদ্ধসত্ত্বভাবসমন্বিতং দেববাসযোগ্যঞ্চ করোমীতি ভাবঃ।

৫। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'বসবঃ' (নিবাসভূতাঃ দেবাঃ) 'রুদ্রাঃ' (শাসকাঃ, ঘোররূপা দেবতাঃ) 'আদিত্যাঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপাঃ জ্ঞানাধারাঃ দেবাশ্চ) 'আসদন্তু' (প্রসারয়ন্তু)। হে মনঃ! তে নিবাসভূতশাসকজ্যোতিঃস্বরূপা দেবাঃ পর্য্যায়ক্রমেণ ত্বাং ভগবন্তং প্রাপয়ন্তু ইতি ভাবার্থঃ। (২অ ৫ক—১-৫ম)।

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী সাধারণভাবে মনঃ-সম্বোধন-সূচক; কেবল তৃতীয় মন্ত্রটীর সম্বোধ্য— মনঃসম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ।]

১। হে মন! তুমি সমিধ্ অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নির দীপক হও।

২। হে মন! সকল দেববিভূতির সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনার জন্য

(প্রতিষ্ঠার জন্য), সেই পূর্ণজ্যোতিঃস্বরূপ (জ্ঞানময়) সূর্য্যদেব, সর্ব্বতো-ভাবে তোমাকে পালন করুন।

৩। হে মনঃসম্বন্ধী কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ! তোমরা সেই সদ্‌জ্ঞান-প্রেরক সবিতৃ দেবতার হস্তদ্বয়স্বরূপ হও।

৪। হে মন! তুমি স্নিগ্ধসত্ত্বভাবযুত হও। সর্ব্বদেবতাদের আবাস-স্থান বিধানের জন্য তোমাকে আস্তীর্ণ করিতেছি।

৫। হে মন। আশ্রয়স্থানভূত দেবগণ, শাসকস্থানীয় ঘোররূপী দেবগণ এবং জ্যোতিঃস্বরূপ (জ্ঞানস্বরূপ) দেবগণ তোমাকে প্রসাধিত করুন। (২অ—৫ক—১-৫ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)

(কা০ ২।৮।৩) অনুপস্পৃশ্য দ্বিতীয়াং সমিদমাদধাতি॥ হে ইধ্মকাষ্ঠ ত্বং সমিদসি অগ্নেঃ সন্দীপনমসি॥ (কা০ ২।৮।৪ সূর্য্যাস্ত্বেতি আহবনীয়মীক্ষমাণো জপতি॥ হে আহবনীয় সূর্য্যঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যা সকাশাৎ অভিশস্তিহিংসায়াঃ সকাশাত্ত্বাং পাতু রক্ষতু চতুর্থী পঞ্চম্যর্থে যা কাচিদ্ধিংসা প্রসক্তা তাং সর্ব্বাং পরিহর্ত্তুমর্থঃ। ইতরদিক্ষয়ে পরিধিত্রয়ং রক্ষকং পূর্ব্বস্যাং তদভাবাৎ সূর্য্যঃ। তথা চ শ্রুতিঃ (১।৩।৪।৮)। গুপ্ত্যা অভিতঃ পরিধয়ো ভবন্ত্যপিহিতং সূর্য্যমেব পুরস্তাদ্গোপ্তারং করোতীতি। (কা০ ২।৮।৫) পরিধিসন্ধৌ বিধৃতী নিদধাতি সবিতুর্বাহূ স্থ। তৃণদ্বয়ং প্রস্তর-ধারণার্থং তির্য্যগ্‌ নিদধাতি হে তৃণে যুবাং সবিতুর্দেবস্য বাহূ স্থঃ। প্রস্তরধারণেন হস্তসাম্য বাহূ ইব ভবথঃ॥ (কা০ ২।৮।১০) তয়োঃ প্রস্তরং স্তৃণাত্যূর্ণম্রদসমিতীতি উর্ণমিব মৃদুং দেবেভ্যো দেবানাং স্থাসস্থং সুখেনাসনং স্থীয়তে যত্র তাদৃশং ত্বাং স্তৃণামি॥ (কা০ ২।৮।১১) অন্তর্বিদধাত্যাত্বা বসব ইতীতি॥ প্রস্তরং পাণী নিদধাতি। বসবো রুদ্রা আদিত্যাঃ পালনকর্ত্তারো নিবসন্তো দেবাঃ ত্বামাসদন্তু আসাদয়ন্তু সর্ব্বতঃ প্রসারয়ন্তু॥ ৫॥

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

——:•:——

ভাষ্যানুসারে এই কণ্ডিকার মন্ত্রকয়েকটীর যে অর্থ হয়, প্রথমে তাহার আভাষ দেওয়া হইতেছে। পরে আমাদের বক্তব্য বলা যাইবে।

প্রজ্বলিত প্রথম সমিধ্‌ অর্পণ করিবার পর, আর বেদী স্পর্শ না করিয়া, সেই সমিধ্‌কে লক্ষ্য করিয়া প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ,—'হে ইধ্মকাষ্ঠ! তুমি সমিধ্‌ ও অগ্নির দীপ্তিমান কর।' অতঃপর আহবনীয়ের প্রতি লক্ষ্য

করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। তদনুসারে দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ,—'হে আহবনীয়! পুরোভাগের সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে সূর্য্যদেব তোমাকে রক্ষা করুন।' তৃতীয় মন্ত্রে দুইটী কুশ তীর্য্যগ্‌ভাবে রাখিতে হইবে। উহার উপর প্রস্তর স্থাপন উদ্দেশ্য থাকিবে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইবে,—'হে তৃণদ্বয়! তোমরা সন্নিতৃণদের বাহু হও।' অর্থাৎ, প্রস্তর-ধারণের জন্য তোমরাই স্বর্গীয় বাহুস্বরূপ। চতুর্থ মন্ত্র সেই কুশদ্বয়ের উপর প্রস্তর ম্নানে দর্ভমুষ্টি স্থাপন-পূর্ব্বক বলা হইবে—'হে প্রস্তর। দেবগণের উপবেশনের জন্য তোমাকে বিস্তৃত করিলাম। তুমি ঊর্ণাসনের ন্যায় কোমল হও।' পরিশেষে সেই আস্তরণে করস্পর্শ-পূর্ব্বক পঞ্চম মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। উহার প্রচলিত অর্থ,—'বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ (সবনত্রয়াভিমানী দেবতাত্রয়) তোমাতে আসিয়া উপবেশন করুন।'

এখন আধ্যাত্মিক পক্ষে মন্ত্র কয়েকটীর কি অর্থ হয়, দেখা যাউক। আমরা বলি, মন্ত্রকয়টী মনঃসম্বোধন-সূচক। মনই হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারে। মন যদি সমিৎ হয় জ্ঞানাগ্নি অবশ্যই জ্বলিয়া উঠিবে। সমিধ যেমন অগ্নি-সংযোগে আপনি প্রজ্বলিত হইয়া আপনাকেই আপনি আলোকিত হয়, মনও সেইরূপ জ্ঞানরশ্মি-সংযোগে আপনাকেই আপনি প্রজ্বলিত করিয়া উজ্জ্বলতা লাভ করে। এ পক্ষে মনের সহিত সমিধের সাদৃশ্য অতি সুসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। তদনুসারে দ্বিতীয় মন্ত্রটী যথোপযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি। মন সহসা জ্ঞান-পথের পথিক হইতে চাহে না। নানা প্রলোভন ও বিভীষিকা তাহাকে বিপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। সে ক্ষেত্রে জ্ঞানাধার ভগবানের করুণা প্রার্থনাই স্বাভাবিক ও একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানাধার সেই দেবতা, অন্যান্য সকল দেব-বিভূতির বিকাশ-পক্ষে সহায় হউন মনকে সদ্ভাবে উদ্বুদ্ধ করুন,—ইহাই এখানকার প্রার্থনা। দেবতার করুণা ভিন্ন যে দেবতাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই তত্ত্ব এখানে উদ্ঘাটিত। তৃতীয় মন্ত্র—ভগবদনুগ্রহ-প্রাপ্তির পন্থা প্রদর্শন করিতেছে। মন্ত্র ইঙ্গিতে বলিতেছে,—'সে অনুগ্রহ-প্রাপ্তি অনেকটা তোমার নিজেরই কর্ম্মসাপেক্ষ। তোমার কর্ম্ম ও ভক্তি তোমার জ্ঞানার্জ্জনের সহায় হইতে পারে। তোমার কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ সেই জ্ঞান-দেবতার হস্তস্বরূপ হউক দেখি। তাহা যদি হইতে পারে, অবশ্যই তুমি জ্ঞানাধারের করুণা প্রাপ্ত হইবে।' চতুর্থ মন্ত্র মনকে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবান্বিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। প্রস্তর-আসনের প্রসঙ্গে মনকেই লক্ষ্য করে। অসৎ-কর্ম্ম দ্বারা মন প্রস্তরবৎ কঠিন হয়। কিন্তু তাহাকে ভগবৎ-কার্য্যে নিয়োজিত, সত্ত্বভাবে ভাবান্বিত করিতে পারিলে, সেই আবার কোমলতা প্রাপ্ত হয়। প্রস্তর-আসন হইয়াও ঊর্ণনাভের তন্তুর ন্যায় কোমলাসন হইতে পারিবে,—এতদ্ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, শুদ্ধসত্ত্বভাবের আধার-স্বরূপ হইলে, এই মনই দেবগণের অভ্যর্থনার জন্য আসন-স্বরূপ বিস্তৃত হইতে পারে। তখন সর্ব্বদেবগণ, সর্ব্বদেবভাব সমূহ আপনিই আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইবেন। তখন, তাঁহারাই আশ্রয়স্থানভূত হইবেন, তখন তাঁহারাই শাসনস্থানীয় হইয়া তোমার সকল বৃত্তিকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন, তখন তাঁহারাই আসিয়া হৃদয়ে জ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন। 'বসু, রুদ্র, আদিত্য'—এই যে ত্রিকালাভিমানী তিন দেবতার অধিষ্ঠান-কল্পনা,

তাহার মর্ম্ম এই যে, সকল কালে তিনিই আশ্রয় দিবেন, তিনিই শাসনদণ্ড পরিচালনায় কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবেন, তিনিই জ্ঞানরূপে উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয় আলোকিত করিবেন। শেষ মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। (২অ—৫ক ১৫ম)।

— • —

ষষ্ঠ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ কণ্ডিকা। ষটমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) ঘৃতাচ্যসি জুহূর্নাম্না সেদং প্রিয়েণ ধাম্না প্রিয়ং সদ আসীদ।

(২) ঘৃতাচ্যস্যুপভৃন্নাম্নাসীদ। (৩) ঘৃতাচ্যসি ধ্রুবা নাম্নাসীদ।

(৪) প্রিয়েণ ধাম্না প্রিয়ং সদ আসীদ।

(৫) ধ্রুবা অসদন্নৃতস্য যোনৌ তা বিষ্ণো পাহি।

পাহি যজ্ঞং। পাহি যজ্ঞপতিং। (৬) পাহি মাং যজ্ঞন্যং ॥ ৬ ॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে দিব! ত্বং 'ঘৃতাচী' (হবিঃপূর্ণা, সত্ত্বভাবান্বিতা) 'অসি' (ভবসি), 'নাম্না' (অভিধেয়েন) 'জুহূ' (হবনপাত্রস্বরূপা ভব), 'সা' (এবং ভূত্বা ত্বং) 'প্রিয়েণ' (প্রিয়বস্তুনা) 'ধাম্না' (আধারেণ, সত্ত্বভাবাদিনা সঙ্কেত শেষঃ) 'ইদং' (মম হৃদয়রূপং) 'সদঃ' (আসনং) 'আসীদ' (অধিতিষ্ঠ)। হে দিব! ত্বং সদ্ভাবসমন্বিতা সতী মম হৃদয়াসনং অধিকুরু ইতি ভাবঃ।

২। হে দিব! ত্বং 'ঘৃতাচী' (হবিঃপূর্ণ সত্ত্বভাবান্বিতা) 'অসি' (ভবসি); 'নাম্না' (অভিধেয়েন) 'উপভৃৎ' (দেবসমীপে হবির্ধারণকর্ত্রী সদ্ভাবপোষিকা সতী) 'আসীদ' (মম হৃদয়মধিতিষ্ঠ)।

৩। হে দিব! ত্বং ঘৃতাচী' (হবিঃপূর্ণা, সত্ত্বভাবান্বিতা) 'অসি' (ভবসি); 'নাম্না' (অভিধেয়েন) 'ধ্রুবা' (স্থৈর্য্যশালিনী, নিত্যস্বরূপা সতী) 'আসীদ' (মম হৃদয়মধিতিষ্ঠ)।

৪। হে দিব! ত্বং ইত্থং 'প্রিয়েণ' (প্রিয়বস্তুনা) 'ধাম্না' (আধারেণ, সত্ত্বভাবাদিনা সঙ্কেত শেষঃ) 'ইদং' (মম হৃদয়রূপং) সদঃ' ('আসনং) 'আসীদ' (অধিতিষ্ঠ)।

৫। 'বিষ্ণো' (হে বিশ্বব্যাপক) 'ঋতস্য' (সত্যস্য) 'যোনী' (উৎপত্তিস্থানস্বরূপে, মম হৃদয়ে) 'ধ্রুবাঃ' (নিত্যস্বরূপাঃ যে সত্ত্বভাবাদয়ঃ) 'অসদন' (বর্ত্তন্তে) 'ত্বা' (তান্) 'পাহি' (রক্ষ); 'যজ্ঞং' (সৎক্রিয়াং, সত্ত্বাদীনাং কার্য্যং) পাহি' (রক্ষ), 'যজ্ঞপতিং' (যজ্ঞপালকং সদ্ভাবং) 'পাহি' (রক্ষ)।

৬। হে দেব। 'মাং যজ্ঞকৃতং' (অর্চ্চনাকারকং মাং) 'পাহি' (প্রতিপালয়, সংসারসাগরাৎ পরিত্রাহি ত্বমিতি শেষঃ। (২অ ৬ক—১ ৬ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম চারিটী মন্ত্র ধীকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত এবং শেষোক্ত মন্ত্রদ্বয় বিষ্ণুকে সম্বোধন করা হইয়াছে]

১। হে ধি। তুমি সত্ত্বভাবান্বিতা হইয়া থাক; নামে তুমি জুহূ হও (অর্থাৎ তোমার নাম জুহূ হউক); এইরূপ হইয়া তুমি, প্রিয়বস্তুর আধার সত্ত্বভাবের সহিত আমার হৃদয়রূপ আসনে অধিষ্ঠিত হও।

২। হে ধি! তুমি সত্ত্বভাবান্বিতা হইয়া থাক; নামে তুমি উপভৃৎ (সত্ত্বভাবপোষিকা) হইয়া, আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও।

৩। হে ধি! তুমি সত্ত্বভাবান্বিতা হইয়া থাক; নামে তুমি ধ্রুবা (নিত্যস্বরূপা) হইয়া আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও।

৪। হে ধি! তুমি, এইরূপে প্রিয়বস্তুর আধারস্বরূপ সত্ত্বভাবাদির সহিত আমার এই হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত হও।

৫। হে বিষ্ণু (বিশ্বব্যাপক)। সত্যের উৎপত্তিস্থান আমার হৃদয়ে নিত্যস্বরূপ যে সত্ত্বভাবাদি বিদ্যমান আছে, সেই সকলকে আপনি রক্ষা করুন; আমার যজ্ঞকে (সত্ত্বাদির কার্য্যকে) রক্ষা করুন; আমার যজ্ঞপালক সদ্ভাবকে রক্ষা করুন।

৬। হে দেব! অর্চ্চনাকারী আমাকে (এই সংসার পারাবার হইতে) পরিত্রাণ করুন। (২অ—৬ক—১ ৬ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৮।১২।১৩) সব্যাঙ্গুষ্ঠে জুহূং প্রতিগৃহ্য নিদধাতি ঘৃতাচীত্যেবমিতরে উত্তরাভ্যাং প্রতি মন্ত্রমিতি। হে জুহু ত্বং ঘৃতাচী অসি। ঘৃতমঞ্চতি প্রাপ্নোতীতি ঘৃতাচী ঘৃতপূর্ণা ভবসি নাম্না চ জুহূঃ। হূয়তেঽনয়েতি জুহূঃ। ক্বিপি দ্যুতিগমিজুহোতীনাং দ্বে চ জুহোতে-

আমরা বলি, প্রথম হইতে চতুর্থ মন্ত্রে ধীকে সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে ধি। তোমার দ্বারাই দেবোদ্দেশে হবনীয় বস্তু আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব, তুমিই প্রকৃত হবনপাত্রস্বরূপা। তুমি সর্ব্বদাই শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত হইয়া থাক। প্রিয়বস্তুর আধার শুদ্ধসত্ত্বাদি গুণসমূহের সহিত আসিয়া আমার হৃদয়-আসনে উপবেশন কর।' দ্বিতীয় মন্ত্রে ধীর আর একটী নামগুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাকে 'উপভৃৎ হও' বলা হইয়াছে। 'উপ' শব্দের অর্থ 'সমীপে' এবং 'ভৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ মূলক।' এখন বিবেচনা করিতে হইবে এস্থলে ধী কাহার সমীপে কোন্ বস্তু ধারণ বা পোষণ করিবে? ইহাতে প্রতীত হয় যে, ধীই দেবসমীপে হবনীয় ধারণকর্ত্রী, বা হৃদয়ে সদ্ভাব দেববিভূতি আদির পোষিকা। ধীর ন্যায় দেবতার নিকট হবনীয়ধারণকর্ত্রী বা হৃদয়ে সদ্ভাব-পোষিকা আর কে আছে?

এক্ষণে তৃতীয় মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। ইহাও ধীর অন্যতম নামগুণের পরিচায়ক মাত্র। এ মন্ত্রে ধীকে 'স্থিরা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সত্ত্বভাবান্বিতা ধী হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে, সাধকের ক্রমশঃ উচ্চঅবস্থাসকল করায়ত্ত হইয়া থাকে, তাঁহার পতনাশঙ্কা একেবারেই তিরোহিত হয়। উক্ত ধী একবার হৃদয়ে আসন লাভ করিলে আর বিচঞ্চল হয় না। তখন 'স্থিরা' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাই ধীর তৃতীয় অবস্থা। 'জুহূ,' 'উপভৃৎ' এবং ধ্রুবা'—ধীর এই তিন নামে বা অবস্থায়, সাধনার তিনটী স্তর পর্য্যায় প্রকাশ করিতেছে। 'ধী' যখন সদ্ভাবসমন্বিতা হইতে পারে তখন তাহাকে 'জুহূ' নামে অভিহিত করা যায়। তার পর, সেই সদ্ভাব যখন সে পোষণ করে তখন তাহার নাম—'উপভৃৎ' অর্থাৎ সদ্ভাব-পোষিকা। তাহার শেষকালের তৃতীয় অবস্থা—ধ্রুবা'। তখন তাহার সদ্ভাব অটল অচঞ্চল ভাবে স্থিতিলাভ করে। চতুর্থ মন্ত্রে ঐ তিনের সমন্বয় সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। অর্থাৎ, ঐ ত্রিগুণযুক্ত ধীকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়,—সাধক, ঐ ত্রিভাবান্বিত ধীকে লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া, এই চতুর্থ মন্ত্রে যেন পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রত্রয়ের উপসংহার করিতেছেন। বলিতেছেন,—'হে ধী। তুমি একরূপে তোমার প্রিয় নিত্যসহচর শুদ্ধসত্ত্বাদির সহিত আমার হৃদয়রূপ আসনে অধিষ্ঠিত হও। এই আসন তোমার সখার ন্যায় প্রিয় হউক।' উপসংহারে সেই বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা। কি জানি, মায়ার প্রভাবে সুমতি যদি প্রচ্ছন্ন হয় তাহার অব্যর্থ কুহকে সুমতির প্রিয়সহচর শুদ্ধসত্ত্বাদি সদ্ভাব-সমূহ যদি বিলুপ্ত হইতে বসে, তাই সাধক পঞ্চম মন্ত্রে কাতরপ্রাণে ভগবান্‌কে ডাকিতেছেন ও প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে বিষ্ণু। আপনি যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন! আপনি যে যজ্ঞপুরুষ। আপনি যে সৎকর্ম্মের উৎপত্তিস্থানস্বরূপ। আমার হৃদ্দেশে যে শুদ্ধসত্ত্বভাব উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষা করুন, সত্ত্বভাবাদির যজ্ঞরূপ আমার কার্য্যকে রক্ষা করুন; সত্ত্বভাবাদির কার্য্যপোষক যজ্ঞপতিরূপী সদ্ভাবকে রক্ষা করুন। হে দেব! আপনার অব্যর্থ রক্ষা-প্রভাবে আমার চিরায়াসসঞ্চিত সদ্ভাব যেন সহচরবর্গের সহিত সুরক্ষিত হইয়া থাকে।' পরিশেষে কাণ্ডিকার শেষ মন্ত্রে সাধক, ভগবানের নিকট আত্ম-

সম্বন্ধিনী চরম প্রার্থনা জানাইতেছেন। এ মন্ত্রে সাধক, সাধনার চরমসীমা ভগবানে আত্ম-সমর্পণরূপ নববিধ ভক্তির চরমভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধক এখানে শ্রীভগবানে নিজের সর্ব্বস্ব ন্যস্ত করিয়া নিজের চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন; বলিতেছেন—'হে ভগবন্! যজ্ঞই আমাকে পরিত্রাণ করুন।' (২অ—৬ক—১-৬ম)।

—— • ——

সপ্তম কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। সপ্তম কণ্ডিকা। চতুর্মন্ত্রাত্মিকা)।

(১) অগ্নে বাজজিদ্বাজং ত্বা সরিষ্যন্তং বাজজিতং সম্মার্জ্মি।

(২) নমো দেবেভ্যঃ। (৩) স্বধা পিতৃভ্যঃ।

(৪) সুযমে মে ভূয়াস্তং ॥ ৭ ॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'বাজজিৎ' (সত্ত্বভাববিশিষ্ট) 'অগ্নে' (হে-জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'বাজং' (সত্ত্বভাবং) 'সরিষ্যন্তং' (গমিষ্যন্তং, শুদ্ধসত্ত্বভাবসম্পাদনোপযুক্তং) 'বাজজিতং' (সত্ত্বভাবপ্রতিবন্ধকনাশকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সম্মার্জ্মি' (সংশোধয়ামি, হৃদি সম্যক্ দীপয়ামি)।

২। 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবেভ্যঃ) 'নমঃ' (নমস্করোমি, তে মাং প্রাপ্নুবন্তু ইতি ভাবঃ)।

৩। 'পিতৃভ্যঃ' (পিতৃগুণেভ্যঃ, পিতৃগুণান্ উদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ) 'স্বধা' (স্বধা ব্রবীমি; তান্ আহ্বয়ামি; তেঽপি মাং প্রাপ্নুবন্তু ইতি ভাবঃ)।

৪। হে দেবত্বপিতৃত্বে! যুবাং 'মে' (মদর্থং) 'সুযমে' (সুষ্ঠু সংযতে) 'ভূয়াস্তং' ভবতং)। (২অ—৭ক—১-৪ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। সত্ত্বভাববিশিষ্ট হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! সত্ত্বভাব-সম্পাদনের উপযুক্ত, সত্ত্বভাবের প্রতিবন্ধকতানাশক আপনাকে আমি আমার হৃদ্দেশে সম্যক্ প্রদীপ্ত করিতেছি।

২। দেবভাব-সমূহকে নমস্কার করিতেছি (তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হউক)।

৩। পিতৃগুণ-সমূহকে উদ্দেশ করিয়া 'স্বধা' উচ্চারণ করিতেছি। তদ্-গুণাবলীকে আহ্বান করিতেছি (সেই গুণসমূহ আমাতে সঞ্জাত হউক)।

৪। হে দেবভাব ও পিতৃগুণ, তোমরা উভয়ে আমার জন্য সুন্দররূপে সংযত হও। (২অ—৭ক—১-৪ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।১।১৩) ইধ্মসংনহনরজ্জুপরিধি সম্মার্ষ্টি অগ্নে বাজজিদিতি ত্রিস্ত্রিঃ পরিক্রামমিতি। বাজমন্নং জয়তীতি বাজজিৎ তৎসম্বুদ্ধৌ হে বাজজিৎ হে অগ্নে ত্বামহং সম্মার্জ্মি শোধয়ামি। কিম্ভূতং ত্বাং। বাজং সরিষ্যন্তমন্নমুদ্দিশ্য গমিষ্যন্তমন্নসম্পাদনোপযুক্তং। তথা বাজজিতমন্নমুদ্দিশ্য জয়োপেতমন্নপ্রতিবন্ধনিবারকমিত্যর্থঃ। (কা০ ৩।১।১৪) অপরমাহবনীয়াদঞ্জলিং করোতি নমো দেবেভ্য ইতীতি। যে দেবা অনুষ্ঠানমনুগৃহ্ণন্তি তেভ্যো নমস্করোতি। (কা০ ৩।১।১৫) স্বধা পিতৃভ্যঃ ইতি দক্ষিণত উত্তানমিতি। প্রাঙ্মুখেনাদৌ দেবনত্যর্থমঞ্জলিঃ কৃতঃ ইদানীং পিতৃনত্যর্থং দক্ষিণামুখ উত্তানমঞ্জলিং কুর্য্যাৎ যে পিতরঃ পালকাঃ সন্তি তেভ্যঃ স্বধাহস্তু। স্বধাশব্দো নিপাতঃ পিতৃনুদ্দিশ্য দেয়দ্রব্যস্য দানে বর্ত্ততে। অতো যদ্দেয়ং তদ্দাস্যাম ইত্যর্থঃ। অনেন মন্ত্রদ্বয়েন দেবাঃ পিতরশ্চাপচর্য্যন্তে। (কা০ ৩।১।১৬) সুযমে ম ইতি জুহূপভৃতৌ বাচয়তি। হে জুহূপভৃতৌ মে মদর্থং সুযমে সুষ্ঠু নিয়তে যুবাং ভূয়াস্তং ভবতং। যথা যুবয়োঃ স্থিতমাজ্যং ন স্কন্দতি তথা ধারয়তমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

—— ঃ • ঃ ——

ভাষ্যকার বলেন,—কণ্ডিকার 'অগ্নে বাজজিৎ' এই প্রথম মন্ত্র দ্বারা ইধ্মসংনহনের পরিধি পরিমার্জ্জিত করিবে। তাহার মন্ত্রার্থ এই দাঁড়ায় যে,—'হে বাজজিৎ অগ্নি তোমাকে আমি সম্মার্জ্জিত করিতেছি। তুমি কিরূপ? না—অন্ন উদ্দেশ করিয়া গমনশীল অর্থাৎ অন্নসম্পাদনের উপযুক্ত এবং অন্ন উদ্দেশ করিয়া জয়যুক্ত অর্থাৎ অন্নের প্রতিবন্ধনিবারক।' 'নমো দেবেভ্যঃ' এই দ্বিতীয় মন্ত্রটী দ্বারা আহবনীয় হইতে অন্য অঞ্জলি করিবে। ইহার অর্থ,—'যে দেবগণ অনুষ্ঠানকে অনুগ্রহ করেন, সেই দেবতাদিগকে নমস্কার। 'স্বধা পিতৃভ্যঃ' এই তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণদিকে উত্তান-হস্ত হইবে। প্রথমতঃ দেবতার নিমিত্ত পূর্ব্বমুখ হইয়া অঞ্জলি করা হইয়াছে। ইদানীং পিতৃগণের উদ্দেশে দক্ষিণমুখ হইয়া উত্তান অঞ্জলি করিবে। ঐ মন্ত্রের অর্থ—'যে পিতৃগণ পালক হইয়া আছেন, তাঁহাদিগের স্বধা হউক।' 'স্বধা' শব্দটি 'পিতৃগণের উদ্দেশে দেয়দ্রব্যের দানে প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব 'যাহা দেয়, তাহা আমরা দান করিব'—এইরূপ বুঝাইতেছে। এই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা দেবগণের ও পিতৃগণের উপচর্য্যা করিবে। অনন্তর 'সুযমে মে' এই চতুর্থ মন্ত্র

জুহূ ও উপভৃৎ গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন ইহার অর্থ,—'হে জুহূ ও উপভৃৎ! তোমরা আমার নিমিত্ত সুন্দররূপে সংযত হও।' অর্থাৎ- যাহাতে তোমাদের মধ্যস্থিত আজ্য পতিত না হয় এইরূপভাবে সেই আজ্যকে ধারণ কর। ইহাই ভাষ্যের মর্ম্মার্থ।

একণে আমরা এ মন্ত্রটীর যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহা বিবৃত করিতেছি। আমরা বলি, প্রথম মন্ত্রটী, জ্ঞানাগ্নির সম্বোধনসূচক। সাধক, জ্ঞানাগ্নিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতেছেন,—'হে সত্ত্বভাবযুক্ত জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব। আপনাকে আমার হৃদ্দেশে প্রদীপ্ত করিতেছি। আপনি সত্ত্বভাবসম্পাদনের উপযুক্ত, অর্থাৎ, আপনার অধিষ্ঠানে সত্ত্বভাব আপনিই হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। আপনি অজ্ঞানাদিজনিত কামক্রোধাদিরূপ সত্ত্বভাবের প্রতিবন্ধকগণকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা দেববিভূতি লাভ করিবার জন্য সাধক, দেবভাবসমূহকে নমস্কার করিতেছেন এবং তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা পিতৃলোকের গুণরাশি অধিকারমানসে তিনি পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন এবং উপসংহারে চতুর্থ মন্ত্রে সাধক দেবভাব ও পিতৃগুণ উভয়কেই সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন,—'হে দেবভাব ও পিতৃগুণ। তোমরা উভয়ে আমার ইষ্টলাভনিমিত্ত সুন্দররূপে সংযত (আমাতে সংযুক্ত) হও।' আমরা বলি, এই কণ্ডিকার মন্ত্র চতুষ্টয় এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। (২অ—৭ক—১৪ম)

—— • ——

অষ্টম কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। অষ্টম কণ্ডিকা। চতুর্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অস্কন্নমদ্য দেবেভ্য আজ্যং সম্ভ্রিয়াসং।

(২) অঙ্ঘ্রিণা বিষ্ণো মা ত্বাবক্রমিষং।

(৩) বসুমতীমগ্নে তে চ্ছায়ামুপস্থেষং বিষ্ণো স্থানমসি।

(৪) ইত ইন্দ্রো বীর্য্যমকৃণোদূর্দ্ধোঽধ্বর আস্থাৎ ॥ ৮ ॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অদ্য' (ইদানীং) 'দেবেভ্যঃ' (দেববিভূতিভ্যঃ, দেবভাবং লব্ধুং) 'আজ্যং' (হবিঃস্বরূপং শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'সম্ভ্রিয়াসং' (সম্যক্ পোষণং ধারণং বা করোমি)।

২। 'বিষ্ণো' (হে বিশ্বব্যাপক দেব!) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অবক্রমিষং' (অবক্রমণং করোমি, তব শরণাগতো ভবামি) ইঃ 'মা' (মা) 'অঙ্ঘ্রিণা' (চরণাশ্রয়দানেন) পাহীতি শেষঃ।

অথবা

২। 'বিষ্ণো' (বিশ্বব্যাপক হে দেব।) 'অঙ্ঘ্রিণা' (পাদেন) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মা অবক্রমিষং' (অবক্রমণং মা করোমি), তব বিশ্বব্যাপকত্বাৎ মম পাদস্পর্শদোষো ন ভবতি ইতি ভাবঃ।

৩। 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ হে দেব।) ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য দেবস্য) 'স্থানং' (আধাররূপঃ) 'অসি' (ভবসি); 'তে' (তব) বসুমতীং (ধনান্বিতাং) 'ছায়াং' (আশ্রয়রূপাং) 'উপস্থেষং' (আশ্রয়ামি, সেবে)।

৪। 'ইন্দ্র' (হে পরমেশ্বর।) ভবান্ 'হস্তঃ' (অস্মিন্ মম হৃদয়ে) 'বীর্যাং' (শত্রুনাশরূপং সামর্থ্যং) 'অকরোৎ' (বিস্তারয়তু), এবং সতি 'অধ্বরঃ' (মম যজ্ঞঃ শত্রুকৃত হিংসারহিতঃ সন্) উর্দ্ধ' (উন্নতঃ) 'আস্থাং' (ভবিতুং অর্হতু), তব সন্নিধৌ গমনযোগ্যো ভবতীতি ভাবঃ। (২অ—৮ক—১-৪ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। অদ্য আমি দেববিভূতি সমূহ লাভ করিবার নিমিত্ত, হবিঃস্বরূপ শুদ্ধ সত্ত্বভাবকে সম্যকরূপে ধারণ বা পোষণ করিতেছি।

২। বিশ্বব্যাপক হে দেব! আমি আপনার শরণাগত হইতেছি; আপনি, চরণাশ্রয়-দানে আমাকে রক্ষা করুন।

অথবা

২। বিশ্বব্যাপক হে দেব! আমি পদের দ্বারা আপনাকে আক্রমণ করিতেছি না (অর্থাৎ, আপনি বিশ্বব্যাপক বলিয়া আমার পাদস্পর্শ জনিত দোষ হইবে না)।

৩। জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি বিষ্ণুর (বিশ্বব্যাপক দেবতার) আধারস্বরূপ হইয়া থাকেন; আপনার ধনযুক্ত আশ্রয়রূপ ছায়াকে আমি আশ্রয় করিতেছি।

৪। হে পরমেশ্বর! আপনি, আমার এই হৃদয়ে শত্রুনাশক সামর্থ্য বিস্তার করুন; তাহা হইলে, শত্রুকৃত হিংসারহিত হইয়া আমার যজ্ঞ ঊর্দ্ধগতি লাভ করিবে (অর্থাৎ, রিপুশত্রু কর্তৃক প্রতিহত না হইয়া আপনার সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হইবে)। (২অ—৮ক—১-৪ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

তথা সতি অদ্যাস্মিন্নমুষ্ঠানদিনে দেবেভ্যো দেবোপকারায়াজ্যং যুবয়োঃ স্থিতং ঘৃতমন্নং ভূমৌ যথা ন স্কন্দতি তথা সম্ভ্রমাসং সম্যক্পোষণং করোমি ধারণং বা। আশীর্লিঙি উত্তমে রূপং। কা০ ৩।১।১৬) দক্ষিণাঙ্গুক্রামত্যঙ্ঘ্রিণা বিষ্ণবিতীতি। হে বিষ্ণো, ব্যাপক যজ্ঞপুরুষ

অভিত্থৃণা পাদেন ত্বা ত্বামহং মা অবক্রমিষম্ আক্রমণং মা কার্ষং পাদেনাতিক্রমেণ দোষো মে মাভূদিত্যর্থঃ। (কা০ ৩।১।১৯) বসুমতীমিত্যবস্থানমিতি। হে অগ্নে তব ছায়াং ছায়াবৎ সমীপবর্ত্তিনীং বসুমতীং ভূমিমহমুপাস্থেষমুপাতিষ্ঠেয়ং সেবেয়। উপপূর্ব্বস্তিষ্ঠতিঃ সেবার্থঃ। স এব সেবাপ্রকারঃ কথ্যতে। হে বসুমতি ত্বং বিষ্ণোর্যজ্ঞস্য স্থানমসি। অত্র স্থিত্বা যাগঃ কর্ত্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ। আহবনীয়সমীপবর্ত্তিত্বাদস্যা ভূমের্যজ্ঞস্থানত্বং। যদ্বায়মর্থঃ। হে অগ্নে তে তব বসুমতীং ধনবতীং ধনপ্রাপ্তিকরীং ছায়ামাশ্রয়মুপাস্থেষং সেবেয়। ছায়াশব্দ আশ্রয়বাচকঃ। যুষ্মৎ পাদচ্ছায়ায়াং বসামীত্যাদৌ। যতস্ত্বং বিষ্ণোর্যজ্ঞস্য স্থানমসি॥ (কা০ ৩।২।১) ইত ইন্দ্র ইতি জুহোতীতি। পূর্ব্বমন্ত্রে যজ্ঞসম্বন্ধি যৎ স্থানমুক্তং তদেব দেবানাং বিজয়হেতুত্বাদিতঃ শাস্ত্রে সমাম্নায়তে দেবযজনবর্জিতৈর্ভূমিরসুরাধীনত্বেন তত্র দেবানাং পরাজয়েঽপি যজ্ঞপ্রদেশঃ পরাজয়রহিতঃ তদেবোচ্যতে মন্ত্রেণ॥ ইত ইন্দ্রঃ॥ ইন্দ্র হতোঽস্মাদ্দেব-যজনস্থানাৎ উদ্ধৃতঃ সন্নিতিশেষঃ। বীর্যকরণাৎ বীরস্য কর্ম্ম বীর্য্যং। শত্রুবধরূপ-মকরোৎ অত্র এবাধ্বরযজ্ঞ উদ্ধমাস্থাৎ। উন্নতঃ স্থিতঃ। ইন্দ্রেন বীর্য্যে কৃতে শত্রুকৃতোপদ্রবাভাবাদধ্বরস্যোন্নত্যং। (২অ—৮ক—১৪ম)।

* * *

মর্ম্মার্থ আলোচনা।

——‡+:০:+‡——

এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রকয়টির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে, ভাষ্যকার পূর্ব্বকণ্ডিকোক্ত মন্ত্রকয়টির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছেন। তন্মতে প্রথমমন্ত্রের অর্থ হয়,—'তাহা হইলে (হে জুহু ও উপভৃৎ! তোমাদের অভ্যন্তরস্থ আজ্য সুরক্ষিত হইলে, অদ্য অনুষ্ঠান-দিবসে দেবগণের উপকারের জন্য তোমাদের উপরিস্থিত ঘৃত যাহাতে ভূমিতে পতিত না হয়, সেইরূপে আমি তোমাদিগকে সম্যক্ পোষণ বা ধারণ করিতেছি।' 'অত্যন্যা বিষ্ণো' এই দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণদেশ অতিক্রম করিবে। সেই দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ—'হে ব্যাপক যজ্ঞপুরুষ! আমি আপনাকে পাদের দ্বারা আক্রমণ করিতেছি না অর্থাৎ—পাদের দ্বারা অতিক্রমণরূপ দোষ আমার হইবে না।' 'বসুমতীং' এই তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা অবস্থান করিবে। তাহার অর্থ এই,—'হে অগ্নিদেব! আপনার ছায়ার ন্যায় সমীপবর্ত্তিনী ভূমিকে আমি সেবা করিতেছি, হে বসুমতি (ভূমি)! আপনি বিষ্ণু অর্থাৎ যজ্ঞের স্থান হয়েন।' এস্থলে, ভাষ্যকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন,—বিষ্ণুস্থান অর্থাৎ যেস্থলে স্থিত হইয়া যাগ করিতে পারা যায়। আহবনীয়ের নিকটবর্ত্তী বলিয়া এই ভূমিকেও যজ্ঞস্থান বলা যাইতে পারে। তিনি এ মন্ত্রের অন্য আর একপ্রকার অর্থ নিষ্পন্ন করেন, 'হে অগ্নিদেব! আপনার ধনবতী—ধনপ্রাপ্তিকরী ছায়াকে অর্থাৎ আশ্রয়কে সেবা করিতেছি; যেহেতু তুমি বিষ্ণুর (যজ্ঞের) স্থান।' ছায়া শব্দে যে আশ্রয়কে বুঝায়, ভাষ্যকার যুক্তি দ্বারা তাহার সমর্থন করিয়াছেন—'যুষ্মৎ পাদচ্ছায়ায়াং বসামি' ইত্যাদি। 'ইন্দ্র হতঃ' এই চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। পূর্ব্ব মন্ত্রে যজ্ঞসম্বন্ধি যে স্থান কথিত হইয়াছে, দেবতাদিগের বিজয়হেতু বলিয়া তাহাই 'হতঃ' শব্দের দ্বারা জ্ঞাপিত

হইতেছে। দেবযজন ভিন্ন যে ভূমি, তাহা অসুরের অধীন বলিয়া, সেস্থলে দেবতাদিগের পরাজয় হইলেও, যজ্ঞস্থান পরাজয়রহিত। তাহাই 'ইতঃ' এই মন্ত্রের দ্বারা কথিত হইয়েছে। তাহার অর্থ এই,—'ইন্দ্রদেব এই দেবযজন স্থান হইতে উদ্‌যুক্ত হইয়া, শত্রুবধরূপ বীরের উচিত সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; অতএব যজ্ঞ উন্নত হইয়া ছিল।' ইন্দ্রদেব, বীর্য্যপ্রকাশ করিলে, শত্রুকৃত বাধাবিঘ্ন নাশ হইয়াছিল, ইহাই যজ্ঞের উন্নতিলাভ। ভাষ্যদৃষ্টে এই প্রকার অর্থই অধিগত হওয়া যায়।

আমরা মন্ত্রটিকে আর এক দৃষ্টিতে অবলোকন করি। আমরা দেখিতেছি, সাধক যেন প্রথম মন্ত্রে আত্মপ্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার ধ্রুববিশ্বাস—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্চিত পরিপুষ্ট হইলে দেবত্বলাভে সমর্থ হওয়া যায়। তজ্জন্য, প্রথম মন্ত্র দ্বারা তিনি বলিতেছেন,—'অধুনা আমি দর্ব্বিভূতিসমূহ লাভ করিবার জন্য শুদ্ধসত্ত্বভাবকে সম্যক্‌রূপে ধারণ পোষণ করিতেছি।' দ্বিতীয় মন্ত্রটী বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রযুক্ত। তাহার অর্থ বিষয়ে আমরা বলি,—'বিশ্বব্যাপক হে দেব! আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি, আপনি চরণাশ্রয় দানে আমাকে রক্ষা করুন।' এ অর্থ কল্পন-পক্ষে আমরা যে শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমাদের মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টে সহজেই জ্ঞানগম্য হইবে। ভাষ্যানুমোদিত অর্থানুসারেও এ মন্ত্রটির এক প্রকার অর্থ-সঙ্গতি সংরক্ষিত হইতে পারে। তাহাতে ইহার অর্থ হয়,—'বিশ্বব্যাপক হে দেব! আমি পাদের দ্বারা আপনাকে আক্রমণ করিতেছি না (অর্থাৎ আপনি বিশ্বব্যাপক হইয়া আমার পাদস্পর্শ-জনিত দোষ সঙ্ঘটিত হইবে না)।' যদিও এ প্রকার অর্থ একটু টানিয়া বুনিয়া আমনন করিতে হইতেছে, তথাচ ইহার ভাব উচ্চ বলিয়া আমরা এ অর্থেরও সমীচীনতা দেখিতে পাই।

তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে সম্বুদ্ধ করা হইয়াছে। এ মন্ত্রে জ্ঞানাগ্নিকে বিষ্ণুর (বিশ্বব্যাপক দেবতার) আধার বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। দেখিতে গেলে, জ্ঞানাগ্নির তুল্য বিষ্ণুর আধার আর কে থাকিতে পারে? বিষ্ণুর বিশ্বব্যাপকতা শক্তির বোধমূলক যে জ্ঞান—, জ্ঞান সম্যক্‌ সঞ্জাত হইলে বিষ্ণুর সত্তা অবগত হওয়া যায়, তাহাই—সেই হৃদয়ই একমাত্র বিষ্ণুর আধার। তাই সাধক এ মন্ত্র দ্বারা জ্ঞানাগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি বিষ্ণুর আধার স্বরূপ হইয়া থাকেন, আপনার আশ্রয় চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ; সেই আশ্রয়ে আমি আশ্রিত হইতেছি।' চতুর্থ মন্ত্রটী পরমৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিতেছে। এ মন্ত্রের দ্বারা সাধক পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। ইহার অর্থ হয়,—'হে পরমেশ্বর! আপনি আমার হৃদয়ক্ষেত্রে শত্রুনাশক সামর্থ্য বিস্তার করুন (যে সামর্থ্য প্রভাবে শত্রুগণ চিরদমিত হইবে); তাহা হইলে, আমার যজ্ঞ, শত্রুকৃত হিংসারহিত হইয়া আপনাকে পাইতে পারিবে।' এই কণ্ডিকার মন্ত্রকয়টিও যেন পর পর করিয়া সাধনক্ষেত্রে উচ্চ হইতে উচ্চ স্তর প্রদর্শন করিতেছে। (১ম—৯ক—২৪ম)।

নবম কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। নবম কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা। (

(১) অগ্নে বের্হোত্রং বের্দূত্যং। (২) অবতাং ত্বাং দ্যাবাপৃথিবী।

(৩) অব ত্বং দ্যাবাপৃথিবী স্বিষ্টকৃদ্দেবেভ্যঃ ইন্দ্র আজ্যেন হবিষা ভূৎস্বাহা।

(৪) সং জ্যোতিষা জ্যোতিঃ ॥ ৯ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব।) ত্বং 'হোত্রং' (হোতৃকর্ম্ম, হবনীয়ং চ) 'বেঃ' (বেৎসি, জানাসি, বিদ্ধি, জানীহি), 'দূত্যং' (দূতকর্ম্ম) 'বেঃ' (বেৎসি, জানাসি বিদ্ধি, জানীহি)।

২। হে জ্ঞানাগ্নে। 'ত্বাং' (ভবন্তং) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যাবাপৃথিব্যভিমানিদেবতে, তদ্ভাবৌ) 'অবতাং' (মম হৃদ্দেশে পালয়তাং)।

৩। হে জ্ঞানাগ্নে! 'ত্বং' (ভবান্) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যাবাপৃথিব্যভিমানিন্যৌ দেবতে, তয়োর্ভাবঃ) 'অব' (মম হৃদ্দেশে পালয়তু); 'ইন্দ্র' (পরমেশ্বরঃ) 'হবিষা' (হবনীয়েন) 'আজ্যেন' (শুদ্ধসত্ত্বভাবেন, অস্মাভির্দ্দত্তেন প্রীতঃ সন্নিতিশেষঃ) 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবেভ্যঃ, দেবভাবপ্রাপ্তে) 'স্বিষ্টকৃৎ' (সুষ্ঠু ইষ্টকারী) 'ভূৎ' (ভবতু) 'স্বাহা' (অস্মাভির্হুতং ভবতু)।

৪। 'জ্যোতিষা' (জ্ঞানাগ্নিপ্রভাবেন) 'জ্যোতিঃ' (পরং জ্যোতিঃ) 'সং' (সম্যক্) প্রাপ্নোসীতিশেষঃ। (২অ—৯ক—১-৪ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব। আপনি হোতৃকর্ম্ম ও হবনীয়বস্তু জানেন এবং দূতকর্ম্মও জ্ঞাত আছেন।

২। হে জ্ঞানাগ্নি। আপনাকে আকাশ ও পৃথিবীস্থ দেবগণ (আমার হৃদয়ে) পালন করুন।

৩। হে জ্ঞানাগ্নি! আপনি স্বর্গস্থ ও মর্ত্ত্যস্থ দেবভাবকে (আমার হৃদয়ে) পালন করুন; পরমেশ্বর, আমাদিগের দত্ত হবনীয় শুদ্ধসত্ত্বভাবে প্রীত হইয়া আমাদিগের দেবভাবপ্রাপ্তির পক্ষে অতিশয় হিতকারী হউন; আমাদিগের হুত বস্তু সুন্দররূপে হুত হউক।

৪। জ্ঞানাগ্নি-প্রভাবে আমরা পরম জ্যোতিঃকে (পরব্রহ্মকে) সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হই। (২অ—৯ক—১-৪ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

তস্মাৎ হে অগ্নে ত্বং হোত্রং বেঃ। হোতুঃ কর্ম্ম বিদ্ধি। লডি অডভাবে রূপং। দূত্যং দূতকর্ম্ম চ বেঃ বিদ্ধি। হোতৃত্বং দূতত্বং চাগ্নেঃ কর্ম্ম। তথা চ শ্রুতিঃ (কা০ ১।৪।৫।৪) উভয়ং বা এতদগ্নির্দ্দেবানাং হোতা চ দূতশ্চেতি। ঈদৃশং ত্বাং দ্যাবাপৃথিবী অবতাং পালয়তাং। হে অগ্নে ত্বমপি দ্যাবাপৃথিবী লোকদ্বয়দেবতে অব পালয় ইত্থমন্যোন্যপালনে সতি ইন্দ্র আজ্যেন হবিষাস্মাভির্দ্দত্তেন দেবেভ্যো দেবার্থং স্বিষ্টকৃৎ ভূৎ। সুষ্ঠু ইষ্টং করোতীতি স্বিষ্টকৃৎ তাদৃশো ভবতু। অডভাবশ্ছান্দসঃ। যদ্‌যদস্মাভিরিজ্যতে তত্তদিষ্টং সর্ব্বং বৈকল্যরহিতং করোত্বিত্যর্থঃ। স্বাহা সুহুতমস্তু। ইন্দ্রং দেবমুদ্দিশ্য ইদমাজ্যং দত্তমিত্যর্থঃ। স্বাহেতি নিপাতো দেবোদ্দেশেন দানে বর্ত্ততে॥ (কা০ ৩।২।২) জুহ্বা ধ্রুবাং সমনক্তি সং জ্যোতিষেতি। গচ্ছতামিত্যধ্যাহারঃ। জ্যোতিষা ধ্রুবাস্থিতাজ্যরূপজ্যোতিষা সহ জ্যোতির্জুহ্বাসিচ্যমানরূপং জ্যোতিঃ সঙ্গচ্ছতাং॥ ৯॥

• • •

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

—— ০ ——

ভাষ্যানুসারে প্রথম মন্ত্রে অগ্নিকে পুরোহিত ও দূত রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নিদেব! তুমি দেবগণের আহ্বানকারী, তুমি দেবগণের দূতস্বরূপ। পৃথিবীর দ্বারা তুমি রক্ষিত হও এবং তোমার দ্বারাও পৃথিবী রক্ষিত হয়।' দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'দেবতুষ্টিসম্পাদনার্থ আজ্যমিশ্রিত এই হবিঃ প্রস্তুত আছে। দেবগণ আমাদের ইষ্টসিদ্ধি করুন।' তৃতীয় মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে, 'জুহু'র ঘৃত ধ্রুবাতে মাথাইতে হইবে। তদনুসারে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ,—'ধ্রুবার আজ্যে জুহুর আজ্য জ্যোতিষ্মান্ হউক।' আমাদের অর্থ 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা' ও 'বঙ্গানুবাদে' দৃষ্ট হইবে।

হোতৃকার্য্যই বা কি, আর হবনীয় সামগ্রীই বা কি, জ্ঞান দ্বারা তাহা বোধগম্য হয়। আমরা বলি, প্রথম মন্ত্রের তাহাই মর্ম্মার্থ। জ্ঞানাগ্নি যাহাতে হৃদয়ে প্রজ্বলিত থাকে, তাহাই সাধকের প্রধান লক্ষ্য। দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সকল দেববিভূতি (দেবভাব) সে পক্ষে আমার সহায় হউন,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা। তৃতীয় মন্ত্রে, জ্ঞানের সহিত সত্ত্বভাবাদির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে। দেববিভূতির দ্বারা যেমন জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, তেমনই আবার জ্ঞানের দ্বারা দেবভাব পুষ্ট হইয়া থাকে। পরিশেষে আবার জ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। চতুর্থ মন্ত্রে তাহাই প্রকটিত দেখি। (২অ—৯ক—১-৪ম)।

——•——

দশম কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। দশম কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ময়ীদমিন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাত্বস্মান্ রায়ো মঘবানঃ সচন্তাং।

অস্মাকং সন্ত্বাশিষঃ সত্যা নঃ সন্ত্বাশিষঃ।

(২) উপহূতা পৃথিবী মাতোপ মাংপৃথিবী মাতা হ্বয়তাং।

অগ্নিরাগ্নীধ্রাৎ স্বাহা ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'ইদং' (মদন্তর্ভূতং) 'ইন্দ্রিয়ং' (ইন্দ্রিয়কর্ম্ম, বীর্য্যং) ময়ি' (মদভ্যন্তরে) 'দধাতু' (স্থাপয়তু); স ভগবান্ মম ইন্দ্রিয়স্থৈর্য্যং সাধয়তু ইতি ভাবঃ; 'মঘবানঃ' (পরমসুখসাধকানি) 'রায়ঃ' (ধনানি, মোক্ষাদীনি) 'অস্মান্' (উপাসকান্, মদীয়ান্ প্রতি) 'সচন্তাং' (সেবন্তাং, বর্ত্তন্তাং); ভগবদনুগ্রহেণ পরমসুখলাভসমর্থো ভবামি ইতি প্রার্থনা। 'অস্মাকং' (প্রার্থিনাং) 'আশীষঃ' (অভীষ্টাঃ, মঙ্গলানি) 'সন্তু' (পূর্ণা ভবন্তু); 'নঃ' (অস্মাকং) 'আশীষঃ' (মঙ্গলানি) 'সত্যাঃ' (অবিতথাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু); ভগবৎকৃপয়া বয়ং অনবিচ্ছিন্নানি মঙ্গলানি লভামহে ইতি ভাবঃ।

২। 'উপহূতা' (সর্ব্বেষাং আরাধিতা) 'পৃথিবী' (দৃশ্যমানা পঞ্চভূতাত্মিকা জগতী) 'মাতা' (উৎপাদয়িত্রী, সর্ব্বেষাং স্থূলসূক্ষ্মান্ আহবনীয়ান্ ইতি শেষঃ) ভবতি; 'মাতা' (সর্ব্বেষাং উৎপাদয়িত্রী) 'পৃথিবী' (জগতী) 'মাং' (প্রার্থনাকারিণং) 'উপ হ্বয়তাং' (হবনযোগ্যাং সামগ্রীং দদাতু); স্থূলসূক্ষ্মসর্ব্বভাবপোষয়িত্রী দেবী পৃথিবী মাং সর্ব্ববিধান্ আহবনীয়ান্ প্রযচ্ছতু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। 'আগ্নিধ্রাৎ' (কর্ম্মাগ্নিপোষণকারিণঃ, মৎসকাশাৎ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানং) 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু, যথাপ্রযুক্তং ভবতু); মৎকর্ম্মসঞ্চিতং জ্ঞানং যথাযুক্তং ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপ্তং ভবতু ইতি ভাবঃ। (২অ—১০ক—১-২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। সেই ভগবান ইন্দ্রদেব আমার অন্তর্ভূত এই ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্মকে (সমস্ত বীর্য্যকে) আমার অভ্যন্তরে স্থাপন করুন; অর্থাৎ, ভগবদনুগ্রহে আমার ইন্দ্রিয়স্থৈর্য্য সংসাধিত হউক; পরমসুখসাধক ধনসমূহ (মোক্ষাদি)

আমার প্রতি বর্ষিত হউক; অর্থাৎ, ভগবদনুগ্রহে আমি যেন পরমসুখলাভে সমর্থ হই। প্রার্থনাকারী আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হউক; আমাদের মঙ্গল অবিচলিত হউক; অর্থাৎ, ভগবদনুকম্পায় আমাদের মঙ্গল অবিচ্ছিন্ন থাকুক।

২। সকলের উপাস্যা দৃশ্যমানা এই পৃথিবী (সকল হবনীয় সামগ্রীর) জননীস্থানীয়া; অর্থাৎ, স্থূল-সূক্ষ্ম সকল আহবনীয় তাঁহাতেই উৎপন্ন। মাতা পৃথিবী (সকল ভাবের উৎপাদয়িত্রী দেবী) এই প্রার্থনাকারী আমাকে (সর্ব্ববিধ) হবনীয়-সামগ্রী প্রদান করেন। কর্ম্মাগ্নিপোষণকারী আমা হইতে উৎপন্ন জ্ঞান, যথাপ্রযুক্ত হউক; অর্থাৎ, আমার কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত জ্ঞান, যথাপ্রযুক্ত হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হউক। (২অ—১০ক—১-২ম)।

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৮।২১) আশাসানে ময়ীদমিতি যজমানো জপতীতি ॥ প্রধানযাগানন্তরং পুরোডাশ-শেষপ্রাশনসময়ে হোতরি আশিষং প্রযুঞ্জানে সতি যজমানো জপতি। ইন্দ্রঃ পরমেশ্বর ইদমিন্দ্রিয়ং ময়ি দধাতু। ইদং অস্মদপেক্ষিতং ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ময়ি যজমানে স্থাপয়তু। কিঞ্চ রায়ো ধনানি দৈবমানুষভেদেন দ্বিবিধানি মঘবানঃ ধনবন্তশ্চাস্মান্ যজমানান সচন্তাং সেবন্তাং। সচ সেবনে। কিঞ্চ অস্মাকং যজমানানামাশিষোঽভীষ্টার্থপ্রাশংসনানি সন্তু বিশ্বস্তাং। কিঞ্চ নোঽস্মাকমাশিষঃ পূর্ব্বোক্তাঃ সত্যাঃ অবিতথাঃ সন্তু। মঘমিতি ধননাম (নিঘ০ ২।১০) তদ্বিদ্যতে যেষাং তে মঘবানঃ। অস্ত্যর্থে বন্ প্রত্যয়ঃ (পা০ ৫।২।১০৯) ॥ (কা০ ৩।৪।১৮।১৯।২০) একৈকমাহরতি দ্যাবাপৃথিব্যোরুপহ্বানেঽগ্নীধ্রে ষডবত্তং। প্রাশ্নাত্যুপহূতা পৃথিবীতীতি ॥ যদা হোতা দ্যাবা-পৃথিব্যোরুপহ্বানং করোতি তদোভয়োঃ পুরোডাশয়োরেকৈকমংশং ষডবত্তে কৃত্বাগ্নীধ্রে দদাতি স চোপহূতেতি মন্ত্রেণ তৎ প্রাশ্নাতীতি সূত্রার্থঃ ॥ উপহূতা যেয়ং পৃথিবী দৃশ্যতে সা জগতো মাতা নির্ম্মাত্রীময়োপহূতা অভ্যনুজ্ঞাতা সা চ পৃথিবী মাতা মাতৃত্বনাম্নাভির্ভাবিতা সতী মামুপহ্বয়তা-মনুজানাতু হবিঃ শেষভক্ষণায়াজ্ঞাং দদাতু। অহং চাগ্নীধ্রাৎ। অগ্নীধ্র ইদং কর্ম্ম আগ্নীধ্রং তস্মাদ্ধেতোরগ্নিঃ সন্ স্বং ভাগং প্রাশ্নামীতি শেষঃ। স্বাহা সুহুতমস্তু জাঠরেঽগ্নৌ ॥ ১০ ॥

* . *

মান্ত্রর্থ-আলোচনা।

———:*:———

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী যে ভাবে প্রযুক্ত হয়, প্রথমে তাহার আভাষ দেওয়া যাইতেছে। প্রধান যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, পুরোডাশ-ভোজনের ব্যবস্থা হয়। তখন যজমানকে হোতা আশীর্ব্বাদ করেন। সেই আশীর্ব্বাদের পর, পুরোডাশ-ভোজনের পূর্ব্বে, যজমান কর্ত্তৃক

প্রথম মন্ত্রটী উচ্চারিত হয়। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ,—'ইন্দ্রদেবতা আমাদের ইন্দ্রিয়-সকলকে বীর্য্যযুক্ত করুন। আমাদিগকে ধনদানে ঐশ্বর্য্যবান্ করুন। আমাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্দ্ধিত হউক। সেই আশীর্ব্বাদ অবিতথ থাকুক।' দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যজমান, পুরোডাশ ভক্ষণ করিবে। এই মন্ত্রের সম্বোধ্য—পৃথিবী। তাহাতে বলা হইতেছে,—'পৃথিবী আমাদের মাতা! মাতা পৃথিবী আমাকে পুরোডাশ ভক্ষণে অনুমতি দেন।' এই বলিয়াই যজমান আপনার মুখে পুরোডাশ প্রদান করিবে। তখন মন্ত্রের শেষাংশ উচ্চারণ করিতে হইবে। যথা,—'অগ্নিরাগ্নীধ্রাৎ স্বাহা'। অর্থাৎ,—'আহুতি পূর্ণ হইল।' ভাষ্যে এই ভাবই পরিব্যক্ত।

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তদ্বিষয় কিছু আলোচনা করিতেছি। 'ইন্দ্রঃ' পদে ভাষ্যকারই 'পরমেশ্বরঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'আমার ইন্দ্রিয়সমূহকে পরমেশ্বর আমার অভ্যন্তরে স্থাপন করুন'—আমরা মনে করি, ইহাই এই মন্ত্রের প্রথম অংশের প্রকৃত অর্থ। আমার বহির্ম্মুখীন ইন্দ্রিয়গ্রামকে, হে ভগবন, অন্তর্ম্মুখীন করুন; বিচঞ্চল ইন্দ্রিয়সমূহ স্থৈর্য্যভাব অবলম্বন করুক;—প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশের ইহাই তাৎপর্য্য। উহার দ্বিতীয় অংশে পরম সুখ-সাধক পরম ধনের প্রার্থনা আছে। শেষাংশে ভগবানের আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা এবং সে আশীর্ব্বাদ চিরস্থায়ী হওয়ার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রের বাহ্যভাব—যজমানের পুরোডাশ-ভক্ষণ। কিন্তু, বিশেষ অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারা যায়, এখানে পৃথ্বীমাতার নিকট অর্থাৎ প্রকৃতিদেবীর নিকট হবনীয় সামগ্রীর প্রার্থনা করা হইতেছে। পৃথ্বীমাতা প্রকৃতিদেবী হইতেই সকলই প্রকার হবনীয় উৎপন্ন হয়, এবং তাঁহাতেই সকল হবনীয় অধিষ্ঠিত থাকে। স্থূল সূক্ষ্ম সকল প্রকার ভাব-পদার্থের আশ্রয়-স্থান—এই পৃথিবী। তাই তাঁহাকে মাতৃভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—'পৃথিবী স্থূলভূতা; তাঁহাতে সূক্ষ্ম সামগ্রীর বিদ্যমানতা কি প্রকারে সম্ভবপর?' ইহার উত্তরে বলা যায়, স্থূল—সূক্ষ্মেরই বাহ্য বিকাশ মাত্র। সূক্ষ্ম—কারণরূপে, স্থূল—ফলরূপে (কার্য্য-রূপে) অভিব্যক্ত। দৃষ্টান্তরেও বুঝান যায়,—এই যে স্থূলদেহধারী আমি, আমার মধ্যের যে সূক্ষ্ম ভাব, তাহাও তো এই পার্থিবেরই অন্তর্গত। অতএব, পৃথিবীকেই স্থূল-সূক্ষ্ম উভয়েরই নিদান বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে। এই বার এই প্রার্থনার তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। বলা হইতেছে,—'হে দেবি! আমায় সর্ব্ববিধ আহবনীয় দিউন।' পরবর্ত্তী কামনা—'আমার জ্ঞানাগ্নি, সেই ভগবানে যথাপ্রযুক্ত হউক।' ইহাই প্রকৃত পূর্ণ-সমাধির লক্ষণ। 'আগ্নিধ্রাৎ অগ্নিঃ' পদদ্বয়ের নিগূঢ় মর্ম্ম এই যে,—'কর্ম্ম দ্বারা যে জ্ঞানাগ্নি সমুদ্ভূত বা প্রজ্জ্বলিত হয়।' তাহাই ভগবানকে প্রদান করা হইতেছে। 'স্বাহা' পদ, সেই সমর্পণের ভাব দ্যোতনা করিতেছে। বলা হইতেছে,—'আমার কর্ম্মসঞ্চিত যে কিছু জ্ঞান, হে ভগবন্, তৎসমুদায় আপনাতে গিয়া সম্মিলিত হউক। আমার নিজের জন্য আমি কিছুই কামনা করি না। আমার যাহা কিছু—এমন কি শ্রেষ্ঠ সম্পৎ আমার জ্ঞান পর্য্যন্ত—আপনাতেই ন্যস্ত হউক।' ইহাই কি চরম প্রার্থনা নহে? (২অ—১০ক—১-২ম)।

— ৪ —

একাদশ কণ্ডিকা

(দ্বিতীয় অধ্যায়। একাদশ কণ্ডিকা। চতুর্থপ্রাশ্রিকা।)

(১) উপহূতো দ্যৌষ্পিতোপ মাং দ্যৌষ্পিতা হ্বয়তামগ্নিরাগ্নীধ্রাৎ স্বাহা।

(২) দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং।

(৩) প্রতিগৃহ্ণামি। (৪) অগ্নেষ্ট্বাস্যেন প্রাশ্নামি ॥ ১১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'উপহূতঃ' (সর্ব্বেষাং আরাধিতঃ) 'দ্যৌঃ' (তেজঃস্বরূপঃ, পুরুষঃ) 'পিতা' (সত্ত্বভাবস্য জ্ঞানস্য চ পালকঃ) অসি; 'পিতা' (সত্ত্বভাবপালকঃ) 'দ্যৌঃ' (জ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্) 'মাং' (প্রার্থনাকারিণং) 'উপহ্বয়তাং' (সত্ত্বভাবসমন্বিতং করোতু), হে জ্ঞানস্বরূপ দেব। মম সত্ত্বভাবং সংরক্ষ ইতি ভাবঃ; 'আগ্নীধ্রাৎ' (কর্ম্মাগ্নি'পোষণকারিণঃ, মৎসকাশাৎ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানং) 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু, যথাপ্রযুক্তং ভবতু); অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

২। 'দেবস্য ত্বা' ইতি মন্ত্রস্য ব্যাখ্যা প্রথমাধ্যায়স্য একবিংশকণ্ডিকায়াং (৭৮ পৃষ্ঠায়াং) দ্রষ্টব্যা।

৩। হে হবিঃ (শুদ্ধসত্ত্বভাব)! ত্বাং 'প্রতিগৃহ্ণামি' (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপয়ামি)।

৪। হে হবিঃ (শুদ্ধসত্ত্বভাব)। 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানস্বরূপস্য দেবস্য) 'আস্যেন' (মুখেন) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রাশ্নামি' (ভক্ষয়ামি); জ্ঞানসংযুতান্ অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং সদ্ভাবনিবহান্ হৃদয়ে ধারয়ামি ইতি ভাবঃ। (২অ- ১১ক—১-৪ম)।

বঙ্গানুবাদ।

১। সকলের উপাস্য তেজঃস্বরূপ (পুরুষ), সত্ত্বভাবের পোষক হয়েন। সত্ত্বভাবপোষক জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ প্রার্থনাকারী আমাকে সত্ত্বভাব-সমন্বিত করেন; (আমার সত্ত্বভাব সংরক্ষিত হউক)। কর্ম্মাগ্নি-পোষণকারী আমাতে উৎপন্ন জ্ঞান, যথাপ্রযুক্ত হউক।

২। ['দেবস্য ত্বা' এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা একবিংশ কণ্ডিকায় (৭৮ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য।]

৩। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বভাব! তোমাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।

৪। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বভাব! সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের মুখে তোমাকে ভক্ষণ করিতেছি, অর্থাৎ, জ্ঞানসহযুত সদ্ভাবনিবহকেই হৃদয়ে ধারণ করিতেছি। (২অ—১১ক—১-৪ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

দ্বিতীয়ং প্রাশ্নাতি। এবং দ্যৌঃ পিতা জগৎপালক উপহ্বয়তামিত্যাদি সমানার্থং। দেবস্য ত্বা। ইতঃ প্রভৃতি ওঁ প্রতিষ্ঠেত্যন্তং (খ০ ১৩) ব্রহ্মত্বং। তস্যাঙ্গিরসৌ বৃহস্পতির্ঋষিঃ॥ (কা০ ২।২।১৬) দেবস্য ত্বেতি প্রতিগৃহ্ণাতীতিঃ॥ ব্রহ্মা দেবস্য ত্বেতি প্রাশিত্রং গৃহ্ণাতি। মন্ত্রো ব্যাখ্যাতঃ। প্রতিগৃহ্ণামি স্বীকরোমীতি শেষঃ। (কা০ ২।২।১৮) অগ্নেষ্ট্বেতি প্রাশ্নাতি দন্তৈরসুপস্পৃশন্নিতি। হে প্রাশিত্র অগ্নেঃ আস্যেন বহ্নিদেবতায়া মুখেন ত্বা ত্বাং প্রাশ্নামি ভক্ষয়ামি॥ ১১॥

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুসারে এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটীতে পুরোডাশ-ভক্ষণের অনুমতি-প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। মর্ম্ম এই যে,—'পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে সমিধ প্রদান করিতে করিতে জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। অতএব, অনুমতি দেন—আমি ভক্ষণ করি।' এই বলিয়া প্রথম মন্ত্রে পুরোডাশ ভক্ষিত হইবে। দ্বিতীয় মন্ত্রে ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক প্রাশিত্র গ্রহণ করিয়া বলিবেন,—'সবিতৃদেবের প্রেরণায় অশ্বিদেবদ্বয়ের বাহু দ্বারা এবং পূষাদেবের হস্তের দ্বারা প্রাশিত্রকে গ্রহণ করিলাম।' ইহার পর তৃতীয় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রাশিত্র গলাধঃকরণ করিতে হইবে। তদনুসারে মন্ত্রার্থ এই যে,—'প্রাশিত্র! তোমায় অগ্নির মুখে প্রদান করিলাম।' কর্ম্মকাণ্ডে এই ভাবেই মন্ত্র কয়েকটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভাবের বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতে উপলব্ধ হইবে। ফলতঃ হৃদয় যাহাতে সত্ত্বভাবপূর্ণ হয়, ভগবানের কৃপায় যাহাতে সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া যায়,—এখানে প্রার্থনায় তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। (২অ—১১ক—১-৩ম)।

দ্বাদশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। দ্বাদশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) এতং তে দেব সবিতর্যজ্ঞং প্রাহুর্বৃহস্পতয়ে ব্রহ্মণে। তেন যজ্ঞমব তেন যজ্ঞপতিং তেন মামব॥ ১২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'দেব' (দ্যোতমান) 'সবিতঃ' (সদ্ভাবপ্রেরক হে দেব!) 'বৃহস্পতয়ে' (মহৎ-কর্ম্মপালকায়) 'ব্রহ্মণে' (পরমাত্মনে) 'তে' (তুভ্যং, ত্বৎপ্রাপ্ত্যর্থং) 'এতং' (পরিদৃশ্যমানং) 'যজ্ঞং' (সদনুষ্ঠানং) 'প্রাহুঃ' (এবং সর্ব্বে কথয়ন্তি, সর্ব্ববাদিসম্মতমেতৎ ইতি শেষঃ)।

২। হে দেব! 'তেন' (তেন হেতুনা) 'যজ্ঞং' (সদনুষ্ঠানমিদং) 'অব' (রক্ষ); 'তেন' (তেন হেতুনা) 'যজ্ঞপতিং' (সদনুষ্ঠানপালকং সদ্ভাবং) রক্ষ; 'তেন' (তেন হেতুনা) 'মাং' (সাধকং, অর্চ্চনাকারিণং) 'অব' (পাহি)। (২অ—১২ক—১-২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। দ্যোতমান্, সদ্ভাবপ্রেরক, হে দেব! মহৎকর্ম্মপালক পরমাত্মস্বরূপ আপনাকে পাইবার জন্যই পরিদৃশ্যমান্ সদনুষ্ঠান। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

২। হে দেব! সেইজন্য এই সদনুষ্ঠানকে রক্ষা করুন; সেই নিমিত্ত সদনুষ্ঠানপালক সদ্ভাবকে রক্ষা করুন; সেই কারণ-বশতঃ অর্চ্চনাকারী আমাকে রক্ষা করেন। (২অ—১২ক—১-২)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।২।২১) এতত্ত ইতি সমিদাদমন্ত্রিতঃ প্রসৌতীতি। সমিধমাধাতুমনুজ্ঞাপ্রদানায় বোধিতো ব্রহ্মা মন্ত্রেণানুজানীয়াৎ। এতং ত ইত্যাদিঃ ওংপ্রতিষ্ঠেত্যন্তো মন্ত্রঃ। হে দেব দানাদিগুণযুক্ত হে সবিতঃ প্রসবিতঃ। এতং যজ্ঞমিদানীং ক্রিয়মাণমিমং যথং তে তুভ্যং ত্বদর্থং প্রাহুর্যজনানাঃ কথয়ন্তি। অনুজ্ঞাপয়ন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ ত্বয়া প্রেরিতো দেবানাং যজ্ঞে যো ব্রহ্মা তস্মৈ ব্রহ্মণে বৃহস্পতয়ে চ প্রাহুঃ। বৃহস্পতির্বৈ দেবানাং ব্রহ্মা। তদধিষ্ঠিত এবায়ং মানুষো ব্রহ্মত্বং করোতি। কিঞ্চ। তেন হেতুনা ত্বদীয়ত্বেন যজ্ঞমব রক্ষ। তথা তেনৈব হেতুনা যজ্ঞপতিং যজমানং চাব রক্ষ। তথা তেনৈব হেতুনা মাং ব্রহ্মাণমব পালয় ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রে ব্রহ্মনামক ঋত্বিক যজমানকে অগ্নিতে সমিৎ প্রক্ষেপের জন্য অনুজ্ঞাপ্রদান করিবেন। তদনুসারে সবিতৃদেবকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্রটী প্রযুক্ত। ইহার ভাবার্থ,—'হে দেব সবিতঃ! এই যজ্ঞের কার্য্যপ্রণালী বৃহস্পতি প্রথমে অবগত হইয়াছিলেন। তিনিই যজ্ঞের প্রথম ব্রহ্মা হন। তোমারই উপদেশ অনুসারে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। তুমি

যজ্ঞকে রক্ষা কর ; যজ্ঞাধিপতি যজমানকে রক্ষা কর ; এবং এই যজ্ঞের ব্রহ্মা আমাকেও রক্ষা কর।' ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই মন্ত্র উচ্চারিত হইবে। ভাষ্যানুসারে এই কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয়ের এইরূপ অর্থই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আমরা এই কণ্ডিকার কয়েকটী শব্দের অর্থ অন্যরূপ গ্রহণ করিতেছি। 'বৃহস্পতয়ে' পদে এখানে যে বৃহস্পতি নামক ঋষিকে বুঝাইতেছে, তাহা আমরা মনে করি না। আমাদের মতে, যিনি মহৎ কর্ম্মের পালক (বৃহতাং পতিঃ), তিনিই বৃহস্পতি। এখানে এ পদটী ঐ অর্থেই ব্রহ্মার গুণবাচক-রূপে প্রযুক্ত। এইরূপ, 'ব্রহ্মণে' পদে ব্রহ্মনামক ঋত্বিকের প্রতি যে লক্ষ্য আছে, তাহাও আমরা মনে করি না। ঐ পদ পরমাত্মার উদ্দেশেই প্রযুক্ত। 'এতং' পদ বিশেষ একটী যজ্ঞকে বুঝাইতেছে না। কোনও এক দিনের একটী যজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়া যে ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা স্বীকার করা যায় না। উহার অর্থ—'পরিদৃশ্যমানং'। তাহাতে সদনুষ্ঠান মাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। 'প্রাহুঃ' পদের সাধারণ অর্থ—'বলিয়াছিল'। এই পদে আপনা হইতেই একটা আকাঙ্ক্ষা আসে,—'কে বলিয়াছিল, কাহাকে বলিয়াছিল অথবা কি বলিয়াছিল।'

এখানে, এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ অভিপ্রায়ে, ভাষ্যকার 'যজমানগণ' এই কর্ত্তৃপদ অধ্যাহার করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, যজমানগণ ব্রহ্মনামক ঋত্বিককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে সবিতঃ! এই যজ্ঞ তোমার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত।' আমরা বলি, এখানে যজমান-ঋত্বিকের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, মন্ত্রে নিত্য-সত্য ভাব প্রকটিত রহিয়াছে। 'হে ভগবন্! এ সংসারে (পরিদৃশ্যমান্) যত কিছু সদনুষ্ঠান বর্ত্তমান আছে, সকলই আপনাকে পাওয়ার নিমিত্ত।'—এবম্বিধ বাক্য কাহার প্রতি কে প্রয়োগ করিতে পারে? এক—শাস্ত্র বলিতে পারেন ; আর এক—সকলের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবানই বলিতে পারেন। তাই 'প্রাহুঃ' পদের কর্ত্তা আমরা 'সর্ব্বে' পদ আমনন করিয়াছি। উহার ভাবার্থ—'সর্ব্ববাদিসম্মত'। সকলেই বলে—সকল শাস্ত্রেই প্রকাশ আছে,—'পরিদৃশ্যমান্ সৎকর্ম্মসমূহই ভগবৎ-প্রাপ্তির মূল। যে কোনও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর না কেন, তাহা যদি সুঅনুষ্ঠিত হয়, বিধিবিহিত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারাই তুমি ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে।'—প্রথম মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ।

অতঃপর দ্বিতীয় মন্ত্রটীর প্রতি লক্ষ্য করুন। এই অংশের 'যজ্ঞপতিং' এবং 'মাং' পদদ্বয়ের অর্থে আমরা ভাষ্যকারের অনুসরণ করিতে পারি নাই। 'যজ্ঞপতি' শব্দে যজমানকে বুঝাইবে কেন? যজ্ঞের পতি কি যজমান? যজমানের কি কর্ম্মসামর্থ্য আছে যে, সে যজ্ঞপতি হইতে পারিবে? যজ্ঞপতি বলিতে—এক বিষ্ণুকে বুঝায়! আর বুঝাইতে পারে—সদনুষ্ঠানপালক সদ্ভাবকে। 'যজ্ঞপতিকে রক্ষা করুন'—এবংবিধ প্রার্থনায় কি ভাব আসে? ভাব আসে না কি—'আমার সদনুষ্ঠানকে রক্ষা করুন, আমার সদ্ভাবকে রক্ষা করুন।' এই প্রার্থনাই সঙ্গত প্রার্থনা। অপিচ, 'মাং' পদে ব্রহ্মনামক ঋত্বিক্‌কে না বুঝাইয়া অর্চ্চনাকারী মাত্রকেই বুঝাইতে পারে। তাহাতে, যিনিই প্রার্থনা করিবেন, তিনিই বলিতে পারিবেন— 'আমাকে রক্ষা করুন।' রক্ষার প্রার্থনা সকলেই করিতে পারে। অতএব, মাং পদ অর্চ্চনাকারী মাত্রেরই দ্যোতক। (২অ—১২ক—১-২ম)।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। ত্রয়োদশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) মনো জূতির্জ্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু।

অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তামোম্প্রতিষ্ঠ ॥ ১৩ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'জূতিঃ' (সর্ব্বত্রগামি) 'মনঃ' (হে চিত্তং!) ত্বং 'আজ্যস্য' (আজ্যং, সত্ত্বভাবং) 'জুষতাং' (সেবতাং), 'বৃহস্পতিঃ' (মহৎকর্ম্মপালকঃ দেবঃ) 'ইমং' (পরিদৃশ্যমানং) 'যজ্ঞং' (তব সদনুষ্ঠানং) 'তনোতু' (বিস্তারয়তু), হে মনঃ। 'ইমং যজ্ঞং' (সদনুষ্ঠানমিদং) 'অরিষ্টং' (হিংসাশূন্যং কৃত্বা) 'সংদধাতু' (সম্যক্ পোষয়তু), 'বিশ্বেদেবাসঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ) 'ইহ' (পরিদৃশ্যমানে সৎকর্ম্মণি) 'মাদয়ন্তাং' (তৃপ্যন্তাং), 'ওঁ' (হে পরমাত্মরূপিণ্ ব্রহ্মণ্!) 'প্রতিষ্ঠ' (অস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো ভব)। (২অ—১৩ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। সর্ব্বত্রগতিশীল হে মন! তুমি সত্ত্বভাবকে সেবা কর; মহৎকর্ম্মের পালক দেবতা, পরিদৃশ্যমান্ তোমার সদনুষ্ঠানকে বিস্তারিত করুন; হে মন! এই সদনুষ্ঠানকে হিংসারহিত করিয়া সম্যক্‌রূপে পোষণ কর; সকল দেবতাই (তোমার) পরিদৃশ্যমান্ সৎকর্ম্মে তৃপ্ত হউন; হে পরমাত্মরূপি পরব্রহ্ম! আপনি এস্থলে প্রতিষ্ঠিত হউন। (২অ—১৩ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

কিং চ। মনো আজ্যস্য জুষতাং। কর্ম্মণি ষষ্ঠী। মনঃ ঘৃতং সেবতাং। হে সবিতঃ ত্বদীয়ং চিত্তং যজ্ঞসম্বন্ধিন্যাজ্যে স্বাদয়েত্যর্থঃ। কিম্ভূতং মনঃ। জূতিঃ। জবতের্গতিকর্ম্মণো জূতিরিতি ক্তিন্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতঃ। স্ত্রীত্বং ছান্দসং। অতীতানাগতবর্ত্তমানকালগতপদার্থেষু গমনশীলং হি মনঃ। জবতে শীঘ্রং গচ্ছতীতি জূতিঃ। কিং চ বৃহস্পতিরিমং যজ্ঞং তনোতু বিস্তারয়তু। ব্রহ্মবীৎ। তত ইমং যজ্ঞমরিষ্টং হিংসারহিতং কৃত্বা সংদধাতু। ইত্যা অমণেন হি মধ্যে যজ্ঞো বিচ্ছিন্ন ইতোবমুচ্যতে। কিং চ বিশ্বে দেবাসঃ সর্ব্বে দেবা ইহ

যজ্ঞকর্ম্মণি মাদয়স্বাং। মদ তৃপ্তৌ; চুরাদিঃ। তৃপ্যন্তাং। এবং প্রার্থিতঃ সবিতা দেবঃ ওম্প্রতিষ্ঠেত্যনুজ্ঞাং প্রযচ্ছতু। ওমিত্যঙ্গীকারার্থঃ। তথাস্তু। প্রতিষ্ঠ প্রয়াণং কুরু। সমিদাধান-কালে যজমানস্যাভিপ্রেতং প্রয়াণমবগম্য সবিতা দেবোঽঙ্গীকৃত্য প্রয়াণে প্রেরয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৩॥

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকারের মতে, এ মন্ত্রটীও যজমানকে সমিধ্ আধানের অনুজ্ঞামূলক। তদনুসারে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ হয়,—'সবিতৃদেবতার সর্ব্বত্রগতিশীল চিত্ত, আজ্যে তুষ্ট হউক, বৃহস্পতি এই যজ্ঞকে প্রসারিত করুন।' ব্রহ্মনামক ঋত্বিক্, এই পর্য্যন্ত বলিয়া, যজমানের প্রতি সমিধ্ আধানের জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করেন। তাহাতে দ্বিতীয় অংশের অর্থ হয়,—'এই যজ্ঞকে হিংসা-রহিত করিয়া সম্যক্‌রূপে ধারণ করুন, দেবতাগণ এই যজ্ঞে তৃপ্তিলাভ করুন।' এই বলিয়া, পরিশেষে 'ওঁ প্রতিষ্ঠ' অংশে বলা হয়,—'হে সবিতৃদেব। ঐ সমিধ্ আধানে অনুমতি প্রদান করুন।' ঐ বাক্যেই আবার 'তথাস্তু' অর্থাৎ 'অনুমতি প্রদান করিলাম'—ভাব আসিয়া থাকে।

মন্ত্রটী যেমন সমিধ্ আধান কার্য্যে ব্যবহৃত হয় দেখিতেছি, তেমনই এই মন্ত্র আবার প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিষয়েও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং মন্ত্রের মধ্যে যে একটা নিত্য সত্য সার্ব্বজনীন ভাব বিদ্যমান আছে, তাহা বুঝিতে হইবে। 'যজমান তোমাকে অনুমতি দিলাম, তুমি সমিধ্ আধানে প্রবৃত্ত হও,'—এ প্রকার অর্থ সে পক্ষে সঙ্গত হয় না।

ভাষ্যানুসরণেই আমরা এ মন্ত্রের শব্দার্থ প্রায়শঃ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার, একই মন্ত্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে সম্বোধন করিয়াছেন। আমরা মনে করি, একই মনঃসম্বোধনে মন্ত্রটী প্রযুক্ত, কেবল 'ওঁপ্রতিষ্ঠ' বাক্য ব্রহ্মবোধনমূলক। পরন্তু, ঐ বাক্যকেও মনঃসম্বোধন-রূপে প্রযুক্ত করা যাইতে পারে। তাহাতে অর্থ হয়,—'হে মন। তুমি পরব্রহ্মকে তোমাতে প্রতিষ্ঠিত কর।' 'বৃহস্পতি' পদের পূর্ব্বমন্ত্রেও যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থ স্বীকার করিলাম।

এক্ষণে মন্ত্রের মধ্যে কি উচ্চভাব আছে, তাহা প্রণিধানপূর্ব্বক দেখা যাউক। মনই সকল কর্ম্মের নিয়ামক। অতীত অনাগত বর্ত্তমান—সকল কালের সকল অবস্থাই মনের বিষয়ীভূত। মন কুপথেও প্রধাবিত হইতে পারে, সুপথেও যাইতে সমর্থ হয়। মন সৎপথে বিসৃত হইতেও পারে, অসৎপথেও মনের গতি সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এইরূপ, হিংসাও মনের কার্য্য, অহিংসাও মনেরই বৃত্তি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এ মন্ত্রের উপযোগিতা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। এখানে মনকে বলা হইতেছে,—মন। তুমি সদসৎ সকল কার্য্যেই লিপ্ত হইতে পার। সে সামর্থ্য তোমার আছে। কিন্তু তুমি যথেচ্ছাচারী হইও না। হও—সত্ত্বপরায়ণ। দেবতা তোমাকে সৎকর্ম্মে অনুরক্ত করুন। তোমা হইতে হিংসার মূল উচ্ছিন্ন হউক। তোমাতে এমন ভাব আসুক, যাহাতে তোমার সৎকর্ম্মে সকল দেবতা পরিতুষ্ট হন,—সকল সদ্ভাব তোমাতে অবিচলিত থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সেই পরব্রহ্ম তোমাতে প্রতিষ্ঠিত

হইবেন। পক্ষান্তরে আবার, তোমার সে অবস্থা অধিগত হইলে, তুমিই পরব্রহ্মকে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে।' ভগবদনুগ্রহেই কর্ম্মশক্তি আসে; আবার সেইজন্য শক্তি প্রভাবেই ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এ যেন পরস্পর অভেদ্য সম্বন্ধ ইহাকেই বৈয়াকরণগণ 'সামানাধিকরণ্য' বলিয়া থাকেন। (২অ—১৩ক—১ম)।

—— • ——

চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) এষা তে অগ্নে সমিত্তয়া বর্দ্ধস্ব চা চ প্যায়স্ব।

বর্দ্ধিষীমহি চ বয়মা চ প্যাসিষীমহি।

(২) অগ্নে বাজজিদ্বাজং ত্বা সসৃবাংসং বাজজিতং সম্মার্জ্মি ॥ ১৪ ॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব।) 'এষা' (মম মতিঃ) 'তে' (তব) 'সমিৎ' (ইন্ধনস্বরূপা, জ্ঞানাগ্নিদীপিকা), 'তয়া' (মত্যা) 'বর্দ্ধস্ব' (বর্দ্ধিতো ভব); 'চ' (তথা) 'আপ্যায়স্ব চ' (অস্মানপি বৃদ্ধিং প্রাপয়); 'চ' (এবং সতি) 'বয়ং' (যাজ্ঞিকাঃ) 'বর্দ্ধিষীমহি' (বৃদ্ধিং প্রাপ্নুয়ামঃ) 'প্যাসিষীমহি চ' (সদ্ভাবাদীন বর্দ্ধয়ামশ্চ)।

২। 'বাজজিৎ' (সত্ত্বভাববিশিষ্ট) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব) 'বাজং' (সত্ত্বভাবং) 'সসৃবাংসং' (গচ্ছন্তং) 'বাজজিতং' (সত্ত্বভাবপ্রতিবন্ধকনাশকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সম্মার্জ্মি' (সংশোধয়ামি, হৃদি সম্যক্ দীপয়ামি)। (২অ—১৪ক—১-২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ

১। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আমার এই মন, তোমার ইন্ধনস্বরূপ (জ্ঞানাগ্নিদীপক) হউক; সেই (আমার) মনের দ্বারা (আমার মনোরূপ আহুতি পাইয়া) আপনি বর্দ্ধিত (প্রদীপ্ত) হউন; সঙ্গে সঙ্গে, আমাদিগকে পরিবর্দ্ধিত (দীপ্তিমন্ত) করুন; এইরূপ হইলে, আমরা বর্দ্ধিত (উচ্চস্তর প্রাপ্ত) হইব এবং সদ্ভাবাদিকেও বর্দ্ধিত করিতে পারিব।

২। সত্ত্বভাববিশিষ্ট হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! সত্ত্বভাব-সম্পাদনের উপযুক্ত সত্ত্বভাবের প্রতিবন্ধকতা-নাশক আপনাকে আমি আমার হৃদ্দেশে প্রদীপ্ত করিতেছি। (২অ—১৪ক—২ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৫।২) এষা ত ইতি হোতানুমন্ত্রয়ত ইতি ব্রহ্মত্বং সমাপ্তং। অত প্রাকৃত-মার্ষং। ইয়মনুষ্টুবগ্নিদেবতা। হে অগ্নে এষা তে তব সমিৎ সমিন্ধনহেতুঃ কাষ্ঠবিশেষঃ তয়া সমিধা ত্বং বর্দ্ধস্ব বৃদ্ধিং গচ্ছ। আ প্যায়স্ব চ। অস্মানপি সর্ব্বতো বৃদ্ধিং প্রাপয়। তথা চ সতি ত্বৎপ্রসাদাদ্বয়ং বর্দ্ধিষীমহি বৃদ্ধিং প্রাপ্নুয়াম প্যায়িষীমহি চ। অস্মদীয়পুত্রপশ্বাদীন্ সর্ব্বতো বৃদ্ধান্ করবাম। (ক০ ৩।৫।৪) সম্মৃষ্টি পূর্ব্ববদপরিক্রামং সকৃৎ সকৃৎ সংস্রাবং সমিত্তীতি; পূর্ব্বমগ্নে বাজজিদিতি (খ০ ৭) মন্ত্রেণ যং ধ্রুসংনহনৈরগ্নেঃ সম্মার্গঃ কৃতস্তথাত্রাপি সম্মার্ষ্টি। তত্র পরিক্রমা ত্রিভিঃ কৃতঃ। অত্র তু পরিক্রমণং বিনৈকৈকবারমিতি বিশেষ ইতি সূত্রার্থঃ। মন্ত্রো ব্যাখ্যাতঃ। ইয়ানিস্তি শেষঃ। হে অগ্নে ত্বাং সম্মার্জ্মি। কিম্ভূতং ত্বাং বাজং সংস্রাবং-অন্নমুদ্দিশ্য গতবন্তমন্নং সম্পাদিতবন্তমিত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ ॥ ১৪ ॥

• • •

মর্ম্মার্থ আলোচনা।

—— ‡ • ‡ ——

পূর্ব্বমন্ত্রে ব্রহ্মনামক ঋত্বিকের কার্য্য শেষ হইয়াছে। এ মন্ত্র হইতে হোতার কার্য্য আরম্ভ হইল। হোতা, 'এষা তে' এই মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে অনুমন্ত্রণ করিবেন। তখন, কতকগুলি সমিধ্ অগ্নিতে প্রদান পূর্ব্বক হোতা প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অগ্নি! তুমি এই সমিধ্ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও এবং আমাদিগকেও সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত কর। এরূপ হইলে, তোমার প্রসাদে আমরাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইব এবং আমাদের পুত্র ও পশু আদিকে বর্দ্ধিত করিতে পারিব।' ইহার পর দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা হোতা অগ্নিকে পরিক্রম করিয়া সম্মার্জ্জন করিবেন। তদনুসারে ঐ দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ,—'হে বাজজিৎ অগ্নি! অনেক বাজ (অন্ন) তুমি প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তোমাকে বাজজিৎ-মননে প্রদীপ্ত করিতেছি।'

আমরা এখানে সমিধ্ শব্দে জ্ঞানাগ্নিদীপক মনকে অভিহিত করিয়াছি। মন যদি ইন্ধন স্বরূপ হয়, তাহা হইলে হৃদয়-রূপ যজ্ঞকুণ্ডে জ্ঞানাগ্নি সম্যক্ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তাহার ফলে আমরাও উন্নতি-লাভে সমর্থ হই। আত্মোন্নতির কামনা করিলে, মনকেই ভগবানের পূজায়, হোমাগ্নিতে, ইন্ধনরূপে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাই প্রথম মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। দ্বিতীয় মন্ত্রে হৃদয়ে সত্ত্বভাব যাহাতে জাগরিত হয়, জ্ঞানাগ্নি যাহাতে বিস্তার লাভ করে, তদ্বিষয়ে আত্মোদ্বোধনের ভাব প্রকটিত হইয়াছে। (২অ—১৪ক—১ম)।

—— ‡ ——

পঞ্চদশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। পঞ্চদশ কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অগ্নীষোময়োরুজ্জিতিমনূজ্জেষং বাজস্য মা প্রসবেন প্রোহামি।

(২) অগ্নীষোমৌ তমপনুদতাং যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মো বাজস্যৈনং প্রসবেনাপোহামি॥

(৩) ইন্দ্রাগ্নেয়োরুজ্জিতিমনূজ্জেষং বাজস্য মা প্রসবেন প্রোহামি॥

(৪) ইন্দ্রাগ্নী তমপনুদতাং যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মো বাজস্যৈনং প্রসবেনাপোহামি॥ ১৫॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নীষোময়োঃ' (জ্ঞানভক্তিস্বরূপয়োর্দেবয়োঃ) 'উজ্জিতিং' (উৎকৃষ্টং জয়ং) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'উজ্জেষং' (উৎকৃষ্টং জয়ং প্রাপ্নোমি), 'বাজস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) প্রসবেন' (প্রেরণেন) 'মা' (মাং আত্মানমিত্যর্থঃ) 'প্রোহামি' (প্রোৎসাহয়ামি)।

২। 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (অর্চ্চনাকারিণঃ) দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) যং চ' (যং শত্রুং চ) বয়ং (অর্চ্চকাঃ) 'দ্বিষ্মঃ' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ), 'অগ্নীষোমৌ' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ দেবৌ) 'তং' (তথাবিধং শত্রুং) 'অপনুদতাং' (দূরীকুরুতাং), অহমপি, 'বাজস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'প্রসবেন' (প্রেরণেন) 'এনং' (দ্বিবিধং শত্রুং) 'অপোহামি' (নিরাকরোমি)।

৩। 'ইন্দ্রাগ্ন্যোঃ' (শক্তিজ্ঞানরূপয়োর্দেবয়োঃ) উজ্জিতিং' (উৎকৃষ্টং জয়ং) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'উজ্জেষং' (উৎকৃষ্টং জয়ং প্রাপ্নোমি), বাজস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'প্রসবেন' (প্রেরণেন) 'মা' (মাং আত্মানমিত্যর্থঃ) প্রোহামি' (প্রোৎসাহয়ামি)।

৪। 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যংচ' (যং শত্রুং চ) 'বয়ং' (অর্চ্চকাঃ) 'দ্বিষ্মঃ' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানস্বরূপৌ দেবৌ।) 'তং' (তথাবিধং শত্রুং) 'অপনুদতাং' (দূরীকুরুতাং), অহমপি, 'বাজস্য' (সৎকর্ম্মণঃ)' প্রসবেন' (প্রেরণেন) 'এনং' (দ্বিবিধং শত্রুং) 'অপোহামি' (নিরাকরোমি)। (২অ—১৫ক—১-৪)।

বঙ্গানুবাদ।

১। জ্ঞান ও ভক্তিস্বরূপ দেবদ্বয়ের প্রকৃষ্ট জয় অনুসরণ করিয়া, আমি উৎকৃষ্ট জয় প্রাপ্ত হই; সৎকর্ম্মের প্রেরণার দ্বারা আমি আমাকে প্রোৎসাহিত করিতেছি।

২। যে শত্রু আমাদিগের হিংসা করে, আমরা যে শত্রুর হিংসা করি, জ্ঞানভক্তিরূপ দেবদ্বয়, সেই উভয়বিধ শত্রুকে দূর করুন। আমিও সৎ-কর্ম্মের প্রেরণা দ্বারা সেই দ্বিবিধ শত্রুকে বিদূরিত করি।

৪। শক্তি এবং জ্ঞানরূপ দেবদ্বয়ের উৎকৃষ্ট জয় অনুসরণ করিয়া, আমি উৎকৃষ্ট জয় প্রাপ্ত হই; সৎকর্ম্মের প্রেরণার দ্বারা আমি আমাকে প্রোৎসাহিত করিতেছি।

৪। যে শত্রু আমাদিগের হিংসা করে, আমরা যে শত্রুর হিংসা করি, শক্তি ও জ্ঞানস্বরূপ দেবদ্বয় সেই দ্বিবিধ শত্রুকে দূরীভূত করুন; আমিও সৎকর্ম্মের প্রেরণার দ্বারা সেই দ্বিবিধ শত্রুকে বিদূরিত করি। (২অ—১৫ক—১-৪)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৫।১।১৮) জুহূপভৃতৌ ব্যত্যাসী যাজমানোঽর্তি। তত্র জুহূং প্রাচীং প্রেরয়তি যজমানঃ। ব্যত্যসনং পরস্পরবিপরীতত্বেন নোদনম্। অগ্নীষোময়োর্দ্বিতীয়পুরোডাশদেবতয়ো রুজ্জিতিমনু অবিঘ্নেন হবিঃস্বীকাররূপমুৎকৃষ্টং জয়মনুসৃত্যাহমুজ্জেষমুৎকৃষ্টং জয়ং প্রাপ্তবানস্মি। বাজস্যান্নস্য পুরোডাশাদেঃ প্রসবেনাভ্যনুজ্ঞয়া মাং প্রোহামি মাং যজমানং জুহূরূপধারিণং প্রোৎসাহয়ামি। যদ্যপূহতিধাতুর্বিতর্কার্থস্তথাপ্যুপসর্গবশাদুৎসাহার্থঃ॥ উপভৃতং প্রতীচীং প্রেরয়তি। যঃ শত্রুরসুরাদিরস্মান্দ্বেষ্টি অস্মদীয়যজ্ঞবিনাশায় দ্বেষং করোতি। যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। যমালস্যাদিরূপমস্মদীয়ানুষ্ঠানবিরোধিনং শত্রুং দ্বিষ্মঃ বিনাশায়োদ্যোগং কুর্মঃ। তমুভয়বিধং শত্রুমগ্নীষোমা দেবাবপনুদতাং নিরাকুরুতাম্। কিঞ্চ। অহমপ্যেনং দ্বিবিধং শত্রুমুপভৃদ্রূপং বাজস্য প্রসবেন পুরোডাশাদেরন্নস্য অভ্যনুজ্ঞয়াপোহামি নিরাকরোমি। উত্তরৌ মন্ত্রৌ দশদেবতাবিষয়ৌ সমানার্থৌ॥ ১৫॥ (২অ—১৫ক—১-৪)।

• • •

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

যজ্ঞকর্ম্মে এই কণ্ডিকার মন্ত্র-চতুষ্টয় যে ভাবে প্রযুক্ত হয়, ভাষ্যে তাহার আভাষ দেখিতে পাই। এই মন্ত্র-কয়েকটী উচ্চারণের পূর্ব্বে জুহূ এবং উপভৃৎ দুটিকে পরস্পর বিপরীত দিকে স্থাপন করিতে হইবে; অর্থাৎ, পশ্চিমস্থ জুহূকে পূর্ব্বদিকে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী

উপভৃৎকে পশ্চিমদেশে রক্ষা করিবে। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'অগ্নি এবং সোম অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরোডাশের দেবতাদ্বয়ের উৎকৃষ্ট (বিঘ্নরহিত হইয়া হবিঃ স্বীকাররূপ) জয়কে অনুসরণ করিয়া আমিও উৎকৃষ্ট জয় প্রাপ্ত হই। পুরোডাশাদি অন্নের অনুজ্ঞা (প্রেরণা) দ্বারা আমি, জুহুরূপধারী যজমান আমাকে প্রোৎসাহিত করিতেছি।' এই মন্ত্র দ্বারা জুহুকে পূর্ব্বদিকে রাখিয়া, দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা উপভৃৎকে পশ্চিমে স্থাপন করিবে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'যে অসুরাদি-রূপ শত্রু আমাদিগকে দ্বেষ করে (আমাদিগের যজ্ঞনাশের চেষ্টা করে), যে শত্রুকে আমরা হিংসা করি (আলস্যাদি-রূপ অস্মদীয় অনুষ্ঠান-বিরোধী শত্রুকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করি), সেই উভয়বিধ শত্রুকে অগ্নীষোম দেবতাদ্বয় নিরাকৃত করুন; অপিচ, আমিও এই দ্বিবিধ শত্রুকে (উপভৃৎরূপ শত্রুকে) বাজ অর্থাৎ পুরোডাশ দেবতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া দূরীকৃত করিতেছি।' পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয় দর্শ-দেবতা-বিষয়ক; তাহাদের অর্থও পূর্ব্বোক্ত প্রকার। ইহাই—ভাষ্যানুমোদিত অর্থ।

মন্ত্রের কোন্ শব্দে কিরূপ অর্থ স্বীকার করিয়া কোন্ অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছি, ভাষ্য এবং আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা' দেখিলেই তাহা প্রতীত হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে অগ্নি এবং সোম দেবতার সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। ঐ দুই দেবতাকে আমরা জ্ঞান ও ভক্তির অধিষ্ঠাতৃদেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তৃতীয় এবং চতুর্থ মন্ত্রে ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতাদ্বয়ের সম্বন্ধ আছে। ঐ দুই দেবতাকে আমরা শক্তির (কর্ম্মের) ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। তাহাতেই মন্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়।

অতঃপর একটী বিশেষ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। চারিটী মন্ত্রেই অগ্নিদেবতার সংস্রব দেখিতে পাই। ইহাতে বুঝা যায়, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সংস্রব উভয়ত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধনা-সাফল্যের পক্ষে সেরূপ থাকাই সুসঙ্গত। ভক্তির সঙ্গেও জ্ঞানের সংস্রব যেরূপ প্রয়োজন; কর্ম্মের সঙ্গেও জ্ঞানের সংস্রব সেইরূপ প্রয়োজন। জ্ঞানহীন কোনও কর্ম্মই ফলপ্রসূ হইতে পারে না। জ্ঞানহীন ভক্তিও বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সেই তত্ত্ব বুঝাইবার অভিপ্রায়েই মন্ত্র-মধ্যে উভয়ত্রই অগ্নি-পদ স্থান পাইয়াছে। সে ভক্তি ভক্তিই নহে; সে কর্ম্মকে—কর্ম্মই বলিতে পারি না,—যেখানে জ্ঞানের সংস্রব নাই। এই তত্ত্বই এখানে পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

এখন, মন্ত্রের প্রতি অংশের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশের মর্ম্ম—জ্ঞান ও ভক্তির জয় হইলেই আমি জয়যুক্ত হইব। এ উক্তি ধ্রুব সত্য। আমার মধ্যে জ্ঞান-ভক্তি জাগরূক হইলে, আমি যে বিশ্ববিজয়ী হইতে পারিব, তখন যে তুচ্ছ সংসার আমার পদানত হইবে, তাহার আর সংশয় কি? তখন (মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ) আমার সৎকর্ম্ম দ্বারাই আমাকে আমি উন্নত (প্রোৎসাহিত) করিতে পারিব। তখনই আমার সকল শত্রু নিরাকৃত হইবে। প্রথম দুইটী মন্ত্রের মধ্যে এই যে ভাব প্রত্যক্ষীকার, শেষ মন্ত্রদ্বয়ের মধ্যেও সেই ভাবই পরিস্ফুট রহিয়াছে—লক্ষ্য করুন। জ্ঞানই যে আত্মোন্নতিলাভের প্রধান উপাদান—মন্ত্র-কয়েকটীতে সে ভাবই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। (২য়—১৫ক—১-৪ম)।

ষোড়শ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। ষোড়শ কণ্ডিকা। সপ্তমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) বসুভ্যস্ত্বা। (২) রুদ্রেভ্যস্ত্বা। আদিত্যেভ্যস্ত্বা।

(৪) সঞ্জানাথাং দ্যাবাপৃথিবী। মিত্রাবরুণৌ ত্বা বৃষ্ট্যাবতাং।

(৫) ব্যন্তু বয়োঽক্তং রিহাণাঃ।

(৬) মরুতাং পৃষতীর্গচ্ছ বশা পৃশ্নির্ভূত্বা দিবং গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমাবহ।

(৭) চক্ষুষ্পা অগ্নেঽসি চক্ষুর্মে পাহি ॥ ১৬ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'বসুভ্যঃ' (নিবাসভূতদেবতাভ্যঃ, তেষাং তৃপ্ত্যর্থং) নিযোজয়ামি ইতি শেষঃ।

২। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'রুদ্রেভ্যঃ' (ঘোররূপেভ্যঃ শাসকেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, তেষাং প্রীত্যর্থং) নিযোজয়ামি ইতি শেষঃ।

৩। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদিত্যেভ্যঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, তেষাং তুষ্টিসাধনার্থং) নিযোজয়ামি ইতি শেষঃ।

৪। হে মনঃ! ত্বাং 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যাবাপৃথিব্যভিমানিন্যৌ দেবতে) 'সংজানাথাং' (সম্যক্ অবগচ্ছতাং) তয়োঃ জ্ঞানে যুক্তং ভবেতি ভাবঃ।

৫। হে মনঃ! 'মিত্রাবরুণৌ' (অভীষ্টবর্ষিণৌ দেবৌ) 'বৃষ্ট্যা' (অভীষ্টবর্ষণেন) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অবতাং' (পালয়তাং)।

৬। হে মনঃ! 'অক্তং' (শুদ্ধসত্ত্বান্বিতং ত্বাং) 'রিহাণাঃ' (লিহানাঃ, আস্বাদয়ন্তঃ) 'বয়ঃ' (দেবভাবাঃ) 'ব্যন্তু' (কামযুক্তা ভবন্তু), মম হৃদয়ে দেবভাবাঃ প্রদীপ্যন্তু ইতি ভাবঃ।

৭। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) ত্বং 'চক্ষুষ্পাঃ' (সর্ব্বেষাং দর্শনেন্দ্রিয়পালকঃ) 'অসি' (ভবসি), 'মে' (মম) 'চক্ষুঃ' (দর্শনেন্দ্রিয়ং, আত্মোৎকর্ষসাধনার্থং দূরদৃষ্টিং) 'পাহি' (রক্ষ)। (২অ—১৬ক ১-৭ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম ছয়টী মন্ত্র মনঃসম্বোধনসূচক; শেষ মন্ত্রটী জ্ঞানাগ্নির সম্বোধনে প্রযুক্ত।]

১। হে মন! তোমাকে নিবাসস্থানীয় (সকলের আশ্রয়-স্থানীয়) দেবতার তৃপ্তির জন্য নিয়োগ করিতেছি।

২। হে মন! তোমাকে ঘোররূপী শাসক দেবগণের প্রীতির জন্য নিয়োগ করিতেছি।

৩। হে মন! তোমাকে জ্যোতিঃস্বরূপ দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ নিয়োগ করিতেছি।

৪। হে মন! তোমাকে আকাশ ও পৃথিবীর অভিমানিনী দেবতা সম্যক্‌রূপে অবগত হউন (অর্থাৎ, তুমি তাঁহাদের জ্ঞানের উপযোগী হও; তোমার কর্ম্মের দ্বারা তাঁহারা তোমাকে জ্ঞাত হউন)।

৫। হে মন! অভীষ্টবর্ষী মিত্রাবরুণদেব, অভীষ্ট-বর্ষণ দ্বারা তোমাকে পালন করুন।

৬। হে মন! শুদ্ধসত্ত্বান্বিত তোমাকে আস্বাদন করিয়া (তোমাতে মিলিত হইয়া) দেবভাবসমূহ কান্তিযুক্ত হউক; (অর্থাৎ, আমার হৃদয়ের সত্ত্বভাবে মিলিত হইয়া দেবভাবসমূহ অধিকতর প্রদীপ্ত হউক)।

৭। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি সকলের চক্ষুঃ (দর্শনেন্দ্রিয়) রক্ষা করিয়া থাকেন; (আমার আত্মোৎকর্ষসাধন জন্য) আমার চক্ষুঃকে (দূরদৃষ্টিকে) রক্ষা করুন। (২অ—১৬ক—১-৭ম)

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৫।২৪) জুহ্বা পরিধীননক্তি যথাপূর্ব্বং বসুভ্য ইতি প্রতিমন্ত্রমিতি। হে মধ্যম পরিধে! বসুভ্যঃ বসুদেবতাপ্রীত্যর্থং ত্বা ত্বামনজ্মীতি শেষঃ। এবং দক্ষিণোত্তর পরিধিমন্ত্রৌ ব্যাখ্যেয়ৌ। পরিধিত্রয়াঞ্জনেন সবনত্রয়দেবতাঃ প্রীয়ন্তু ইতি ভাবঃ॥ (কা০ ৩।৬।৩) সঞ্জানাথামিতি প্রস্তরাদানমিতি। হে দ্যাবাপৃথিবী দ্যুলোকভূলোকদেবৌ যুবাং সঞ্জানাথাং গৃহ্যমানং প্রস্তরং সমাগবগচ্ছতং। কিঞ্চ হে প্রস্তর মিত্রাবরুণৌ প্রাণাপানবায়ু বৃষ্ট্যা জলবর্ষণেন ত্বা ত্বামবতাং রক্ষতাং। বায়ুর্বৈ বর্ষস্যেষ্টে (১৮।৩।১১) ইত্যুক্তত্বাদ্বর্ষাধীশো বায়ুঃ স চাধ্যাত্মগতঃ প্রাণোদানরূপো মিত্রাবরুণশব্দাভ্যামুচ্যতে। স চ প্রস্তররূপং যজমানং বৃষ্ট্যাবতু। যজমানো বৈ প্রস্তর ইতি শ্রুতেঃ (১৮।২।৪৪)॥ (কা০ ৩।৬।৭) অনক্ত্যো-মং বাস্তু বয় ইত্যাগ্রং জুহ্বামুপভৃতি মধ্যং মূলমিতরস্যামিতি। ইতরস্যাং ধ্রুবায়াং॥ বয়ঃ

অর্থাৎ বায়ু বাহনের ন্যায় বেগে অন্তরীক্ষ প্রদেশে গমন কর। [illegible] অর্থাৎ কামধেনুর ন্যায় তৃপ্তিকরী হইয়া স্বর্গে গমন কর। [illegible] ভূলোকে বৃষ্টি আনয়ন কর। অথবা পৃথিবী হইয়া স্বর্গে যাও অর্থাৎ পৃথিবীর [illegible] গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্গের তর্পণ কর।' ভাবার্থ এই যে,—'হে পবন! তুমি [illegible] করিয়া তত্রস্থ সবাহন দেবগণকে তর্পণ-পূর্ব্বক পুনরায় [illegible] সপ্তম মন্ত্র দ্বারা আত্মাকে স্পর্শ করিবে। তদনুসারে এই মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে [illegible] দেব! যেহেতু তুমি চক্ষুঃপালক, সেই জন্য আমার চক্ষুঃ [illegible] কর। [illegible] চক্ষুর উপদ্রব পরিহরণ কর।'

ভাষ্যে যে মন্ত্র যে অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে, [illegible]। ঐ অর্থ যেন নিতান্তই যজ্ঞ-ব্যাপার [illegible] পদটি 'বসুভ্যস্ত্বা' দ্বিতীয় মন্ত্রে [illegible]। [illegible] জুহূ দ্বারা অভিষিক্ত করিতে হইবে [illegible], বা তাহাকে জুহূ দ্বারা অভিষেক করিবার ভাব [illegible] হইয়াছে,—'সংজ্ঞানামাং স্থাবাপৃথিবী।' [illegible] শব্দের কোনই উল্লেখ। [illegible] এ সকল শব্দকে [illegible] বাহ্য জড়ের সঙ্গে [illegible]। [illegible] সকল মন্ত্রই, এবং সকল মন্ত্রে এইরূপ [illegible], ভাষ্যকার কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও অন্যাহৃত হইয়াছে। [illegible] করিতে সমর্থ হইয়াছি, অতঃপর তাহারই একটু আলোচনা করিতেছি।

বিশেষ অনুধাবন করিলে, মন্ত্র কয়টির মধ্যে এক নিগূঢ় ভাব পাওয়া যায়। মন্ত্রের প্রথম দুইটি সূত্রে মনকে সম্বোধন করিয়া, তাহার উন্নত উৎকর্ষ সাধনের স্তর-পর্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে মন! তুমি এখন, সকল সংসার ব্যাপার ভুলিয়া, সকল ভ্রমছায়া ছাড়িয়া,—যিনি সকলের আশ্রয়-স্থানীয়, সকলের আধার ও অধিপতি, একমাত্র তাঁহারই পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য বিনিযুক্ত হও।' এই মন্ত্র বিবেক-বৈরাগ্য-মনুষ্যত্বের এই দুই শ্রেষ্ঠ ভাবকেই দ্যোতনা করিতেছে। কামময় নিদ্রিত মনকে যেন অতি ব্যাকুল-কণ্ঠে ডাকিয়া বলা হইতেছে—'রে অবোধ অচেতন মন! সকলই তো সংসার ক্ষণভঙ্গুর চরাচর বিশ্ব-সংসার সকলই তো নিশার স্বপন—এই আছে এই নাই। তবে আর কেন? কেন আর সে তুচ্ছ অসারে মুগ্ধ হইয়া দিন কাটাও?' এই তো ব্যাকুল বৈরাগ্যের মহামন্ত্র। তৎপরে বলা হইতেছে;—'হে মন! সকল তুচ্ছ অসারকে সমূলে উৎপাটন করিয়া, যিনি সারাৎসার—যিনি সর্ব্বভূতের একমাত্র চরম আশ্রয় স্থান, তাঁহার তৃপ্তি সাধনে আত্ম-নিয়োগ কর, তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই পাদপদ্মপূজায় দেহ মন প্রাণ ঢালিয়া দাও।' ইহা অপেক্ষা বিবেকের শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কি হইতে পারে? মন্ত্রের পক্ষে এমন উচ্চ উপদেশ

আর কিছুই নাই। কিন্তু মন তো তাহা শুনিবার পাত্র নহে। মন যে বড়ই অধীর—বড়ই চঞ্চল। তাহাকে বশে আনা বা তাহাকে আয়ত্তীকৃত করা তো বড়ই কঠিন। অতি অস্থির মনের ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য সম্পাদন যে বড়ই দুষ্কর! এই কথা মনে করিয়াই, নরনারায়ণ অর্জ্জুন, আকুল-কণ্ঠে ভগবান বাসুদেবকে বলিয়াছিলেন —"বায়োরিব সুদুষ্করম্।" সত্যই বটে! বায়ুকে বন্ধন করা যেমন সুকঠিন, মনকে বন্ধন করাও তদ্রূপ দুঃসাধ্য। মদমত্ত বারণ তুল্য এমন মনকে কে শাসন দণ্ডে —পরিচালিত করিবে? —কে শান্তি-সংযমের নিগড় সংযত করিয়া রাখিবে? তাই দ্বিতীয় মন্ত্রে বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করা হইয়াছে—'কদেন্তাস্ত্রা'। অর্থাৎ,—'হে চঞ্চল অসংযত মন। এই স্তরে আসিয়া,—এই অবস্থায় পড়িয়া, তুমি ঘোররূপী শাসিকা যে দৈবী শক্তি, তুমি একবার তাহার প্রতি লক্ষ্য কর,—তুমি একবার তাহারই প্রীতির জন্য বিনিযুক্ত হও।' বলা হইতেছে,—'হে সাধক আত্মা, অতঃপর তুমি শক্তি সাধনার জন্য যোগ-যুক্ত হও। অতি স্থিরভাবে, অতি ধীরভাবে, অতি দৃঢ়ভাবে, সদাই অস্থির মনকে কঠোর-রূপে সুসংযত কর।' বিবেক-বৈরাগ্যের উদ্বোধনে তাহাদেরই প্রেরণা-বলে সাধনক্ষেত্রে উন্নতি-উৎকর্ষের উন্মুক্ত জন্মলাভ করে। তখন সাধককে শক্তি-সাধন রূপ ঘোর আধ্যাত্ম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তখন কঠোর শাসনদণ্ডধারী বিশ্বশাসক, দৃঢ় শাসন দণ্ডের বলে, পরিচালনা করিয়া সাধকের অস্থির চিত্তকে শান্ত ও সংযত করিয়া দেন। এখানে সেই অবস্থারই আভাষ প্রাপ্ত হই।

এই অবস্থায় সংযত-চিত্ত শান্ত শুদ্ধ সাধক, ব্রহ্ম-জ্যোতি-সন্দর্শনের অধিকার লাভ করেন। তখন সাধক মনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন,—হে মন! তোমাকে জ্যোতিঃস্বরূপ দেবগণের তৃপ্তিসাধনের জন্য নিযুক্ত করিতেছি। অর্থাৎ, এখন তুমি অন্তরাত্মাকে পরমালোকে আলোকিত করিয়া, ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপে নিমজ্জিত হও।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'আদিত্যভ্যস্ত্বা' সেই স্তরের বিষয় খ্যাপন করিতেছে।

সাধকের আত্ম ব্রহ্মালোকে আলোকিত হইলে, স্বতঃই তাহার বিশাল বিরাট্ ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। অনন্ত আকাশ বিশাল বিশ্ব সেই বিশাল বিরাট ভাবেরই দ্যোতনা করিয়া থাকে। সেই বিরাট বিশাল ভাব লাভ করিয়া সাধক, মনকে বলিয়া থাকেন,—'মন, তোমার কর্ম্ম দ্বারা, তুমি এখনই ভূমা-ভাবে সুবিস্তৃত সম্প্রসারিত হও, যেন ক্ষিতিব্যোমাত্মিকা বিশাল বিরাট অনন্ত দেবতা তোমাকে জানিতে পারেন; অর্থাৎ তুমি যেন বিশাল বিরাট হৃদয় হইয়া, তাঁহাতে সংশ্লিষ্ট-সমন্বিত বা সম্মিলিত হইয়া যাইতে পার। চতুর্থ মন্ত্র সেই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। অতঃপর পঞ্চম মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ-আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—'হে মন! এখন তুমি, ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রসাদ লাভের উপযুক্ত হইয়াছ—এখন ভগবান, তোমার প্রতি 'প্রেমা' রূপ পরমকরুণাধারা বর্ষণ করুন। অর্থাৎ, ভগবৎপ্রসাদে তুমি পরম ভক্ত ও প্রেমিক হইয়া, ভগবৎ সেবায় ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হও।' এই মন্ত্রে মিত্রাবরুণ পদ ভগবানের সেই মৈত্রী-ভাব ও করুণা-ধারা-বর্ষণের ভাব দ্যোতনা করিবার জন্যই মিত্রাবরুণ বিভূতি লক্ষণে ভগবানকে বিভূষিত করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ মন্ত্র এই প্রেম-ভক্তিরূপ মহাভাবেরই বিশিষ্ট বিকাশ ও সেই ভাবের সম্যক্ প্রতিষ্ঠার

আকাঙ্ক্ষা প্রকটিত। তাই তখন বলা হইয়াছে,—'হে মন! কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া, তুমি যে শুদ্ধসত্ত্বভাব লাভ করিয়াছ, তোমার অন্তরাত্মায় নিহিত দেবভাব উদ্বেলিত হইয়া, তাহার সহিত সম্মিলিত হউক এবং সমধিক সমুজ্জ্বল ও সুপুষ্ট হইতে থাকুক।

অতঃপর কণ্ডিকার উপসংহার রূপ শেষ সপ্তম মন্ত্রে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনি পরম জ্ঞানস্বরূপ। একমাত্র আপনি জীবের জ্ঞান-চক্ষুর পরিরক্ষক প্রতিপালক। আমার (সাধকের) তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ যে দিব্য-দৃষ্টি উন্মেষিত উদ্ভাসিত হইয়াছে আপনি তাহাকে সংরক্ষণ ও সুপুষ্ট করুন।" সাধন-ক্ষেত্রের এই এক স্তর-পর্য্যায় মনে করা যাইতে পারে। (২অ—১৬ক—১-৭ম)।

সপ্তদশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। সপ্তদশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) যং পরিধিং পর্য্যধত্থা অগ্নে দেব পণিভির্গুহ্যমানঃ।

তং তএতমনু জোষম্ভরাম্যেষ নেত্ত্বদপচেতয়াতৈ॥

(২) অগ্নেঃ প্রিয়ং পাথোঽপীতম্॥ ১৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব) ত্বং 'পণিভিঃ' (রিপুশত্রুভিঃ) 'গুহ্যমানঃ' (সংরুদ্ধ্যমানঃ) 'যং পরিধিং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপং ব্যবধায়কং) 'পর্য্যধত্থা' (হৃদয়ে স্থাপয়সি), 'তে' (তব) 'জোষং' (প্রিয়ং) 'তমেতং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'অনুভরামি' (অনুগৃহ্ণামি হৃদয়ে পোষয়ামি), 'এষঃ' (পরিধিঃ) ত্বৎ' (ত্বত্তঃ সকাশাৎ) 'নেৎ' (নৈব) 'অপচেতয়াতৈ' (অপচেতয়তি স্বয়েব তিষ্ঠতীতি ভাবঃ)।

২। হে মম কর্ম্মভক্তী যুবাং 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানস্বরূপদেবস্য) 'প্রিয়ং' (মনোহরং) 'পাথঃ' (তং সত্ত্বভাবং) 'অপীতং' (অপিগচ্ছতং প্রাপ্নুতং ইতি ভাবঃ)। (২অ—১৭ক—১-২ম)।

বঙ্গানুবাদ

১। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি রিপুশত্রুগণ কর্তৃক সংরুদ্ধমান হইয়া (আমার) হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ ব্যবধান স্থাপন করিয়া থাকেন; আপনার প্রিয় সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবকে আমি হৃদয়ে পোষণ

অষ্টাদশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। অষ্টাদশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) সংস্রবভাগা স্থেষা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠাঃ পরিধেয়াশ্চ দেবাঃ।
ইমাং বাচমভি বিশ্বে গৃণন্ত আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বং॥

(২) স্বাহা বাট্॥ ১৮॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'প্রস্তরেষ্ঠাঃ' (প্রস্তরবৎস্থিরস্থানবাসিনঃ) 'পরিধেয়াশ্চ' (শুদ্ধসত্ত্বজাঃ) 'দেবাঃ' (হে দেবভাবাঃ) 'ইষা' (অন্নেন, ভক্তিসুধয়া, অভীষ্টবর্ষনেন) 'বৃহন্তঃ' (বর্দ্ধিতাঃ সন্তঃ) 'সংস্রবভাগাঃ' (সাধকানাং সংসর্গভাগিনঃ) 'স্থ' (ভবথ); 'বিশ্বে' (হে সর্ব্বদেবভাবাঃ) 'ইমাং' (মদীয়াং) 'বাচং' (স্তুতিরূপাং বাণীং) 'অভি' (সর্ব্বতঃ) 'গৃণন্তঃ' (কথয়ন্তঃ, আদরেণ শৃণ্বন্তঃ), 'অস্মিন' (পরিদৃশ্যমানে) 'বর্হিষি' (যজ্ঞে, মম হৃদ্দেশে) 'আসদ্য' (উপবেশ্য) 'মাদয়ধ্বং' (তৃপ্যধ্বং)।

২। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে 'স্বাহাবাট্' (ইদং অনুষ্ঠানং সুহুতমস্তু, এতদনুষ্ঠানমেব সুহুতং ভবিতুমর্হতি)। (২অ—১৮ক—১-২ম)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। প্রস্তরের ন্যায় স্থিরস্থাননিবাসী (রিপুশত্রুকৃত উপদ্রব শূন্য-হৃদয়-নিবাসী) শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্ন হে দেবভাবসমূহ! আপনারা ভক্তি-সুধাতে বর্দ্ধিত হইয়া (সাধকদিগের) সংসর্গভাগী হউন; হে দেবভাব-সমূহ! (আপনারা) মদীয় এই স্তুতিরূপ বাক্যকে সর্ব্বতোভাবে সমাদরে শ্রবণ করিয়া পরিদৃশ্যমান্ যজ্ঞে (এই আমার হৃদ্দেশে) উপবেশনপূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করুন।

২। ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত আমার এই অনুষ্ঠান সুহুত হউক, ইহা অবশ্যই সুহুত হইবে। (২অ—১৮ক—১-২ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩৬।১৮) সংস্রবভাগা ইতি সংস্রবান্ জুহোতীতি। বৈশ্বদেবী ত্রিষ্টুব্ যজুরন্তা। স্বাহাবাড়িতি যজুঃ। সোমশুষ্ম ঋষিঃ। হে বিশ্বে দেবা যূয়ং সংস্রবভাগাঃ স্থ। বিলীনমাজ্যং সংস্রবঃ। স এব ভাগো যেষাং তে সংস্রবভাগাঃ। তথাবিধা ভবথ। তথা ইষা সংস্রবলক্ষণেনান্নেন বৃহন্তো মহান্তঃ স্থ। কিঞ্চ যে প্রস্তরেষ্ঠাঃ প্রস্তরে তিষ্ঠন্তীতি প্রস্তরেষ্ঠাঃ প্রস্তরস্থায়িনঃ। যে চ পরিধেয়া পরিধিভবাঃ সন্তি। তে বিশ্বে দেবা ইমাং মদীয়াং বাচমভিগৃণন্তঃ সর্বত্র বর্ণয়ন্তঃ। অয়ং যজমানঃ সম্যক্ পূজিতবান্ সর্বেষাং দেবানাং মধ্যে কথয়ন্তো যূয়মস্মিন্ বর্হিষি যজ্ঞে আসদ্যোপবিশ্য মাদয়ধ্বং তৃপ্যধ্বং মোদধ্বং বা। স্বাহেতি বাড়িতি চ শব্দৌ হবির্দানার্থৌ। সর্বথা দত্তমিত্যাদরং দর্শয়িতুং শব্দদ্বয়প্রয়োগঃ। যদ্যপি স্বাহাকারেণ বা বষট্কারেণ বেতি শ্রুতের্বষট্কারো দানার্থঃ। তথাপি দেবানাং পরোক্ষপ্রিয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষপরিহারায় বাডিতিশব্দঃ প্রোক্তঃ ১৮

* * *

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকারের অর্থে মনে হয়,—'সংস্রবভাগা' এই প্রথম মন্ত্র দ্বারা সংস্রবগুলিকে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। এখানে সংস্রব শব্দের অর্থ—বিলীন আজ্য। তাহাতে ঐ প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে বিশ্বেদেবগণ! আপনারা সংস্রবভাগী হউন, সংস্রবরূপ সংস্রব-অন্নের দ্বারা মহৎ হউন। আর যে দেবগণ প্রস্তরে বর্তমান, যাঁহারা পরিধি হইতে উৎপন্ন—সেই বিশ্বেদেবগণ, মদীয় এই বাক্য সর্বত্র প্রচার করিতে করিতে (অর্থাৎ, 'এই যজমান, সম্যক্‌রূপে অর্চনা করিয়াছে' এইরূপ বাক্য সকল দেবতার নিকট বলিতে বলিতে) এই যজ্ঞে উপবেশন করিয়া তৃপ্ত অথবা হর্ষান্বিত হউন।' 'স্বাহা বাট্' এই দ্বিতীয় মন্ত্র 'স্বাহা' শব্দ এবং 'বাট্' শব্দ—এই উভয় শব্দই (দেবোদ্দেশ্যে) হবির্দানরূপ অর্থ প্রকাশ করে। 'সম্যক্‌রূপে দত্ত' এইরূপ আদর দেখাইবার নিমিত্ত শব্দ দুইটীর প্রয়োগ হইয়াছে। যদিও, 'স্বাহাকারের দ্বারাই হউক অথবা বষট্‌কারের দ্বারাই হউক' এইরূপ শ্রুত্যুক্তি প্রমাণে বষট্‌কারও দানার্থ প্রকাশ করে, তথাপি দেবগণ পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া প্রত্যক্ষ পরিহার জন্য 'বাট্' এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে,—'ইহা সুহুত হউক, ইহা নিশ্চয়ই সুহুত হইবে।' ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এইরূপ অর্থই অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে আমরা এ মন্ত্রটীর যেরূপে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি।

মন্ত্রস্থিত 'প্রস্তরেষ্ঠাঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'প্রস্তরাস্থিত দেবগণ'। আমরা লক্ষণাশক্তির সাহায্যে ভাষ্যানুসরণেই ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'প্রস্তরের ন্যায় স্থির স্থান-নিবাসী। অর্থাৎ, যে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ, কামক্রোধাদি শত্রুকৃত উপদ্রবরহিত স্থির

দৃঢ় দুর্ভেদ্য হৃদয়ে বাস করেন। ইহাতে ঐ পদ, দেবগণের বা দেবভাবেরই সুসঙ্গত বিশেষণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। আরও, 'পরিধেয়াশ্চ' এই পদের চকারটীকে ভাষ্যকার ভেদসূচক বলিয়া অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হয়,—'প্রস্তরস্থিত দেবগণ এবং পরিধিজাত দেবগণ'। ইহাতে আমরা বলি, চ-কারটী যদি ভেদসূচক না হইয়া পাদপূরণজ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের সুসঙ্গত অর্থ নিষ্কাসিত হইতে পারে। অর্থাৎ প্রস্তরেষ্ঠাঃ' পদ, 'পরিধেয়াশ্চ' পদের গুণদ্যোতক মাত্র। 'পরিধি' শব্দের শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ অর্থের বিষয় পূর্ব্বমন্ত্রে সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের উদয়েই হৃদয়ে দেবভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব শুদ্ধসত্ত্বভাবই একমাত্র দেবভাবের জনক।

'সংস্রব' পদের অর্থ আমরা 'বিলীন আজ্য' না ধরিয়া উহার প্রচলিতার্থ 'সংসর্গ' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'প্রস্তরবৎ স্থিরস্থান নিবাসী শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্ন হে দেবভাবনিবহ! আপনারা ভক্তিসুধাতে বর্দ্ধিত হইয়া সাধকের সংসর্গভাগী হইয়া থাকেন।' প্রথম মন্ত্রের অপরাংশের অর্থবিষয়ে ভাষ্যের সহিত প্রায়ই বিরোধ নাই, তবে 'গৃণন্তঃ' পদের ভাবার্থ—'সমাদরে শ্রবণ করিয়া' গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে এ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'হে দেবভাবসমূহ! আপনারা মদীয় এই স্তুতিরূপ বাক্যকে সর্ব্বতোভাবে সমাদরে শ্রবণ করিয়া এই যজ্ঞে (আমার হৃদ্দেশে) উপবেশন পূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করুন।' একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক প্রথম মন্ত্রের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সহজেই বুঝিতে পারা যায়, হৃদয়ের কামক্রোধাদি দুষ্প্রবৃত্তি সকল যখন দমিত হইয়া থাকে, হৃদয়ক্ষেত্র যখন সেই কামক্রোধাদি রিপুবর্গের উপদ্রব পরিশূন্য হয়, তখনই শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয় হইয়া থাকে—তখনই দেবভাব আসিয়া হৃদয়কে আশ্রয় করে। ক্রমশঃ সেই দেবভাবসমূহ, ভক্তিসুধা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সাধকের সংসর্গভাগী হইয়া থাকে। অথবা, আমাদের অভীষ্টপূরণ দ্বারা তাঁহারা বর্দ্ধিত হয়েন; অর্থাৎ, আমাদের অভীষ্টপূরণেই হৃদয় ক্ষেত্রে তাঁহাদের সত্তা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাতে সাধকের সহিত দেবভাবসমূহের অবিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। ইহাই হইল প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশের তাৎপর্য্য।

অতঃপর ঐ মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথমাংশে সাধক দেবভাবের গুণাদি বর্ণনা করিয়া এই দ্বিতীয়াংশের দ্বারা সেই দেবভাবের লাভাকাঙ্ক্ষায় প্রার্থনা জানাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—'হে দেবভাবসমূহ। আপনারা আমার এই (ভক্তি-সংযুত) বাক্য সমাদরে শ্রবণ করুন। আমার এই হৃদ্দেশে উপবেশন পূর্ব্বক (আমার সহিত সংসর্গভাগী হইয়া) তৃপ্ত হউন।

কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে দেখিতেছি, ভগবানের প্রতি সাধকের স্থিরবিশ্বাস জন্মিয়াছে। তিনি ভগবানের উদ্দেশে 'স্বাহা' ও 'বাট্' এই একার্থ বোধক দুই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভক্তি সুধা অর্পণ পূর্ব্বক বলিতেছেন—'হবা অবশ্য সুহুত হইবে। অর্থাৎ, আমার অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবে।' এখানে ভগবানের প্রতি সাধকের স্থিরা-ভক্তি লাভ হইয়াছে। 'ইহা অবশ্যই সুহুত হইবে'—এই বিশ্বাসই তো সাধণার শেষ পরিণতি। (২অ—১৮ক—১-২ম)।

ঊনবিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। ঊনবিংশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) ঘৃতাচী স্থো ধুর্য্যৌ পাতং সুম্নে স্থঃ সুম্নে মা ধত্তং ॥

(২) যজ্ঞ নমশ্চ তৎউপ চ যজ্ঞস্য শিবে সংতিষ্ঠস্ব

স্বিষ্টে মে সংতিষ্ঠস্ব ॥ ১৯

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে জ্ঞানভক্তী, যুবাং 'ঘৃতাচী' (সদ্ভাবসহযুতে) 'স্থঃ' (ভবথঃ); হে জ্ঞানস্বরূপ-ভক্তিস্বরূপৌ দেবৌ যুবাং 'ধুর্য্যৌ' (সৎকর্ম্মনির্ব্বাহকৌ জ্ঞানভক্তিযোগৌ) 'পাতং' (রক্ষতং); 'সুম্নে' (সুখরূপে) 'স্থঃ' (ভবথঃ), 'মা' (মাং) 'সুম্নে' (সুখে) 'ধত্তং' (স্থাপয়তং)।

২। 'যজ্ঞ' (হে যাগাধিষ্ঠাতৃদেব!) 'তে' (তুভ্যং) নমশ্চ (নমোঽস্তু) 'উপচ' (তে বৃদ্ধিশ্চাস্তু); হে ভগবন্! ত্বং 'যজ্ঞস্য' (মম যাগাদিসৎকর্ম্মণঃ) 'শিবে' (কল্যাণে) 'সংতিষ্ঠস্ব' (সংস্থিতো ভব, যজ্ঞস্য কল্যাণং সম্পাদয়েতি ভাবঃ); তথা 'মে' (মম) 'স্বিষ্টে' (পরমকল্যাণে, নিঃশ্রেয়সে) 'সংতিষ্ঠস্ব' (সংস্থিতো ভব, মম নিঃশ্রেয়সস্বরূপং পরমকল্যাণং সাধয়েতি তাৎপর্য্যঃ)। ২অ—১৯ক—১-২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ

১। হে আমার জ্ঞান ও ভক্তি! তোমরা সদ্ভাবসহযুত হও। হে জ্ঞানস্বরূপ ভক্তিস্বরূপ দেবদ্বয়, আপনারা (আমার) সৎকর্ম্মনির্ব্বাহক জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগকে রক্ষা করুন; আপনারা সুখস্বরূপ হয়েন, আমাকে সুখে রাখুন।

২। হে যজ্ঞাধিষ্ঠাতৃদেব! আপনাকে নমস্কার, আপনার বৃদ্ধি হউক। হে ভগবন্! আপনি (আমার) যাগাদিসৎকর্ম্মের কল্যাণ-সাধন করুন, এবং আমার নিঃশ্রেয়সস্বরূপ পরম কল্যাণ সম্পাদিত করুন। (২অ—১৯ক—১-২ম)।

• • •

জ্ঞানস্বরূপ ও ভক্তিস্বরূপ দেবদ্বয়কে উদ্দেশ করিয়া সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেবদ্বয়। আপনারা, আমার সৎকর্ম্মের নির্ব্বাহক দুইজন জ্ঞান ও ভক্তিকে রক্ষা করুন।' প্রথম মন্ত্রের অপরাংশের অর্থ প্রায়শই ভাষ্যানুসারী

অতঃপর লক্ষ্য করুন, দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বুদ্ধ 'যজ্ঞ' পদ। এখানে যজ্ঞ কিরূপে যজ্ঞের কল্যাণ-সাধন করিবে? অতএব, এই 'যজ্ঞ' পদ যে যজ্ঞাধিষ্ঠাতা দেবকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, তাহা আর বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিতে হইবে না। এস্থলে, যদি কাহারও সন্দেহ হয়, 'যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতার বৃদ্ধি হউক,'—এবম্বিধ প্রার্থনা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? দেবতার আবার জয় পরাজয় ক্ষয় বৃদ্ধি কিরূপ? উত্তরে বলিতে পারি, 'হে দেব। আপনার জয় হউক ব বৃদ্ধি হউক এ প্রার্থনা সঙ্গত হইতে পারে। পরন্তু 'যজ্ঞদেবতার বৃদ্ধি হউক' প্রার্থনায়, সাধকের কর্ম্ময় জীবনে সৎকর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পাউক—ভাবও আসিতে পারে। ইহাতে এই কাণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রার্থনা—'হে আমার জ্ঞান ও ভক্তি! তোমরা দুই সহায় হও হে জ্ঞান-ভক্তিস্বরূপ দেবদ্বয় আপনারা আমার সৎকর্ম্মনির্ব্বাহক জ্ঞান ও ভক্তিকে রক্ষা করুন আপনারা সুখস্বরূপ হউন, আমাকে সুখে রাখুন। যজ্ঞাধিষ্ঠাতৃ-দেবতা যজ্ঞপতে, আপনাকে নমস্কার, আপনার জয় হউক। আপনি আমার সৎকর্ম্মের মঙ্গল বিধান করুন এবং আমাদের নিঃশ্রেয়স-রূপ পরম কল্যাণ সংসাধিত করুন।'

কণ্ডিকাটীতে সুন্দর ভাবে পর পর ক্রমান্নতির প্রার্থনা পরিস্ফুট রহিয়াছে। এ মন্ত্রত্রয়, ক্রমশঃ ক্রমশঃ সাধককে সাধনার উচ্চ সোপান প্রদর্শন পূর্ব্বক, শেষে "স্বষ্টে মে সংভূষ্ট'—সু + ইষ্ট—পরম মঙ্গল—নিঃশ্রেয়স প্রদান করিতেছে আমরা বলি, ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (২য় —১৯ক – ১-২য়)।

বিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। বিংশ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) অগ্নেঽদব্ধায়োঽশীতম পাহি মা দিদ্যোঃ। পাহি প্রসিত্যৈ।

পাহি দুরিষ্ট্যৈ। পাহি দুরদ্মন্যা অবিষং নঃ পিতুং কৃণু।

সুষদা যোনৌ স্বাহা বট্।

(২) অগ্নয়ে সংবেশপতয়ে স্বাহা।

(৩) সরস্বত্যৈ যশোভগিন্যৈ স্বাহা ॥ ২০ ॥

যজমান হে অশীতম ভোক্তৃতম যদ্বা ব্যাপকতম। হে অগ্নে গার্হপত্য মা মাং দিদ্যোঃ বজ্রাৎ পাহি। শত্রুপ্রযুক্তাদ্বজ্রসমাদায়ুধান্মাম্পাহি। দিদ্যুরিতি বজ্রনাম। প্রসিত্যৈ প্রসিতেঃ বন্ধনহেতুভূতাজ্জালান্মাং পাহি। প্রসিতিঃ প্রসয়না বা জালং বোভ সাম্বঃ (নিরু০ ৬।১২)। দুষ্টা ইষ্টির্দ্দুরিষ্টিঃ অশাস্ত্রীয়ো যাগঃ। তস্মান্মাং পাহি। দুরদ্মনী। অদনমদ্মনী দুষ্টা অদ্মনী দুরদ্মনী দুর্ভোজনং তস্মান্মাং পাহি। চতুর্থী পঞ্চম্যর্থে। পীবোহন্নামাত্ত (পা০ ১৪।২৫) পঞ্চমী। কিঞ্চ নোহস্মাকং পিতুমন্নমবিষং কুরু চ। নিষং বা কুরু। যোনিরিতি গৃহনাম। (নিঘ০ ৩।৪) সুষ্ঠু সম্যক্ সীদত্যস্যাং সা সুষদা। তস্যাং সুষদা বিভক্তেরাকারঃ। সম্যগবস্থানযোগ্যে গৃহে মাং স্থাপয়েতি শেষঃ। যদ্বা গৃহে স্থিতানাং নোঽস্মাকং পিতুমবিষং কুরু। স্বাহা বাড়িতি পদে ব্যাখ্যাতে। (বাং ৩।৭।১৮) দক্ষিণাগ্নৌ জুহোত্যগ্নয় ইতি সরস্বত্যা ইতি চ তে সংবেশপতিঃ সংবেশঃ। তস্য পতির্যোঽগ্নিঃ তস্মৈ স্বাহা হুতম্। হে সরস্বতি যশসো ভগিনী বাগ্রূপা সরস্বতী তস্যৈ স্বাহা ... ।

• • •

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

— ••• — —

নব এবং ... মন্ত্রে, 'অগ্নে সদঙ্কাহে' এই মন্ত্র দ্বারা গ্রহণ করিবে। ঐ মন্ত্রের অর্থ,—যজমানকে কিসার হইতে রক্ষাকারী অতিশয় ভোক্তা অথবা অতিশয় ব্যাপক, গার্হপত্য নামক হে অগ্নে! আমাকে বজ্র হইতে রক্ষা কর, অর্থাৎ শত্রুপ্রযুক্ত বজ্রসদৃশ আয়ুধ হইতে আমাকে রক্ষা কর, বন্ধনহেতুভূত জাল হইতে আমাকে রক্ষা কর, অশাস্ত্রীয় যাগ হইতে আমাকে রক্ষা কর, দুষ্ট ভোজন হইতে আমাকে রক্ষা কর, আমাদের হবিঃস্বরূপ অন্নকে বিষরহিত কর, সম্যক্ অবস্থানযোগ্য গৃহে আমাকে স্থাপন কর অথবা গৃহে স্থিত আমাদিগের অন্নকে বিষরহিত কর।' 'স্বাহা বাট্' এই পদদ্বয়ের বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। অনন্তর, 'অগ্নয়ে' এই দ্বিতীয় মন্ত্র এবং 'সরস্বত্যৈ' এই তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। ঐ মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ,—'হে সংবেশপতি অগ্নি (স্ত্রীপুরুষের অভিলাষপূর্ব্বক একত্র শয়নের নাম—সংবেশ) তোমার নিমিত্ত হবিঃ প্রদত্ত হউক (২)।' 'হে যশোভগিনী! (জীবৎপুরুষের প্রশংসাত্মক 'যশঃ' কহে) বাগ্দেবি! সরস্বতি! তোমার নিমিত্ত হবিঃ প্রদত্ত হউক (৩)।' ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে কথিতোক্ত মন্ত্রত্রিতয়ের এইরূপ অর্থই অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে আমরা এ মন্ত্রের যেরূপে অর্থপরিগ্রহ করিলাম, নিম্নে তাহার আভাষ দিতেছি।

কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী প্রার্থনাবোধক। যে সকল রিপুশত্রু সাধনমার্গের প্রধান বিঘ্নকারী, তাহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এ মন্ত্রে দেবতার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। অপর মন্ত্রদ্বিতয়েও প্রার্থনার ভাব প্রচ্ছন্ন আছে। প্রথম মন্ত্রে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—'হে হিংসা হইতে রক্ষাকারী সর্ব্বব্যাপক দেব! আপনি আমাকে শত্রুর বজ্রতুল্য অস্ত্র হইতে রক্ষা করুন।' শত্রুর বজ্রবৎ অস্ত্র কোন্ ভাব দ্যোতনা করে? আমরা

শব্দৈঃ প্রতিপাদ্যতে ইতি গাতুর্যজ্ঞঃ তং বিদন্তি জানন্তীতি গাতুবিদঃ। হে গাতুবিদঃ যজ্ঞবেত্তারো দেবাঃ গাতুং বিত্বা বিদিত্বা। বিদ জ্ঞানে। অস্মদীয়ো যজ্ঞঃ প্রবৃত্ত ইতি জ্ঞাত্বা। গাতুমিত যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছত। যদ্বা গাতুর্গন্তব্যো মার্গঃ তং গচ্ছত। অস্মদীয়-যজ্ঞেন তুষ্টাঃ সন্তঃ স্বর্গমার্গং গচ্ছ এবং দেবান্ বিসৃজ্য চন্দ্রং পত্যাহ। হে মনসম্পতে। মনোঽধিপশ্চন্দ্রঃ। যদ্বা দেবান্যষ্টুং মনসঃ প্রবর্ত্তকঃ পরমেশ্বরঃ। তং প্রত্যুচ্যতে' হে মনসম্পতে পরমেশ্বর হে দেব ইমমনুষ্ঠিতং যজ্ঞং স্বাহা ত্বদ্ধস্তে দদামি। ত্বং চ তং যজ্ঞং বাতে বায়ুরূপে দেবে ধাঃ স্থাপয়। বাতেতি যজ্ঞোঽনর্তিষ্ঠতে। তদ্রূপং শ্রুত্যা। বায়ুরেবাগ্নি-স্তস্মাদ্য দৈবাধ্বর্য্যাক্রমং কর্ম্ম করোত্যেতমেবাপ্যেতীতি ॥ ২১ ॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকার বলেন,—'বেদোঽসি' এই প্রথম মন্ত্র দ্বারা যজমানের পত্নী, বেদ (কুশমুষ্টি-নির্ম্মিত পদার্থ-বিশেষ) পরিত্যাগ করিবেন। তাহাতে এ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে কুশমুষ্টি-নির্ম্মিত পদার্থ। তুমি ঋগাদি বেদমন্ত্রস্বরূপ অথবা সর্ব্বজ্ঞ। দ্যোতমান হে বেদ। যে কারণ বশতঃ তুমি দেবতাদিগের জ্ঞাপক হও, সেই কারণ বশতঃ আমারও জ্ঞাপক হও।' দ্বিতীয় 'দেবা গাতুবিদঃ' এই মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা, যজ্ঞীয় দেবগণকে বিসর্জ্জন করিবে। এ মতে ঐ অংশের অর্থ নিষ্কর্ষ হয়,—'হে যজ্ঞবিদ্ দেবগণ! আপনারা, 'অস্মদীয় যজ্ঞ প্রবৃত্ত (আরব্ধ) হইয়াছে' এই জানিয়া যজ্ঞের প্রতি আগমন করুন। অথবা, 'গাতু'—গন্তব্য মার্গে গমন করুন অর্থাৎ আমাদের যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করুন।' এইরূপে মন্ত্রার্দ্ধে দেবগণকে বিসর্জ্জন করিয়া দ্বিতীয়ার্দ্ধ দ্বারা চন্দ্রের প্রতি বলিবে,—'হে মনের অধিপতি চন্দ্রদেব। অথবা দেবযজন-বিষয়ে মনের প্রবর্ত্তক হে মনস্পতে পরমেশ্বর! এই অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, আপনি এই যজ্ঞকে বায়ুরূপ দেবতাতে স্থাপন করুন।' ইহাই ভাষ্যানুমোদিত অর্থ।

এ কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয় অতিশয় উচ্চভাবদ্যোতক। প্রথম মন্ত্রে সাধক জ্ঞানস্বরূপ-দেবের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি দেবতাকে বলিতেছেন,—'হে দেব। আপনি সর্ব্বজ্ঞ। (সাধক, আপনার স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারিলে) আপনি, সাধককে দেবভাব সমূহ জ্ঞাত করিয়া থাকেন; অর্থাৎ, সেই সাধককে তত্তৎ দেবভাবের অধিকারী করিয়া থাকেন। অতএব, আমাকে দেবভাবের নিকট জ্ঞাত করুন অর্থাৎ দেবভাবের সহিত আমার চির-বন্ধুত্ব সংস্থাপিত করুন।' এরূপ প্রার্থনা অপেক্ষা আর উচ্চ প্রার্থনা কি হইতে পারে? বলা বাহুল্য, এরূপ অর্থ-কল্পনা পক্ষে মন্ত্রস্থিত কোনও পদেরই ভাষ্যকার-প্রদর্শিত অর্থের বাধ ঘটে নাই। মন্ত্রটী সরল অথচ উচ্চভাবদ্যোতক। ভাষ্যকার, 'দেবেভ্যঃ' ও 'মহ্যং' পদে ষষ্ঠীর অর্থে চতুর্থী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আমরাও ঐ মতেরই অনুসরণ করিয়াছি।

অতঃপর কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। একটু স্থির দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে, দেখিতে পাইবেন—এ মন্ত্রের মধ্যে কি এক গভীর মহান উদার-ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সাধক, প্রথমতঃ দেবভাবনিবহকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন—'হে দেবভাব নিবহ। আপনারা যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মাভিজ্ঞ আমাদের সৎকর্ম্মেচ্ছা বিদিত হইয়া তাহাকে প্রাপ্ত হউন।' ইহাতে দুই ভাব আসিতে পারে। কোনও সাধক যদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহা যেরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন—আপনারা অবগত হইয়া থাকেন। অথবা আপনারাই যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের বিষয় অবগত আছেন। আপনারা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে, যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধের বিষয়। শেষাংশে সাধকের ভগবানে ঐকান্তিকতা কর্ম্মফলত্যাগ প্রভৃতি নিষ্কাম ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক বলিতেছেন,—'হে দেব। আমার কর্ম্ম যেন প্রাণ-মনের একতা অবস্থায় সংসাধিত হয়। আমি কর্ম্মফল আপনাতে সমর্পিত করিতেছি, আপনি তাহাকে বায়ুতে মিশাইয়া দেন।' বায়ুতে মিশাইয়া দেন—ইহাতে কি ভাব প্রকাশ পায়? বায়ু—বিশ্বপ্রাণ সর্ব্বত্রগ। বায়ু—বিশ্বের হিতের নিমিত্তই সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান মিলিত হইল—আপনি আমার এই ন্যস্ত কর্ম্মফলকে বায়ুতে মিশাইলে, সেই কর্ম্মফল বায়ুর সহিত বিশ্বের অণু পরমাণুতে মিশাইয়া যাইবে। সেই কর্ম্মফল বিশ্বের কল্যাণ সাধনেই প্রযুক্ত হইবে। আমি কর্ম্মফল ইচ্ছা করি না। 'হে দেব। আপনি এই কর্ম্মফলকে বায়ুর ন্যায় অনন্ত করিয়া অনন্ত বিশ্বের হিতসাধনে প্রযুক্ত করুন।' এ অপেক্ষা আর উদার নিষ্কাম মহৎ প্রার্থনা কি হইতে পারে? আমরা মনে করি, এ মন্ত্রে সাধক—"কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং" ভগবানে কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া এই পরা শান্তি লাভে সমর্থ হইয়াছে। গীতা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, কর্ম্মফলত্যাগই প্রধান ধর্ম্ম। কর্ম্মফলত্যাগই ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান হেতুভূত। তাই অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান।" সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ কর। (২য়—১২শ—১১শ)।

দ্বাবিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। দ্বাবিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) সম্বর্হিরঙ্‌ক্তাং হবিষা ঘৃতেন সমাদিত্যৈর্ব্বসুভিঃ সম্মরুদ্ভিঃ। সমিন্দ্রো বিশ্বদেবেভিরঙ্‌ক্তাং দিব্যং নভো গচ্ছতু যৎ স্বাহা ॥ ২২ ॥

• • •

ইত্যপি স্বগত প্রশ্নঃ। 'তস্মৈ' (প্রসিদ্ধায়) 'পোষায়' (ধর্ম্মপোষণায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিমুঞ্চতি' (বিমুক্তং করোতি) ইতি স্বগতোত্তরং।

২। সংকর্ম্মবিরোধিন হে শত্রো! 'অসি' (ত্বং) 'রক্ষসাং' (দেবভাববিরোধিনাং) 'ভাগঃ' (অংশস্বরূপঃ)। ভবসীতি শেষঃ। (২অ—২৩ক১-২ম)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

[এ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র স্বগত প্রশ্নোত্তরসূচক]

১। [প্রশ্ন] কোন পুরুষ, তোমাকে জন্মজরাব্যাধিবিমুক্ত করিয়া থাকেন ?

[উত্তর] সেই পরমেশ্বরই তোমাকে জন্মজরাব্যাধিবিমুক্ত করিয়া থাকেন।

[প্রশ্ন] কোন মহদুদ্দেশ্য-সাধন জন্য তোমাকে বিমুক্ত করেন ?

[উত্তর] সেই প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপোষণের নিমিত্ত তোমাকে বিমুক্ত করেন।

[দ্বিতীয় মন্ত্র সংকর্ম্মবিরোধী শত্রুর উদ্দেশে প্রযুক্ত]

২। সংকর্ম্মবিরোধী হে শত্রু! তুমি দেবভাববিরোধী, রাক্ষসগণের অংশস্বরূপ হইয়া থাকো। (২অ—২৩ক—১ ২ম)।

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৮।৬) বেদ্যাং প্রণীতা নিনয়তি প্রণীতাঃ কস্ত্বেতি। ব্যাখ্যাতা (অধ্যা০ ১।৬) মন্ত্রঃ প্রজাপতিদৈবতঃ তত্র যজ্ঞযোগে নিযুক্তঃ অত্র তু যজ্ঞবিমোকে। পোষায় যজমানং পুত্রাদিভিঃ পোষয়িতুং ত্বাং নিনয়ামীতি শেষঃ। যজ্ঞং প্রযুজ্যাবিমোকে যজমানস্যাপ্রতিষ্ঠা-পত্তের্ব্বিমোকঃ কার্য্যঃ। 'যো বৈ যজ্ঞং প্রযুজ্য ন বিমুঞ্চত্যপ্রতিষ্ঠানো বৈ স ভবতীতি শ্রুত্যন্তরবচনাৎ॥ (কা০ ৩।৮।৭) পুরোডাশকপালেন কণানপাস্যত্যধঃ কৃষ্ণাজিনং রক্ষসাম্ভাগোঽসীতি। হে কণসমূহ ত্বং রক্ষসাং ভাগোঽসি তেষাং নীচজাতিত্বান্নিকৃষ্টকণরূপো ভাগো যুক্তঃ॥ ২৩॥ (২অ—২৩ক—১-২ম)।

* . *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———:০:———

ভাষ্যের আলোচনায় প্রকাশ—কণ্ডিকোক্ত প্রথম মন্ত্র দ্বারা বেদী হইতে প্রণীতাপাত্র বিসর্জ্জন দিবে। প্রশ্নোত্তরমূলক এইরূপ একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ কণ্ডিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমাধ্যায়ের ষষ্ঠ কণ্ডিকোক্ত মন্ত্র এবং এই মন্ত্র উভয়ই. প্রজাপতি-

দৈবত। এতদুভয়ের পার্থক্য এই যে, ষষ্ঠ কণ্ডিকোক্ত মন্ত্র, যজ্ঞযাগ এবং এই মন্ত্র যজ্ঞবিমোকে বিনিযুক্ত। প্রথম মন্ত্রের শেষাংশ-স্থিত 'পোষায়' পদের অর্থপক্ষে ভাষ্যকার বলেন,—'যজমানকে পুত্রাদি দ্বারা পোষণ করিবার জন্য তোমাকে বিসর্জ্জিত করিতেছি'। যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বিমোক (বিসর্জ্জিত) না করিলে যজমানের অপ্রতিষ্ঠাপত্তিরূপ দোষ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ভাষ্যকার শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'রক্ষসাং-ভাগোহসি' এই দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা পুরোডাশকপালের সহিত তণ্ডুলকণাসমূহকে কৃষ্ণাজিনের অধোদেশে নিঃক্ষেপ করিবে। এমতে ঐ মন্ত্রের অর্থ,—'হে তণ্ডুলকণাসমূহ। তোমরা রাক্ষসের ভাগ হও'। রাক্ষসেরা নীচজাতি বলিয়া তণ্ডুল কণারূপ নিকৃষ্ট ভাগ তাহাদিগের উপযুক্ত। ভাষ্যকারের মতে এ মন্ত্রদ্বয় এই অর্থ এইরূপ ভাবেই প্রচলিত।

এক্ষণে আমরা এ মন্ত্রদ্বয়ের যেরূপ অর্থ আমনন করিলাম, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। প্রথমাধ্যায়োক্ত ষষ্ঠ কণ্ডিকায় প্রায়ই এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আমরা বলি, প্রথম মন্ত্রটী স্বগত প্রশ্নোত্তরমূলক। এখানে সাধক, বিবেক-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াছেন। তিনি যেন স্বগত সেই বিবেককে প্রশ্ন করিতেছেন এবং তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছে। প্রথম মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট দেখি। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে সুধীগণ এই অর্থের সমীচীনতা সহজেই উপলব্ধি করিবেন। দ্বিতীয় মন্ত্রটীর দ্বারা সৎকার্য্যের প্রতিকূল রিপুশত্রুকে সাধক, সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন—'হে শত্রু। তুমি রাক্ষসের অংশস্বরূপ।' যদিও মন্ত্র মধ্যে সম্বোধ্য কেহই নাই, তথাপি মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে, ঐ ভাব সহজেই উপলব্ধ হওয়া যায়। রাক্ষস, যজ্ঞবিরোধী—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী, দেবভাবের একান্ত প্রতিকূলতা আচরণ করিয়া থাকে। এ মন্ত্রে 'তুমি রাক্ষসের অংশস্বরূপ হও' বলিতে কামক্রোধাদি শত্রু ব্যতীত আর কাহাকে অভিহিত করিতে পারি? সাধক যেন এই দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা সেই শত্রুর প্রতি যুগপৎ রোষ ও ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিসর্জ্জন দিতেছেন। (২অ—২৩ক—১-২ম)।

চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) সং বর্চ্চসা পয়সা সং তনূভিরগন্মহি মনসা সং শিবেন।
ত্বষ্টা সুদত্রো বিদধাতু রায়োঽনুমার্ষ্টু তন্বো যদ্বিলিষ্টং ॥ ২৪ ॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। বয়ং 'বর্চ্চসা' (ব্রহ্মতেজসা) 'সমগন্মহি' (সঙ্গতা ভবামঃ); তথা 'পয়সা' (অমৃতেন) 'সং' (সমগন্মহি, সংযুক্তা ভবামঃ); 'শিবেন মনসা' (শান্তেন, কল্যাণাস্পদেন মনসা) 'সং' (সমগন্মহি সংযুক্তা ভবামঃ)। 'সুদত্রঃ' (শোভনদানশীলঃ) 'ত্বষ্টা' (স ভগবান্) 'রায়ঃ' (পরমধনানি, চতুর্ব্বর্গরূপাণি) 'বিদধতু' (অস্মভ্যং বিতরতু); 'তন্বঃ' (অস্মদীয়-শরীরস্য) 'যৎ বিলিষ্টং' (বিশেষেণ সৎকর্ম্মাক্ষমং ন্যূনং বা অঙ্গং) তৎ 'অনুমার্ষ্টু' (সৎকর্ম্ম-সাধনানুকূলং কৃত্বা শোধয়তু)। ভগবদনুগ্রহেণৈব বয়ং ব্রহ্মজ্যোতিরমৃতাদিযুক্তা ভবামঃ। অতো ভগবন্তং প্রার্থয়ামহে, স ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং বিতরতু অস্মাকং শরীরাবয়বমপি সৎকর্ম্মসাধনক্ষমং করোতু ইত্যেবং তাৎপর্য্যার্থঃ। (২অ ২৪ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

১। (ভগবানের অনুগ্রহেই) আমরা ব্রহ্মতেজের সহিত সংযুক্ত হইব; সেইরূপ, অমৃতের সহিত, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানক্ষম শরীরের অবয়ব-সমূহের সহিত এবং কল্যাণাস্পদ মনের সহিত সংযুক্ত হইব। শোভন-দানশীল সেই ভগবান্, আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গরূপ পরমধন বিতরণ করুন এবং আমাদের শরীরের মধ্যে যে অঙ্গ সৎকর্ম্মসাধনে অক্ষম, তাহাকে সৎকর্ম্ম-সাধনানুকূল করিয়া পোষণ করুন। (২অ—২৪ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ত্বষ্টৃদেবত্যা ত্রিষ্টুপ্। ইতঃ পরং যজমানঃ (কা০ ৩।৮।১০) পূর্ণপাত্রং নিনয়তি পত্নীত্য সমস্তং যজমানোঽঞ্জলিনা প্রতিগৃহ্ণাতি সং বর্চ্চসেতি মুখং বিমৃষ্ট ইতি॥ সমিত্যাপ-সর্গোঽগন্মহীত্যনেন সম্বন্ধঃ প্রত্যেকং। বর্চ্চসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন বয়ং সমগন্মহি সঙ্গতা ভবামঃ। পয়সা ক্ষীরাদিরসেন সমগন্মহি। তনূভিরনুষ্ঠানক্ষমৈঃ শরীরাবয়বৈঃ যদ্বা তনূভির্ভার্য্যাপুত্রাদিভিঃ সমগন্মহি। শিবেন শান্তেন কর্ম্মশ্রদ্ধাযুক্তেন মনসা সমগন্মহি। যজ্ঞমুপগচ্ছতো মরসা বর্চ্চসাদ্যাপৈতি তদনেন পুনরাপ্যায়য়তি। কিঞ্চ সুদত্রঃ শোভনদানঃ ত্বষ্টা রায়ো ধনানি বিদধাতু করোতু। তন্বঃ শরীরস্য মদীয়স্য যৎ বিলিষ্টং বিশেষেণ ন্যূনমঙ্গং তদনুমার্ষ্টু। ন্যূনত্বপরিহারেণানুকূলং কৃত্বা শোধয়তু। ধনস্য শরীরস্য পুষ্টিং করোত্বিত্যর্থঃ। সুষ্ঠু দদাতীতি সুদত্রঃ। সুপূর্ব্বাদ্দদাতেঃ ষ্ট্রন্। সর্ব্বধাতুভ্য ইতি (উ০ ৪।১৬০) ষ্ট্রন্। বাহুলকত্বাদ্ধ্রস্বঃ॥ ২৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— ✢ ——

এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রে যজমান অঞ্জলি দ্বারা পূর্ণপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক বিসর্জ্জন দিবে। 'সংবর্চ্চসা' এই মন্ত্র দ্বারা মুখমার্জ্জন করিবে। তাহাতে মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধের অর্থ হয়,— 'ব্রহ্মবর্চ্চের সহিত আমরা সঙ্গত হইতেছি, ক্ষীরাদি রসের সহিত আমরা সঙ্গত হইতেছি; অনুষ্ঠানক্ষম শরীরাবয়বের সহিত অথবা ভার্য্যাপুত্রাদির সহিত আমরা সংযুক্ত হইতেছি এবং শান্ত কর্ম্মশ্রদ্ধাযুক্ত মনের সহিত আমরা সঙ্গত হইতেছি।' দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থ এই যে,— 'ত্বষ্টৃদেব, ধনসমূহ বিহিত করুন এবং মদীয় শরীরের যে অঙ্গ বিশেষরূপে ন্যূন, তাহাকে সেই ন্যূনত্ব নাশপূর্ব্বক সৎকর্ম্মানুকূল করিয়া শোধন করুন অর্থাৎ ধনের এবং শরীরের পুষ্টিসাধন করুন।' প্রচলিত ভাষ্যে এ মন্ত্রের অর্থাদি এইরূপে অবগত হওয়া যায়। কোনও ব্যাখ্যাকার আবার এ মন্ত্রটির অর্থ করেন,—'আমি অদ্য প্রচুর অন্নের সহিত সঙ্গত হইতেছি প্রচুর পানীয়ের সহিত সঙ্গত হইতেছি, স্বীয় শরীরের সৌন্দর্য্য, বল, তেজঃ প্রভৃতির উন্নতি লাভ করিতেছি, অদ্য আমার মনে সুন্দর শান্তি স্থাপিত হইল, বিখ্যাত বদান্য ত্বষ্টৃদেবতা আমাকে প্রভূত ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন, পরন্তু আমার শরীরে যে সকল দোষ আছে, তাহা সংশোধন করুন।'

আমরা বলি এ মন্ত্রটির প্রথমার্দ্ধে সাধকের ভগবানের প্রতি স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তিনি যেন স্বগত চিন্তা করিতেছেন,—সাধনমার্গে আমরা যাহা কিছু উন্নতিলাভে সমর্থ হই, তাহা কেবল একমাত্র সেই পরমেশ্বরেরই অনুকম্পায়। অতএব ভগবান্ যদি আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে আমরা ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইব, অমৃতের অধিকারী হইব; আমাদিগের শরীরাবয়ব-সমূহ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সক্ষম হইবে এবং আমাদের মন, শান্ত শুদ্ধসত্ত্বান্বিত হইবে।' তাই তিনি, মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধের দ্বারা ভগবানের সমীপে প্রার্থনার ভাব জ্ঞাপন করিতেছেন,—'ত্বষ্টৃরূপী শোভনদানশীল সেই ভগবান আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গধন প্রদান করুন, এবং আমাদিগের যে অঙ্গ সৎকর্ম্মসাধনে অপটু তাহাকে সৎকর্ম্মসাধনক্ষম করুন।' এস্থলে 'রায়ঃ' পদ যে একমাত্র পরমধন—চতুর্ব্বর্গকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা ভগবানের 'সুদত্রঃ' বিশেষণই দ্যোতনা করিতেছে। তিনি যে সুদানশীল—তাঁহার দানীয় ধন, কখনও তো অনিত্য স্বর্ণরত্নাদিরূপ হইতে পারে না। এ ধন সেই শোভন পরমধন— যে ধন নিত্য—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ। তাই আমরা এস্থলে 'রায়ঃ' পদের অর্থ—চতুর্ব্বর্গরূপ পরমধন বলিয়া স্বীকার করিলাম। অন্যান্য শব্দের আলোচনা আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণীব্যাখ্যা' ও বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। (২অ—২৪ক—১ম)।

——•——

পঞ্চবিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। পঞ্চবিংশ কণ্ডিকা। সপ্তমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) দিবি বিষ্ণুর্ব্ব্যক্রংস্ত জাগতেন ছন্দসা ততো নির্ভক্তো

যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ।

(২) অন্তরিক্ষে বিষ্ণুর্ব্ব্যক্রংস্ত ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা ততো নির্ভক্তো

যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ।

(৩) পৃথিব্যা· বিষ্ণুর্ব্ব্যক্রংস্ত গায়ত্রেণ ছন্দসা ততো নির্ভক্তো

যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ।

(৪) অস্মাদন্নাৎ। (৫) অস্যৈ প্রতিষ্ঠায়ৈ। (৬) অগন্ম স্বঃ।

(৭) সং জ্যোতিষা ভূম ॥ ২৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'বিষ্ণুঃ' (বিশ্বব্যাপকো দেবঃ) 'দিবি' (দ্যুলোকে, সহস্রারে) 'জাগতেন ছন্দসা' (জাগতীচ্ছন্দোরূপেণ পাদেন) 'ব্যক্রংস্ত' (বিশেষেণ ক্রমণং কৃতবান্, স্বীয়সত্তাং দর্শিতবান্), 'ততঃ' (তস্মাৎ প্রদেশাৎ) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (সাধনাকারিণঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি), 'যঞ্চ' (যং শত্রুঞ্চ) 'বয়ং' অর্চ্চকাঃ) 'দ্বিষ্মঃ' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ) তদুভয়বিধ আধ্যাত্মিকশত্রুঃ 'নির্ভক্তঃ' (ভাগরহিতঃ সন বিষ্ণুক্রমণবশেন পলায়িতঃ)।

২। 'বিষ্ণুঃ' (বিশ্বব্যাপকো দেবঃ) 'অন্তরীক্ষে' (অন্তরীক্ষলোকে, হৃৎপ্রদেশে) 'ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা' (ত্রিষ্টপ্‌ছন্দোরূপেণ পাদেন) 'ব্যক্রংস্ত' (বিশেষেণ ক্রমণং কৃতবান্, স্বীয়সত্তাং

দর্শিতবান্), 'ততঃ' (তস্মাৎ প্রদেশাৎ) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (অর্চ্চকান্) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যঞ্চ' (যং শত্রুঞ্চ) 'বয়ং' (অর্চ্চকাঃ) 'দ্বিষ্মঃ' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ) তদুভয়বিধ আধিদৈবিকশত্রুঃ 'নির্ভক্তঃ' (ভাগরহিতঃ সন বিষ্ণুক্রমণবশেন পলায়িতঃ)।

৩। 'বিষ্ণুঃ' (বিশ্বব্যাপকো দেবঃ) 'পৃথিব্যাং' (পৃথিবীলোকে নাভিপ্রদেশে) 'গায়ত্রেণ ছন্দসা' (গায়ত্রীচ্ছন্দোরূপেণ পাদেন) 'ব্যক্রংস্ত' (বিশেষেণ ক্রমণং কৃতবান, স্বীয়সত্তাং দর্শিতবান্), 'ততঃ' (তস্মাৎ প্রদেশাৎ) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (অর্চ্চকান্) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যঞ্চ' (যং শত্রুঞ্চ) 'বয়ং' (অর্চ্চকাঃ) 'দ্বিষ্মঃ' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ) তদুভয়বিধ আধিভৌতিকশত্রুঃ 'নির্ভক্তঃ' (ভাগরহিতঃ সন্ পলায়িতঃ)।

৪। শত্রুঃ 'অস্মাদন্নাৎ' (অস্মাৎ শুদ্ধসত্ত্বরূপভবনীয়াৎ ভাগরহিতঃ সন্ পলায়িত ইতি শেষঃ)।

৫। 'অস্যৈ' (অস্যাঃ) 'প্রতিষ্ঠায়ৈ' (প্রতিষ্ঠায়াঃ, দেবযজনস্থানাৎ, হৃৎপ্রদেশাৎ ভাগরহিতঃ সন্ পলায়িতঃ ইতি শেষঃ)।

৬। ইত্থং শত্রুহীনা বয়ং 'স্বঃ' (স্বর্গং) 'অগন্ম' (প্রাপ্তা ভবামঃ)।

৭। 'জ্যোতিষ' (জ্যোতিঃস্বরূপেণ পরব্রহ্মণা সহ) সং অভূম' (সম্মিলিতা ভবামো বয়মিতি শেষঃ)। (২অ—২৫ক—১-৭ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। বিশ্বব্যাপক দেব, দ্যুলোকে (সহস্রারে) জগতীচ্ছন্দোরূপ স্বীয় পাদের দ্বারা বিশেষরূপে পরিভ্রমণ করেন (স্বীয়সত্ত্বা দেখাইয়া থাকেন); সেই দ্যুলোক (সহস্রার) স্থান হইতে—যে শত্রু আমাদিগকে দ্বেষ করে, আমরা যে শত্রুর দ্বেষ করিয়া থাকি এই উভয়বিধ (আধ্যাত্মিক) শত্রু ভাগরহিত হইয়া (বিষ্ণুক্রমণহেতু) পলাইয়া থাকে।

২। বিশ্বব্যাপক দেব, অন্তরীক্ষলোকে (হৃৎপ্রদেশে) ত্রিস্টুপ্-ছন্দোরূপ স্বীয় পাদের দ্বারা বিশেষরূপে পরিভ্রমণ করেন (স্বীয়সত্ত্বা দেখাইয়া থাকেন); সেই অন্তরীক্ষ (হৃদয়) প্রদেশ হইতে,—যে শত্রু আমাদিগকে দ্বেষ করে, আমরা যে শত্রুর দ্বেষ করিয়া থাকি, এই উভয়বিধ (আধিদৈবিক) শত্রু, ভাগরহিত হইয়া (বিষ্ণুক্রমণ হেতু) পলাইয়া থাকে।

৩। বিশ্বব্যাপক দেব, পৃথিবীলোকে (নাভিপ্রদেশে) গায়ত্রীচ্ছন্দোরূপ স্বীয় পাদের দ্বারা বিশেষরূপে পরিভ্রমণ করেন (স্বীয়সত্তা দেখাইয়া থাকেন) সেই পৃথিবী (নাভি) প্রদেশ হইতে,—যে শত্রু আমাদিগকে

দ্বেষ করে আমরা যে শত্রুর দ্বেষ করিয়া থাকি, এই উভয়বিধ (আধিভৌতিক) শত্রু, ভাগরহিত হইয়া (বিষ্ণুক্রমণ হেতু) পলাইয়া থাকে।

৪। উক্ত শত্রু এই শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবনীয় অন্ন হইতে ভাগরহিত হইয়া পলায়ন করে।

৫। উক্ত শত্রু, এই দেবযজনস্থান (হৃদয়) রূপ প্রতিষ্ঠা হইতে ভাগরহিত হইয়া পলায়ন করে।

৬। (এইরূপে আমরা শত্রুহীন হইয়া) স্বর্গকে প্রাপ্ত হই।

৭। (এবং) জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকি। (২অ—৫ক—১-৭ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩৮।১১) বিষ্ণুক্রমান ক্রমতে দিবি বিষ্ণুরিতি প্রতিমন্ত্রমিতি। বিষ্ণুপাদবুদ্ধ্যা স্বপাদস্য ভূমৌ প্রক্ষেপো বিষ্ণুক্রমাঃ। বিষ্ণুর্যজ্ঞপুরুষঃ। জাগতেন ছন্দসা জগতীচ্ছন্দোরূপেণ স্বকীয়পাদেন দিবি দ্যুলোকং ব্যক্রংস্ত বিশেষেণ ক্রমণং কৃতবান। তথা সতি ততো দ্যুলোকাৎ নির্ভক্তঃ ভাগরহিতঃ কৃত্বা নিঃসারিতঃ। কঃ। যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। যোঽস্মান্ দৃষ্ট্বা ন প্রীয়তে যং চ দৃষ্ট্বা বয়ং ন প্রীয়ামহে স দ্বিবিধোঽপি শত্রুর্দিবো নিঃসারিতঃ এবমুত্তরাবপি বিষ্ণুক্রমমন্ত্রৌ ব্যাখ্যেয়ৌ॥ (কা০ ৩৮।১৩) অস্মাদন্নাদিতি ভাগমবেক্ষত ইতি। যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি সোঽস্মাদন্নাদ্ যজমানভাগান্নির্ভক্ত ইতি বাক্যশেষোঽনুষঞ্জনীয়ঃ। (কা০ ৩৮।১৪) অস্যৈ প্রতিষ্ঠায়া ইতি ভূমিমিতি॥ অবেক্ষত ইতি চতুর্থমন্ত্রবিনিয়োগেঽনুবর্ত্ততে। অস্যৈ অস্যাঃ পুরতো দৃশ্যমানায়াঃ প্রতিষ্ঠায়াস্তোপস্থিতায়া ভূমেঃ নির্ভক্ত ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ (কা০ ৩৮।১৫) অগন্ম স্বরিতি প্রাগিতি। পূর্ব্বস্যাং দিশি স্থিতাঃ স্বর্গং স্বর্গং বা বয়মগন্ম প্রাপ্তাঃ। যজ্ঞানুষ্ঠানেন॥ (কা০ ৩৮।১৬) সং জ্যোতিষাভূমেতি হবনীয়মিতি। জ্যোতিষা হবনীয়লক্ষণেন বয়ং সমভূম সঙ্গতা অভূম॥ ২৫॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ কণ্ডিকার মন্ত্রকয়েকটীর অর্থ ও প্রয়োগ বিষয়ে ভাষ্যকার বলেন,—"দিবি বিষ্ণুঃ" এই মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুক্রম-ক্রমণ (পরিভ্রমণ) করিবে। "বিষ্ণুক্রম" শব্দের অর্থ—স্বীয় পাদকে বিষ্ণুর পাদ মনে করিয়া ভূমিতে প্রক্ষেপ। অর্থাৎ, যজ্ঞস্থলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মনে করিতে হইবে, বিষ্ণুই পরিভ্রমণ করিতেছেন। এমতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—"বিষ্ণু অর্থাৎ যজ্ঞপুরুষ, জগতীচ্ছন্দোরূপ স্বীয় পাদের দ্বারা দ্যুলোককে বিশেষরূপে ক্রমণ করিয়া ছিলেন।' এইরূপ হইলে, সেই দ্যুলোক হইতে,—যে শত্রু আমাদের দ্বেষ করে, আমরা যে শত্রুর দ্বেষ করি, অর্থাৎ যে

শত্রু আমাদিগকে দেখিয়া প্রীত হয় না, আমরা যে শত্রুকে দেখিয়া প্রীত হই না, সেই দ্বিবিধ শত্রু, ভাগরহিত হইয়া নিঃসারিত হইয়াছিল।" দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের প্রয়োগ ও অর্থ এই প্রথম মন্ত্রের ন্যায়।

'অস্মাদন্নাৎ' এই চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা ভাগের (অন্নের) প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিবে। এ মন্ত্রের অর্থ,—'এই যে ভাগ অন্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে এই যজমানভাগরূপ অন্ন হইতে ভাগহীন হইয়া শত্রু নিঃসারিত হইয়াছে।' 'অস্যৈ প্রতিষ্ঠায়ৈ' এই পঞ্চম মন্ত্রের দ্বারা ভূমির প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিবে। ইহার অর্থ,—'এই সম্মুখে পরিদৃশ্যমান প্রতিষ্ঠার হেতুভূত যজ্ঞীয় ভূমি হইতে ভাগহীন হইয়া শত্রু নিঃসারিত হইয়াছে।' 'অগন্ম স্বঃ' এই ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বদিক্‌স্থিত স্বর্গ অথবা সূর্য্যকে অবলোকন করিবে। এ মন্ত্রের অর্থ,—'পূর্ব্ব দিক্‌স্থিত স্বর্গ অথবা সূর্য্যকে আমরা যজ্ঞের ফলে প্রাপ্ত হই।' 'সং জ্যোতিষা' এই সপ্তম মন্ত্র দ্বারা আহবনীয় দর্শন করিবে। ইহার অর্থ হয়,—'আমরা এই স্থানীয় জ্যোতির সহিত সঙ্গত হইয়াছি।' ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে মন্ত্রের অর্থ ও প্রয়োগ এবম্বিধ এইরূপ অধিগত হওয়া যায়। এক্ষণে আমরা এই মন্ত্রকয়েকটীর অর্থ যেরূপে পরিগ্রহ করিলাম, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

কণ্ডিকোক্ত মন্ত্র কয়েকটীর পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভাষ্যানুসারে ভাব পরিগ্রহ করা বড়ই সুকঠিন। ভাষ্যকারের মত পূর্ব্বেই উক্ত হইল। আমরা তাই, এ মন্ত্রগুলির অন্তর্গত শব্দ কয়েকটীর ভাষ্যপ্রদর্শিত অর্থ ব্যতীত অন্যরূপ ভাবার্থ গ্রহণে বাধ্য হইলাম। আমাদের মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি করিলে সুধিগণ সহজেই তাহা উপলব্ধি করিবেন। কণ্ডিকার—বিষ্ণুক্রম—প্রথম মন্ত্রত্রয় একই মন্ত্র। পার্থক্য, কেবল, 'দিবি' 'অন্তরিক্ষে' ও 'পৃথিব্যাং'। এই পদত্রয় একই মন্ত্রকে ত্রিধা-বিভক্ত করিয়াছে। আমরা এ পদত্রয়ের ভাবার্থ সংসার', 'হৃদয়' ও 'নাভিপ্রদেশ' বলিয়া গ্রহণ করিলাম। বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর সত্তা যখন ঐ ঐ প্রদেশে পরিদৃষ্ট হয় তখন সাধকের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ শত্রু নিরাকৃত হয়। সুতরাং এই ত্রিবিধ শত্রুর ভাবই যেন প্রকটিত রহিয়াছে। জগতী ত্রিষ্টুপ্ ও গায়ত্রীরূপ ভগবানের ত্রিবিধ পাদ তাঁহার রজঃ সত্ত্ব তমোরূপ ত্রিগুণের বিষয় বর্ণন করিতেছে—এভাবও অমনন করা যাইতে পারে তাহাতে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বররূপে তিনি সর্ব্বদাই সাধকের লক্ষ্য ও হৃদয় ব্যাপিয়া প্রদেশ-ক্রমণ করিতেছেন, এই ভাব উপলব্ধ হয়। (ঋগ্বেদ সংহিতার "ত্রীণি পদা বিচক্রমে" এই শ্লোকে ভগবানের ত্রিপাদের বিষয় বিশেষরূপে পরিবর্ণিত হইয়াছে)।

"অস্মাদন্নাৎ" প্রভৃতি চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রদ্বয়, শত্রু কিরূপে, কোথা হইতে, কোনভাগ হইতে অপসারিত হইয়াছিল, তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে শত্রু, কোন অন্ন হইতে ভাগরহিত হইয়া নিরাকৃত হইয়াছিল? উত্তরে চতুর্থ মন্ত্র কথিত হইতেছে—'অস্মাদন্নাৎ'। এই পরিদৃশ্যমান দেবোদ্দেশে হবনীয় অন্ন আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বভাব হইতে। কোন স্থান হইতে শত্রু পলায়িত হইয়াছিল? পঞ্চম মন্ত্র দ্বারা কথিত হইতেছে—এই-প্রতিষ্ঠার হেতুভূত আমাদের হৃদয়রূপ দেবযজনস্থান হইতে। অতঃপর ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে সাধক যেন এই কণ্ডিকার উপসংহার করিতেছেন। এ মন্ত্রদ্বয়ে তিনি বলিতেছেন,—এইরূপে বিষ্ণুদেব, দ্যুলোক অন্তরীক্ষ

লোক পৃথিবীলোক-তুল্য আমাদের সংশ্রার হৃদয় ও নাভিতে ক্রমণ করিলে—আমাদিগের ত্রিবিধ তাপরূপ ত্রিবিধ শত্রুর উপদ্রব দূরীকৃত হইলে, আমাদিগের মহদ্‌যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। তাহার ফলে আমরা স্বর্গ প্রাপ্ত হই,—তাহার ফলে আমরা পরমব্রহ্মের পরম জ্যোতিতে লীন হই।' আমরা মনে করি, কণ্ডিকায় এই ভাবই ব্যক্ত রহিয়াছে। (২অ—২৫ক—১৭ন)।

ষড়্‌বিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। ষড়্‌বিংশ কণ্ডিকা। সপ্তমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) স্বয়ম্ভূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মির্ব্বর্চ্চোদা অসি বর্চ্চো মে দেহি।

(২) সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তে ॥ ২৬ ॥

১। হে জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্য! ত্বং 'স্বয়ম্ভূঃ' (স্বয়ং সিদ্ধঃ) 'শ্রেষ্ঠঃ' (প্রশস্যতমঃ) 'রশ্মিঃ' (কিরণঃ) 'অসি' (ভবসি); 'অসি' (ত্বং) 'বর্চ্চোদাঃ' (কিরণস্য দাতা) 'মে' (মহ্যং) 'বর্চ্চঃ' (কিরণং) 'দেহি' (প্রযচ্ছ)।

২। অহং 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানস্বরূপদেবস্য) 'আবৃতং' (আবর্ত্তকং, সর্ব্বপ্রকাশকং জ্যোতিঃ) 'অন্বাবর্ত্তে' (অনুসৃত্য আবর্ত্তে, সৎকর্ম্মাণি সাধয়িতুং প্রবৃত্তো ভবামি ইতি ভাবঃ)। (২অ—২৬ক—১২)।

বঙ্গানুবাদ।

১। হে জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেব! আপনি স্বয়ংসিদ্ধ; আপনি শ্রেষ্ঠ কিরণস্বরূপ হয়েন। আপনি কিরণদাতা, আমাকে কিরণ দান করুন।

২। আমি জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেবতার সর্ব্বপ্রকাশক জ্যোতিঃ অনুসরণ করিয়া সৎকর্ম্ম-সাধন করিতে প্রবৃত্ত হই। (২অ—২৬ক—১-২ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৮।১৭) স্বয়ম্ভূরিতি সূর্য্যমিতি। হে সূর্য্য ত্বং স্বয়ম্ভুরকৃতকঃ স্বয়ং সিদ্ধোঽসি। শ্রেষ্ঠো প্রশস্যতমো রশ্মিঃ মণ্ডলশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভাখ্যোঽসি। সূর্য্যস্য সপ্তরশ্ময়ঃ সন্তি। চতুর্দ্দিক্ষু চত্বারঃ। এক উপর্য্যেকোঽধস্তাৎ সপ্তমো মণ্ডলাভিমানী হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষঃ স

শ্রেষ্ঠঃ স ত্বমসি। যত্ত্বং বর্চোদা অসি তেজসা দাতাসি অতো মে বর্চঃ ব্রহ্মবর্চসং দেহি॥ (কা০ ৩৮।১৯) সূর্য্যাস্ত্বেত্যাবর্ত্ততে প্রদক্ষিণমিতি। আবর্ত্তনমাবৃৎ। সূর্য্যস্য সম্বন্ধিনীমাবৃত-মাবর্ত্তনমনুস্থত্যাহমপি আবর্ত্তে প্রাদক্ষিণ্যেনাবর্ত্তনং করোমি। ২৬॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকারের মত, এই কণ্ডিকোক্ত 'স্বয়ম্ভূ' এই প্রথম মন্ত্রটী পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যকে দর্শন করিবে। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে সূর্য্যদেব! আপনি স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ। এবং আপনি শ্রেষ্ঠরশ্মি অর্থাৎ সপ্তরশ্মিশালী হিরণ্যগর্ভনামক দেবতা। যেহেতু আপনি তেজের দাতা এজন্য আমাকে ব্রহ্মতেজ প্রদান করুন।' এস্থলে তিনি বলেন সূর্য্যের সাতটী রশ্মি আছে। তাহার চারিদিকে চারিটী রশ্মি, ঊর্দ্ধভাগে একটী, অধোদেশে একটী এবং মণ্ডলভেদী সপ্তম সর্ব্বাধিক হিরণ্যগর্ভ প্রাণ নামক একটি শ্রেষ্ঠ রশ্মি। সেই শ্রেষ্ঠ রশ্মিই তুমি। তদনন্তর এই দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আবর্ত্তন করিবে। তাহার অর্থ,—'সূর্য্যদেবতার সম্বন্ধী আবর্ত্তনের অনুসরণ করিয়া আমিও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আবর্ত্তন করিতেছি।' ভাষ্যাভাসে এইরূপ অর্থ অবশ্য সঙ্গত হয়।

আমরা বলি, এই মন্ত্রদ্বয়ে জ্ঞানপূর্ণ জ্যোতিষ্মান সূর্য্যদেবের নিকট সাধকের প্রার্থনার ভাব পরিস্ফুট। প্রথম মন্ত্রে তিনি দেবতার নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক বলিতেছেন,—হে দেব! আপনি নিত্যসত্য স্বয়ংসিদ্ধ; কেহই আপনার স্রষ্টা নাই। আপনি জ্যোতির শ্রেষ্ঠ; আপনি জ্যোতির্দ্দাতা, আমাকে আপনার দিব্যকিরণ প্রদান করুন।' এমন সাধকের ধ্রুব বিশ্বাস, জ্ঞান-সূর্য্য, নিত্য সত্য; তাঁহার ক্ষয়োৎপত্তি নাই। সেই জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেবের কিরণের তুলনায় অন্য কিরণ কি স্থান পাইতে পারে? তাঁহাকে সূর্য্যস্বরূপেই চিন্তা কর বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়াই ভাবনা কর, যে দৃষ্টিতেই দেখিবে—দেখিতে পাইবে, তিনি জ্যোতিষ্মানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি কিরণদাতা। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে, তাঁহার তুল্য কিরণ-প্রদাতা আর কে আছে? জগৎপ্রাণ সূর্য্যমূর্ত্তিতে তিনি জ্যোতিঃপ্রদানে সমগ্র বিশ্বের গাঢ় অন্ধকাররাশি দূর করিতেছেন। আবার অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁহার শক্তি লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে, তিনি জ্ঞান-সূর্য্যরূপে হৃদাকাশে সমুদিত হইয়া কিরূপে কিরণ প্রদান করিতেছেন। দেখিবে, তাঁহার সেই নিত্যপূত দিব্য জ্যোতিতে তোমার হৃদয়-কন্দরের সূচী-ভেদ্য অন্ধকার কিরূপে অপগত হইয়াছে—পুণ্যালোক প্রোদ্ভাসিত হইয়াছে। তাই সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন—'হে দেব! আমাকে কিরণ প্রদান করুন।' এ প্রার্থনা, জ্ঞানসূর্য্যের নিকট যতদূর সুসঙ্গত, ততদূর বাহ্যসূর্য্যের নিকট সমীচীন হয় না। সূর্য্যালোক-প্রোদ্ভাসিত জগতের শীর্ষদেশে দণ্ডায়মান হইয়া 'সূর্য্যদেব আমাকে কিরণ প্রদান করুন' এ প্রার্থনা কি সঙ্গত? তাই আমরা জ্ঞানসূর্য্য পক্ষে ভাবার্থ-গ্রহণে প্রযত্নপর হইয়াছি।

দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা সাধক যেন জ্ঞানসূর্য্যের কিরণ লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার

বঙ্গানুবাদ।

১। আমার হৃদয়ের অধীশ্বর, জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব! আপনি সুগৃহপতি (সদ্‌ভাবপরিপূর্ণ হৃদয়ের পালক) হয়েন; হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব। হৃদয়াধীশ আপনার দ্বারা আমি যেন সুগৃহপতি (হৃদয়রূপ গৃহের সদ্‌ভাবপোষক) হইতে পারি হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আমার গৃহপতিত্বে (সত্ত্বভাবাদির প্রভাবে) আপনি আমার সুগৃহপতি (হৃদয়-রূপ গৃহের সত্ত্বভাবপালক) হউন; আপনার ও আমার গৃহপতিসম্বন্ধীয় কর্ম্মসমূহ (সত্ত্বভাবনিবহ) বহুদিন যাবৎ (চিরকাল) অব্যাহত (অচঞ্চল) হউক।

২। আমি জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেবতার সর্ব্বপ্রকাশক জ্যোতিঃ অনুসরণ করিয়া সৎকর্ম্ম-সমূহ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হই (২অ—২৭ক—১২ম)।

* * *

মহভাষ্য (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৮।২১) গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে অগ্নে গৃহপত ইতি। হে গৃহপতেঽস্মদীয়গৃহস্য পালক হে অগ্নে ত্বয়া গৃহপতিনা গৃহপালকেন কৃত্বা ত্বৎপ্রসাদেনেত্যর্থঃ। অহং সুগৃহপতিঃ শোভনো গৃহপতিঃ ভূয়াসং ভবেয়ং। তথা হে অগ্নে ত্বমপি ময়া গৃহপতিনা মদীয়সেবয়েত্যর্থঃ। সুগৃহপতিঃ শোভনো গৃহপালকো ভূয়াঃ ভব। অগ্নে পদস্যাবৃত্তিরাদরার্থা। এবং সতি নো আবয়োর্গার্হপত্যানি গৃহপতিভ্যাং স্ত্রীপুরুষাভ্যাং সম্পাদ্যানি কর্ম্মাণি শতং হিমাঃ বর্ষাণি শতবর্ষপর্য্যন্তমস্থূরীণি সন্তু। নিরন্তরমব্যবহিতানি প্রবর্ত্তন্তাং। এক পার্শ্বে বলীবর্দ্দদ্বয়যুক্তং শকটং স্থূরি ন স্থূরি অস্থূরি। পুনঃ প্রাপ্যমানং। বলীবর্দ্দদ্বয়যুক্তং শকটং যথা নিরন্তরং অব্যবহিতং প্রসরতি। তথাস্মাকং গার্হপত্যানি সন্তু। গৃহপতিনা যুক্তে ঞ্যঃ (পা০ ৪।৪।৯০) ইতি ঞ্যপ্রত্যয়ঃ। (কা০ ৩।৮।২৩) সূর্য্যস্যেত্যাবর্ত্ততে পদান্যর্থানীতি। ব্যাখ্যাতং॥ ১৭॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

——§✽✽§——

ভাষ্যকার বলেন,—এই সপ্তবিংশতি কণ্ডিকোক্ত 'অগ্নে গৃহপতে' এই প্রথম মন্ত্র দ্বারা গার্হপত্যাগ্নির উপাসনা করিবে।' সে মতে এই মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—'হে গৃহপতি! অর্থাৎ আমাদিগের গৃহের পালক অগ্নিদেব! আপনাকে গৃহপালক করিয়া আপনার অনুগ্রহে আমি যেমন শোভন গৃহপতি হইব; হে অগ্নিদেব! আপনিও সেইরূপ, গৃহপতিরূপ আমার সেবার দ্বারা শোভন গৃহপালক (অগ্নিপদের বার বার আবৃত্তি—আদরার্থ) হউন। তাহা হইলে

আমাদিগের গার্হপত্য (গৃহপতিরূপ স্ত্রীপুরুষ-নিষ্পাদ্য) কর্ম্মসমূহ শত বৎসর পর্য্যন্ত নিরন্তর অব্যবহিত (অব্যাহত) হইবে। একপার্শ্বে (শকটের অগ্রভাগস্থিত যূপকাষ্ঠে) সংযোজিত বলীবর্দ্দ (বৃষ) দ্বয়যুক্ত শকট যেমন নিরন্তর অব্যবহিতরূপে গমনশীল হয়; সেইরূপ, আমাদিগের গার্হপত্য কর্ম্মসমূহ অব্যবহিত হউক।" দ্বিতীয় 'সূর্য্যাস্যাবৃতং" এই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করতঃ আবর্ত্তন করিবে। ইহার অর্থ,—'সূর্য্যদেবতার সম্বন্ধী আবর্ত্তনকে অনুসরণ করিয়া আমিও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আবর্ত্তন করিতেছি। ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে সাধারণতঃ এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের এইরূপ অর্থই অবভাসিত হয়।

আমরা বলি, এ মন্ত্রটী জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত। প্রথমেই জ্ঞানাগ্নিকে বলা হইয়াছে,—'হে জ্ঞানাগ্নি! আপনি সুগৃহপতি অর্থাৎ সুগৃহের পালক। এখানে 'সুগৃহ' পদের তাৎপর্য্য কি? সুগৃহ বলিতে কি বুঝাইয়া থাকে? বুঝায় না কি—কামক্রোধাদি রিপুশত্রুকৃত উপদ্রবরহিত সদ্ভাবপরিপূরিত সাধকের হৃৎপ্রদেশ। তাহা অপেক্ষা সুগৃহ আর কি হইতে পারে? সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে, ভাষ্যের মতে অগ্নিদেব উত্তম গৃহপতি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন। কিন্তু, একটু স্থিরচিত্তে অনুভব করিলে বুঝা যায়,—তিনি যে সদ্ভাব-পরিপূরিত সাধকের হৃদ্-প্রদেশরূপ সুগৃহের অধিপতি। এই দৃষ্টিতে জ্ঞানাগ্নির সুগৃহপতিত্ব দেখিতে পাইয়াই সাধক সেই জ্ঞানাগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের দ্বারা বলিতেছেন,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি আমার সদ্ভাবান্বিত হৃদয়রূপ সুগৃহের অধিপতি হইলে, আপনার অনুকম্পায় আমিও হৃদয়-মধ্যে সদ্ভাব-সংরক্ষণে সমর্থ হইব।' তাহার পর, তৃতীয় অংশ দ্বারা সাধক জ্ঞানাগ্নিকে বলিতেছেন,—'হে দেব! আমি সদ্ভাবাদিকে সংরক্ষিত করিতে পারিলে, আপনিও আমার হৃদয়ে নিশ্চয়ই সদ্ভাবাদি রক্ষা করিবেন।' শেষাংশে সাধক বলিতেছেন—'এইরূপে আমাদের (আপনার ও আমার) গৃহপতি-সম্বন্ধীয় কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ হৃদয়ে সদ্ভাব সংরক্ষণ চিরকাল অবিচ্ছিন্নভাবে নির্ব্বাহিত হউক।' কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য ইহার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রেই সমালোচিত হইয়াছে। আমাদের মতে, মন্ত্র এই উচ্চ মহত্ত্বই পরিব্যক্ত করিতেছে। (২অ—২৭ক—১-২ম)।

—— • ——

অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তদশকং তন্মেঽরাধি।

(২) ইদমহং য এবাস্মি সোঽস্মি॥ ২৮॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'ব্রতপতে' (সৎকর্ম্মপালক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব) 'ব্রতং' (সৎকর্ম্ম) 'অচারিষং' (অনুষ্ঠিতবানস্মি), 'তৎ' (অনুষ্ঠানং) 'অশকং' (শকিতবান, তৎপ্রসাদা-

অনুষ্ঠানসমর্থোঽভূবং); 'মে' (মম) 'তৎ' (অনুষ্ঠানং) 'অরাধি' (ত্বয়ৈব সম্যক্ সাধিতং)। হে দেব! তৎপ্রসাদাদেব সর্ব্বাণি সৎকর্ম্মাণ্যহং অনুতিষ্ঠং ইতি ভাবঃ।

২। হে জ্ঞানাগ্নে! 'ইদং' (অনুষ্ঠানানন্তরং) 'য এবাস্মি' (যো ব্রহ্মস্বরূপঃ অস্মি) 'সোঽস্মি' (স এব পরব্রহ্মরূপঃ শিবোঽস্মি)। জ্ঞানসাহায্যেন সোঽহমস্মীতি জ্ঞানং সুলভমিতি তাৎপর্য্যঃ! (১অ—২৮ক—১-২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। সৎকর্ম্মপালক হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আমি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনার অনুগ্রহেই আমি সেই সদনুষ্ঠানে সমর্থ হইয়াছি। আমার সেই অনুষ্ঠান আপনিই সুসিদ্ধ করিয়াছেন।

২। হে জ্ঞানাগ্নি! এই অনুষ্ঠানের ফলে (কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে) আমি যে ব্রহ্মাংশস্বরূপ (অবস্থিত ছিলাম, কর্ম্মানুষ্ঠানের পরও আমি) সেই শিবস্বরূপ রহিয়াছি (অর্থাৎ এই অনুষ্ঠানের ফলে 'সোঽহমস্মি' ইত্যাকার জ্ঞানলাভে আমি সমর্থ হইয়াছি)। (১অ—২৮ক—১—২ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩৮ ২৯) ব্রতং বিসৃজতে যেনোপেয়াদিতি। ব্রতগ্রহণে মন্ত্রদ্বয়মুক্তং তয়োর্মধ্যে যেন ব্রতাদানং কৃতং প্রথমেন দ্বিতীয়েন বা। অত্রাপি তদনুসারেণ ব্রতং বিসৃজেৎ। হে অগ্নে! হে ব্রতপতে! কর্ম্মপালক অহং ব্রতমচারিষং কর্ম্মানুষ্ঠিতবানস্মি তদশকং শকিতবান্। তৎপ্রসাদাত্তৎকর্ম্মশক্তোঽভূবম্। ত্বয়া চ তন্মে মদীয়ং কর্ম্ম অরাধি সাধিতং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ। হে অগ্নে ইদং কর্ম্ম সমাপ্য যোঽহং কর্ম্মণঃ পুরা অস্মি স এব মনুষ্যোঽস্মি ॥ ২৮ ॥

ইতি দর্শপূর্ণমাসেষ্টিমন্ত্রাঃ সমাপ্তাঃ ॥

অতঃপরং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞমন্ত্রাস্তেষাং প্রজাপতির্ঋষিঃ।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——•:§⁐§:•——

ভাষ্যকর্ত্তার ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়,—ব্রতকালীন যে মন্ত্রদ্বয় কথিত হইয়াছে, সেই মন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বারা ব্রতগ্রহণ করা হইয়াছে; এস্থলেও তদনুসারে ব্রতকে বিসর্জ্জন করিবে। অর্থাৎ, প্রথম মন্ত্র দ্বারা ব্রতগ্রহণ করা হইলে, প্রথম মন্ত্রানুসারে ব্রত বিসর্জ্জন করিবে এবং দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা ব্রত গ্রহণ করা হইলে, দ্বিতীয় মন্ত্রানু-

আরে ব্রত বিসর্জ্জন করিবে। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে ব্রত (কর্ম্ম) পালক অগ্নি দেব! আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি, আপনার অনুগ্রহে আমি সেই কর্ম্মে সমর্থ হইয়াছি; আপনিই আমার সেই কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়াছেন।' ভাষ্যমতে দ্বিতীয় মন্ত্রটির ব্যাখ্যা এইরূপ প্রচলিত আছে; যথা,—'হে অগ্নিদেব! এই কর্ম্ম সমাপন করিয়া, কর্ম্মের পূর্ব্বে আমি যে মনুষ্য ছিলাম, সেই মনুষ্যই রহিয়াছি।' ভাষ্যে এই মন্ত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা এইরূপই অবগত হওয়া যায়।

এক্ষণে, আমরা এই মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ যেরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের দ্বারা সাধক জ্ঞানাগ্নিকে সম্বোধন করিয়া প্রথম মন্ত্র দ্বারা তিনি আনন্দ-সহকারে জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে জানাইতেছেন,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি সৎকর্ম্মপালক। আমি যে সদনুষ্ঠানে সমর্থ হইয়াছি, তাহা কেবল আপনারই অনুগ্রহে। আমার সেই অনুষ্ঠান, আপনার দ্বারাই সুসিদ্ধ হইয়াছে।' এই প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের শব্দগত কোনরূপ বৈষম্য সংঘটিত হয় নাই। ভাবপক্ষে, ভাষ্যকর্ত্তার অভিপ্রায়—বহির্যজ্ঞীয় অগ্নি। অর্থাৎ, অগ্নি ব্রতপালক; ব্রতগ্রহণ-কালীন অগ্নি প্রজ্বালিত করা হইয়াছিল এবং বিসর্জ্জনের সময়ও অগ্নি সুসংস্কৃত করিয়া প্রজ্বালিত করা হইয়াছে। সেই অগ্নিকেই সম্বোধন করিয়া যজমান এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ করেন। বহির্যজ্ঞ বিষয়ে এই মন্ত্রটীর এ প্রকার অর্থেরও সমীচীনতা বেশ উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এ মতে দ্বিতীয় মন্ত্রটীর অর্থ, ভাবার্থ-পক্ষে বেশ সদর্থ প্রকাশ করে না। আমরা পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এস্থলে জ্ঞানাগ্নিরই অনুসরণ করিয়াছি। তাহাতে দ্বিতীয় মন্ত্রটীরও বেশ সুসঙ্গত অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'হে অগ্নি! কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে আমি যে মনুষ্য ছিলাম, কর্ম্মানুষ্ঠান সমাপ্ত করিয়াও সেই মনুষ্যই রহিয়াছি।' এ অর্থে কোন্ ভাব দ্যোতনা করে? কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে আমি যাহা ছিলাম, এখনও তাহাই রহিয়াছি—তবে আমার কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল কি হইল? অথবা, এবম্বিধ উক্তির সার্থকতা কোথায়? আমরা বলি, সৎকর্ম্ম সদনুষ্ঠান সমাপ্ত করিয়া সাধক, তাহার ফলস্বরূপ আত্মাতে পরব্রহ্মের পূণ্যজ্যোতিঃ অবলোকন করিতেছেন—এই দ্বিতীয় মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। তিনি কর্ম্মপ্রভাবে—সাধনাপ্রভাবে জানিয়াছেন—'শিবোঽহং'। ইহাই তো সাধনার চরম পরিণতি! ইহাই তো ভগবৎ সাযুজ্যলাভ। জ্ঞানাগ্নির সাহায্যে সৎপথে পরিচালিত হইয়া অশেষ সৎকর্ম্ম কর্ম্মময় জীবনে সমাহিত করতঃ সাধনার শেষ স্তরে সমুন্নীত হইতে পারিলে, আত্মাই যে সৎ—আত্মাই যে শিব—এই জ্ঞান উপলব্ধ হইয়া থাকে। এখানে সাধক সেই জ্ঞান লাভ করিয়া বলিতেছেন,—জীব যে ব্রহ্মস্বরূপ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে অভিন্ন,—কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে আমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় এখন আমি বুঝিয়াছি,—জীবাত্মায় ও পরমাত্মায়, আমাতে ও পরব্রহ্মে, কোনই পার্থক্য নাই। এখানে, এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রদ্বয় সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। গীতা-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' ইত্যাদি। জীবলোকে জীবভাবে আমিই বর্ত্তমান। এ মতে ঐ দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাবার্থ হয়—'হে দেব! হে

পরমপথপ্রদর্শক জ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার কর্ম্মানুষ্ঠান শেষ হইয়াছে। তাহার ফলে আমি 'সোঽহমস্মি' জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছি। আমরা বলি, মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১অ—২৮ক—১-২ম)।

—— ০ ——

ঊনত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায় ঊনত্রিংশৎ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা।

(২) সোমায় পিতৃমতে স্বাহা।

(৩) অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ ॥ ২৯ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'কব্যবাহনায়' (পিতৃপূজোপকরণবহনকর্ত্রে) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানস্বরূপায় দেবায়) 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু)।

২। 'পিতৃমতে' (পিতৃগুণবিশিষ্টায় অর্চ্চকায়, তৎপূর্ব্বপুরুষগুণপ্রদানকারিণে ইত্যর্থঃ) 'সোমায়' (সত্ত্বভাবস্বরূপায় দেবায়) 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু)। 'পিতৃগুণান্ লব্ধুং জ্ঞানদেবস্য সত্ত্বভাবস্য চ শরণাপন্নো ভবামি ইতি ভাবঃ।

৩। 'বেদিষদঃ' (মম হৃদয়রূপবেদিনিবাসিনঃ) 'অসুরাঃ' (অসুরভাবাপন্নাঃ') 'রক্ষাংসি' (রক্ষঃস্বভাবাশ্চ সদ্ভাববিরোধিকামক্রোধাদয়ঃ) 'অপহতাঃ' (মম হৃৎপ্রদেশাৎ অপগতা ভবন্তু)। মম হৃৎপ্রদেশঃ কামক্রোধাদিরূপাসুররাক্ষসকৃতোপদ্রবরহিতো ভবতু। তেনৈবাহং শ্রেয়োঽহমনুপশ্যামি ইতি ভাবঃ ॥ (২অ-২৯ক—১-৩ম)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

(১) পিতৃপূজার উপকরণ-বহনকারী জ্ঞানস্বরূপ দেবতার নিমিত্ত (ইহা) সুহুত হউক।

(২) পিতৃগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ সাধককে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের গুণ-প্রদানকর্ত্তা সত্ত্বভাবস্বরূপ দেবের নিমিত্ত (ইহা) সুহুত হউক (অর্থাৎ আমি পিতৃগুণলাভার্থ জ্ঞান ও সদ্ভাবের আরাধনা করিতেছি)।

(৩) আমার হৃদয়রূপ বেদীনিবাসী অসুরভাবাপন্ন রাক্ষস-প্রকৃতি কামক্রোধাদি (শত্রু-সমূহ) আমার হৃৎপ্রদেশ হইতে অপগত (অপসারিত) হউক। (২অ—২৯ক—১-৩ম)।

• . •

মন্ত্রস্থং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১৭) সান্নতণ্ডুলসমর্পণং শ্রপয়িত্বাভিঘার্য্যোদ্বাস্য মেক্ষণেন জুহোত্যগ্নয় ইতি সোমায়েতি চ॥ কবয়ঃ ক্রান্তদর্শিনঃ পিতরস্তেষাং সম্বন্ধি কব্যং হবিঃ। তদ্বোঢ়ুমধিকারো যস্যাস্তি স কব্যবাহনঃ। তস্মৈ অগ্নয়ে স্বাহা হবির্দ্দত্তং। পিতৃমান্ পিতৃসংযুক্তঃ তস্মৈ সোম-নামকায় দেবায় স্বাহা হবির্দ্দত্তং। স্বাহাকারেণ বষট্কারেণ বা দেবেভ্যোঽন্নদানশ্রুতের্দ্দৈবা-বিমৌ মন্ত্রৌ॥ (কা০ ৪।১৮) দক্ষিণেনোল্লিখিত্যপহতা ইতীতি। বেদ্যাং সীদন্তি বেদিষদঃ তাদৃশা অসুরাঃ অপহতা বেদিদেশাদপগতাঃ। তথা রক্ষাংসি বেদ্যা অপকৃতানি। অসুরত্বং রক্ষস্ত্বং চেতি জাতিবিশেষো দেববিরোধিনৌ॥ ২৯॥

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— • ——

ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়,—কণ্ডিকোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে সান্নতণ্ডুল পাক করিয়া মেক্ষণ (যজ্ঞীয় হাতা) দ্বারা হোম করিবে। তন্মতে এই মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ হয়,—'কবি অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী পিতৃগণের হবনীয়ের নাম—কব্য। সেই কব্যকে বহন করিতে যাঁহার অধিকার আছে, তাঁহাকেই 'কব্যবাহন' বলে। সেই কব্যবাহন অগ্নিকে হবিঃ প্রদত্ত হইল।' পিতৃসংযুক্ত সোম-নামক দেবতাকে হবিঃ প্রদত্ত হইল।' স্বাহাকারের দ্বারা কিম্বা বষট্কারের দ্বারা দেবগণকে অন্ন প্রদত্ত হয়, এইরূপ শ্রুতিবশতঃ এই মন্ত্রদ্বয় দেবতার সম্বন্ধীয়। অনন্তর, তৃতীয় মন্ত্রে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেদীতে রেখা করিবে। এ মন্ত্রের অর্থ,—'বেদীতে যাহারা বাস করে, তাহাকে 'বেদিষদঃ' কহে। তাদৃশ অসুরগণ, বেদীর নিকট হইতে অপগত হউক। সেইরূপ, বেদীর অপকারক রাক্ষসগণ, বেদী হইতে অপসৃত হউক।' অসুরজাতি ও রাক্ষসজাতি দেববিরোধী। ইহাই ভাষ্যের মর্ম্ম।

এক্ষণে আমরা এই মন্ত্রত্রয়ের মধ্যে যে ভাব প্রাপ্ত হইলাম, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। আমরা বলি, এ মন্ত্রত্রয়ে সাধনার প্রথম অবস্থার বিষয় পরিস্ফুট রহিয়াছে। সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে হৃদয়কে শুদ্ধসত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ ও জ্ঞানবিমণ্ডিত করিতে হয়। সেই শুদ্ধসত্ত্বভাব ও জ্ঞান অধিকার করিবার নিমিত্তই সাধককে কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া জীবন-যজ্ঞে যত কিছু কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। ইহা অধিগত হইলে, আর কোনও কিছুই আবশ্যক করে না। অতএব যাগ, যজ্ঞ, দেবারাধনা ও ব্রতাদি যত কিছু অনুষ্ঠান, তাহা কেবল এই জ্ঞান ও সদ্ভাব প্রাপ্তির নিমিত্ত। এখানে সাধক প্রথমেই

দেখিলেন, তাঁহার সাধন-পথে অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য তো আর কিছুই নহে! কেবলমাত্র হৃদয়ে দেবভাব শুদ্ধসত্ত্বপোষণ ও হৃদয়কে জ্ঞানবিমণ্ডিত করা। তখনই তাঁহার আর একটী ভাবনা মানসক্ষেত্রে যুগপৎ উপস্থিত হইল,—কিসে ইহা লাভ করা যায়?—না, শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, কোন্ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে হইবে? ইহাদিগকে লাভ করিতে হইলে, হৃদয়ের শত্রুকৃত উপদ্রব-সমূহ নাশ করিতে হইবে। তাহা হইলে চাই—জিতেন্দ্রিয়তা, চাই—পিতৃগণের পদাঙ্কানুসরণ। ইন্দ্রিয়জয়ই একমাত্র জ্ঞান লাভের ও হৃদয়ে সদ্‌ভাবপোষণের প্রকৃষ্ট উপায়। পিতৃগণের পদাঙ্কানুসরণ—তাঁহাদের সদ্‌গুণাবলীর আদর্শ গ্রহণ—পরমার্থ প্রাপ্তির সোপান-স্বরূপ। কণ্ডিকার শেষ মন্ত্র সেই বিষয়ই পরিব্যক্ত করিতেছে।

প্রথম মন্ত্র দ্বারা জ্ঞানলাভের জন্য সাধক, জ্ঞানদেবতার আরাধনা করিতেছেন। এখানে জ্ঞানদেবতার একটী বিশেষণ দেখা যায়—'কব্যবাহনায়'। পিতৃগণের পূজোপকরণের নাম—কব্য। সেই কব্যকে জ্ঞানদেবতাই পিতৃগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। ভাবার্থ এই যে—পূর্ব্বপিতৃগণ যে গুণে মুক্তিপথ অনুসারী জ্ঞানসাহায্যে সেই গুণ অধিগত করা যায়। এ মতে এই প্রথম মন্ত্রের মর্ম্মার্থ,—আমি পূর্ব্বপিতৃগণের গুণরাশি অধিকতর করিবার মানসে জ্ঞানদেবতার শরণাপন্ন হইলাম।' দ্বিতীয় মন্ত্র—শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। এখানেও একটী বিশেষণ—'পিতৃমতে' পিতৃগুণবিশিষ্ট, অর্থাৎ, যে শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সঞ্জাত হইলে পিতৃগুণ-সকল সহজেই লাভ করিতে পারা যায়। ইহার ভাবার্থ—'পিতৃগুণবিশিষ্ট শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ সোমদেবতার আমি শরণাগত হইলাম। অতঃপর তৃতীয় মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। এখানে সাধকের জিতেন্দ্রিয় হইবার চেষ্টা বলবতী হইয়াছে। এ মন্ত্রে তাই তিনি, কাম-ক্রোধাদি অসৎচিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'আমার হৃদিস্থিত অসুরভাবাপন্ন রাক্ষসস্বভাব দেববিরোধী রিপুশত্রুগণ হৃদয় হইতে নিরাকৃত হউক।' (২অ- ২৯ক—১-৩ম)।

—— • ——

ত্রিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। ত্রিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

যে রূপাণি প্রতিমুঞ্চমানা অসুরাঃ সন্তঃ স্বধয়া চরন্তি।

পরাপুরো নিপুরো যে ভরন্ত্যগ্নিষ্টাল্লোকাৎপ্রণুদাত্যস্মাৎ ॥ ৩০ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'অসুরাঃ' (অসুরভাবাপন্নাঃ কামাদয়ঃ) 'রূপাণি প্রতিমুঞ্চমানাঃ সন্তঃ' (আকারবিহীনা অপি ভবন্তঃ) স্বধয়া' (শুদ্ধসত্ত্বনিমিত্তেন, শুদ্ধসত্ত্ববিনাশহেতোঃ)

'চরন্তি' (হৃদ্দেশে বিচরন্তি), যে' (কামাদয়ঃ) 'পরাপুরঃ' (স্থূলপাপান্) 'নিপুর' ('সূক্ষ্ম-পাপাংশ্চ) 'ভরন্তি' (দধতি, পুষ্ণাতি বা) তান্' (সর্ব্বান্) 'অস্মাৎ' (পরিদৃশ্যমানাৎ) 'লোকাৎ' (মম হৃদয়াৎ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপদেবঃ) 'প্রণুদাতি' (প্রেরয়তু, দূরে অপসারয়তু) । (২অ—৩০ক—১ম) ।

* . *

বঙ্গানুবাদ ।

১। যে প্রসিদ্ধ অসুরভাবাপন্ন কামাদি শত্রুগণ আকারহীন হইয়াও শুদ্ধসত্ত্ববিনাশের নিমিত্ত হৃদ্দেশে বিচরণ করে ; যে কামাদি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ পাপকে ধারণ অথবা পোষণ করে ; সেই সকলকে আমার হৃৎপ্রদেশ হইতে জ্ঞানদেবতা দূরে অপসৃত করুন। (২অ—৩০ক—১ম)

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং) ।

(কা০ ৪।১।৯) উল্মুকং পুরস্তাৎ করোতি যে রূপাণীতি। ইয়ং ত্রিষ্টুপ্ কব্যবাহনাগ্নি দেবত্যা। স্বধয়া পৈতৃকান্নেন নিমিত্তেন পিতৃণামন্নমস্মাভির্ভক্ষণীয়মিতি হেতোঃ স্বীয়রূপাণি প্রতিমুঞ্চমানাঃ পিতৃসমানরূপাণি স্বীকুর্ব্বন্তঃ সন্তো যে অসুরা দেববিরোধিনশ্চরন্তি পিতৃযজ্ঞস্থানে প্রসরন্তি। তথা যে অসুরাঃ পরাপুরঃ নিপুরশ্চ ভরন্তি। পরাক্রান্তাঃ পুরঃ পরাপুরঃ স্থূলদেহান্। নিকৃষ্টাঃ পুরঃ নিপুরঃ সূক্ষ্মদেহান্ যে ধারয়ন্তি। স্বমসুরত্বং প্রচ্ছাদয়িতুং যে স্থূলসূক্ষ্মশরীরাণি বিভ্রতি। অগ্নিরুল্মুকরূপঃ। অস্মাল্লোকাৎ পিতৃযজ্ঞস্থানাত্তানসুরান্ প্রণুদাতি প্রণুদতু প্রেরয়তু প্রকর্ষেণাপসারয়ত্বিত্যর্থঃ॥ (২অ—৩০ক—১ম) ।

* . *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

———— • ————

ভাষ্যকর্তা এই মন্ত্রটীর প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথমে তাহারই আলোচনা করিতেছি। তিনি বলেন,—'যে রূপাণি, এই মন্ত্র দ্বারা উল্মুকরূপ অগ্নি সম্মুখে ধারণ করিবে। তাঁহার মতে এ মন্ত্রের অর্থ এইরূপ,—পিতৃ-সম্বন্ধীয় অন্ন নিমিত্ত অর্থাৎ 'পিতৃগণের অন্ন আমরা ভক্ষণ করিব' এই হেতু স্বকীয় রূপকে ত্যাগ করিয়া পিতৃগণের সমান রূপ ধারণ পূর্ব্বক যে দেববিরোধী অসুরগণ, পিতৃযজ্ঞ-স্থানে বিচরণ করে অর্থাৎ স্বকীয় অসুরত্বকে গোপন করিবার নিমিত্ত স্থূলসূক্ষ্ম নানা শরীর ধারণ করে, উল্মুকরূপ এই অগ্নি, পিতৃযজ্ঞস্থান হইতে সেই অসুর-সকলকে প্রকৃষ্টরূপে অপসৃত করুন। ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এ মন্ত্রটীর প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। অবশ্য, পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞ পক্ষে মন্ত্রটীর এরূপ অর্থ সুসঙ্গত। আমরা কিন্তু

পূর্ব্বাপর অর্থসঙ্গতি রক্ষার বিষয়ে প্রযত্নপর হইয়া এ মন্ত্রটীর ভাবার্থ যেরূপ গ্রহণ করিলাম, নিম্নে তাহার আভাষ দিতেছি। অধিকারিভেদে যাঁহার যেরূপ অর্থ রুচিসিদ্ধ, তিনি সেই অর্থেরই অনুসরণ করিবেন।

আমরা বলি, এ মন্ত্রটী পূর্ব্বকণ্ডিকার শেষ মন্ত্রের অনুস্মৃতি মাত্র। সে মন্ত্রে যে কামাদি রিপুশত্রু-নাশের জন্য সাধক প্রযত্নপর, এখানে সেই শত্রুদের বিশেষণ দ্বারা সেই রিপুশত্রুরই গুণ পরিবর্ণিত। রিপুশত্রু কেমন?—না, তাহারা আকারহীন, শুদ্ধসত্ত্বনাশক। স্থূল-সূক্ষ্ম উভয়বিধ পাপই তাহাদের স্বরূপ। তাহারা অলক্ষিতে সাধক-হৃদয়ে বিচরণ করে। এখানের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে অগ্নে! আপনি কৃপা করুন। আমার হৃৎপ্রদেশ হইতে সেই শত্রুদিগকে দূরে অপসৃত করুন। (২অ—৩০ক—১ম)।

—— ০ ——

একত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। একত্রিংশৎ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্।

(২) অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত॥ ৩১॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। 'পিতরঃ' (পিতৃগণাঃ) 'অত্র' (মম হৃদ্দেশে) 'যথাভাগং' (ভাগং অনতিক্রম্য, যথোপযুক্তাং ভক্তিসুধাং প্রাপ্য ইত্যর্থঃ) 'মাদয়ধ্বং' (হৃষ্টা ভবত), অতঃ 'আবৃষায়ধ্বং' (পুরুষার্থরূপং অভীষ্টং সম্যক্ বর্ষত)।

২। 'পিতরঃ' (পিতৃগণাঃ) 'যথাভাগং' (যথোক্তং ভক্তিসুধাং প্রাপ্য) 'অমীমদন্ত' (হৃষ্টা অভবন্), আবৃষায়িষত (সাধকাভীষ্টঞ্চ সর্ব্বতোভাবেন অপূরয়ন্)। (২অ—৩১ক—১-২ম)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

১। পিতৃগণসমূহ, আমার হৃদ্দেশে যথোপযুক্ত ভক্তি-সুধা প্রাপ্ত হইয়া হর্ষযুক্ত হউক। তদনন্তর, পুরুষার্থরূপ অভীষ্ট সম্যক্‌প্রকারে বর্ষণ করুক।

২। পিতৃগণসমূহ যথোক্ত ভক্তিসুধা প্রাপ্ত হইলে হর্ষান্বিত হয়, এবং সাধকের অভীষ্ট সম্যক্‌রূপে পূরণ করে। (২অ—৩১ক—১-২ম)।

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৪।১।১৩।১৪) অত্র পিতর ইত্যুক্ত্বোদঙ্ঙাস্ত আত্মনাদাবৃত্যামীমদন্তেতি জপতীতি। আত্মনাৎ শ্বাসনিরোধেন গ্লানিপর্য্যন্তমুদঙ্মুখ আস্ত ইতি সূত্রার্থঃ। হে পিতরো যূয়মত্রাস্মিন্-বর্হিষি মাদয়ধ্বং হৃষ্টা ভবত। ততো হবিঃষি যথাভাগং স্বং স্বং ভাগমনতিক্রম্য, আবৃষায়ধ্বং সমন্তাদ্বৃষবদাচরত। যথা বৃষঃ স্বাভীষ্টং ঘাসং প্রাপ্য তৃপ্তিপর্য্যন্তং স্বীকরোতি তদ্বৎ স্বীকুরুত। আঙ্পূর্ব্বাদ্বৃষশব্দাৎ কর্ত্তুঃ ক্যঙ্ সলোপশ্চেতি (পা০ ৩।১।১১) ক্যঙ ততো লোট্। পিতরঃ অমীমদন্ত। যান পিতৄন্ প্রতি মাদয়ধ্বমিত্যুক্তং তে পিতরোঽমীমদন্ত হৃষ্টাঃ। যথা-ভাগমাবৃষায়িষত স্বং ভাগমনতিক্রম্য বৃষবৎ স্বীচক্রুঃ। পূর্ব্বরূপং। যথাভাগমাশিষুরিত্যে বৈতদাহেতি শ্রুতিঃ (২।৪ ২ ২১) ভাগং স্বং জক্ষুরিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

পিণ্ডপিতৃযজ্ঞপক্ষে ভাষ্যকর্ত্তা এই একত্রিংশৎ কণ্ডিকাস্থ মন্ত্রদ্বয়ের প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে যেরূপ অভিমত প্রকাশ করেন, তাহার আলোচনা করিতেছি। ভাষ্যকার বলেন,—'অত্র পিতরো' এই প্রথম মন্ত্র পাঠ করিয়া উত্তরাস্যে গ্লানি পর্য্যন্ত (অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত কষ্ট অনুভব না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত) শ্বাসনিরোধপূর্ব্বক 'অমীমদন্ত' এই দ্বিতীয় মন্ত্র জপ করিবে। তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে পিতৃগণ! আপনারা এই কুশের উপর (উপবেশন করিয়া) হৃষ্ট হউন। তৎপরে হবনীয় অন্নে নিজ নিজ ভাগ অতিক্রম না করিয়া সর্ব্বতোভাবে বৃষের ন্যায় আচরণ করুন। বৃষ যেমন স্বীয় অভীষ্টরূপ ঘাসকে প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ পর্য্যন্ত স্বীকার (ভক্ষণ) করে, তদ্রূপ আপনারাও স্ব স্ব ভাগকে প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ পর্য্যন্ত তাহা স্বীকার করুন।' এস্থলে 'আবৃষায়ধ্বং' এই পদটী, আঙ্ পূর্ব্বক বৃষ শব্দের উত্তর 'কর্ত্তুঃ ক্যঙ্ সলোপশ্চ' (পা০ ৩।১।১১) এই সূত্র দ্বারা ক্যঙ্ প্রত্যয় করিয়া লোট্ বিভক্তিতে নিষ্পন্ন। দ্বিতীয় 'অমীমদন্ত'। এই মন্ত্রের অর্থ,—'যে পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া 'মাদয়ধ্বং' এইরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই পিতৃগণ হৃষ্ট হইয়া, স্বীয় ভাগকে অতিক্রম না করিয়া, বৃষবৎ স্বীকার করিয়াছিলেন। অর্থাৎ স্বকীয় ভাগ ভক্ষণ করিয়াছেন।' শ্রুতিতে দেখা যায়,—'যথা-ভাগমাশিষুরিত্যেবৈতদাহেতি' (২।৪ ২ ৩১)। ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ মন্ত্রটীর প্রয়োগ ও অর্থ এইরূপই অবগত হওয়া যায়।

মন্ত্রে আছে,—'পিতৃগণ এস্থানে হৃষ্ট হউন।' পিণ্ডপিতৃযজ্ঞপক্ষে 'এস্থলে' এই পদ কুশকে লক্ষ্য করিতেছে। আমাদের অর্থে ঐ 'এস্থলে' পদ সাধকের হৃৎপ্রদেশবাচী। তৎপরে আমরা 'যথাভাগং' পদের অর্থ করিয়াছি—'যথোপযুক্ত ভক্তিসুধা প্রাপ্ত হইয়া'। 'আবৃষায়ধ্বং' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'বৃষের ন্যায় আচরণ করুন।' আমরা, 'বৃষ' ধাতুর বর্ষণ অর্থ স্বীকার করিয়া অর্থ করিয়াছি—'সম্যকরূপে' অভীষ্ট বর্ষণ করুন।' তাহা হইলে, মর্ম্মার্থ হয় এই যে, পিতার গুণসমূহকে উদ্দেশ করিয়া সাধক বলিতেছেন,—'হে পিতৃগুণসমূহ! তোমরা

যথোপযুক্ত ভক্তিসুধা প্রাপ্ত হইয়া আমার হৃদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক হর্ষান্বিত হও।' ভাবার্থ এই —'আমি যেন সেইরূপ ভক্তিমান হইতে পারি, আমার হৃৎপ্রদেশ যেন সেইরূপ সদ্ভাবে পূর্ণ হয়, যাহাতে আমি বা আমার হৃদয়ক্ষেত্র তোমাদের হর্ষের কারণ হইতে পারে।' এরূপ স্পর্দ্ধা কেন করিতেছি? তাহাই মন্ত্রটীর দ্বিতীয়ভাবে, দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বারা, কথিত হইয়াছে। সাধকের প্রতি তোমরা এরূপ অনুগ্রহ স্বতঃই বর্ষণ করিয়া থাক। যখনই সাধক-হৃদয় সদ্ভাবপূর্ণ ভক্তিরসাপ্লুত হয়, তখনই তোমরা আগ্রহসহকারে সেই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হও, এবং তৎপরে সেই সাধকের প্রতি যাহা স্বরূপ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ বর্ষণ করিয়া থাক।' ইহাই হইল—দ্বিতীয় মন্ত্রের তাৎপর্য্য। (১অ—৩১ক—১-২ম)।

—— • ——

দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকা। অষ্টমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) নমো বঃ পিতরো রসায়। (২) নমো বঃ পিতরঃ শোষায়।

(৩) নমো বঃ পিতরো জীবায়। (৪) নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ।

(৫) নমো বঃ পিতরো ঘোরায়। (৬) নমো বঃ পিতরো

মন্যবে নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বঃ।

(৭) গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত সতো বঃ পিতরো দেষ্ম।

(৮) এতদ্বঃ পিতরো বাস আধত্ত ॥৩২॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগণাঃ!) 'রসায়' (ভক্তিরসলাভার্থং) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি)।

২। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগণাঃ!) 'শোষায়' (অন্তঃশত্রুশোষণার্থং) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি)।

৩। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ।) 'জীবায়' (সাধনক্ষমদীর্ঘজীবনলাভার্থং) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি)।

৪। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ।) 'স্বধায়ৈ' (শুদ্ধসত্ত্বলাভার্থং) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি)।

৫। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ।) 'ঘোরায়' (কামনারূপঘোরশত্রুজয়ার্থং) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি)।

৬। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ।) 'মন্যবে' (ক্রোধশত্রুজয়ার্থং) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি)। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ।) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি); 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি)।

৭। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ।) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'গৃহান্' (দেবাশ্রয়স্থানভূতান ভক্তিরসাদীন্) 'দত্ত' (প্রযচ্ছত), 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ।) 'সতঃ' (সদ্ভাবান্) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'দেষ্ম (প্রযচ্ছাম)। অস্মভ্যমেব ভক্ত্যাদীন্ প্রযচ্ছত, যদ্বা সাধনাকারিণো বয়ং যুষ্মানর্চ্চিতুং শক্নুয়ামেতি ভাবার্থঃ।

৮। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ।) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'এতৎ' (পরিদৃশ্যমানং) 'বাসঃ (আচ্ছাদনস্বরূপং মম হৃৎপ্রদেশং) 'আধত্ত' (পরিধত্ত স্বীকুরুত)। (২অ—৩২ক—১-৮ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। হে পিতৃগুণসমূহ! ভক্তিরস লাভ করিবার জন্য আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

২। হে পিতৃগুণসমূহ! অন্তঃশত্রু শোষণ করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

৩। হে পিতৃগুণসমূহ! সাধনক্ষম দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

৪। হে পিতৃগুণসমূহ! শুদ্ধসত্ত্ব ভাব লাভ করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

৫। হে পিতৃগুণসমূহ! কামনারূপ ঘোর শত্রু জয় করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

৬। হে পিতৃগুণসমূহ! ক্রোধরূপ শত্রু জয় করিবার জন্য আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি। হে পিতৃগুণসমূহ! আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি। হে পিতৃগুণসমূহ! আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

৭। হে পিতৃগুণসমূহ! আমাদিগকে দেবতার আশ্রয়স্থানভূত ভক্তি-

রসাদি প্রদান করুন। হে পিতৃগণসমূহ! আমরা আপনাদিগকে সদ্ভাব প্রদান করি; অর্থাৎ, আপনারা আমাদিগকে এরূপ ভক্তি প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমরা আপনাদের অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হই।

৮। হে পিতৃগণসমূহ! আপনাদিগের, পরিদৃশ্যমান্ আচ্ছাদন-স্বরূপ আমার এই হৃৎপ্রদেশ, আপনারা স্বীকার করুন অর্থাৎ আমার হৃদয়ে আপনারা অনবচ্ছিন্নভাবে বাস করুন। (২অ—৩২ক—১-৮ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১।১৫) নমোবঃ ইত্যঞ্জলিং করোতীতি। ষট্‌কৃত্বো নমস্করোতি। ষড়্বা ঋতবঃ পিতরঃ ইতি শ্রুতে রসাদিশব্দেন বসন্তাদিষড়্তব উচ্যন্তে। তে চ পিতৃণাং স্বরূপভূতা অতস্তেভ্যো নমস্করোতি। হে পিতরো বো যুষ্মাকং রসায় রসভূতায় বসন্তায় নমঃ। যতো মধ্বাদয়ো রসা বৃক্ষেষু জায়ন্তেঽতো রসশব্দেন বসন্তঃ। যুষ্মদ্রূপায় বসন্তায় নম ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেতনা মন্ত্রা ব্যাখ্যেয়াঃ॥ শোষায়॥ শুষ্যন্ত্যোষধয়ো যত্রেতি শোষো গ্রীষ্মঃ॥ জীবায়॥ জীবনহেতুভূতায় জলায় বর্ষর্ত্তবে॥ স্বধায়ৈ॥ শরদে। স্বধা বৈ শরৎ স্বধা বৈ পিতৃণামন্নমিতি শ্রুতেঃ। শরদি হি প্রায়শোঽন্নানি ভবন্তি॥ ঘোরায়॥ বিষমায় হেমন্তায়। হেমন্তঃ শীতপ্রচুরত্বেন দুঃখদত্বাৎ ঘোরঃ॥ মন্যবে॥ মন্যুঃ ক্রোধঃ। তদ্রূপায় শিশিরায়। শিশিরস্তু ইবৌষধীর্দহতি। হে পিতর এবংবিধ ঋতুরূপেভ্যো বো যুষ্মভ্যং নমঃ। হে পিতরো বো নম ইত্যভ্যাস আদরাতিশয়ার্থঃ। হে পিতরো নোঽস্মভ্যং গৃহান্ দত্ত। ভার্য্যাপুত্রপৌত্রাদয়ো গৃহাঃ। হে পিতরো বো যুষ্মভ্যং সতঃ বিদ্যমানাৎ দেষ্ম দদামঃ। সতো ধনান যুষ্মভ্যসস্মাভির্দ্দাতব্যং। দত্তামস্মাকং কদাচিদ্দ্রব্যাক্ষয়োঽমাস্ত্বিত্যর্থঃ॥ (কা০ ৪।৭।১৬।১৮) এতদ্বঃ ইত্যুপাস্যতি সূত্রাণি প্রতিপিণ্ডমূর্ণা দশা বা বয়স্যূত্তরে যজমানলোমানি বেতি। হে পিতরঃ বো যুষ্মভ্যমেতদ্বাসঃ সূত্রমেব পরিধানমস্তু॥ ৩২॥ (২অ—৩২ক—১৮ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§:•○•:§——

এই দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকোক্ত মন্ত্র-কয়েকটীর প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকার বলেন,—'নমোবঃ' ইত্যাদি ছয়টী মন্ত্র দ্বারা অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া নমস্কার করিবে। 'ছয়টি ঋতু পিতা' এই শ্রুতিবশতঃ রসাদি শব্দের দ্বারা বসন্তাদি ষড় ঋতু অভিহিত হইয়াছে। সেই ঋতুসমূহ পিতৃগণের স্বরূপ বলিয়া ঋতুসমূহকেই নমস্কার করিবে। এ মতে মন্ত্র-কয়টীর অর্থ হয়,—'হে পিতৃগণ! আপনাদিগের মধ্যে রসভূত বসন্তকে প্রণাম করিতেছি।' মধু আদি রস-সমূহ (ঐ সময়) বৃক্ষে উৎপন্ন হয় বলিয়া, এস্থলে রস-শব্দে বসন্ত বুঝাইতেছে। অর্থাৎ—'হে

পিতৃগণ, আপনাদের স্বরূপ বসন্তকে প্রণাম করি। এইরূপ পরবর্তী মন্ত্রসমূহেরও ব্যাখ্যা হইবে। দ্বিতীয় মন্ত্রে 'শোষায়' পদ আছে। ইহার অর্থ—'ওষধিগণ যে কালে শুষ্ক হয়, সেই কালকে শোষ অর্থাৎ গ্রীষ্ম বলে।' তৃতীয় মন্ত্রে 'জীবায়' পদে জীবনের হেতুভূত জলস্বরূপ বর্ষা ঋতু বুঝাইতেছে। চতুর্থ মন্ত্রে 'স্বধায়ৈ' পদ আছে। স্বধা অর্থে শরৎ বুঝায়। স্বধাই পিতৃগণের অন্ন, এইরূপ শ্রুতি আছে। শরৎকালে প্রায়ই অন্নসমূহ উৎপন্ন হয়। পঞ্চম মন্ত্রের 'ঘোরায়' পদে—হেমন্ত ঋতু শীতপ্রচুর বলিয়া বিষম দুঃখদাতা অতএব ঘোরনামধারী অর্থ উপলব্ধ হয়। ষষ্ঠ মন্ত্রে মন্যবে' পদ আছে। মন্যু শব্দের অর্থ—ক্রোধ। শিশির ঋতু সেই ক্রোধরূপী, কারণ, এই কালে ওষধিসমূহ নাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'হে পিতৃগণ! এবম্বিধ ঋতুরূপধারী আপনাদিগকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করি।' এখানে দুই বার প্রণাম—আদর প্রদর্শন নিমিত্ত। [illegible] অর্থ—'হে পিতৃগণ! আপনারা আমাদিগকে গৃহসমূহ দান করুন।' এস্থলে গৃহ শব্দে অর্থ ভার্য্যা পুত্র [illegible]। 'হে পিতৃগণ! যে ধন আমাদের আছে, সেই ধন হইতে আপনাদিগকে প্রদান করি। দানকর্ত্তা আমাদিগের দ্রব্য যেন কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়।' '[illegible]' এই অষ্টম মন্ত্র দ্বারা [illegible] কিম্বা ঊর্ণাদশা অথবা যজমানের স্বকীয় [illegible] লোম প্রত্যেক [illegible] প্রদান করিবে। তাহাতে এই মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে পিতৃগণ! আপনাদিগকে [illegible] প্রদান করিতেছি, আপনারা ইহা পরিধান করুন।' ভাষ্যকর্ত্তা মন্ত্র [illegible] কল্পনা করিয়াছেন।

আমরা বলি, কণ্ডিকোক্ত প্রথম মন্ত্র ছয়টী [illegible] নির্দ্দেশ করিয়া সাধক [illegible] ছয় প্রকার সাধনার উন্নতিকর ছয়টী প্রার্থনা [illegible] আছে। [illegible], এই ছয়টী অভ্যন্তরস্থিত রসায়' 'শোষায়' প্রভৃতি পদ কয়টীকে পিতৃগণের বিশেষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বাপর অর্থ সঙ্গতি রক্ষা [illegible] পদ কয়টীতে নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। [illegible] সমুহকে [illegible] করিতেছি, বাক্যের মর্ম্ম,—পিতার গুণসমূহের আরাধনা করিতেছি। অর্থাৎ—সেই পিতৃগণ সমূহ আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক, তাহা হইলে সাধনার একান্ত আবশ্যকীয় এই ছয়টী [illegible] আমি লাভ করিতে সমর্থ হইব। প্রথমতঃ সাধনমার্গের প্রধান সহায়—[illegible], প্রা[illegible] তাই সেই প্রার্থনা দেখিতে পাই। মন্ত্রে আছে—'রসায়'। [illegible], এ পদের অর্থ 'রসাত্মক বসন্তরূপী পিতৃগণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মতে 'রস' শব্দ [illegible] পরিচায়ক। পিতৃগুণানুসারী হইয়া তৎপ্রসাদে [illegible] অধিকারী হইতে পারিলে পরবর্ত্তী পাঁচটী মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় সহজেই উপলব্ধ হইবে। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়—'শোষায়'। ভাষ্যকার ঐ পদের গ্রীষ্ম ঋতু অর্থ করিয়াছেন। আমরা বলি, অন্তঃশত্রু শোষণের (নাশের) প্রার্থনাই এখানে পরিব্যক্ত। তৃতীয় মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়—'জীবায়'। ভাষ্যকার ঐ পদে জীবন-রূপী জল অর্থাৎ বর্ষা-ঋতু বলিয়া অর্থ-কল্পনা করেন। আমরা এস্থলে সাধনক্ষম দীর্ঘজীবন-লাভের প্রার্থনাই পরিস্ফুট দেখি। চতুর্থ মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়—'স্বধায়ৈ'। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ শরৎ-ঋতু বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি, শ্রুতির প্রমাণ 'স্বধা বৈ পিতৄণামন্নং' উদ্ধৃত করিয়া, অন্ন শরৎকালে উৎপন্ন হয়—এইরূপ যুক্তি সমর্থন করিয়াছেন।

অথবা বলি, পিতৃগণের অন্ন—একমাত্র সাধকের হৃদ্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বভাব। এ মন্ত্রে আমরা ঐ শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্তিই প্রার্থনার লক্ষ্য করি। পঞ্চম মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়—'ঘোরায়'। ভাষ্যকার এই পদের অর্থ করিয়াছেন—ঘোররূপী হেমন্ত ঋতু। আমরা এস্থলে 'কামনারূপী ঘোর শত্রুনাশের প্রার্থনা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কামনানাশই সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য—কামনাই জীবের ঘোর শত্রু। কামনার কুহকে পড়িয়া মানুষ বহুবিধ কুক্রিয়াসাধনে তৎপর হয়। যে সাধক কামনা নাশে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার সাধন সিদ্ধি সুনিশ্চয়। ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়—মন্যবে। মন্যু শব্দের অর্থ ক্রোধ। ভাষ্যকার এস্থলে 'ক্রোধরূপী শরৎ-ঋতু' অর্থ আনয়ন করিয়াছেন। আমরা এস্থানে, ক্রোধনাশের প্রার্থনাই পরিস্ফুট দেখিতেছি।

অতঃপর সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব লক্ষ্য করুন। এখানে ভাষ্যকার যেরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। আমাদের মতে এস্থলে প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে, সাধক বলিতেছেন,—'হে পিতৃগুণসমূহ! আপনারা আমাদিগকে দেবতাদিগের গৃহ (আবাস) স্বরূপ ভক্তিপ্রসাদ প্রদান করুন, অর্থাৎ, ভক্তিতেই আপনাদিগের স্থিতি হউক। ভক্তির অধিকারী হইতে পারিলেই আমরা আপনাদিগের আরাধনা করিতে সমর্থ হইব অর্থাৎ আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইব।' ইহাই হইল—সপ্তম মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম। অষ্টম মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়, সাধক নিজের হৃদয়কে পিতৃগুণসমূহের বস্ত্ররূপে কল্পনা করিয়া বলিতেছেন,—'হে পিতৃগুণসমূহ! আপনাদের বাসস্বরূপ এই আমার হৃৎপ্রদেশ স্বীকার করুন।' তাৎপর্য্য এই যে,—'বস্ত্রের সহিত যেমন দেহের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, সেইরূপ আমার এই হৃদয়ের সহিত আপনাদের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংঘটিত হউক।' আমরা বলি, এই মন্ত্র-কয়টীর অভ্যন্তরে এইরূপ মহৎ উচ্চ ভাবই পরিস্ফুট রহিয়াছে। (২অ—৩২ক—১-৮ম)।

—— • ——

ত্রয়স্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। ত্রয়স্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা)।

আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুষ্করস্রজং।

যথেহ পুরুষোঽসৎ ॥ ৩৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

২। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ)। 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'ইহ' (মম হৃদ্দেশে) 'পুরুষঃ' (পরব্রহ্ম স ভগবান্) 'অসৎ' (অবস্থানং করোতি) তথা (তদ্রূপং) 'পুষ্করস্রজং' (পদ্মমাল্যবৎ ভগবতঃ প্রীতিদায়কং) 'কুমারং' (নবং) 'গর্ভং' (ভক্তিজনকং সদ্ভাবং) 'আধত্ত' (পোষয়ত)। ভক্তির্হি ভগবতঃ পরমপ্রীতিপ্রদং বস্তু। হে পিতৃগুণাঃ! মম হৃদ্দেশে তস্যা ভক্তের্গর্ভত্বং পোষয়। তেনৈবাহং ভগবন্তং প্রাপ্নুয়ামিতি তাৎপর্য্যঃ। (২অ—৩৩ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

১। হে পিতৃগণসমূহ! আমার হৃদ্দেশে যাহাতে পরম পুরুষ সেই ভগবান্ অবস্থান করেন; আপনারা সেইরূপ, পদ্মমালার ন্যায় ভগবানের প্রীতিপ্রদ, নূতন ভক্তিজনক সদ্‌ভাব আমার হৃদয়ে পোষণ করুন। (ভক্তিপ্রসূ সদ্‌ভাব হৃদয়ে পুষ্ট হইলে, ভক্তিপ্রিয় ভগবান নিশ্চয়ই আমার হৃদয়ে অবস্থান করিবেন,—ইহাই মর্ম্মার্থ)। (২অ—৩৩ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১।২২) আধত্তেতি মধ্যমং পিণ্ডং পত্নী প্রাশ্নাতি পুত্রকামেতি ॥ গায়ত্রী পিতৃদেবত্যা। হে পিতরঃ। যথা ইহাস্মিন্নেব ঋতৌ পুরুষঃ অসৎ পুরুষঃ দেবপিতৃমনুষ্যাণাম-পেক্ষিতার্থস্য পূরয়িতা ভূয়াৎ তথা কুমারং গর্ভং পুত্ররূপং গর্ভং যূয়মাধত্ত সম্পাদয়ত। কিম্ভূতং কুমারং। যেন প্রকারেণেহ পুষ্করস্রজং পুষ্করাণাং পদ্মানাং স্রক্ মালা যয়োস্তৌ পুষ্করস্রজৌ। অশ্বিনৌ। অশ্বিনীকুমারৌ পুষ্করস্রজৌ পদ্মমালিনৌ দেবানাং ভিষজৌ। তত্তুল্যঃ কুমারঃ পুষ্করস্রক্ তং। অশ্বিসাম্যকথনেন রোগহীনং সুন্দরং চ পুত্রমাধত্তেতি সূচিতং ॥ (২অ—৩৩ক—১ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকার বলেন,—পুত্রকামা যজমানপত্নী 'আধত্ত' এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া মধ্যম পিণ্ড ভোজন করিবে। তন্মতে এই মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—হে পিতৃগণ! যাহাতে দেবতা পিতৃ ও মনুষ্যদিগের অপেক্ষিতার্থের (যে অর্থ তাঁহারা ভোগ করিতে অপেক্ষিত অর্থাৎ অবশিষ্ট আছে, তাহার) পূরণকর্ত্তা পুরুষ উৎপন্ন হয়, আপনারা সেইরূপ বিধান করুন। সে পুরুষ কিরূপ? না—'পুষ্করস্রক্ অর্থাৎ পদ্মমালাবিশিষ্ট অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তুল্য। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সাম্যকথন-হেতু রোগহীন সুন্দর পুত্রকে প্রদান করুন,—এই ভাব সূচিত হইয়াছে। ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এ মন্ত্রটীর প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে এইরূপই অবগত হওয়া যায়।

এক্ষণে আমরা এ মন্ত্রটীর যেরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম, তাহার একটু আভাস দিতেছি। আমরা বলি, এ মন্ত্রটীও পিতৃগণসমূহের নিকট প্রার্থনাদ্যোতক। মন্ত্রের একটী পদ আছে—'পুরুষঃ'। ঐ 'পুরুষঃ' পদ কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে? একটু স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, ঐ পুরুষ পদ একমাত্র সেই পরব্রহ্ম ভগবানের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ইহ' পদের অর্থ—এখানে। কোন্ খানে? মন্ত্রে তাহার জ্ঞাপক পদ দৃষ্ট হয় না। ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—এই গর্ভে। আমরা বলি,—সাধকের হৃদ্দেশে। তবে একটী সমস্যার কথা—গর্ভং। সাধারণতঃ ইহার অর্থ—ভ্রূণাধার। পরন্তু, 'কুমারং' পদ থাকায়, ইহা যে সাধারণ গর্ভবাচী, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। পিতৃযজ্ঞপক্ষে ভাষ্যকার ঐ লৌকিক অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু,

'পুষ্করস্রজং' পদটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে, ভাব আবার উল্টাইয়া যায়। পুষ্করস্রজ অর্থাৎ পদ্মমাল্যবৎ ভগবানের একান্ত প্রিয়। কুমার অর্থাৎ সদ্যোজাত। গর্ভ অর্থাৎ ভক্তিজনক সদ্ভাব। সদ্ভাবই ভক্তির জনক। সদ্ভাবের অভ্যন্তরেই ভক্তি বিলীন আছে। তাই তাহা নূতন, তাই তাহা পদ্মমাল্যবৎ ভগবানের প্রিয়, তাই তাহা ভক্তির আধার বা গর্ভ স্বরূপ। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এ মন্ত্রটীর মর্ম্মার্থ — এই যে,—'হে পিতৃগুণ-সমূহ! আপনারা, ভগবানের প্রিয় ভক্তিজনক সদ্ভাব আমার হৃদয়ে পোষণ করুন, তাহা হইলে ভক্তিপ্রিয় ভগবান নিশ্চয়ই আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন।' (২অ—৩৩ক—১ম)।

——•——

চতুস্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। চতুস্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং।
স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্॥ ৩৪॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে চিত্তবৃত্তয়ঃ! যং 'অমৃতং' (অক্ষয়ং) 'ঘৃতং' (পিতৃপ্রীতিদায়কং) 'পয়ঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং) 'কীলালং' (সর্ব্ববিঘ্ননিবারকং) 'ঊর্জ্জং' (বলং ভক্তিরূপং) 'বহন্তীঃ' (বহন্ত্যঃ, প্রাপয়ন্ত্যঃ সত্যঃ) 'স্বধাস্থ' (পিতৃপূজোপকরণস্বরূপা ভবত), 'মে' (মম) 'পিতৄন্' (পিতৃলোকান্, পূর্ব্বপিতৃগুণান্) 'তর্পয়ত' (প্রীণয়ত, মম হৃদ্দেশে তদ্গুণান্ প্রতিষ্ঠাপয়ত)। (২অ—৩৪ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা, অক্ষয় পিতৃগণের প্রীতি-প্রদ শুদ্ধসত্ত্বরূপ এবং সকলবিঘ্নবিনাশক ভক্তিরূপ বল পিতৃগণের নিকট বহন করিয়া তাঁহাদের পূজোপকরণস্বরূপ হও। পিতৃলোককে (পূর্ব্ব-পিতৃগণের গুণসমূহকে) তৃপ্ত কর (আমার হৃদ্দেশে সেই পিতৃগুণসমূহ প্রতিষ্ঠিত কর)। (২অ—৩৪ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১।১৯) ঊর্জ্জমিত্যপো নিষিঞ্চতীতি। অব্দেবত্যা বিরাট্। হে আপঃ যূয়ং স্বধা স্থ পিত্র্যহবিঃস্বরূপা ভবথ অতো মে পিতৄংস্তর্পয়ত। কথম্ভূতা আপঃ পরিস্রুতং বহন্তীঃ। পুষ্পেভ্যো নিঃসৃতং সারং বহন্ত্যঃ। তচ্চ সারং ত্রিবিধং ঊর্জ্জশব্দেন ঘৃতশব্দেন

পয়ঃশব্দেন চাভিধেয়ং। তত্রোর্জ্জশব্দোহন্নগতং স্বাদুত্বমভিধত্তে। ঘৃতপয়সী প্রসিদ্ধে। তচ্চ ত্রিবিধমপি কীদৃশমমৃতং সর্ব্বরোগবিনাশকং মৃত্যুনাশকং চ। নাস্তি মৃতং যস্মাত্তৎ। পুনঃ কীদৃশং কীলালং কীলবন্ধনে। কীলনং কীলো বন্ধঃ। তমলতি বারয়তীতি কীলালং। অলঞ্চ বারণপর্য্যাপ্ত্যোরিতি ধাতুঃ (ধা০ ২৫।৮) সর্ব্ববন্ধনিবর্ত্তকং। ঈদৃশস্য ত্রিবিধস্য সারস্য বহনাদপাং পিতৃতর্পকত্বমুপপন্নং॥ ৩৪॥

শ্রীমন্মহীধরকৃতে বেদদীপে মনোহরে।
ইধ্মপ্রোক্ষাদিপিত্র্যান্তো দ্বিতীয়োহধ্যায় ঈরিতঃ। ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকার বলেন,—'ঊর্জ্জং' এই মন্ত্র দ্বারা পিণ্ডে জলসেচন করিবে। তন্মতে মন্ত্রটির অর্থ হয়,—'হে জলসমূহ! তোমরা পিতৃসম্পর্কীয় হবিঃস্বরূপ। এই নিমিত্ত আমার পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত কর। জলসমূহ কিরূপ?—না, পরিস্রুত অর্থাৎ পুষ্প হইতে নিঃসৃত সার-বহনকারী। সেই সার ত্রিবিধ, তাহা 'ঊর্জ্জ' শব্দের দ্বারা, 'ঘৃত' শব্দের দ্বারা এবং 'পয়ঃ' শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। তন্মধ্যে ঊর্জ্জ শব্দে অন্নগত স্বাদুত্ব বুঝাইয়া থাকে। ঘৃত এবং পয়ঃ শব্দের অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বজনবিদিত। সেই সার ত্রিবিধ হইলেও কিরূপ?—না, অমৃত অর্থাৎ সর্ব্বরোগবিনাশক এবং মৃত্যুনাশক। পুনরায় কিরূপ?—না, কীলাল অর্থাৎ সর্ব্ববন্ধনিবারক। ঈদৃশ ত্রিবিধ সারকে বহন করেন বলিয়া জলসমূহ পিতৃতর্পক নামে অভিহিত হন।' ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ মন্ত্রের প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে এইরূপই অবগত হওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বাপর অর্থসঙ্গতির সামঞ্জস্যবিধানকল্পে এ মন্ত্রটির যেরূপ অর্থ নিষ্কাশন করিলাম, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি। মন্ত্রের মধ্যে জলের পরিচায়ক কোনও শব্দই দৃষ্ট হয় না। ভাষ্যকার্ত্তা কিন্তু এখানে 'হে আপঃ' সম্বোধন অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা বলি, এ মন্ত্রের দ্বারা সাধক নিজের চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিতেছেন। 'ঊর্জ্জং' পদে আমরা বরাবরই ধাত্বর্থানুসরণে বল অর্থ আমনন করিয়া আসিতেছি। এখানে কোন্ বলের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে? একটু অভিনিবেশ সহকারে মন্ত্রটির বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, এখানে ভক্তি-বলই অভিপ্রেত। এই ভক্তি কিরূপ?—না, ইহা অমৃত, ইহা ঘৃতের ন্যায় অর্থাৎ অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, ইহা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ এবং সকল প্রকার বিঘ্ন-বিপত্তি নিবারক। ভক্তি সঞ্জাত হইলে, সাধন-পথে কোনরূপ বিঘ্ন বিপত্তি আসিয়া সাধককে আর বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারে না। ভক্ত সাধকের নিকট তখন সকলেই পরাজিত হয়। তাই এখানে সাধক বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা আমার পিতৃপূজার প্রধান উপকরণ। তোমরা পিতৃগণের নিকট ভক্তি উপহার বহন করিয়া লইয়া যাও।' ইহার ভাবার্থ এই যে,—'হে চিত্তবৃত্তিসকল, তোমরা ভক্তিবল দ্বারা আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃগণের গুণসমূহ প্রতিষ্ঠিত কর। আমি যেন সেই পূর্ব্বপিতৃগণের পদাঙ্কানুসরণে পিতৃলোকস্বরূপ পরব্রহ্মে লীন হই।' (২অ—৩৪ক—১ম)।

কাণ্ব-শাখার বিশেষ পাঠ।

—§•§—

মাধ্যন্দিন-শাখার পাঠের সহিত কাণ্ব-শাখার পাঠের সামান্য একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রথম অধ্যায়ে সে পার্থক্যের আভাষ (১১৪ পৃষ্ঠা দেখুন) দিয়াছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে পার্থক্য কিরূপ পরিলক্ষিত হয়, তাহারও একটু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। মাধ্যন্দিন শাখার কোনও কণ্ডিকায় চারিটী মন্ত্র আছে। কাণ্বশাখাধ্যায়িগণ কখনও সেই চারিটী মন্ত্রকে একটী মন্ত্র ধরিয়া লন। আবার, মাধ্যন্দিন-শাখার একটী মন্ত্রকে সময় সময় তাঁহারা একাধিক ভাগেও বিভক্ত করিয়া থাকেন। অপিচ, উভয় সম্প্রদায়ের পাঠে কোথাও অতিরিক্ত পাঠ এবং কোথাও পাঠান্তরও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতঃপর সংক্ষেপে উভয় সম্প্রদায়ের সেই বিশেষ বিশেষ পাঠের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম।—এই কণ্ডিকার মাধ্যন্দিন শাখায় তিনটী মন্ত্র দৃষ্ট হয়। কাণ্বশাখাধ্যায়িগণ উহাকে এক মন্ত্রাত্মকরূপে পাঠ করেন।

দ্বিতীয়।—এই কণ্ডিকার ছয়টী মন্ত্র উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই অভিন্নরূপে পঠিত হয়। তবে, কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের কেহ কেহ, চতুর্থ মন্ত্রে "ভুবনপতয়ে স্বাহা" রূপ একটী অতিরিক্ত পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তৃতীয়।—এই কণ্ডিকা উভয় সম্প্রদায়ই ত্রিমন্ত্রাত্মিকা বলিয়া স্বীকার করেন বটে; তবে, কাণ্বশাখাধ্যায়িগণ প্রথম মন্ত্রটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। তদনুসারে "গন্ধর্ব্বস্থা" হইতে "বিশ্বস্যারিষ্ট্যৈ" পর্য্যন্ত এক ভাগ এবং "যজমানস্য পরিধিরস্যগ্নিরিড় ঈলিতঃ" এক ভাগ গৃহীত হয়।

চতুর্থ।—এই কণ্ডিকার মন্ত্রটী উভয় সম্প্রদায়েই অভিন্নভাবে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

পঞ্চম।—এই কণ্ডিকার মধ্যেও কোনরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় না।

ষষ্ঠ।—এই কণ্ডিকার চতুর্থ মন্ত্রে কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের মধ্যে একটী অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়। সে পাঠ; যথা,—

"—নাম—প্রিয়ে সদসি সীদ।"

সপ্তম।—এই কণ্ডিকায় কোনরূপ পার্থক্য নাই। তবে কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের কেহ কেহ কণ্ডিকাকে এক-মন্ত্রাত্মিকা-রূপে পাঠ করিয়া থাকেন।

অষ্টম।—এই কণ্ডিকার চতুর্থ মন্ত্রের একটী অতিরিক্ত পাঠ কাণ্ব-শাখায় পঠিত হয়। সে পাঠ; যথা,—

"অস্কন্নমদ্যাজ্যং দেবেভ্যঃ সম্ভ্রিয়াসং।"

নবম।—এই কণ্ডিকার কাণ্বশাখায় নিম্নরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; যথা,—

"অগ্নে বেহোঁত্রং বৈদূত্যং অবতাং ত্বা দ্যাবাপৃথিবী অব ত্বং
দ্যাবাপৃথিবী। স্বিষ্টকৃদ্দেবেভ্যঃ ইন্দ্র আজ্যেন হবিষা
ভূৎস্বাহা সং জ্যোতিষা জ্যোতিঃ॥
অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বং। অমীমদন্ত
পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত॥"

দশম ও একাদশ।—এই দুই কণ্ডিকায় পাঠের ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায় না।

দ্বাদশ। এই কণ্ডিকায় কাণ্বশাখায় আটটি মন্ত্র দৃষ্ট হয়। প্রথম মন্ত্রটী উভয় শাখায় অভিন্ন। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম মন্ত্র, কাণ্ব-শাখায় অতিরিক্ত দৃষ্ট হয়। তাহার পাঠ; যথা,—

তা দেব সবিতরেতং ত্বাং বৃণতে বৃহস্পতিং ব্রহ্মাণং। তদহং
মনসে প্রব্রবীমি॥ ১॥

মনো গায়ত্র্যৈ গায়ত্রী ত্রিষ্টুভে ত্রিষ্টুব্জগত্যৈ জগত্যনুষ্টুভে।
অনুষ্টুপ্ প্রজাপতয়ে প্রজাপতির্ব্বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ॥ ২॥

বৃহস্পতির্দ্দেবানাং ব্রহ্মাহং মনুষ্যানাং। ভূর্ভুবঃস্বর্নিরস্তঃ পাপ্মেদমহং
বৃহস্পতেঃ সদসি সীদামি॥ ৩॥

মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে। দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং
পূষ্ণো হস্তাভ্যাং। প্রতিগৃহ্নামি পৃথিব্যাস্ত্বা নাভৌ সাদয়াম্যদিত্যা
উপস্থে। দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো
হস্তাভ্যাং॥ ৪॥

আদদেঽগ্নেষ্ট্বাস্যেন প্রাশ্নামি বৃহস্পতের্ম্মুখেন। যা অপ্স্বন্তর্দ্দেবতাস্তা
ইদং শময়ন্তু॥ ৫॥

স্বাহাকৃতং জঠরমিন্দ্রস্য গচ্ছ। ঘসিনা মে মা সংপৃক্থা ঊর্দ্ধং মে
নাভেঃ সীদ॥ ৬॥

ইন্দ্রস্য ত্বা জঠরে সাদয়ামি। প্রজাপতের্ভাগোঽস্যূর্জ্জস্বান্ পয়স্বান্॥ ৭॥

প্রাণাপানৌ মে পাহি সমানব্যানৌ মে পাহ্যুদানব্যানৌ মে পাহি।
ঊর্গস্যূর্জ্জং ময়ি ধেহ্যক্ষিতিরসি মা মে ক্ষেষ্ঠা অমুত্রা-
মুষ্মিংল্লোকঽইহ চ॥ ৮॥

ত্রয়োদশ।—এই কণ্ডিকায় "মনো জূতির্জ্জুষতামাজ্যস্য" স্থলে, "মনোজ্যোতির্জ্জুষতামাজ্যস্য" এইরূপ পাঠ কাণ্ব-শাখায় কখনও কখনও গৃহীত হয়।

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ।—এই দুই কণ্ডিকায় পাঠ-বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

ষোড়শ।—এই কণ্ডিকার পঞ্চম মন্ত্রে "বয়োহক্তং" স্থলে কোথাও "বয়োরিপ্তো" পাঠ দৃষ্ট হয়, এবং ষষ্ঠ মন্ত্রে "পৃষতীর্গচ্ছ" স্থলে "পৃষতী গচ্ছ" পাঠ কোথাও প্রচলিত আছে। "বৃষ্টির্ম্মাবহ" স্থলে "বৃষ্টিঃ আবহ" • পাঠ কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়। সপ্তম মন্ত্রের পাঠ কাণ্বশাখায় এইরূপ দেখা যায়, যথা,—

"চক্ষুষ্পা অসি চক্ষুর্ম্মে পাহি।"

ষোড়শ হইতে ঊনবিংশ।—এই চারি কণ্ডিকার মন্ত্রে বিশেষ কোনও পাঠান্তর দেখা যায় না। কেবল অষ্টাদশ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের "পরিধেয়াশ্চ" স্থলে কাণ্ব শাখায় "পরিধেয়শ্চ" পাঠ আছে।

বিংশ।—এই কণ্ডিকায় কয়েকটী অতিরিক্ত মন্ত্র দৃষ্ট হয়। সে মন্ত্র কয়টী, যথা,—

উলুখলে মুষলে যশ্চ শূর্পেহ্আশিশ্লেষ দৃষদি যৎকপালে ॥ ২ ॥
উৎপৃষো (উৎপ্রুষো ?) বিপ্রুষঃ সংজুহোমি সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ স্বাহা। আপ্যায়তাং ধ্রুবা হবিষা ঘৃতেন যজ্ঞং যজ্ঞং প্রতি দেবযদ্ভ্যঃ। সূর্য্যায়া ঊধোহ্অদিত্যা উপস্থহ্ উরুধারা পৃথিবী যজ্ঞেহ্ অস্মিন্ ॥ ৩ ॥

একবিংশ।—এই কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রের "গাতুংবিত্ত্বা" স্থলে "গাতুমিত্বা" পাঠ কাণ্ব-শাখায় দৃষ্ট হয়।

দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ।—এই দুই কণ্ডিকার শেষ কণ্ডিকার সহিত নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটী কাণ্ব-শাখায় অতিরিক্ত পাঠ আছে, যথা,—

বেষোহস্যপবেষো দ্বিষতো গ্রীবা উপ বেবিদ্মি। বেশাংহ্অগ্নে স্তুভ্যা ধারয়েহ ॥ ৭ ॥

• এই ষোড়শ কণ্ডিকায় ষষ্ঠ সংখ্যক মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। অতএব, তাহার মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল। যথা—

মন্ত্র।—(৬) মরুতাং পৃষতীর্গচ্ছ বশা পৃশ্নির্ভূত্বা দিবং গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমাবহ।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা। (৬) হে মনঃ ত্বং 'মরুতাং' (মরুদ্দেবানাং) 'পৃষতীঃ' (বিচিত্রা গতীঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি) বায়ুবৎ শীঘ্রগামী ভবেতি শেষঃ, 'বশা পৃশ্নির্ভূত্বা' (সদ্ভাবসহযুতং সৎ) 'দিবং' (ভগবন্তং) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি); 'ততঃ' (তদনন্তরং) 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'বৃষ্টিঃ' (অভীষ্টবর্ষণং) 'আবহ' (আনয়, অস্মাকং অভীষ্টং সাধয়েত্যর্থঃ)।

বঙ্গানুবাদ। (৬) হে মনঃ! তুমি মরুদ্গণের বিচিত্রগতিকে প্রাপ্ত হও (অর্থাৎ—বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী হও)। সদ্ভাবসহযুত হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হও। তার পর, আমাদিগের অভীষ্ট সাধন কর।

ঋদ্ধাঃ কর্ম্মণ্যা অনপায়িনো যথাসন্। জুহোমি ত্বাসুভগ সৌভগায়
পুরূতমং পুরুহুত অবস্যন্ ॥ ৮ ॥

চতুর্ব্বিংশ।—এই কণ্ডিকার নিম্নলিখিত অতিরিক্ত মন্ত্রটী কাণ্বশাখায় পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—

যজ্ঞ শং চ তঽউপ চ। শিবে মে সংতিষ্ঠস্বারিষ্টে মে সংতিষ্ঠস্ব স্বিষ্টে
মে সংতিষ্ঠস্ব ॥ ২ ॥

পঞ্চবিংশ।—এই কণ্ডিকায় কোনও পাঠান্তর দৃষ্ট হয় না।

ষড়্বিংশ।—এই কণ্ডিকার কয়েকটী মন্ত্র কাণ্বশাখায় অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা,—

"অগ্নে গৃহপতে সুগৃহপতিরহং ত্বয়া গৃহপত্যা ভূয়াসং। সুগৃহপতিস্ত্বং
ময়া গৃহপত্যা ভূয়াঃ ॥ ৬ ॥

অস্থূরি (অস্থূরি জটাপাঠে) নো গার্হপত্যানি সন্তু শতং হিমাস্তিগ্মেন
নস্তেজসা সংশিশাধি সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তে ॥ ৭ ॥

উরু বিষ্ণো বিক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নস্কৃধি। ঘৃতং ঘৃতযোনে পিব
প্রপ্রযজ্ঞপতিং তির ॥ ৮ ॥

তন্তোঽসি তন্তুরস্যনু মা তনুহি। অস্মিন্ যজ্ঞেঽস্যাং সাধুকৃত্যাযামস্মি
ন্নন্নেঽস্মিংল্লোকে ॥ ৯ ॥

ইদং মে কর্ম্মেদং বীর্য্যং পুত্রোঽনুসংতনোতু।"

সপ্তবিংশ ও অষ্টাবিংশ।—এই দুই কণ্ডিকার কোনও পাঠ-পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। অষ্টাবিংশ কণ্ডিকায়—"এবাস্মি স এবাস্মি"—এইটুকু পাঠান্তর কেহ কেহ গ্রহণ করেন।

ঊনত্রিংশৎ হইতে একত্রিংশৎ কণ্ডিকার শেষ কণ্ডিকায় এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ ও পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। যথা,—

"নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায় নমো বঃ পিতরস্তপসে নমোবঃ পিতরো যজ্জীবং
তস্মৈ নমোবঃ পিতরো রসায় নমোবঃ পিতরো ঘোরায় মন্যবে
স্বধায়ৈ বঃ পিতরো নমঃ। এতদ্বঃ পিতরো বাসো গৃহ্যান্নঃ
পিতরো দত্ত ॥ ৪ ॥

উদায়ুষা স্বায়ুষোৎপর্জ্জন্যস্য ধামভিঃ। উদস্থামমৃতাং অনু ॥ ৫ ॥

দ্বাত্রিংশৎ হইতে চতুস্ত্রিংশৎ। এই তিন কণ্ডিকায় প্রায় পাঠান্তর নাই।

সপ্তানুবাকেষু ষষ্টিঃ ॥ ৬ ॥

ইতি কাণ্বশাখায়াং সংহিতাপাঠে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

যজুর্ব্বেদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মন্ত্র-সূচী।

অ।

আ।

ই।

মন্ত্রার্থ-বিষয়ে বক্তব্য।

অনেক স্থলে আমাদের অর্থ ভাষ্যকারের অর্থ হইতে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ, মন্ত্রসকল যে কার্য্যে যেরূপভাবে যজ্ঞে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তৎপক্ষে আমাদের অন্যমত নাই। মন্ত্রার্থ আলোচনায় এই সমস্যার বিষয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রসঙ্গতঃ এতদ্বিষয়ে দুই এক কথার আলোচনা করা হইতেছে।

আমরা যে চারি বেদ প্রকাশ করিতেছি, চারি বেদেই—বিশেষতঃ এই যজুর্ব্বেদে—আমরা দেখিতে পাই, একই মন্ত্র বিভিন্ন কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং সেই বিভিন্ন স্থানে ভাষ্যকার মন্ত্রের ও মন্ত্রান্তর্গত পদের অর্থ একরূপ রাখিতে সমর্থ হন নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের (যজুর্ব্বেদের) সূচীপত্রের অনুসরণ করিয়া দেখুন, বুঝিতে পারিবেন, একই মন্ত্রের অর্থ-প্রকাশে ভাষ্যে কত মতান্তর ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যায় আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মন্ত্রের প্রয়োগ বিভিন্নরূপে সাধিত হইলেও মন্ত্রের অর্থ সর্ব্বত্র অভিন্ন। একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। এই যজুর্ব্বেদের প্রথম কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র—"ইষে ত্বা।" আবার দ্বাবিংশ কণ্ডিকারও চতুর্থ মন্ত্র—"ইষে ত্বা।" ভাষ্যকার ঐ দুই স্থানে দুই প্রকার অর্থ লিখিয়াছেন। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি লিখিয়াছেন—"হে শাখে ইষে বৃষ্ট্যৈ ত্বাং ছিনদ্মি।" দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি লিখিয়াছেন—"হে আজ্য ইষে ইষ্যমাণবৃষ্ট্যর্থং ত্বামভিগ্রহয়ামীতি শেষঃ।" প্রথম ক্ষেত্রে সম্বোধন করিলেন—'বৃক্ষশাখাকে', ক্রিয়াপদ অধ্যাহৃত হইল—'ছিনদ্মি'। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সম্বোধন হইল—'আজ্যকে', ক্রিয়াপদ আসিল—'অভিগ্রহয়াং'। দেখিয়া মনে হয়, প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই যেন এখানে অর্থ ঐরূপ করিতে হইয়াছে। এইরূপ, দশ স্থলে দশ প্রকার কার্য্যে প্রযুক্ত হইলে, মন্ত্রের যদি দশ প্রকার অর্থ অধ্যাহার করার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শব্দের ও পদের কোনই অর্থ-সার্থকতা থাকে না, পরন্তু যে কোনও শব্দের ও যে কোনও পদের যখন তখন যে সে অর্থ গ্রহণ করা যায়। তাহাই কি শব্দ-শাস্ত্রের রীতি? কখনও তাহা মনে করা যায় না। আমরা মনে করি, শব্দের বা পদের অর্থ সর্ব্বত্রই অক্ষুণ্ণ আছে। "ইষে ত্বা" মন্ত্র প্রথমে আমরা যে অর্থে প্রয়োগ করিয়াছি, শেষেও সেই অর্থেই প্রয়োগ করা যায়। আমরা বলি, ঐ মন্ত্রের অর্থ,—"হে ভগবন্! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ইষে' (অভীষ্টবর্ষণায়) আহ্বয়ামি।" উভয়ত্রই ভগবানকে আহ্বান করা হইতেছে—এই ভাব প্রকাশ পায়। যেখানেই ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত হউক, সর্ব্বত্রই ঐ অর্থ অটুট দেখুন। এই দৃষ্টিতেই আমরা মন্ত্রার্থে অনুসন্ধান করিতেছি। সুতরাং কোথাও কোনরূপ মতদ্বৈধতা ঘটার আশঙ্কা নাই।

মন্ত্র—নিত্যসত্য। উহার ভাব—নিত্যসত্য। সত্যের পরিবর্ত্তন নাই। সুতরাং মন্ত্রার্থও অপরিবর্ত্তিত। ধর্ম্মপথের পথিক যাঁহারা বেদ-পাঠে প্রবৃত্ত হন, এই দৃষ্টিতেই তাঁহাদের বেদ পাঠ করা কর্ত্তব্য। বিধর্ম্মী অন্যদৃষ্টিতেই তো দেখিবেন!

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

[শুক্লযজুর্ব্বেদ—বাজসনেয়িসংহিতা।]

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথম কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। প্রথম কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্ব্বোধয়তাতিথিং

আস্মিন্ হব্যা জুহোতন ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ। যূয়ং 'সমিধা' (ভক্তিভাবেন) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'দুবস্যত' (পরিচরত), 'ঘৃতৈঃ' (সত্ত্বভাবাদিভিঃ) 'অতিথিং' (অতিথিরূপং অধুনা আগতং তং দেবং) 'বোধয়ত' (প্রবর্দ্ধয়ত), 'অস্মিন্' (এবং বর্দ্ধিতে জ্ঞানাগ্নৌ) 'হব্যা' (হব্যানি, হবনীয়ানি) 'আজুহোতন' (সর্ব্বতোভাবেন দেবোদ্দেশে জুহুত)। (৩অ—১ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

১। হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভক্তিভাবের দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ দেবতার সেবা কর। অতিথিস্বরূপ (অর্থাৎ অধুনা আগত) সেই জ্ঞানাগ্নিকে সত্ত্বভাবাদির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত কর। এইরূপ প্রবর্দ্ধিত জ্ঞানাগ্নিতে হবনীয়-সমুহ দেবোদ্দেশে প্রদান কর। (৩অ—১ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

অধ্যায়দ্বয়ে দর্শপৌর্ণমাসেষ্টি-সম্বন্ধা মন্ত্রা উক্তাঃ। অথাধানমন্ত্রা উচ্যন্তে প্রাগগ্নির্জ্যোতি-রিত্যন্তেভ্যঃ (৩।৯) দেবানাং প্রজাপতেরগ্নের্গন্ধর্ব্বাণাং বার্ষং। আগ্নেয্যশ্চতস্রো গায়ত্র্যঃ। তত্র কাত্যায়নঃ (৪।৭।১) অমাবাস্যায়ামগ্ন্যাধেয়মিত্যাদিনা কালবিশেষাদীনি ব্রহ্মৌদনপাক-পর্য্যন্তানি কার্য্যাণ্যুক্ত্বা পশ্চাদিদমাহ। (৪।৮।৪।৫) তং চাতুষ্প্রাশ্যং পচত্যুদ্বাস্যাসেচনং মধ্যে কৃত্বা সর্পিরাসিচ্যাশ্বত্থীস্তিস্রঃ সমিধো ঘৃতাক্তা আদধাতি সমিধাগ্নিমিতি প্রত্যৃচমিতি॥ অস্যার্থঃ। চতুর্ভির্ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রাশিতুং যোগ্যমোদনং পক্ত্বা বহিরুদ্বাস্য তস্যৌদনস্য মধ্যে ঘৃতাসেচনায় নিম্নং স্থানং কৃত্বা তৎসর্পিষাপূর্য্য তিস্রঃসমিধস্ত স্মিন্‌সর্পিষ্যভ্যজ্য তিসৃভির্ঋত্বিগ্‌ভি রগ্নাবভ্যাদধাতীতি॥ সমিধাগ্নিং। হে ঋত্বিজঃ যূয়ং সমিধা কৃত্বা অগ্নিং দুবস্যত পরিচরত। দুবস্যতিঃ পরিচরণার্থঃ। সমাগিন্ধ্যতে দীপ্যতে বহ্নির্যয়া কাষ্ঠরূপয়া সা সমিত্তয়া। ঘৃতৈঃ হোষ্যমাণৈঃ পূর্ণাহুতিসম্বন্ধিভির্ঘৃতৈরতিথিমতিথিবৎ কর্ম্মণা পূজনীয়মগ্নিং বোধয়ত প্রজ্বলয়ত অস্মিন্‌ প্রজ্বলিতেঽগ্নৌ হব্যা নানাবিধানি হবীংষি আ জুহোতন সর্ব্বতো জুহুত। তপ্ত নপ্তনথনাশ্চেতি (পা০ ৭।১।৪৬) তনবাদেশঃ॥ ১॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকার বলেন,—চারি জন ঋত্বিকের ভোজনোপযোগী অন্ন পাক করিয়া বহির্দেশে উদ্বাসনানন্তর (নামাইয়া) সেই অন্নের মধ্যে ঘৃতসিঞ্চনের নিমিত্ত একটী গর্ত্ত করিবে এবং তাহা ঘৃতের দ্বারা পূরণ করিবে। তৎপরে তিনটী অশ্বত্থ সমিধ্ সেই অন্নমধ্যস্থ ঘৃতে ডুবাইয়া তিন জন ঋত্বিক্ অগ্নিতে প্রদান (হোম) করিবে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা সমিধের দ্বারা অগ্নির পরিচর্য্যা কর।' এস্থলে 'দুবস্যতি' ধাতু পরিচরণার্থ মূলক। বহ্নি সম্যক্‌রূপে দীপ্ত হয় যদ্দ্বারা, তাহাকে সমিধ্ কহে। 'হে ঋত্বিক্‌গণ! পূর্ণাহুতির নিমিত্ত যে ঘৃত সংরক্ষিত আছে, সেই ঘৃতের দ্বারা আতিথ্য-কর্ম্মে পূজনীয় অগ্নিদেবকে প্রজ্বালিত কর। এই প্রজ্বলিত অগ্নিতে নানাবিধ হবনীয় দ্রব্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে হোম কর।' এস্থলে 'জুহোতন' পদটিতে 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' (পা০ ৭।১।৪৫)" এই সূত্র দ্বারা তনপ্ আদেশ হইয়াছে। এ মন্ত্রের প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকর্ত্তার অভিমত প্রকাশিত হইল। আমরা এ মন্ত্রটির যেরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিলাম, নিম্নে তাহার আভাষ দিতেছি।

আমরা বলি, এ মন্ত্রটী সাধকের চিত্তবৃত্তিসমূহকে উদ্দেশ করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম—'সমিধা' হইতে 'দুবস্যত' পর্য্যন্ত। দ্বিতীয়—'ঘৃতৈঃ' হইতে 'বোধয়ত' পর্য্যন্ত। তৃতীয়—'অস্মিন্' হইতে 'জুহোতন' পর্য্যন্ত। প্রথম অংশের মর্ম্ম—সাধক, স্বীয় চিত্তবৃত্তিসমূহকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভক্তিভাবের দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ দেবতার পরিচর্য্যা কর।' অর্থাৎ, ভক্তির দ্বারা জ্ঞান-

স্বরূপ ভগবানের নিকট জ্ঞানাধিকারী হইতে চেষ্টা কর। তার পর, দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম—'অতিথিস্বরূপ অর্থাৎ নবাগত সেই জ্ঞানকে শুদ্ধসত্ত্বভাব দ্বারা পরিবর্দ্ধিত কর।' এখানে একটী লক্ষ্য করিবার পদ আছে—অতিথিং। ভাষ্যকর্ত্তা এই পদের অর্থ করিয়াছেন—আতিথ্য কর্ম্ম দ্বারা পূজনীয় অগ্নি। কিন্তু, এই বিশেষণ-পদটী বাহ্য অগ্নি অপেক্ষা জ্ঞানাগ্নিরই সুসঙ্গত বিশেষণ বলিতে পারি। ভাষ্য-প্রদর্শিত অর্থে অগ্নিদেবের বিশেষণ পক্ষে—আতিথ্য কর্ম্ম দ্বারা পূজনীয় অগ্নি বলিতে কি ভাব উপলব্ধ হয়? এক্ষণে আমাদের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথমে বলা হইয়াছে—'হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভক্তির দ্বারা জ্ঞান-দেবতার আরাধনা কর।' এখানে বলা হইল,—'সেই অতিথিস্বরূপ নবাগত জ্ঞানাগ্নিকে সত্ত্বভাব দ্বারা পরিবর্দ্ধিত কর।' ইহার ভাবার্থ—জ্ঞানস্বরূপ দেবতা তোমায় জ্ঞানদান করিলেন; অতঃপর তুমি এরূপ সদ্‌ভাবসংযুত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যদ্দ্বারা তোমার এই জ্ঞানাগ্নি পরিবর্দ্ধিত হয়। তৎপরে আরও অন্যাংশের সহিত এ অর্থের কিরূপ সামঞ্জস্য হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করুন। প্রথমে জ্ঞানাধিকারী হও, দ্বিতীয়ে—সেই জ্ঞানকে সদনুষ্ঠান দ্বারা বর্দ্ধিত কর এবং তৃতীয়ে—এইরূপে প্রবর্দ্ধিত জ্ঞানরূপ অগ্নিতে দেবোদ্দেশে হবনীয় প্রদান কর।' তাহা হইলেই তোমার সাধন-সিদ্ধি স্থির-নিশ্চয়। এরূপ অর্থ-কল্পনাপক্ষে আমরা যে শব্দের যে অর্থ ও যে ভাব যেরূপে গ্রহণ করিলাম, তাহা আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। এই শব্দগুলির ভাবার্থের বিষয় বহু বার আলোচিত হইয়াছে। অতএব, এস্থলে তদ্বিষয় আর পুনরুল্লেখ করা হইল না। (৩অ—১ক—১ম)

—— ০ ——

দ্বিতীয় কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। দ্বিতীয় কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা)।

সুসমিদ্ধায় শোচিষে ঘৃতং তীব্রং জুহোতন।

অগ্নয়ে জাতবেদসে॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! যূয়ং 'সুসমিদ্ধায়' (সুষ্ঠু সম্যক্ দীপ্তায়, প্রবর্দ্ধিতায়) শোচিষে (দীপ্তিবিশিষ্টায়) জাতবেদসে (জাতপ্রজ্ঞায়, সর্ব্বজ্ঞায়) অগ্নয়ে (জ্ঞানস্বরূপায় দেবায়) তীব্রং (অত্যন্তং) ঘৃতং (শুদ্ধসত্ত্বং) জুহোতন (জুহুত, প্রযচ্ছত)। জ্ঞানবৃদ্ধিকামনয়া জ্ঞানাগ্নৌ শুদ্ধসত্ত্বরূপাং সমিধং জুহুত ইত্যর্থঃ। (৩অ—২ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা, সুন্দররূপে দীপ্ত অর্থাৎ প্রবর্দ্ধিত, দীপ্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ (সেই) জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে অতিশয়রূপে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান কর; (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা তাঁহার পূজা কর)। (৩অ—২ক—১ম)।

* • *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে ঋত্বিজঃ অগ্নয়ে যূয়ং ঘৃতেন জুহোতন জুহুত। জুহোতেঃ পরস্য লোট্ মধ্যমবহুবচনস্য তস্য তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি (পা০ ৭।১।৪৫) তনবাদেশ গুণে জুহোতনেতি রূপং। কিম্ভূতায়াগ্নয়ে সুসমিদ্ধায় শোভনতয়া সম্যগ্ দীপ্তায়। অত এব শোচিষে শোচিষ্মতে দীপ্তিমতে জ্বলিতায়। জাতং বেত্তি বেদয়তি বা জাতবেদাস্তস্মৈ। জাতপ্রজ্ঞানায় বা। কিম্ভূতং ঘৃতং তীব্রং স্বাদুতমং সমগ্রং বা পটুতরং বা। গ্রহণোদ্বাসনাধিশ্রয়ণাবেক্ষণাদিভিঃ সংস্কৃতমিত্যর্থঃ॥ ২॥

* • *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

এ মন্ত্রটীর অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারের অভিপ্রায়,—'হে ঋত্বিকগণ! তোমরা অগ্নিতে ঘৃতের দ্বারা হোম কর।' এস্থলে 'জুহোতন' পদটীতে দানার্থ হু ধাতুর উত্তর লোটের মধ্যম পুরুষের বহুবচন 'ত'-এর স্থানে তপ্তনপ্তনথনাশ্চ (পা০ ৭।১।৪৫) এই সূত্র দ্বারা 'তনপ্' আদেশ হইয়াছে। অনন্তর হুর গুণ হইয়া ঐ জুহোতন পদটী নিষ্পন্ন। অগ্নিদেব কিরূপ? —না, শোভনরূপে সম্যক্ দীপ্ত অতএব দীপ্তিমান অর্থাৎ প্রজ্বলিত। জাতপ্রাণীকে জানেন অথবা জানান্। ঘৃত কিরূপ?—না, অতিশয় স্বাদু কিম্বা সমগ্র অথবা অতিশয় পটু। অর্থাৎ গ্রহণ উদ্বাসন অধিশ্রয়ণ এবং অবেক্ষণাদি দ্বারা সংস্কৃত। ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এ মন্ত্রটীর অর্থ বিষয়ে এইরূপ অবগত হওয়া যায়।

আমরা বলি, এ মন্ত্রটী পূর্ব্বমন্ত্রেরই অনুসারক। মন্ত্রটী সরল অথচ সদ্ভাবদ্যোতক? ইহার অভ্যন্তরে জ্ঞানাগ্নির কয়েকটী বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানাগ্নি কেমন?—না, তিনি সুন্দররূপে দীপ্তিমান, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার অভ্যুদয়ে হৃদয়ক্ষেত্র সুন্দররূপে আলোকিত হয়—অজ্ঞানতমঃ আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না, এবং সাধক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া যান। পূর্ব্বমন্ত্রে বলা হইয়াছে—তিনি শুদ্ধসত্ত্বভাব দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়েন। এ মন্ত্রে বলা হইতেছে—সেই জ্ঞানাগ্নিকে অতিশয়রূপে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান কর।' এখানে যেন এই ভাব অবলোকন করিয়া সাধকের জ্ঞান-পিপাসা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে। তাই তিনি বলিতেছেন—হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা অধিকতর শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদানে জ্ঞানাগ্নিকে আরও অধিকতররূপে পরিবর্দ্ধিত কর। আমরা বলি, ইহাই এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (৩অ—২ক—১ম)।

— • —

তৃতীয় কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। তৃতীয় কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরো ঘৃতেন বর্দ্ধয়ামসি।

বৃহচ্ছোচা যবিষ্ঠ্য ॥ ৩ ॥

• . •

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অঙ্গিরঃ' (হে সর্ব্বত্রগ জ্ঞানাগ্নে।) 'তং' (প্রখ্যাতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সমিদ্ভিঃ' (ভক্তিভাবাদিভিঃ) 'ঘৃতেন' (শুদ্ধসত্ত্বেন চ) 'বর্দ্ধয়ামসি' (বয়ং সাধকা বর্দ্ধয়ামঃ)। 'যবিষ্ঠ্য' (যুবতম, সম্পূর্ণ নবীন, প্রবর্দ্ধিত হে জ্ঞানাগ্নে) ত্বং 'বৃহৎ' (বৃহতা, মহতা) 'শোচা' (শোচিষা, কিরণেন) মম হৃদয়ে দীপ্যস্ব ইতি শেষঃ। (৩অ—৩ক—১ম)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

১। সর্ব্বত্রগতিশীল হে জ্ঞানাগ্নি! সেই প্রখ্যাত আপনাকে ভক্তি-ভাবাদির দ্বারা এবং শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা (সাধকগণ) বর্দ্ধিত করিতেছি। প্রবর্দ্ধিত হে জ্ঞানাগ্নি! আপনি বৃহৎ কিরণের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে প্রদীপ্ত হউন। (৩অ—৩ক—১ম)।

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে অঙ্গিরঃ অঙ্গতির্গত্যর্থঃ। অঙ্গগতিরস্যাস্তীতি অঙ্গিরাঃ। রস প্রত্যয়ো মত্বর্থীয়ঃ। তত্তদ্যাগেষু গমনবন্নগ্নে। অঙ্গিরা উহগ্নিরিতি শ্রুতেঃ (১৪।১।২৫) তং য উক্তগুণং তথাবিধং ত্বা ত্বং সমিদ্ভির্যজ্ঞসম্বন্ধিকাষ্ঠৈর্ঘৃতেন সংস্কৃতাজ্যেন চ বর্দ্ধয়ামসি বর্দ্ধয়ামঃ প্রবৃদ্ধং কুর্ম্মঃ। ইদন্তোমসীতি (পা০ ৭।১।৪।৬) ইকারশ্ছান্দসঃ। হে যবিষ্ঠ্য যুবতম কদাচিদপি স্থবিরত্বরহিত ইত্যর্থঃ তথাবিধাগ্নে বৃহৎ মহৎ প্রবৃদ্ধং যথা তথা শোচা দীপ্যস্ব। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি (পা০ ৬।৩।১৩৫) সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। অতিশয়েন যুবা যবিষ্ঠঃ। ইষ্ঠনি পরে স্থূলদূরযুবেত্যাদিনা (পা০ ৬।৪।১৫৬) বাদিলোপে গুণে চ রূপং। যবিষ্ঠ এব যবিষ্ঠ্যঃ। স্বার্থে তদ্ধিতযকারঃ ॥ ৩ ॥

• . •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

—— §ঃ•ঽ•ঃ§ ——

* এই তৃতীয় কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রটীর ভাষ্য পরিকল্পিত অর্থ এই,—'হে অঙ্গিরঃ। (অঙ্গতি ধাতু গত্যর্থমূলক। 'গতি ইহার আছে' এই অর্থে মত্বর্থীয় অস্ প্রত্যয় করিয়া 'অঙ্গিরাঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।) অর্থাৎ, সেই সেই যাগে গমনশীল হে অগ্নে! ('অঙ্গিরা উ হ্যগ্নিঃ' অর্থাৎ—অগ্নিই অঙ্গিরাঃ এরূপ শ্রুতি আছে (১।৮।১২৭)।) উক্ত গুণবিশিষ্ট আপনাকে যজ্ঞসম্বন্ধী কাষ্ঠসমূহ এবং সংস্কৃত ঘৃতের দ্বারা বর্দ্ধিত করিতেছি। (বর্দ্ধয়ামসি—এস্থলে 'ইদন্তোমসি' (পা০ ৭।১।৪৬) এই সূত্র দ্বারা ছান্দস মস্ বিভক্তির পর ইকারাগম হইয়াছে)। হে [illegible] বৃতম অর্থাৎ স্থবিরবর্জিত অগ্নিদেব! আপনি (পাবক) শিখার দ্বারা আপনি প্রদীপ্ত হউন।' 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' (পা০ ৬।৩।১৩৫) এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে 'শোচ' পদের দীর্ঘ হইয়াছে। [illegible] বৃতম অর্থাৎ স্থবিরবর্জিত অগ্নিদেব! আপনি (পাবক) শিখার দ্বারা আপনি প্রদীপ্ত হউন।' 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' (পা০ ৬।৩।১৩৫) এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে 'শোচ' পদের দীর্ঘ হইয়াছে। 'অতিশয় যুবা' এই অর্থে 'যুবন্' শব্দের উত্তর [illegible] 'ইষ্ঠন্' প্রত্যয় করিয়া 'স্থূলদূরযুবা' (পা০ ৬।৪।১৫৬) এই সূত্র দ্বারা 'যুবন্' শব্দের অন্ত্যাংশ বন ভাগের লোপ এবং অবশিষ্ট যু-এর উকারের [illegible] 'অব' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর 'যবিষ্ঠ এব' এই অর্থে [illegible] শব্দের উত্তর স্বার্থে [illegible] প্রত্যয় করিয়া 'যবিষ্ঠ্য' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। [illegible] সূত্র প্রতি লক্ষ্য করিলে এ মন্ত্রের অর্থ ও পদসাধন-প্রণালী সম্বন্ধে একরূপ অবগত হওয়া যায়।

আমরা বলি, [illegible] বিশদভাবে পরিস্ফুট আছে। এ মন্ত্রে জ্ঞানাগ্নির [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। একটী 'অঙ্গিরঃ' ও আর একটী 'যবিষ্ঠ'। অঙ্গিরঃ পদের [illegible] অর্থ আমরা বহু স্থানে গ্রহণ করিয়াছি। এখানে ভাষ্যকারও সেই অর্থই [illegible] প্রয়োগাদির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। 'যবিষ্ঠ্য' পদের অর্থ যুবকতম, অর্থাৎ—যুবকশ্রেষ্ঠ। এ মন্ত্রের এই বিশেষণ-পদটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়,—জ্ঞানাগ্নি যেন সাধকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পূর্ব্ব-মন্ত্রে যাহা 'জ্ঞানাগ্নিকে ভক্তিভাব দ্বারা ও [illegible] দ্বারা বর্দ্ধিত কর' বলা হইয়াছিল, এস্থলে তদ্বিষয়ে সাধক যেন কৃতকার্য্য হইয়াছেন অর্থাৎ [illegible] চিত্তবৃত্তিসকল সংযত হইয়া জ্ঞানাগ্নির আরাধনায় তাঁহার [illegible] হইয়াছেন। পূর্ব্ব-মন্ত্র-সমূহের সম্বোধ্য—চিত্তবৃত্তি-সমূহ। অর্থাৎ, তিনি চিত্তবৃত্তিসকলকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়াছেন। এখানে তাহাদের সম্বোধন না থাকাতে বুঝা যায়—সাধকের চিত্তবৃত্তিনিবহ কার্য্যকরী হইয়াছে। জ্ঞানদেবতাকে তিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাই তিনি নিজেই বলিতেছেন,—'সর্ব্বত্রগ হে জ্ঞানাগ্নি! আপনাকে ভক্তিভাব ও শুদ্ধসত্ত্বভাব দ্বারা আমি বর্দ্ধিত করিতেছি। প্রবর্দ্ধিত হে জ্ঞানাগ্নি! আপনি অতিশয় শিখা বিস্তার পূর্ব্বক আমার হৃদয়ে প্রদীপ্ত হউন।' (৩অ—৩ক—১ম)।

—— • ——

চতুর্থ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। চতুর্থ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

উপ ত্বাগ্নে হবিষ্মতীর্ঘৃতাচীর্যন্তু হর্য্যত।

জুষস্ব সমিধো মম ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। 'হর্য্যত' (অভীষ্টপূরক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'হবিষ্মতীঃ' (হবনীয় বিশিষ্টাঃ) 'ঘৃতাচীঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবযুক্তা সমিৎ-রূপা মে চিত্তবৃত্তয়ঃ) ত্বা (ত্বাং) 'উপযন্তু' (উপগচ্ছন্তু প্রাপ্নুবন্তু) 'মম' (মামকীঃ) 'সমিধ' (সমিৎস্বরূপাঃ তাঃ চিত্তবৃত্তিঃ) 'জুষস্ব' (সেবস্ব, অনুগৃহাণ ইতি শেষঃ) (৩অ—৪ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ

১। অভীষ্টপূরক হে জ্ঞানদেব! হবনীয়বিশিষ্ট ও শুদ্ধসত্ত্বভাবযুক্ত সমিৎরূপ আমার চিত্তবৃত্তিনিবহকে আপনি অনুগ্রহ করুন (তাহারা সৎপথাবলম্বী হউক)। (৩অ—৪ক—১ম)॥

মহীধর-ভাষ্যং (মহীধর কৃত)।

(কা০ ৪।৮।৬) উপ ত্বেতি জপতীতি। হে অগ্নে হবিষ্মতীঃ হবিষ্মত্যঃ হবির্যুক্তা ঘৃতাচীঃ ঘৃতাচ্যো ঘৃতাক্তা এতাঃ সমিধস্ত্বা ত্বাং যন্তু। প্রত্যুপগচ্ছন্তু। হে হর্য্যত প্রেপ্সা বন্। হর্য্যতঃ আচক ইতি কান্তিকর্ম্মসু পঠিতত্বাৎ (নিঘ০ ২।৬) কদাচিৎ হে অগ্নে মম মদীয়াঃ সমিধঃ ত্বং জুষস্ব সেবস্ব। ছন্দসি পরেঽপি ব্যবহিতাশ্চেতি (পা০ ১।৪।৮১।৮২) উপেতি উপসর্গনিপাতপদয়োর্ব্যবধানম্। হবিষ্মতীরিত্যাদৌ বা ছন্দসীতি (পা০ ৬।১।১০৬) পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ ॥ ৪ ॥ (৩অ ৪ক—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§ • §——

ভাষ্যের প্রতি অবলোকন করিলে বুঝা যায়,—'উপ ত্বা' এই মন্ত্রটী যজমান জপ করিবে। উহাতে মন্ত্রটীর অর্থ হয়—'হে অগ্নিদেব! হবির্যুক্ত ঘৃতাক্ত এই সমিৎসমূহ আপনাকে প্রাপ্ত হউক। পাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা-বিশিষ্ট হে অগ্নি! (নিঘণ্টুতে 'হর্য্যতঃ' 'আচকঃ'

স্থাপয়ামি। কিমর্থমগ্ন্যাধানায়। অন্নং চ তদাত্তং চ তস্মৈ আত্মাদ্যায়ন্নাত্তুং যোগাদন্নস্য সিদ্ধ্যর্থং। আহিতাগ্ন্যাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ (পা০ ২।২।৩৭)। যদ্বাগ্ন্যাদ্যায় ভক্ষণায়। যস্যাঃ পৃষ্ঠেঽগ্নিমাধায় ভূম্না দ্যৌরিব ভূয়াসমিতি শেষঃ। বহোর্ভাবো ভূমা তেন। যথা দ্যৌর্নক্ষত্রবহুত্বেন বহ্বী। এবং পুত্রপশ্বাদিভির্বহুভূয়াসং। বরিম্ণা পৃথিবীব ভূয়াসং। উরোর্ভাবো বরিমা তেন। যথা পৃথিবী ক্রত্বেন সর্ব্বপ্রাণিনামাশ্রয়ভূতো ভূয়াসং। যদ্বা পূর্ব্বার্দ্ধস্যায়মর্থঃ। কিন্তু ত্বমগ্নিং ভূম্না দ্যৌরিব বর্ত্তমানং। যথা দ্যৌর্নক্ষত্রাদিবহুত্বেন যুক্তা তথা জ্বালাবহুত্বেন যুক্তং। কিং চ বরিম্ণা পৃথিবীব স্থিতং। যথা পৃথিবী সর্ব্বপ্রাণ্যাশ্রয়ত্বরূপেণ শ্রেষ্ঠত্বেনোপেতা। তথা সর্ব্বস্বরূপেণ শ্রেষ্ঠত্বেনোপেতং। অতএব ক্বচিদ্বিধিবাক্যে অগ্নয়ে পাবকায়েত্যাম্নাতং ॥ (অ-৫ক—১০ম) ॥

• • •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

এই কণ্ডিকায় প্রথম মন্ত্রে সাধক সমস্ত দেবভাবকে আবাহন করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা, যত প্রকার দেবভাব আছে—কি স্বর্গে কি অন্তরীক্ষে কি পৃথিবীতে—সকলই আমি যেন অধিকার করিতে পারি। সাধনার শেষ নাই। সাধনার পথে যতই অগ্রসর হইব, ততই দেবভাবসমূহ আমার অধিকারে আসিবে, ততই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্চার হইবে। তবেই ভগবানের অনুকম্পা-লাভে সমর্থ হইব। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, আকাঙ্ক্ষাকারী তাই প্রথম মন্ত্র দ্বারা বলিতেছেন,—'স্বর্গে অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে যত দেবভাব আছে, যতগুলি ভগবানের বিভূতিস্বরূপ শুদ্ধভাব আছে, সমস্তই আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক।

অনন্তর দ্বিতীয় মন্ত্রে তিনি নিজের চিত্তবৃত্তিকে সম্বোধন করিতেছেন। এ মন্ত্রে চিত্তবৃত্তির দুইটী বিশেষণ দেখিতে পাই—'দেবযজনি' ও 'পৃথিবি'। ভাষ্যকার ইহার অর্থ-প্রসঙ্গে পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া, 'দেবযজনি' পদকে তাহার বিশেষণ বলিয়াছেন। আমরা ঐ দুইটী পদকেই চিত্তবৃত্তির বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। 'দেবযজনি' পদের অর্থ—দেবগণ ইহাদের দ্বারা পূজিত হয়েন। মানস-পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। দেবগণের পূজার প্রধান উপকরণ—চিত্তবৃত্তি। তাহাকে অথবা দেবতার পূজায় চিত্তবৃত্তি পৃথ্বীস্বরূপা। পৃথ্বী শব্দ এখানে স্থানকে বুঝাইতেছে। অর্থাৎ, চিত্তবৃত্তি দ্বারাই দেবার্চ্চনা হয় এবং চিত্তবৃত্তিই দেবপূজনের স্থান। তাহার পর চিত্তবৃত্তির আরও দুইটী বিশেষণ—'দ্যৌরিব ভূম্না' এবং 'পৃথিবীব বরিম্ণা'। ভাষ্যকার এস্থলে অন্যমুখে এ মন্ত্রটীর অন্য প্রকারে অর্থ নিষ্কাশন করিয়া গিয়াছেন। তাহা পরে আলোচিত হইবে। 'দ্যৌরিব ভূম্না' পদের অর্থ—আকাশের ন্যায় বহু অনন্ত। 'পৃথিবীব বরিম্ণা' পদের অর্থ—পৃথিবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ। আকাশ যেমন অনন্ত—আদি মধ্য ও অন্ত রহিত, চিত্তবৃত্তিও সেইরূপ। ইহারও আদি নাই, মধ্য নাই এবং অন্ত নাই। 'পৃথিবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ' এ উপমার তাৎপর্য্য এই যে,—পৃথিবী যেমন সকলের আধার, পৃথিবী যেমন পুণ্যাত্মা পাপাত্মা সৎ অসৎ সকল বস্তুকেই ধারণ করিয়া আছেন, তদ্রূপ চিত্তবৃত্তিও পাপপুণ্য সদ্ভাব অসদ্ভাব

সকলের আশ্রয়। অতএব, পৃথিবী যেমন সকলের ধারণকর্ত্রী বলিয়া সকল হইতে শ্রেষ্ঠ ; তদ্রূপ অন্তর্জগতে আবার, বহুভাবকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়া, চিত্তবৃত্তি সকলের শ্রেষ্ঠ। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, এই দ্বিতীয় মন্ত্রটীর ভাবার্থ হয়—'হে আমার চিত্তবৃত্তি! তুমি আকাশের ন্যায় অনন্ত এবং পৃথিবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ। আমি শুদ্ধসত্ত্বভাব ও ভক্তিভাবাদি লাভ করিবার জন্য, শুদ্ধসত্ত্বভাবাদির পোষক জ্ঞানাগ্নিকে তোমাতে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।' আমাদের মতে [illegible] কাণ্ডকোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে এই ভাবই পরিস্ফুট আছে।

অনন্তর এই মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ ও প্রয়োগ বিষয়ে ভাষ্যকর্ত্তার যেরূপ অভিপ্রায়, নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি। ভাষ্যকার বলেন—জল, সুবর্ণ, মূষা, আখুৎকর [illegible] চিনি এই পাঁচটী যজ্ঞীয় উপকরণ আহরণ করিবে। অনন্তর স্ফ্য নামক অস্ত্রদ্বারা নির্ম্মিত [illegible] সেই উপকরণগুলি রাখিবে। তাহার মধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠদ্বারা জ্বলন্ত অগ্নিকে 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' এই অক্ষরত্রয় উচ্চারণ-পূর্ব্বক স্থাপন করিবে। ইহাই হইল—আহবনীয় অগ্ন্যাধান। এইরূপ অষ্টাক্ষর বলিয়া অগ্নিদেবতাই গায়ত্রী নামে শ্রুতিতে অভিহিত আছেন। কারণ, প্রজাপতির মুখ হইতে গায়ত্রী সহিত এককালীন অগ্নিদেব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতঃপর মন্ত্রার্থ কথিত হইতেছে। আধানমন্ত্রসমূহের মধ্যে 'ভূঃ'—প্রথমা ব্যাহৃতি, 'ভুবঃ'—দ্বিতীয়া ব্যাহৃতি এবং 'স্বঃ'—তৃতীয়া ব্যাহৃতি। এই ব্যাহৃতি-ত্রয়ই পৃথিবী আদি তিনটী লোকের নাম। অর্থাৎ, 'ভূঃ'—পৃথিবীলোক, 'ভুবঃ' অন্তরীক্ষলোক এবং 'স্বঃ' স্বর্গলোক। ইহার কারণ এই যে, প্রজাপতি যখন পৃথিব্যাদি তিনটী লোকের সৃষ্টি করেন, তখন যথাক্রমে এই ব্যাহৃতিত্রয় উচ্চারণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি 'ভূঃ' এই প্রথম ব্যাহৃতি উচ্চারণ-পূর্ব্বক ভূর্লোক সৃষ্টি করেন, 'ভুবঃ' এই ব্যাহৃতি উচ্চারণে মধ্যলোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষ সৃজন করেন, এবং 'স্বঃ' এই অন্ত্য ব্যাহৃতি উচ্চারণ করিয়া স্বর্লোক সৃজন করিয়াছিলেন। অতএব এই ব্যাহৃতিত্রয় উচ্চারণে ভূর্লোক অন্তরীক্ষলোক ও স্বর্গলোক স্মরণ করিয়া অগ্নিস্থাপন করিবে। এই ব্যাহৃতিত্রয়ের [illegible] 'ভূর্ভুবঃ স্ব' [illegible] যথাক্রমে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা আত্মা প্রজা' অর্থাৎ পুত্রপরিজনাদি ও পশুসমূহ। এ পক্ষে 'ইহারা সকলেই আমার বশীভূত হউক' এইরূপ প্রার্থনাপূর্ব্বক অগ্ন্যাধান করিবে। ইহাই হইল—প্রথম মন্ত্রের অর্থ।

অনন্তর [illegible] অগ্নিস্থ কাষ্ঠের পূর্ব্বার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া 'দ্যৌরিব ভূম্না' এই [illegible] পাঠ করিবে। তাহাতে এই মন্ত্রের অর্থ হয়—দেবযজনের স্থানস্বরূপা হে পৃথিবি! সেইরূপ দেবযজনযোগ্যা তোমার উপরিদেশে হুত-ভোজনকারী গার্হপত্য নামক অগ্নিকে স্থাপন করিতেছি। কি নিমিত্ত স্থাপন করিতেছি? না, প্রথম অন্ন-ভোজন ও উপযুক্ত অন্নলাভ করিবার নিমিত্ত। (এস্থলে 'অন্নাদ্য' পদের আদ্য পদটীর আহিতাগ্ন্যাদি শব্দের অন্তঃপাতী বলিয়া পরনিপাত হইয়াছে (পাং ২।২।৩৭) পক্ষান্তরে ঐ 'অন্নাদ্যায়' পদের অর্থ হইতেছে,—অন্ন ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত। পৃথিবী কিরূপ?—না, যাহার উপরিভাগে অগ্ন্যাধান করিয়া আকাশের ন্যায় বহু হইব ; অর্থাৎ আকাশে যেমন বহু নক্ষত্র আছে বলিয়া ঐ আকাশ বহু অনন্ত, সেইরূপ আমিও পুত্র পশু আদির দ্বারা বহু হইব। পৃথিবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ হইব, অর্থাৎ পৃথিবী যেমন সকল প্রাণীর

সূক্তার্থঃ। গায়ত্র্যাস্তৃচঃ। অগ্নিঃ পরাবররূপেন স্তূয়তে। অয়ং দৃশ্যমানোঽগ্নিঃ আ অক্রমীৎ সর্ব্বত আহবনীয়গার্হপত্যদাক্ষিণাগ্নিস্থানেষু সর্ব্বতঃ ক্রমণং পাদবিক্ষেপং কৃতবান্। কিম্ভূতোঽগ্নিঃ। গচ্ছতীতি গৌঃ। যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে তত্তদ্‌যজমানগৃহেষু গন্তা। গমের্ডো-প্রত্যয়ঃ (উ০ ২৬৮)। তথা পৃশ্নি মিশ্রবর্ণঃ। লোহিতশুক্লাদিবহুবিধজ্বালোপেতঃ। আক্রমণমেবাহ। পুরঃ প্রাচ্যাং দিশি মাতরং পৃথিবীমসদৎ আসীদৎ। আহবনীয়রূপেণ প্রাপ্তবান্। তথা স্বঃ প্রয়ন্ আদিত্যরূপেন স্বর্গে সঞ্চরণ পিতরং চ দ্যুলোকমপি অসদত প্রাপ্তবান্। স্বঃ শব্দঃ [illegible] (নিঘ০ ১।৪)। দ্যুলোকভূলোকয়োর্মাতাপিতৃত্বমন্যত্রাপি শ্রূয়তে। দ্যৌঃ পিতা পৃথিবীমাতেতি॥" (৩অ—৬ক—১ম॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

পূর্ব্বোক্ত [illegible] ব্যাখ্যানুসারে এই মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে, দৃশ্যমান অগ্নি আহবনীয় গার্হপত্য দক্ষিণাগ্নি স্থানে সর্ব্বতঃ পাদবিক্ষেপ করেন। তিনি যজমান-গৃহে গমন করেন বলিয়াই তাঁহাকে গো বলা হইয়াছে, এবং লোহিত-শুক্লাদি বহুবিধ জ্বালাযুক্ত বলিয়াই তিনি 'পৃশ্নি' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। 'পুরঃ' অর্থাৎ 'প্রাচীদিশে' তিনি 'মাতরং' অর্থাৎ পৃথিবীকে আক্রমণ করেন (আহবনীয়-রূপে প্রাপ্ত হন) এবং আদিত্য-রূপে স্বর্গে সঞ্চরণ করিয়া তিনি 'পিতরং' অর্থাৎ দ্যুলোককে প্রাপ্ত হন। 'স্ব' শব্দে স্বর্গকে বুঝায়, দ্যুলোক ও ভূলোক পিতামাতা-পর্য্যায়ে শ্রুত্যন্তরে গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যে আরও প্রকাশ,—এই মন্ত্রটি এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটী মন্ত্র 'সর্পরাজ্ঞী' নামে অভিহিত হয়, সর্পরাজ্ঞী 'কদ্রু' পৃথিব্যাভিমানিনী দেবতা। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই মন্ত্র প্রযুক্ত।

এ পক্ষে ভাব পরিগ্রহ করা বড়ই কঠিন। একজন ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্র-দুইটী—যথাক্রমে গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণ এই অগ্নিত্রয়-স্থাপনে প্রযুক্ত হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'সর্ব্বত্রগামী পৃশ্নিবর্ণ অগ্নিই সূর্য্যরূপে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পৃথিবীকে কিরণ দেন, এবং দ্যুলোককে প্রকাশ করেন।' অগ্নি বা তেজঃ সূর্য্যরূপে বিকাশমান এবং তাঁহার উদয়ে ভূলোক দ্যুলোক প্রকাশ পায়,—এ পক্ষে ইহাই এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

এক্ষণে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার সমীচীনতা একটু বিচার করা যাউক। 'গৌঃ' 'পৃশ্নি' 'স্বঃ' এই তিনটী পদই জ্ঞান-কিরণের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। গত্যর্থক 'গম্' ধাতু 'গৌঃ' পদের উৎপত্তিমূল। তদ্দ্বারা জ্ঞানের অবাধগতির ভাব বুঝায়। 'স্পৃশ' ধাতু 'পৃশ্নি' পদের মূল। তাহাতে বৈচিত্র্যের ভাব আসে। জ্ঞান যে বিচিত্র-কর্ম্মোপেত, জ্ঞান যে সকল বৈচিত্র্যকেই স্পর্শ করিয়া আছে, ঐ পদ তাহাই প্রকাশ

করিতেছে। 'স্বঃ' শব্দে 'প্রভা' বুঝায়—সূর্য্য বুঝায়। জ্ঞানরূপ সূর্য্যের প্রভা যে সর্ব্বত্র-সঞ্চরণশীল, ঐ পদে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। 'প্রয়ন্' পদ তাঁহার সেই সঞ্চরণশীলতা ব্যক্ত করিতেছে। পিতৃলোক (পরম পদ) আমাদের চরম আশ্রয়-স্থান; এখান হইতে সেখানে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

জগৎপিতা জগদীশ্বর জ্ঞানসূর্য্য-রূপে সর্ব্বত্র—দ্যুলোকে ও ভূলোকে—সঞ্চরণ করিতেছেন। যদি লক্ষ্য থাকে—পিতৃলোকে যাইবে—তাঁহার চরণে আশ্রয় লইবে, তাঁহার শরণাগত হইবে। এখানে ও সেখানে—সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রভাব। এ মন্ত্রে সেই দুই লোকে বিচরণের উপায় ইঙ্গিতে কথিত হইয়াছে। (৩অ-৬ক-১ম)।

—০—

সপ্তম কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। সপ্তম কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী।
ব্যখ্যন্মহিষো দিবং ॥ ৭ ॥

* * *

মন্ত্রার্থসংগ্রাহী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (জ্ঞানস্বরূপস্য অগ্নেঃ) 'রোচনা' (দীপ্তিঃ) 'প্রাণাপানতী' (প্রাণাপানয়োর্ব্বায়ুবিশেষয়োঃ প্রযোজকঃ সতি) 'অন্তশ্চরতি' (দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে শরীরমধ্যে বা বিচরতি, প্রাণব্যাপারং সম্পাদয়তীত্যর্থঃ), 'মহিষঃ' (কর্ম্মফলদাতা স জ্ঞানাগ্নিঃ) 'দিবং' (দ্যুলোকং, তৎস্বরূপত্বং) 'ব্যখ্যৎ' (প্রকাশিতবান)। যোঽগ্নি জ্ঞানরূপেণ বিদ্যতে, প্রাণাপানবায়ুরূপেণ স এব সর্ব্বত্র বিচরতি। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৭ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

এই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের দীপ্তি, প্রাণাপান-বায়ুর প্রযোজক হইয়া, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে (শরীরের মধ্যে) বিচরণ করিতেছে (প্রাণব্যাপার সম্পাদন করিতেছে); কর্ম্মফলদাতা সেই অগ্নি, দ্যুলোককে (স্বর্গের স্বরূপত্ব) প্রকাশ করেন। (৩অ—৭ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

এবমাদিত্যরূপেণাগ্নিং স্তুত্বা বায়ুরূপেণ স্তৌতি। অস্যাগ্নে রোচনা রুচ দীপ্তৌ দীপ্তিঃ কাচিচ্ছক্তিঃ বায়্বাখ্যা অন্তশ্চরতি দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে শরীরমধ্যে চরতি। অন্তরীক্ষেঽয়ং তির্য্যঙ্ বায়ুঃ পবত ইতি শ্রুতিঃ। কিং কুর্ব্বতী। প্রাণাদপানতী সর্ব্বশরীরেষু প্রাণব্যাপারা-দনন্তরমপানব্যাপারং কুর্ব্বতী। অপানাদনন্তরং প্রাণনীত্যপার্থো লভ্যতে সামর্থ্যাৎ প্রাণা-পানয়োর্ব্বায়ুবিশেষয়োঃ প্রেরকেত্যর্থঃ। সতি হি জঠরাগ্নৌ জীবনহেতোরোষ্ম্যস্য শরীরে সদ্ভাবাৎ প্রাণাপানৌ প্রবর্ত্তেতে। তস্মাদগ্নিঃ প্রাণাপানরূপ ইত্যর্থঃ। এবং বায়্বাদিত্যাভ্যাং স্বশক্তিভূতাভ্যামিদং জগদনুগৃহ্য য এনমুপতিষ্ঠতে তস্য কিং করোতীত্যাহ। ব্যখ্যদিতি। মহিষোঽগ্নি দিবং ব্যখ্যৎ। দ্যুলোকং ভোগস্থানমনুষ্ঠাতৃভ্যো বিশেষেণ প্রকাশিতবান্ প্রকাশয়তি চ। মহি মাহাত্ম্যং যাগকর্ত্তৃস্বরূপং সনোতি দদাতি স মহিষঃ। অগ্নির্ব্বৈ মহিষঃ স ইদং জাতো মহানিতি শ্রুতেঃ। ব্যখ্যৎ বিপূর্ব্বস্য খ্যা প্রকথন ইত্যস্যাস্যতিবক্তি-খ্যাতিভ্যোঽঙিতি (পা০ ৩।১।৫২) চ্লেরঙ্। আলোপঃ। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট্ ইতি (পা০ ৩।৪।৬) সর্ব্বকালেষু লঙ্। অপান ইবাচরতীত্যপানতী কিবন্তাদপানশব্দাচ্ছতৃপ্রত্যয়ঃ। উগিতশ্চেতি (পা০ ৬।৪।১।৬) ঙীপ্॥ ৭॥ (৩অ—৭ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যে প্রকাশ,—পূর্ব্ব-মন্ত্রে আদিত্যরূপে প্রকাশমান অগ্নিদেবের স্তুতি হইয়াছিল। এই মন্ত্রে বায়ুরূপে প্রকাশমান্ অগ্নিদেবের স্তব করা হইতেছে। ভাষ্যকারের এবংবিধ নির্দ্দেশেই বুঝা যায়,—অগ্নি শব্দে তাঁহার লক্ষ্য কি? যে ভগবান্ তেজোরূপে (সূর্য্যস্বরূপে) বিদ্যমান্ আছেন, তিনিই আবার বায়ুরূপে (প্রাণাপানাদি নামে অভিহিত হইয়া) সংসারে ওতঃ-প্রোতঃ অবস্থান করিতেছেন। এখানে তাঁহার সেই বায়ু মূর্ত্তিরই উপাসনা প্রকাশমান্।

বায়ুরূপে তিনি কোথায় নাই? বায়ুরূপে তিনি দ্যুলোকেও আছেন, আবার বায়ুরূপে তিনি ভূলোকেও আছেন। দেহের অভ্যন্তরে তিনি, দেহের বহির্ভাগে তিনি, তিনি কোথায় নাই? তেজোরূপে যেমন তিনি সর্ব্বত্র আছেন, বায়ু রূপেও তিনি সেইরূপ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। এ মন্ত্র তাঁহার সেই সর্ব্বব্যাপকতার-ভাব প্রকাশ করিতেছে; মানুষকে কহিতেছে, —'কেন দূরে ঘুরিয়া মরিতেছ? ঐ দেখ, বায়ুরূপে তিনি তোমার মধ্যেই বিচরণ করিতেছেন। এই বুঝিয়া, স্বরূপ জানিয়া, তাঁহার পূজা-পরায়ণ হও।' ইহাই এ মন্ত্রের উপদেশ।

এ মন্ত্রের অন্তর্গত 'মহিষঃ' এবং 'প্রাণাদপানতী' পদদ্বয় অনুধাবনার বিষয়। 'মহিষঃ' পদে অগ্নিকে বুঝায়। কেহ বা, ঐ পদে 'বিদ্যুৎ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মফল দান করেন; তাই তাঁহার নাম—'মহিষঃ'। প্রাণবায়ু সংরক্ষণ এবং অপান-বায়ু নিঃসারণ—ইহাই জীবনরক্ষার মূল। যোগিগণ যোগ-প্রভাবে যথেচ্ছভাবে প্রাণবায়ু ধারণ ও অপান-বায়ু নিঃসারণ করিতে পারেন। তাই তাঁহারা দীর্ঘায়ুঃ ও শক্তিমান্ হন। অগ্নিদেবের রোচনা

(দীপ্তি বা জ্ঞান), বায়ুর ধারণায় ও পরিত্যাগে সমর্থ হন। তদ্দ্বারা দ্যুলোকের তত্ত্ব অধিগত হয়। সেই জ্ঞান অর্জ্জন কর। এই উপদেশ এখানে গ্রহণ করা যায়। (৩অ—৭ক—১ম)।

অষ্টম কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। অষ্টম কণ্ডিকা। এক-মন্ত্রাত্মিকা।)

ত্রিংশদ্ধাম বিরাজতি বাক্পতঙ্গায় ধীয়তে।

প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রার্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

স ভগবান্ 'বাক্পতঙ্গায়' (শব্দরূপায় গতিরূপায় চ, যদ্বা—সর্ব্বত্রগায় শব্দরূপায়) 'ধীয়তে' (মন্যতে সাধকৈর্বাবিভেদং) 'ত্রিংশং' (ত্রিংশৎসু মুহূর্ত্তাখ্যাসু, সার্ব্বেষু কালেষু ইতি যাবৎ) 'ধাম' (ধামসু সর্ব্বেষু স্থানেষু) 'বিরাজতি' (বিদ্যতে), তস্য 'দ্যুভিঃ' (জ্যোতির্ভিঃ) 'প্রতি বস্তোরহঃ' (প্রতিগৃহং প্রতিদিনং) উদ্ভাস্যতে ইতি ভাবঃ। শব্দরূপেণ স ভগবান্ সর্ব্বকালং সর্ব্বত্র বর্ত্তমানঃ বিদ্যমান অস্তি ইতি ভাবঃ। (৩অ—৮ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ কর্তৃক শব্দরূপে ও গতি-রূপে (অথবা—সর্ব্বত্র গতিশীল শব্দের ন্যায়) ধ্যেয়, সেই ভগবান্ সকল কালে সকল স্থানে বিদ্যমান্ আছেন, তাঁহার জ্যোতিঃ দ্বারা প্রতি গৃহ প্রতি দিন উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। (৩অ—৮ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

সুপাং সুলুগিত্যাদিনা (পাঃ ৭।১।৩৯) ত্রিংশচ্ছব্দাদ্ধামশব্দাচ্চ সুপো লুক্। ধামানি ত্রয়াণি ভবন্তি স্থানানি নামানি জন্মানীতি (নিরু০ ৯।২৮।২৯)। অত্র ধামশব্দেন স্থানমুচ্যতে। অহোরাত্রস্য ত্রিংশন্মুহূর্ত্তা ধামশব্দেনাভিপ্রেতাঃ। ত্রিংশৎসু ধামসু মুহূর্ত্তাখ্যেষু স্থানেষু যা বাক্ বিরাজতি শোভতে স্তূয়মানা সা বাক্পতঙ্গায় ধীয়তে অগ্ন্যর্থমুচ্চার্য্যতে। পতন্ গচ্ছতি পতঙ্গঃ। অগ্নিঃ। সঞ্চরণোঃ পতন্ গার্হপত্যভাবং গচ্ছতি গার্হপত্যাৎপতন্নাহবনীয়তামিত্যাদি। সর্ব্বদেবসম্বন্ধিনীভিঃ স্তুতিভিরগ্নিরেব সর্ব্বাৎ সর্ব্বাৎ স্তূয়তে ইত্যর্থঃ। ন কেবলং

ত্রিংশৎস্থ ধামসু বাগ্বিরাজতি সৈব পতঙ্গায় ধীয়তে কিং তর্হি প্রতিবস্তোঃ প্রত্যহং যা স্তুতিলক্ষণা বাক্ যা চ দ্যুভিঃ অহোভিঃ যাগপারায়ণাদ্যুৎসবভূতৈঃ স্তুতিলক্ষণা বাগ্বিরাজতি সা পতঙ্গায়ৈব ধীয়তে। নান্যস্মৈ দেবতায়ৈ। বস্তোঃ দ্যুঃ ভানুরিত্যহর্নামসু পঠিতং। (নিঘ০ ১৯)। অহেতি নিপাতো বিনিগ্রহে। যদিকালং সর্ব্বাস্তুতিবাগস্মৈ ধীয়তে ইত্যর্থঃ। যদ্বাস্যা ঋচোহয়মর্থঃ। ধাম স্থানং তচ্চ ত্রিংশৎ ত্রিংশৎসংখ্যাকং মাসগতদিনভেদেন। তদ্বিরাজতি বিশেষেণ দীপ্যতে। আলস্যরহিতানাং যজমানানামনুষ্ঠানেনাহবনীয়াগ্নীনাং স্থানং মাসগতেষু ত্রিংশৎ সংখ্যাকেষু দিনেষু বিশেষেণ শোভতে ইত্যর্থঃ। বাক্স্তুতিরূপা পতঙ্গায়াগ্নয়ে ধীয়তে উচ্চার্য্যতে পতঙ্গঃ পক্ষী। তৎসদৃশত্বাদগ্নিঃ পতঙ্গঃ। যথা কশ্চিৎ-পক্ষী একস্মাৎ স্থানাৎ স্থানান্তরং গচ্ছতি তদ্বদগ্নিরপি গার্হপত্যস্থানাদাহবনীয়স্থানং গচ্ছতীত্যগ্নেঃ পক্ষিসাদৃশ্যং। অহেতি নিপাতঃ পূর্ব্বোক্তনিশ্চয়ার্থঃ॥ অস্য ঋচঃ পূর্ব্বার্দ্ধেহগ্নি-মাহাত্ম্যজ্ঞাপকং বাক্যদ্বয়েনার্থদ্বয়ং যদুক্তং তাবদেব ন ভবতি কিন্ত্বন্যদপ্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ। বস্তোরিত্যহর্নামসু পঠিতং। প্রতি বস্তোঃ প্রত্যহং দ্যুভিঃ স্তোত্রৈরয়মগ্নিঃ স্তূয়ত ইত্যধ্যাহারঃ। দ্যুদ্যোতনং দীপ্যতেঃ পর্য্যায়ঃ ॥ ৮ ॥ (৩অ ৮ক—১ম)।

ইত্যেকাদশ মন্ত্রঃ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§:০:§——

এই মন্ত্রের মর্ম্মানুসরণ-পক্ষে প্রথমতঃ মন্ত্রান্তর্গত শব্দ কয়েকটির আলোচনা বিশেষ-ভাবে আবশ্যক মনে করি।

মন্ত্রের প্রথম শব্দ—'ত্রিংশৎ'। উহার অর্থ ব্যাখ্যাকারগণ নানারূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন। ঐ শব্দে অহোরাত্রের ত্রিশ মুহূর্ত্ত বুঝাইতে পারে, ঐ শব্দে মাস-পরিমাপক ত্রিশসংখ্যক দিনকে বুঝাইতে পারে, আবার ঐ শব্দ, ধামের বিশেষণ-মধ্যে গণ্য হইয়া, ত্রিশটী স্থান-বিশেষকেও বুঝাইতেছে মনে করা যায়। নানারূপ আলোচনার পর, কাল-সম্বন্ধেই ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্তিত হয়। আমরাও সেই ভাবই গ্রহণ করিলাম। দিবারাত্রি ত্রিশ ভাগে বিভক্ত হয়, তাহার এক এক ভাগকে মুহূর্ত্ত কহে। সেই সকল মুহূর্ত্ত—সকল কাল—ঐ শব্দ দ্যোতনা করিতেছে। ইহাই আমাদের অভিমত। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'সর্ব্বেষু কালেষু' পদ প্রয়োগ করিয়াছি। 'ধাম' বলিতেও ঐরূপ সকল স্থানের ভাব আসে। "ধামানি ত্রয়াণি" এই নিরুক্ত-বাক্যই এ পক্ষে প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। আমরা 'ধাম' পদে 'সর্ব্বেষু স্থানেষু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এ পক্ষে, "ত্রিংশদ্ধাম বিরাজতি" বাক্যের অর্থ পরিগ্রহে আর কোনই সংশয় থাকে না। ঐ অংশের অর্থ হয়,—"তিনি (যেই হউন—পরে বুঝা যাইতেছে) সকল কালে সকল স্থানে বিদ্যমান্ আছেন।"

মন্ত্রের আর এক আলোচ্য পদ—"বাক্পতঙ্গায়।" 'বাক্' পদে বুঝিলাম,—'শব্দ, বাণী';

কিন্তু 'পতঙ্গ' পদে কি বুঝিব? ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিলেন—'পতঙ্গঃ' (পতন্ গচ্ছতি পতঙ্গঃ) পদে অগ্নিকে বুঝায়। অগ্নি গতিশীল, এই জন্যই উহার নাম—পতঙ্গ। এখানে পৌরাণিক উপাখ্যান আসিয়া যোগ দিল। প্রথম অরণি-কাষ্ঠের সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিল। তার পর সেই অগ্নি 'গার্হপত্য অগ্নি' রূপে গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হন। পরে আহবনীয় ও দক্ষিণ রূপে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয়। এই যে ভিন্ন ভিন্ন আকারে অগ্নির গমন, এই হইল—তাঁহার 'পতঙ্গ' নামের সার্থকতা। যাহা হউক, এই হইতে আমরা তাঁহার গতিরূপের ভাব—সর্ব্বত্রগের ভাব—গ্রহণ করিতে পারি। 'বাক্' পদে তাঁহার শব্দ-রূপত্ব এবং 'পতঙ্গ'-পদে তাঁহার গতি রূপত্ব প্রকাশ পায়। এইরূপে 'বাক্পতঙ্গায়' পদের প্রতিবাক্যে "সর্ব্বত্রগায় শব্দরূপায়" পদ ব্যবহার করিতে পারি। এখানে 'ধীয়তে' পদ আছে। তাহাতে অর্থ পাই,—তিনি যে 'বাক্পতঙ্গায়', তাহা 'ধীয়তে'—ধ্যান-ধারণায় আসে। কিন্তু কে ধ্যান করিল? কে বুঝিল? কে সে সন্ধান পাইল? উত্তরে 'সাধকের' ভাবই মনে আসে। সাধক ভিন্ন কে আর বুঝিবে—তিনি 'বাক্-পতঙ্গ'—সর্ব্বগত শব্দরূপ? সুতরাং এ পক্ষে আমরা 'সাধকৈঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছি।

এইবার মন্ত্রের প্রথম পংক্তির বিশদ সমীচীন ও সঙ্গত অর্থ অধ্যাহৃত হইল কিনা, অনুধাবন করিয়া দেখুন। মন্ত্রাংশ;—

"ত্রিংশদ্ধাম বিরাজতি বাক্পতঙ্গায় ধীয়তে।"

অর্থ হইল;—'সাধকগণ যাঁহাকে সর্ব্বগ শব্দব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া ধ্যান করেন, তিনি সকল কালে সকল স্থানেই বিদ্যমান আছেন।'

এখন বুঝা গেল না কি—তিনি কে? এখন বুঝা যায় না কি—কাহাকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র উচ্চারিত হইল? আমরা তাই মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে—'সেই ভগবান সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান্'—এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছি।

অতঃপর, মন্ত্রের শেষাংশ—"প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ"—কি ভাব প্রকাশ করে, বুঝিয়া দেখুন। ভাষ্যকার 'বস্তঃ' ও 'অহঃ' দুই পদেই 'দিন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 'প্রতি বস্তোরহঃ' পদে 'প্রত্যহ' অর্থ ধরিয়া লইয়াছেন। প্রমাণ-স্বরূপ নিঘণ্টু উদ্ধৃত করিয়াছেন—'বস্তোঃ দ্যুঃ ভানুরিত্যাহর্নামসু পঠিতং।' কিন্তু আমরা এখানে নিবাসার্থক 'বস্' ধাতু 'বস্ত' পদের মূল ধরিয়া অর্থ করিলাম। তাহাতে "প্রতি বস্তোরহঃ" বাক্যের অর্থ হইল—"প্রতিগৃহং প্রতিদিনং"। অবশিষ্ট রহিল—"দ্যুভিঃ।" উহার অর্থ—"জ্যোতির দ্বারা"। এখানে ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয় ঘটাইয়া অর্থ করিয়াছেন—"দ্যুভিঃ দ্যোতনৈরয়মগ্নিঃ স্তূয়ত ইত্যধ্যাহারঃ।" এইরূপ, তাঁহার মতে, মন্ত্রের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে,—"প্রতিদিন তোমরা দ্যোতমান অগ্নিকে স্তব কর।" কতটা টানিয়া আনিয়া ঐ অর্থ করিতে হইল, সহজেই বোধগম্য হইবে। কিন্তু আমরা এখানে একটী 'উদ্ভাসতে' ক্রিয়া মাত্র অধ্যাহার করিলাম। তাহাতে অর্থ হইল,—'সেই ভগবান্ সকল কালে সকল স্থানে আপনার জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া আছেন।' 'দ্যুভিঃ' পদের সার্থকতা তাহাতে উপলব্ধ হইবে। 'দ্যুভিঃ'—জ্যোতিঃ দ্বারাই তিনি উদ্ভাসিত নহেন কি? বুঝিয়া, যে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সুধীগণ তাহাই গ্রহণ করিবেন।

মন্ত্র—ভগবদ্‌মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক। ভগবান্ শব্দ-রূপে গতি-রূপে ব্যাপ্তি-রূপে সর্ব্বত্র সদাকাল বিদ্যমান্ আছেন। ইহাই মন্ত্রের শিক্ষা বা মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের সহিত পূর্ব্ব দুইটী মন্ত্রের সম্বন্ধ পরিখ্যাপিত হয়। তিনটী মন্ত্রই একই কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সে পক্ষে, এই তিনটী মন্ত্রের সম্বন্ধের বিষয় অনুধ্যান করিলে, বুঝা যায়, পর পর তিনটী মাত্র বিশেষণে বিশ্বনাথের বিশ্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'জ্যোতিঃ তাঁহার প্রকাশরূপ'। বলা হইয়াছে—'বায়ুঃ তাঁহার ব্যাপ্তিরূপ'। বলা হইয়াছে—'বাক্য তাঁহার শব্দরূপ'। প্রকাশ-রূপে, ব্যাপ্তি রূপে, শব্দ-রূপে তিনি এই বিশ্বে চিরবিদ্যমান্ রহিয়াছেন। চক্ষু উন্মীলন কর, দেখিতে পাইবে। (৩অ—৮ক—১ম)।

———

নবম কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। নবম কণ্ডিকা। পঞ্চমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অগ্নির্জ্জ্যোতি জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা।

(২) সূর্য্যো জ্যোতির্জ্জ্যোতিঃ সূর্য্য স্বাহা।

(৩) অগ্নির্ব্বর্চ্চো জ্যোতির্ব্বর্চ্চঃ স্বাহা।

(৪) সূর্য্যো বর্চ্চো জ্যোতির্ব্বর্চ্চঃ স্বাহা।

(৫) জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যো জ্যোতিঃ স্বাহা ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। যঃ 'অগ্নিঃ' (অগ্নিদেবঃ) স এব 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান্ জ্যোতিঃস্বরূপঃ), যঃ চ 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান জ্যোতিরূপঃ) স এব 'অগ্নিঃ' (অগ্নিদেবঃ); তস্মৈ 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ হবির্দ্দদামি, সুহুতমস্তু ইতি প্রার্থনা)।

২। যঃ সূর্য্যঃ' (সূর্য্যদেবঃ) স এব 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপঃ), যঃ চ 'জ্যোতিঃ (দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপঃ) স এব 'সূর্য্যঃ' (সূর্য্যদেবঃ); তস্মৈ স্বাহা ('স্বাহা'মন্ত্রেণ হবির্দ্দদামি, সুহুতমস্তু ইতি প্রার্থনা)।

৩। যঃ 'অগ্নিঃ' (অগ্নিদেবঃ) স এব 'বর্চ্চঃ' (তেজঃ), যঃ চ 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপঃ) স এব 'বর্চ্চঃ' (তেজঃ); তস্মৈ 'স্বাহা' ('স্বাহা'-মন্ত্রেণ হবির্দ্দদামি, সুহুতমস্তু)

৪। যঃ 'সূর্য্যঃ' (সূর্য্যদেবঃ) স এব 'বর্চ্চঃ' (তেজঃ), যঃ চ 'জ্যোতিঃ' (প্রকাশমান্ জ্যোতীরূপঃ) স এব 'বর্চ্চঃ' (তেজঃ); তস্মৈ 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ হবির্দদামি, সুহুতমস্তু)।

৫। যঃ 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপঃ) স এব 'সূর্য্যঃ' (সূর্য্যদেবঃ), যঃ চ 'সূর্য্যঃ' (সূর্য্যদেবঃ) স এব 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপঃ), তস্মৈ 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ হবির্দদামি, সুহুতমস্তু ইতি প্রার্থনা)। (৩অ—৯ক—১-৫ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ

১। যিনিই অগ্নিদেব, তিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপ; আবার যিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতিঃ, তিনিই অগ্নিদেব; স্বাহা মন্ত্রে তাঁহাকে হবিঃ প্রদান করিতেছি—অনুষ্ঠান সুহুত (শুভ) হউক।

২। যিনিই সূর্য্যদেব, তিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপ; আবার যিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতিঃ, তিনিই সূর্য্যদেব; স্বাহা মন্ত্রে তাঁহাকে হবিঃ প্রদান করিতেছি—অনুষ্ঠান সুহুত (শুভ) হউক।

৩। যিনি অগ্নিদেব, তিনিই তেজঃ; আবার যিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপ, তিনিই তেজঃ; স্বাহা-মন্ত্রে তাঁহাকে হবিঃ প্রদান করিতেছি—অনুষ্ঠান সুহুত (শুভ) হউক।

৪। যিনিই সূর্য্যদেব, তিনিই তেজঃ; আবার যিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতিরূপ, তিনিই তেজ; স্বাহা-মন্ত্রে তাঁহাকে হবিঃ প্রদান করিতেছি—অনুষ্ঠান সুহুত (শুভ) হউক।

৫। যিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপ, তিনিই সূর্য্যদেব; আবার যিনিই সূর্য্যদেব, তিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতিরূপ, স্বাহা-মন্ত্রে তাঁহাকে হবিঃ প্রদান করিতেছি—অনুষ্ঠান সুহুত (শুভ) হউক। (৩অ—৯ক—১-৫ ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্য (মহীধরকৃতং)।

অথাগ্নিহোত্রহোমমন্ত্রাঃ॥ অগ্নির্জ্যোতিরিত্যারভ্য উপপ্রযন্ত (৩০ ১১) ইত্যতঃ প্রাক্। তত্রাদ্যানাং প্রজাপতিঋষিঃ সায়ংহুতঃ। যত্র ঋষিবিশেষোঽভিধীয়তেঽনুক্রমণীকারৈস্তত্র জাবপ্যাষী॥ যথাগ্নির্ব্বর্চ্চে দ্বে তক্ষাপশ্যৎ পরাং জীবলশ্চৈলকিরিতি (অনু০ ১।১১)॥ সপ্ত-লিঙ্গোক্তদেবতা গায়ত্র্যঃ আদ্যাঃ পঙক্তৈকপদাঃ। অগ্নির্জ্যোতিঃ সূর্য্যো জ্যোতিঃ এতে দ্বে একপদে গায়ত্র্যৌ তক্ষা ঋষিরপশ্যৎ। পরাং জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ ইমাং চৈলকস্য পুত্রো জীবল ঋষিরপশ্যদিত্যর্থঃ॥ অথ (শ০ ২।৩।১।৩৪) প্রদীপ্তামতি জুহোত্যগ্নির্জ্যোতিরিতীতি। যা

সমিৎপ্রদীপ্তা তামভিলক্ষ্য জুহুয়াৎ। অগ্নির্জ্যোতিরমিতি (অধ্যা ৩।২।১) কাণ্বশাখোক্ত মন্ত্রেণ সমিৎপ্রক্ষেপঃ। মন্ত্রার্থস্তু। যোঽয়মগ্নির্দেবঃ স এব জ্যোতির্দৃশ্যমানজ্যোতিঃস্বরূপঃ। যচ্চেদং দৃশ্যমানং জ্যোতিঃ তদেবাগ্নির্দেবঃ। দেবস্য জ্যোতিষশ্চ কদাচিদপ্যবিয়োগাদেকত্বেন প্রতিপাদনং। স্বাহা জ্যোতিরূপায়াগ্নয়ে হবিঃ প্রদত্তং। অয়ং সায়ংকালীনোঽগ্নিহোত্র-হোমমন্ত্রঃ॥ সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্য স্বাহেতি প্রাতর্হোমমন্ত্রঃ। সায়ংহোমমন্ত্রবদ্ব্যাখ্যেয়ঃ। সূর্য্যসম্বন্ধি তেজো রাত্রাবগ্নিং প্রবিশতীতি সায়মগ্নির্জ্যোতিরিতি মন্ত্রো যুক্তঃ। উদয়কালেঽগ্নি-সম্বন্ধি জ্যোতি সূর্য্যং প্রবিশতি। তস্মাৎ প্রাতঃসূর্য্যোজ্যোতিরিতি মন্ত্রঃ। অগ্নিমাদিত্যঃ সায়ং প্রবিশতি তস্মাদগ্নির্দূরান্নক্তং দদৃশে। উভে হ তেজসী সম্পাদ্যেতে উদ্যন্তং বাদিত্য-মগ্নিরনুসমারোহতি। তস্মাদ্ধূম এবাগ্নের্দিবা দদৃশ ইতি [illegible]শ্রুতেঃ॥ (কা০ ৪।১৪।১৫) অগ্নির্বর্চ্চ ইতি ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্যোক্ত। ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ [illegible] অগ্নির্বর্চ্চঃ সূর্য্যোবর্চ্চ ইতি সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ। [illegible]। যস্য [illegible] তস্মৈ [illegible]হুতং। তস্মৈ স্তুতমস্তু। [illegible] (কা০ ৪।১২।১১) জ্যোতিঃ সূর্য্য ইতি বা প্রাতর্[illegible]। [illegible] জ্যোতিঃ সূর্য্য ইতি। যঃ জ্যোতিঃ স সূর্য্য এব। যঃ সূর্য্যঃ স জ্যোতিরেব তস্মৈ স্বাহা।৯। (৩অ—[illegible]ক ১-৫ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র পাঁচটি অগ্নিহোত্র হোমের মন্ত্র। ইহার প্রথম মন্ত্রটী সায়ংকালীন হোমে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটী প্রাতঃকালীন হোমে প্রযুক্ত হয়। তৃতীয় মন্ত্রে ও চতুর্থ মন্ত্রে ব্রহ্মবর্চ্চসকামী ব্যক্তি যথাক্রমে সায়ংকালীন হোম এবং প্রাতঃকালীন হোম সম্পন্ন করিবেন। পঞ্চম মন্ত্রটী দ্বিতীয় মন্ত্রের বিকল্পে ব্যবহৃত হয়।

এই পাঁচটী মন্ত্রেই [illegible] অভিন্ন। যাঁহাকে আমরা সূর্য্যদেব বলিয়া উপাসনা করি, যাঁহাকে আমরা অগ্নিদেব বলিয়া পূজা করি, যাঁহাকে আমরা জ্যোতিঃ বলিয়া অথবা তেজঃ বলিয়া ধারণা করি, তাঁহারা ভিন্ন নহেন—অভিন্ন ও এক। এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটি সেই শিক্ষা প্রদান করিতেছে। তিনিই জ্যোতীরূপে প্রকাশমান, তিনিই অগ্নিদেব; তেজঃ তাঁহার অভিব্যক্তি, তিনিই অগ্নিদেব, আবার, তিনিই সূর্য্য, তিনিই তিনিই বর্চ্চঃ, জ্যোতিঃ। একই বস্তু—ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপে প্রকাশমান মাত্র। যাঁহারা হিন্দুদিগকে জড়ের উপাসক বলিয়া বিদ্রূপ করেন, তাঁহারা এই মন্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন—চৈতন্যের কি [illegible]ছেন, তাহার উপাসনার বিষয় বেদে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনিই জড়, তিনিই চৈতন্য, আবার তিনি জড়-চৈতন্যের অতীত। অধিকারিভেদে সাধকের ধ্যান-ধারণার যোগ্যতা অনুসারে, তিনি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকট আছেন। ইহাই এ মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্র-পাঁচটী অগ্নিদেবের ও সূর্য্যদেবের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়। তদনুসারে অর্থ হইয়া থাকে,—'অগ্নিই জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্যোতিঃই অগ্নি। অগ্নিদেবতার

উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি সুহুত হউক।' এইরূপ,—'সূর্য্যই জ্যোতিঃ। জ্যোতিই সূর্য্য।' 'সূর্য্যদেবের উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি সুহুত হউক।' ইত্যাদি। যাহা হউক, মূল লক্ষ্য উভমন্ত্রই যে অভিন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। (৩অ—৯ক—১-৫ম)।

দশম কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। দশম কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) সজূর্দ্দেবেন সবিত্রা সজূ রাত্র্যেন্দ্রবত্যা।

জুষাণোঽঅগ্নির্ব্বেতু স্বাহা॥

(২) সজূর্দ্দেবেন সবিত্রা সজূরুষসেন্দ্রবত্যা।

জুষাণঃ সূর্য্যোবেতু স্বাহা॥ ১০॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা

১। 'অগ্নি' (অগ্নিদেবঃ) 'সবিত্রা দেবেন' (জ্ঞানপ্রেরকেণ দেবেন সহ) 'সজূঃ' (প্রীতঃ ভবতু ইতি শেষঃ), 'রাত্র্যেন্দ্রবত্যা' (ঐশ্বর্য্যশালিন্যা রাত্রিদেবতয়া সহ) 'সজূঃ' (প্রীতঃ ভবতু ইতি শেষঃ), 'জুষাণ' (অস্মাসু প্রীতিযুক্তঃ) 'অগ্নিঃ' (স অগ্নিদেবঃ) 'বেতু' (অস্মদীয়ং কর্ম্ম প্রাপ্নোতু); তস্মৈ 'স্বাহা' (স্বাহা-মন্ত্রেণ হবির্দদামি—সুহুতমস্তু ইতি প্রার্থনা)।

২। 'সূর্য্যঃ' (সূর্য্যদেবঃ) 'সবিত্রা দেবেন' (জ্ঞানপ্রেরকেণ দেবেন সহ) 'সজূঃ' (প্রীতঃ ভবতু); 'উষসেন্দ্রবত্যা' (ঐশ্বর্য্যশালিন্যা উষোদেবতয়া সহ) 'সজূঃ' (প্রীতঃ ভবতু); 'জুষাণঃ' (অস্মাসু প্রীতিযুক্তঃ) 'সূর্য্যঃ' (স সূর্য্যদেবঃ) 'বেতু' (অস্মাদীয়ং কর্ম্ম প্রাপ্নোতু) তস্মৈ 'স্বাহা' (স্বাহা-মন্ত্রেণ হবির্দদামি—সুহুতমস্তু)। (১অ—১০ক—১-২ম)।

বঙ্গানুবাদ।

১। জ্ঞানপ্রদাতা সবিতা দেবতার সহিত অগ্নিদেব প্রীত হউন; ঐশ্বর্য্যশালিনী রাত্রিদেবতার সহিত অগ্নিদেব প্রীত হউন; আমাদিগের প্রতি প্রীতযুক্ত অগ্নিদেব আমাদিগের কর্ম্মকে প্রাপ্ত হউন; স্বাহা-মন্ত্রোচ্চারণে তাঁহাকে হবিঃ অর্পণ করিতেছি—সুহুত (শুভ) হউক।

২। জ্ঞানপ্রদাতা সবিতা দেবতার সহিত সূর্য্যদেব প্রীত হউন; ঐশ্বর্য্যশালিনী উষা-দেবতার সহিত সূর্য্যদেব প্রীত হউন; আমাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত অগ্নিদেব আমাদিগের কর্ম্মকে প্রাপ্ত হউন; স্বাহা-মন্ত্রোচ্চারণে তাঁহাকে হবিঃ অর্পণ (পূজা) করিতেছি—সুহুত (কর্ম্মানুষ্ঠান শুভ) হউক। (৩অ—১০ক—১০ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১৪।৯) সজূরিতি বেতি। ত্বাষ্ট্রী গায়ত্রী পূর্ববৎ। পূর্ব ক্রমেণৈষঃ সহ সজূরিত্যাদিমন্ত্রদ্বয়ং বিকল্পিতং। সজূর্দেবেন। অগ্নির্বেতু। অস্মদীয়ং কর্ম প্রাপ্নোতু। যদ্বা বেতু আহুতিং ভক্ষয়তু। বী প্রজনকান্ত্যসনখাদনেষু (ধাতুঃ। পাঃ ২।৪।৩৯) প্রয়োগঃ। কিম্ভূতোঽগ্নিঃ? সবিত্রা দেবেন প্রেরকেণ সবিত্রা দেবেন সহ সজূঃ। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। জোষণং জূঃ প্রীতিস্তয়া সহিতো সজূঃ। তথা ইন্দ্রবত্যা রাত্র্যা ইন্দ্রেণ দেবেনোপেতয়া রাত্রিদেবতয়া সজূঃ সমানপ্রীতিঃ। তথা জুষাণোঽস্মাসু প্রীতিযুক্তঃ। য উক্তগুণবানগ্নিদেবতস্মৈ স্বাহা হুতমাগমিদং হবিঃ অস্তু। প্রাতঃ সূর্য্য ইত্যাদি। অগ্নিমন্ত্রবদয়ং সূর্য্যমন্ত্রো ব্যাখ্যেয়ঃ। পূর্বার্দ্ধে রাত্রিদেবতায়াঃ স্থানে উষোদেবতা যোজনীয়া ॥ ১০ ॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— ০ ——

পূর্ব্ব-কণ্ডিকার মন্ত্রের পরিবর্ত্তে এই কণ্ডিকার মন্ত্র দ্বারাও সায়ংকালীন ও প্রাতঃকালীন হোম-কর্ম্মের (অগ্নিহোত্রের পক্ষে) বিধি আছে। সায়ং হোমে প্রথম মন্ত্র এবং প্রাতঃকালের হোমে দ্বিতীয় মন্ত্র পঠিত হয়।

অগ্নি-দেবতা ও সূর্য্য-দেবতা প্রীত হউন—আমাদের আহুতি সুহুত হউক—মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনা আছে। ঐ প্রার্থনার মধ্যে দুই দেবতাকেই বলা হইয়াছে—'আপনি সবিতা দেবতার সহিত প্রীত হউন।' তার পর, অগ্নিদেবতাকে বলা হইয়াছে—'আপনি ঐশ্বর্য্যবতী রাত্রিদেবতার সহিত প্রীত হউন।' এবং সূর্য্যদেবতাকে বলা হইয়াছে—'আপনি উষাদেবতার সহিত প্রীত হউন।' এই যে উক্তি—এই যে প্রার্থনা, ইহার উদ্দেশ্য কি? ইহার মধ্যে কি কোনও নিগূঢ় ভাব প্রচ্ছন্ন নাই?

একটু অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বমন্ত্রে প্রখ্যাত হইয়াছে—অগ্নিও তিনি, সূর্য্যও তিনি। কিন্তু তাহা জানিবার ও বুঝিবার উপায় কি? উপায়—জ্ঞান। জ্ঞানদেবতার প্রেরণা ভিন্ন সে তত্ত্ব অধিগত হয় না। তাই জ্ঞানদেবতার তুষ্টি—জ্ঞানদেবতার অনুগ্রহ আবশ্যক।

'জ্ঞানপ্রেরক সবিতা দেবতার সহিত আপনি প্রীত হউন'—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম, আপনার কৃপায় আমাতে জ্ঞানসঞ্চার হউক।—জ্ঞানের পূজায়—জ্ঞানের অনুসরণে আমি যেন আপনার স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করি। জ্ঞানের সহিত অগ্নিদেবতার ও সূর্য্যদেবতার সম্বন্ধ—এই ভাবেই পরিগৃহীত হয়। জ্ঞানোদয়েই তাঁহারা প্রীত হন। জ্ঞানোদয়ে সূর্য্যদেবের প্রীতিসম্পাদন-রূপ স্বরূপ-জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানোদয়ে অগ্নিদেবের প্রীতিসম্পাদন-রূপ স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানের প্রীতির সহিত তাঁহাদের প্রীতির তাই অভিন্নতা কীর্ত্তিত হইল।

কিন্তু রাত্রিদেবতার ও উষাদেবতার সহিত তাঁহাদের কি সম্বন্ধ? এখানে ইহলোকের ও পরলোকের সম্বন্ধের বিষয় সূচিত আছে—মনে করা যায়। উষা—উদয়। রাত্রি—অস্ত। একে—অভ্যুদয়, অপরে—বিলয়। প্রাতে সূর্য্যের উপাসনায়, উষার সম্বন্ধ—অভ্যুদয় ভাব, সন্ধ্যায় অগ্নির উপাসনায়, রাত্রির সম্বন্ধ লয়ের ভাব। এখানে জীবন গতির বিষয় মনে পড়ে। উদয় ও অস্তের মধ্য দিয়াই আমাদের জীবন চলিয়াছে। একবার অন্ধকারে বিলীন হইতেছি, একবার আলোকে প্রকাশ পাইতেছি। গতাগতিই জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। প্রকাশ-কালে উষার সঙ্গে, জীবনের অভ্যুদয় দিনে সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত হই। বুঝিতে পারি, দেখিতে পাই, সূর্য্য-রূপে দিব্য আলো করিয়া দিনমণি দেখা দিতেছেন। কিন্তু সন্ধ্যাকাল, জীবনের অস্তগমন-সময়ে সূর্য্যের আলোক সরিয়া যায়। সে অন্ধকারে আমার গন্তব্য পথ কে দেখাইবে? সে আঁধারে অগ্নির আলোক-বর্ত্তিকাই একমাত্র ভরসাস্থল। উপমায় তাই যেন বলা হইয়াছে, যখন দিবার আলোক নিবিয়া যাইবে, যখন তাঁহার প্রকাশ রূপ লুপ্ত হইবে, তখন জ্ঞান রূপ অগ্নিকে হৃদয়ে ধারণ করিবে। দিব্য সূর্য্য অস্তগত হইলে, অগ্নির আলোক পথ দেখাইবার পক্ষে যেমন কার্য্যকরী হয়, তোমার বাহ্যজ্ঞান যখন লোপ পাইবে, অন্তরে যেন তখন জ্ঞানবর্ত্তিকা প্রজ্বলিত থাকে। অন্তরে বাহিরে ভগবানকে বাঁধিয়া রাখ। নশ্বর দেহের নাশের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে হইতে তাঁহার সম্বন্ধ হয় তো বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। কিন্তু হৃদয়ের ভিতর—আত্মায় আত্মায়—সম্মিলন হইলে, সে সম্বন্ধ কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। বাহির্জগতে তিনি—উষা-সহ সমুদিত, তাঁহার প্রকাশ রূপ অভ্যুত্থিত। অন্তর্জগতে তিনি—রাত্রি সহ সম্মিলিত, তাঁহার বিলয়-রূপ সংসূচিত। সেই বুঝিয়া, দৃশ্যমান্ ইহলৌকিক কর্ম্মে এবং অদৃশ্যমান্ পারলৌকিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। দৃশ্যমান্ ইহলৌকিক কার্য্য বলিতে, "ইষ্ট-পূর্ত্ত" অন্তর্গত "পূর্ত্ত" কার্য্য (জলাশয় খনন, দান, পরোপকার প্রভৃতি) বুঝাইতে পারে, এবং অপরিদৃষ্ট পারলৌকিক কার্য্য বলিতে, "ইষ্ট" রূপ কার্য্য (ভগবদ্ধ্যানাদি) দ্যোতনা করে।

হাতে মুখে সৎকাজ কর, অন্তরে অন্তরে সৎসঙ্গ লও। ইহাই দুই দিকের দুই কার্য্য। রাত্রিদেবতার ও উষা দেবতার সহিত অগ্নিদেবতার ও সূর্য্য দেবতার প্রীতি—তাহাতেই সাধিত হইবে। স্বাহা-মন্ত্রে আহুতি-দানে তাহাই লক্ষ্য হউক—তাহাতেই সুসিদ্ধি আসিবে। (৩অ—১০ক—১-২ম)।

———•———

একাদশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। একাদশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

উপপ্রয়ন্তোঽঅধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে।
আরেঽঅস্মে চ শৃণ্বতে ॥ ১ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অধ্বরং' (হিংসাপ্রত্যবায়াদিরহিতং কর্ম্ম 'উপপ্রয়ন্তঃ' (উপগচ্ছন্তঃ, সম্যগনুষ্ঠিতবন্তঃ) বয়ং যদা 'অগ্নয়ে' (অগ্ন্যর্থং, জ্ঞানলাভায়) 'মন্ত্রং' (পরিত্রাণকারকং শব্দব্রহ্ম) 'বোচেম' (উচ্চারয়াম), তদা, 'আরে অস্মে চ' (দূরে বা সমীপে বা স্থিতঃ সন্) জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ তৎ 'শৃণ্বতে' (শৃণোতি)। কর্ম্মশক্তিমন্ত্রশক্তী বৈ অমিতফলশালিন্যৌ। তয়োঃ প্রভাবেন জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ সদা অস্মাকং সর্ব্বাঃ প্রার্থনাঃ শৃণোতি। (৩অ—১১ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হিংসাপ্রত্যবায়াদিরহিত কর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া, আমরা যখন জ্ঞানলাভের জন্য পরিত্রাণকারক মন্ত্র-রূপ শব্দব্রহ্ম উচ্চারণ করি, দূরে বা নিকটে যেখানেই থাকুন, জ্ঞানস্বরূপ দেবতা তাহা শ্রবণ করেন। (ভাব এই যে, কর্ম্মফল ও মন্ত্রফল অবশ্যম্ভাবী)। (৩অ—১১ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১২।১৩) সায়মাহুত্যাং হুতায়াং যজমানোঽগ্নী উপতিষ্ঠতে বাৎসপ্রেণর্বা ত্রিস্রুরূপপ্রয়ন্তো (১১) তস্য প্রত্নাং (১৬) পাহি তে (৩১) চিত্রাবসবিতি (১৮, ক) চেতি। আহবনীয়গার্হপত্যাবগ্নী উপপ্রয়ন্তো অধ্বরমিত্যারভ্য সুপোষঃ পোষৈরিত্যন্তং (৩৭ ক) বৃহদুপস্থানং দেবদৃষ্টং। তত্রাদ্যে দ্বে আগ্নেয্যৌ গায়ত্র্যৌ ক্রমেণ গোতমবিরূপাভ্যা-মপি দৃষ্টে॥ আহবনীয়োপস্থানমন্ত্রা আদৌ। বয়মনুষ্ঠাতারোঽগ্নয়েঽগ্ন্যর্থং মন্ত্রং মননেন ত্রাণকরং শব্দসমূহং বোচেম। উচ্যাম। কিম্ভূতা বয়ং? অধ্বরং যজ্ঞমুপপ্রয়ন্তঃ উপগচ্ছন্তঃ। কিম্ভূতায়াগ্নয়ে আরে দূরে অস্মে অস্মাকং সমীপে ইতি শেষঃ শৃণ্বতে দূরে সমীপে চাস্মদীয়ং বাক্যং শ্রোতুমুদ্যুক্তায়॥ বোচেমেতি বক্তেরাশীর্লিঙি পরস্মৈপদোত্তমবহুবচনেন পরে লিঙ্যাশিষ্যঙিতি (পা০ ৩।১।৮৬) অঙ্। যাসুট্ অতো যেয়ঃ (পা০ ৭।২।৮০) বচ উম্ (পা০ ৭।৪।২০) ছন্দস্যুভয়থেতি (পা০ ৩।৪।১১৭) সার্ব্বধাতুকত্বাল্লিঙঃ সলোপোঽনন্ত্য-

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ মূর্দ্ধা' (দ্যুলোকস্য শিরঃসমানঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (ভূলোকস্য) 'ককুৎপতিঃ' (শ্রেষ্ঠ-পালকঃ) 'অয়ং' (সর্ব্বব্যাপী) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিদেবঃ) 'অপাং' (বর্ষণানাং, ত্বদীয় করুণাপ্রাপ্তিরূপাণাং) 'রেতাংসি' (সারাণি, কারণানি) 'জিন্বতি' (পুষ্ণাতি, বর্দ্ধয়তি)। দ্যুলোকস্য ভূলোকস্য চ নেতৃস্থানীয়ঃ সর্ব্বলোকপালকো জ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিদেবঃ লোকানাং শ্রেয়ঃসাধনার্থাং অশেষপন্থানং প্রদর্শিতবান্। ইতি ভাবঃ। (৩অ—১২ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকের মস্তক-স্থানীয়, ভূলোকের শ্রেষ্ঠপালক, সর্ব্বব্যাপী সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আপনার করুণাধারা বর্ষণের কারণ-পরম্পরা বৃদ্ধি করিতেছেন। (বহু রূপে বহু প্রকারে তিনি করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন—ইহাই ভাবার্থ)। (৩অ—১২ক—১ম)।

• • •

মূল ভাষ্য (মহীধরকৃত)।

অয়মগ্নি অপাং রেতাংসি জিন্বতি দ্যুলোকাদবৃষ্টিরূপেণ পতন্তীনামপাং রেতাংসি সারাণি ব্রীহিযবাদিরূপেণ পরিণতানি জিন্বতি। প্রীণাতি পোষয়তি বর্দ্ধয়তীত্যর্থঃ। যদ্বা অপাং রেতাংসি কারণানি জিন্বতি পুষ্যতি। আহুতিপরিণামেন বৃষ্টিং জনয়তীত্যর্থঃ। তে বা এতে আহুতী উৎক্রামতঃ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কিম্ভূতোঽগ্নিঃ দিবো মূর্দ্ধা দ্যুলোকস্য শিরঃসমানঃ। যথা শিরঃ শরীরস্যোপরি বর্ত্ততে তথায়মগ্নিরপি স্বতেজসা আদিত্যে প্রবিষ্টত্বাদাদিত্যরূপেণ দ্যুলোকস্যোপরি বর্ত্ততে। তথা ককুৎ। ককুচ্ছব্দো গোপৃষ্ঠোন্নতাবয়ববাচী তদ্বদাদিত্যরূপেণ সর্ব্বোপরিস্থত্বাৎ ককুৎসদৃশঃ যদ্বা ককুদমিতি মহন্নাম (নিঘ০ ৩।৩) তস্যান্ত্য-লোপ আর্ষঃ। মহৎ জগৎকারণমিত্যর্থঃ। তথা পৃথিব্যাঃ পতিঃ পালকঃ। দাহপাক-প্রকাশৈর্ভূলোকস্থানামুপকারকত্বাৎ॥ (৩অ—১২ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§:•○•:§——

ভগবানের নিকট হইতে মানুষ যতই দূরে সরিয়া পড়িতেছে, তাঁহার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে প্রয়াণ করিবার জন্য যতই তাহারা ব্যগ্র হইতেছে; করুণাময়ের করুণার ধারা ততই বিস্তৃতভাবে বিশাল বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ষিত হইতে চলিয়াছে। তিনি যে যুগে যুগে অবতার-রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছেন, তিনি যে সাধু মহাত্মাদিগের অমৃতবাণীর মধ্যে নিত্য-প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি যে প্রতি সৎকর্ম্ম-সদনুষ্ঠানের মধ্যে সৎস্বরূপে বিরাজমান

রহিয়াছেন তিনি যে তোমার প্রতি পদক্ষেপে তোমার সতর্ক করিবার জন্য তোমার কর্ণকুহরে নানা প্রকার বাণী উপস্থিত করিতেছেন;—এ সকল কি তাঁহার করুণাবর্ষণ নহে? তুমিও যতই উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইতেছ তাঁহার করুণা-বিতরণের কারণ-পরম্পরাও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

পিতামাতা যেমন, পুত্রের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, নানাপ্রকারে পুত্রকে সুপথে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার চেষ্টা পান, এক প্রকারে না হইলে, অন্য প্রকারের চেষ্টায় যেমন তাহাকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার সঙ্কল্প করেন, করুণাময় জগদীশ্বরও সেইভাবে প্রতিনিয়ত আমাদিগকে সুপথে আনিবার প্রয়াস পাইতেছেন। 'পুত্র বিপথগামী হইয়াছে! বোধ হয় তাহার কারণ এই হইবে।' যৎক্ষণাৎ সেই কারণের বিষয়টী মনে উদয় হইল, অমনি স্নেহময় জনকজননী সে কারণটী দূর করিবার পক্ষে প্রযত্নপর হইলেন। কারণের জন্য কর্ম্ম সৃষ্ট হইল। সংসারের এই দৃষ্টান্তের বিষয় স্মরণ করিয়া, ভগবানের করুণার প্রতি লক্ষ্য করা যায়। অনুগ্রহ প্রকাশের কত কারণই না তিনি পরিগ্রহ করিতেছেন। দেখিতেছেন,—দিন দিন সন্তান অল্প আয়ু অল্পবুদ্ধি হইতেছে; সেই কারণে, তিনিও তদনুযায়ী প্রতিকার-উপায় সদা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। দেখিতেছেন—সন্তানের গন্তব্য পথে মোহের অন্ধকার ঘেরিয়া আছে, সেই কারণে, তিনিও অমনি জ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা প্রদর্শন করিতেছেন। দেখিতেছেন—সন্তান কুকর্ম্মী কদাচারী হইতে বসিয়াছে, মদমত্ত বারণ ইঙ্গিত মানিতেছে না, সেই কারণে তিনিও অমনি মস্তকে অঙ্কুশাঘাত আরম্ভ করিতেছেন। বিভিন্ন আধারে, বিভিন্ন কারণ উৎপাদনে, তাঁহার করুণা-ধারাও নানা আকারে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। গর্জ্জন, বর্ষা, বজ্রাঘাত—সে ধারার মধ্যে সকলই আছে। লক্ষ্য কিন্তু সেই একই—সন্তানকে সুপথে পরিচালন।

তবে তুমি শুনিবে না, তিনি কি করিবেন? কোন পুত্রের জনক-জননী, পুত্রকে সৎপথাবলম্বী দেখিতে না চাহেন এবং তজ্জন্য চেষ্টা না করেন? কিন্তু পুত্র যদি একান্তই বিপথগামী হয়, বারণ না শুনে, স্বখাদসলিলে আপনিই যদি ডুবিয়া মরিতে যায়, উপায় কি আছে? তখন, 'তাহার অদৃষ্ট লইয়া সে মরিবে, আমরা কি করিব?'—এই প্রবোধ-বাক্যের দীর্ঘশ্বাসে পিতামাতার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। এক্ষেত্রেও সেই ভাব পরিগ্রহণ কর। কারণের উপর কারণ সৃষ্টি করিয়া, অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া, ভগবান যখন তোমাদিগকে ফিরাইতে পারিলেন না, তখন, 'তোমাদের অদৃষ্ট তোমাদের জন্য সঞ্চিত রহিল'—ইহাই তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত হইবে না কি? তিনি তো তাঁহার করুণা-নির্ঝরের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন। সেদিকে না অগ্রসর হইয়া, প্রবৃদ্ধ পতঙ্গের ন্যায়, তুমি নরকের অনলের দিকে ছুটিলে, তোমার পরিণাম—আর কি হইবে? যে অনলে পুড়িবার, সেই অনলেই তুমি পুড়িতে থাকিবে। ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল। এ মন্ত্র, ভগবানের অজস্র করুণা-বিতরণ-প্রসঙ্গে, তোমার সেই ভাবী ফলের ইঙ্গিত করিয়াছে,—দেখিতে পাইতেছ না কি?

এ প্রসঙ্গে দুই একটা অবান্তর প্রশ্ন উঠিতে পারে। সংশয়ী চিত্ত চিরদিনই তদ্রূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকে। কেহ কেহ কহিতে পারেন,—'ভগবান্ যদি এত করুণাময়, জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া তিনি যখন করুণা বিতরণের কারণের পর কারণ অনুসন্ধান

করেন; তখন কেন তিনি, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি, একেবারেই সকলকে সৎপথে টানিয়া লন না? পরীক্ষার মধ্যে আর ফলা হয় কেন?'

এ প্রকার প্রশ্ন চিরকাল উঠিয়া থাকে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান চিরকালই উঠিবে। মীমাংসা-পক্ষেও একটু বিশেষ চিন্তা ও গবেষণা আবশ্যক। এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে দুই এক কথায় এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা দুরূহ। [illegible], এই একটি দৃষ্টান্তে বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা প্রয়োজন [illegible]। মনে করুন রাজা ও রাজ-প্রবর্ত্তিত বিধি-বিধান। প্রজার যত প্রকারে মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, রাজ্যে যত প্রকারে শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর, নানা রূপ [illegible] মীমাংসার দ্বারা, রাজা ও রাজপারিষদবর্গ তদ্রূপ বিধি-বিধান প্রবর্ত্তন করেন। [illegible] আবশ্যক হয়। কিন্তু সকল প্রকার বিধি বিধানে [illegible] সাধন। অথচ, সেই সকল বিধি বিধানের ফলে অধিক সংখ্যক লোকের সুখ শান্তি অধিগত হইলেও, উচ্ছৃঙ্খল কতকগুলি লোক, সে বিধি-বিধান [illegible] থাকে। সে ক্ষেত্রে, বিধান-কর্ত্তার করুণা—কাহারও [illegible] ক্ষেত্রেও তাহাই বুঝিতে হইবে। [illegible] তো এইরূপ মুক্তিগতি প্রদান করিয়া [illegible] সৃষ্টি। আর এক [illegible] নিকট পৌঁছিতে পারে, সেই [illegible] প্রণালী আছে। যে [illegible] প্রাপ্ত হয়। যে অগ্রসর হইতে পারে না, [illegible] গ্রহণীয়। কতকগুলি নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে [illegible] রূপ পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। [illegible] হইতে পারিবে, সেই [illegible] নিয়ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা পাইবে, তাহাকে [illegible]

মন্ত্রার্থ আলোচনা প্রসঙ্গে, [illegible] বিরত হইয়া, উপসংহারে মাত্র [illegible] পৃথিবীর, কি স্বর্গের, সর্ব্বলোকের অধিপতি সেই ভগবান [illegible], অশেষ প্রকার করুণার নির্ঝর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। দেখ—বুঝ—অনুসরণ কর,—সে নির্ঝর-ধারায় পরিস্নাত হও, সকল জ্বালামালায় শান্তি পাইবে। * (৩অ—১২ক—১ম)।

* এই মন্ত্রের শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক। ভাষ্যেই শব্দগুলির ব্যাখ্যা আছে। সেই অনুসরণেই আমরা আমাদের ব্যাখ্যায় উপযোগী অর্থে আসিতে পারিয়াছি। তবে ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ অন্যরূপ হইয়াছে। সে অর্থ,—'অগ্নি দ্যুলোকের মস্তকস্বরূপ, পৃথিবীর ককুৎসদৃশ অর্থাৎ উন্নত পালক এবং অন্তরিক্ষে মেঘের পোষণকারী।' এই অর্থই সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া আসিতেছে। আমরা অন্যপথাবলম্বী।

কধ্যৈ প্রত্যয়ঃ। কিংচ রাধসঃ ধনাজ্জবিল'ক্ষণাৎ সহ মাদয়ধ্যৈ যুগপদেককর্ম্মণি উভৌ যুবাং মাদয়িতুং হর্ষয়িতুং বা ইচ্ছামীতি শেষঃ। মদী হর্ষে মদ তৃপ্তাবিতি ধাতোর্ব্বা নিজন্তাত্ত-মর্থে শধ্যৈ প্রত্যয়ঃ। গুণঃ। যত উভৌ যুবামিষামন্নানাং রয়ীণাং ধনানাং দাতারৌ অত উভৌ বাং যুবাং বাজস্যান্নস্য সাতয়ে দানায় হুবে আহ্বয়ামি॥ উভা উভশব্দস্য বিভক্তেরাকারঃ॥ সাতয়ে ষণু দানে অস্য ধাতোরূতিযুতীতি (পা০ ৩।৩।৯৭) ক্তিন্নন্তো নিপাতঃ॥ হুবে বহুলং ছন্দসীতি (পা০ ৬।১।৩।৪) হ্বয়তেঃ শপি সম্প্রসারণে উবঙ্॥ (৩অ—১৩ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা

এই কণ্ডিকার প্রয়োগ-বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। গার্হপত্য অগ্নিস্থাপনে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। এখানে ইন্দ্র-পদে ঐশ্বর্য্যযুক্ত এবং অগ্নি-পদে গার্হপত্য অর্থ ভাষ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেবোদ্দেশে যাহা কিছু অর্পিত হয়, আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দ্বারা তাহা প্রদান করা হইয়া থাকে। এই জন্য আহবনীয় অগ্নিকে ঐশ্বর্য্যযুক্ত বলা হয়। যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ কিন্তু সে ভাবে অধ্যাহৃত হয় না। ইন্দ্র ও অগ্নি দুই দেবতার আহ্বানে মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহাই ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—'হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! তোমাদের উভয়কে এক সঙ্গে আহ্বান করিতে ইচ্ছা করি; তোমরা উভয়ে আমাদের হবিঃরূপ অন্ন গ্রহণ করিয়া হর্ষান্বিত হও; তোমরা উভয়ে অন্ন ও ধন দানে (কেহ আবার অর্থ করিয়াছেন—অন্ন ও পানীয় দানে) সমর্থ; অতএব, তোমাদিগকে অন্ন-লাভের জন্য আহ্বান করিতেছি।'

আমাদের ব্যাখ্যাও ঐ অর্থেরই অনুসারী বটে; তবে আমরা শব্দ-পক্ষে ও ভাব-পক্ষে উহার মধ্যে অন্য সামগ্রী আছে লক্ষ্য করিতেছি। আমাদের সে অর্থ মন্ত্রের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়' এবং 'বঙ্গানুবাদেহ' প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিতেছি। 'ইন্দ্রাগ্নী' পদে ভগবানের শক্তিরূপ ও জ্ঞানরূপ বিভূতি অর্থ প্রকাশ পায়। ইন্দ্র—দেবরাজ; সকল শক্তি তাঁহাতে কেন্দ্রীভূত। অগ্নি—প্রকাশ-রূপ; তাই তিনি জ্ঞানাধার বলিয়া পরিকল্পিত। 'আহুবধ্যৈ' (আহুবধ্যা) পদে আহুতির দ্বারা—ভক্তি প্রাণ বা দ্রব্যাদির দ্বারা—আহ্বানের ভাব প্রকাশ পায়। তাহাতে 'আপনাদের পূজা করিতে ইচ্ছা করিতেছি' —এই অর্থই প্রাপ্ত হই। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই ইচ্ছার ভাবই একটু স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে—"রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈঃ।" প্রচলিত অর্থে,—'রাধসঃ' পদে ধন বুঝায় বটে; কিন্তু সে ধন কোন্ ধন? 'আরাধনা' অর্থ-মূলক 'রাধ্' ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন। সুতরাং 'আরাধনা-রূপ পূজা-রূপ ধনের দ্বারা আপনাকে হর্ষান্বিত পরিতৃপ্ত করিব, এই ভাবই এখানে ব্যক্ত দেখি। এবংবিধ সঙ্কল্পের পর, সেই দেবতাদ্বয়ের স্বরূপ—অর্থাৎ তাঁহারা কোন্ কোন্ সামগ্রী দান করেন, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে 'ইষাং' ও

'রয়ীণাং' পদ দুইটী লক্ষ্য করিবার আছে। 'ইষাং' পদের সাধারণ অর্থ অন্ন, 'রয়ীণাং' পদেরও প্রচলিত অর্থ—ধন। কিন্তু সে অন্নই বা কেমন, আর সে ধনই বা কেমন, তাহা বুঝা প্রয়োজন। যাহা ইহলোকে প্রাণশক্তি প্রদান করে, তাহাই অন্ন। শক্তিদাতা যে দেবতা, তিনি ইহলোকে প্রাণশক্তি প্রদান করুন, 'ইষাং' পদে সেই ভাব ব্যক্ত করে। 'রয়ীণাং' পদ আরাধনা-অর্থ-মূলক ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে পরলোকে পরমার্থ-প্রাপ্তি-রূপ ধনের কামনা প্রকাশ পায়। তবেই বুঝা গেল—সেই দুই দেবতা কিরূপ ধনের অধিকারী। বলা হইল—ইহলোকে প্রাণশক্তিদাতা এবং পরলোকে পরমধন-প্রদাতা। উপসংহারে প্রার্থনা। তাঁহাদের উভয়কে আহ্বান করিতেছি—কেন? "বাজস্য সাতয়ে।" 'বাজ' শব্দে 'অন্ন' ও 'জয়' বুঝায়। তাহাতে 'জয়' অর্থ গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত দুই ভাবই অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহলোকেও জয় চাই—পরলোকেও জয় চাই। ঐ দুই পদে এই ভাব ব্যক্ত করে। ইহলোকে শক্তি-প্রাণ-লাভ-রূপ জয়, পরলোকে পরম-ধন-লাভ-রূপ জয়। এই দুই প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রকটিত দেখি। মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে—'হে ভগবন্! আমার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শ্রেয়ঃ সাধন করুন।' (৩অ—১৩ক—১ম)।

চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা)।

অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতোঽরোচথাঃ।
তং জানন্নগ্ন আরোহাথা নো বর্দ্ধয়া রয়িং ॥ ১৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'অয়ং' (হৃদয়রূপগৃহঃ, মস্তিষ্করূপগৃহঃ) 'ঋত্বিয়ঃ' (কর্ম্ম-প্রভাবেন দীপ্তিযুক্তঃ সন্) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (উৎপত্তিস্থানং) ভবতীতি শেষঃ; 'যতঃ' (যস্মাৎ হৃদয়াৎ) 'জাতঃ' (উৎপন্নঃ) ত্বমেব 'রোচথাঃ' (দীপ্তো ভবসি); 'তং' (তদ্‌গৃহস্য স্বরূপং) 'জানন্' (অবগচ্ছন্) 'আরোহ' (তদ্‌গৃহং প্রাপয়, হৃদয়সিংহাসনে অধিরোহণং কুরু); 'অথ' (তথা, এবং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'রয়িং' (ধনং, পরমার্থপ্রাপ্তিরূপং ভগবদর্চ্চন-মূলকং ইতি শেষঃ) 'আ বর্দ্ধয়' (সমৃদ্ধং কুরু)। হৃদয়মেব জ্ঞানোৎপত্তিস্থানং; তস্মাৎ নিঃসৃতং জ্ঞানং সর্ব্বত্র দীপ্যতে। তৎ অনুভূত্বা, হে জীব, হৃদি জ্ঞানসঞ্চয়ং কুরু। তেন শ্রেয়ো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (৩অ—১৪ক—১ম)।

অর্থ হইয়াছে। ওখানে কালের ভাবও একটু প্রচ্ছন্ন আছে। 'কালগত কর্ম্মপ্রভাবে দীপ্তিযুক্ত,—এই ভাব উহার অন্তর্নিহিত দেখি। জ্ঞানোৎপত্তি-পক্ষে কার্য্যের সহায়তা যে প্রয়োজন, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। সেই তত্ত্বই—কর্ম্মলব্ধ জ্ঞানের বিষয়ই—'ঋতুয়ঃ' পদ ব্যক্ত করে। ইহাই আমাদের বক্তব্য। (৩অ—১৪ক—১ম)।

—— • ——

পঞ্চদশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চদশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অয়মিহ প্রথমো ধায়ি ধাতৃভির্হোতা যজিষ্ঠোঽঅধ্বরেষ্বীড্যঃ।

যমপ্নবানো ভৃগবো বিরুরুচুর্ব্বনেষু চিত্রং বিভ্বং বিশেবিশে ॥ ১৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'ইহ' (অস্মাকং সর্ব্বেষু কর্ম্মেষু) 'প্রথমঃ' (মুখ্যস্থানীয়ঃ) ভবতু, 'হোতা' (অস্মাসু দেবভাবানাং আহ্বাতা) 'যজিষ্ঠঃ' (অস্মাভিঃ শ্রেষ্ঠকর্ম্মসম্পাদকঃ) 'অধ্বরেষু' (হিংসাপ্রত্যবায়শূন্যেষু কর্ম্মেষু) 'ঈড্যঃ' (সম্পূজিতঃ) স দেবঃ 'ধাতৃভিঃ' (জ্ঞানিভিঃ) 'ধায়ি' (অধায়ি, চিত্তে ধৃতবান্), 'চিত্রং' (বিচিত্রকর্ম্মোপেতং) 'বিভ্বং' (বিভুং, অশেষশক্তিযুক্তং) 'যং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'অপ্নবানঃ' (এতন্নামক ঋষি, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ) 'ভৃগবঃ' (ভৃগুবংশীয় ঋষয়ঃ, সাধবঃ) 'বিশেবিশে' (জনহিতসাধনায়) 'বনেষু' (অরণ্যসদৃশেষু হৃদয়েষু যদ্বা—হৃদয়রূপেষু আলয়েষু)। 'বিরুরুচুঃ' (দীপয়ন্তি স্ম)। জ্ঞানং সকলমঙ্গলহেতুভূতং। তস্মাৎ সাধবঃ সদা জ্ঞানানুশীলনপরায়ণাঃ সন্তি। তেষাং আদর্শেন হে নরাঃ যূয়ং সর্ব্বে জ্ঞানাধিকারিণো ভবত। ইতি আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (৩অ—১৫ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

এই জ্ঞানস্বরূপ দেবতা, আমাদিগের সকল কর্ম্মে মুখ্যস্থানীয় হউন (অর্থাৎ, আমাদের সকল কর্ম্মেই জ্ঞানের প্রাধান্য থাকুক); আমাদিগের মধ্যে দেবভাবের আহ্বাতা, আমাদিগের দ্বারা শ্রেষ্ঠকর্ম্মের সম্পাদক, আমাদিগের হিংসাপ্রত্যবায়াদিরহিত সকল কর্ম্মে সম্পূজিত, সেই দেবতা, জ্ঞানিগণ কর্তৃক চিত্তে ধৃত আছেন (অর্থাৎ, জ্ঞানিগণ জ্ঞানদেবতাকে চিরকাল হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন)। বিচিত্রকর্ম্মোপেত,

অশেষশক্তিযুত, সেই জ্ঞান-দেবতাকে, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ (অথবা, অপ্নবান ঋষি ও ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ), জনহিতসাধনের জন্য, হৃদয়-রূপ গৃহে দীপ্তিমান্ রাখিয়াছেন (জ্ঞানসঞ্চয়ে জনহিত-সাধনই সাধকগণের একমাত্র লক্ষ্য)। (৩অ—১৫ক—১ম)।

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

জগতী বামদেবদৃষ্টা। দ্বাদশাক্ষরাশ্চত্বারঃ পাদা জগত্যাঃ দ্বিতীয়োঽন্ত্র্যুহেনৈকাদশঃ চতুর্থো ব্যূহেন দ্বাদশকস্তেনৈকোনা জগতী। অয়মাহবনীয় ইহ কর্ম্মানুষ্ঠানস্থানে প্রথমো মুখ্যঃ সন্ ধাতৃভির্দ্ধাম্নি। অধাম্নি আধানকর্ত্তৃভিরাহিতোঽভূৎ। বহুলং ছন্দস্য মাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ (পা০ ৬।৪।৭৫) দক্ষিণাগ্ন্যপেক্ষং প্রাথম্যং। কিম্ভূতঃ। হোতা দেবানামাহ্বাতা। যজিষ্ঠঃ অতিশয়েন যষ্টা। অতিশয়নেতমবিষ্ঠনাবিত্যেষ্ঠনি পরে (পা০ ৫।৩।৫৫) তুরিষ্ঠেমেয়ঃ-স্বিতি (পা০ ৬।৪।১৫৪) তৃচো লোপঃ। তথা অধ্বরেষু সোমযাগাদিষু ঈড্যঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ স্তুত্যঃ। অপ্নবানো ভৃগবো বিশেবিশে যমাহবনীয়ং বনেষু বিরুরুচুঃ।। অন্তর্ভূতো নিচ্ রোচয়ামাসুঃ দীপিতবন্তঃ। অপ্নশব্দোঽপত্যনামসু পঠিতং (নিঘ০ ২।২) অপ্নবানঃ পুত্রবন্তো ভৃগুবংশোৎপন্না মুনয়ঃ। যদ্বা অপ্নবানৃষিঃ অপ্নবানস্তৎপ্রভৃতয়ো ভৃগবশ্চ মুনয়ঃ। বিশেবিশে বিড়িতি মনুষ্যনাম (নিঘ০ ২।৩) যজমানরূপায় তস্মৈ তস্মৈ মনুষ্যায় তদুপকারায়। বনেষু গ্রামাদ্বহির্নির্জনাথোঽরণ্যপ্রদেশেষু যমগ্নিং বিরুরুচুঃ দীপয়ন্তি স্ম। কিম্ভূতং যং। চিত্রং বিবিধ-কর্ম্মোপযোগিত্বেন আশ্চর্য্যকারিণং। অতএব বিভবং বিভুং বিভুত্বশক্তিযুতং যথাদেশঃ॥ ১৫॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ঃ০◯০ঃ§—

এই মন্ত্রটী বড়ই জটিল। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহে ইহার যে অর্থ প্রচলিত আছে, আমাদের ব্যাখ্যা হইতে তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ ভাব-প্রকাশক। এই আলোচনায়, প্রথমে অগ্রে পচলিত সেই সকল অর্থের আভাষ প্রদান করিতেছি। অগ্নি-পূজার প্রবর্ত্তন অথবা অগ্নির উৎপাদনে কৃতিত্ব প্রদর্শন উপলক্ষে এই মন্ত্র রচিত বা উচ্চারিত হইয়াছিল, ইহাই সাধারণতঃ প্রখ্যাত হয়। ভাষ্য তো উপরেই প্রকাশিত হইল। অধিকন্তু নিম্নে এই মন্ত্রের দুইটী বঙ্গানুবাদ ও একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ, যথা,—

(১) "ভৃগুবংশোপন্ন অপ্নবান প্রভৃতি ঋষিগণ যে বহুব্যাপী বিচিত্ররূপ অগ্নিকে প্রতি যাগে প্রতি মনুষ্যের মঙ্গল কামনায় প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন—যিনি যজ্ঞের মধ্যে প্রধান হোতা—যিনি সকল প্রকার যজ্ঞেই স্তবনীয়, সেই এই আহবনীয় নামক প্রধান অগ্নি, ঋত্বিকগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন।"

(২) "অপ্নবান আদি ভৃগুবংশীয়গণ বনমধ্যে বিচিত্র দর্শন এবং সমস্ত লোকের ঈশ্বর, যে অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, সেই হোতা, যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ, স্তুতিভাজন ও দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নি যজ্ঞকারিগণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছেন।"

(3) "This (Agni) has been established here as the first by the establishers, the Hortri, the best sacrificer who should be magnified at the sacrifices, whom Apnavana and the Bhrigus have made shine, brilliant in the woods spreading to every house."

মন্ত্রটী ঋগ্বেদের তৃতীয় অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ বর্গের (চতুর্থ মণ্ডল, সপ্তম সূক্ত, প্রথম ঋক্) অন্তর্ভুক্ত। সেখানে সায়ণের ভাষ্যেও ঐ মর্ম্মই দেখিতে পাই। অরণি-কাষ্ঠ-সংঘর্ষে উৎপন্ন অগ্নিকে ঋষিগণ সংসারে আনয়ন করেন, অগ্নির ব্যবহার-বিষয়ে মানুষ প্রথম শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, অথবা অগ্নির দাহিকা-শক্তির বিষয় দেখিয়া লোকে অগ্নিপূজায় প্রবৃত্ত হন, এইরূপ নানা ভাব নানা কথা এই মন্ত্রে আধুনিক পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এনথ, আমরা যে পথ অনুসরণে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহার পরিচয় দিতেছি। দুই মত সমালোচনা করিলে, মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর। মন্ত্রের প্রথম পদ—'অয়ং'। ঐ পদে সকলেই 'অগ্নিকে' লক্ষ্য করিয়াছেন। আমাদেরও সেই লক্ষ্য। তবে আমরা 'অগ্নি' বলিতে 'জ্ঞানাগ্নি' অর্থ আমনন করি। কেন—তাহার কারণ উপলব্ধি করুন। 'হোতা,' 'যজিষ্ঠঃ,' 'অধ্বরেষু ঈড্যঃ'—এই তিনটী বিশেষণের দ্বারা তাহা প্রতীত হয়। ঐ যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান্, ঐ অগ্নিকে 'হোতা' (হোমকারী) বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু জ্ঞানাগ্নিকে 'হোতা' বলা যায়। কেন না, জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা হোতৃকার্য্য—ভগবানে আহবনীয় দানে—প্রবৃত্ত হই। 'হোতা' পদে 'আহ্বান' বুঝাইলে, জ্ঞানই যে আমাদের হৃদয়ে দেবভাবের আহ্বাতা—তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। এইরূপ, 'যজিষ্ঠঃ' পদে যে 'শ্রেষ্ঠকর্ম্ম-সম্পাদক' ভাব বুঝায়, তাহাও জ্ঞানাগ্নি দ্বারাই সম্ভবপর। জ্ঞানই আমাদের দ্বারা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া লন। অধ্বরে অর্থাৎ 'হিংসা-প্রত্যবায়াদিশূন্য কর্ম্মে'-যেমন দৃশ্যমান্ জ্বলন্ত অগ্নি সম্পূজিত হন, সেইরূপ পূজা পাইবার জ্ঞানাগ্নিই সে পূজার পাত্র। জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা হিংসা-প্রত্যবায়াদিপরিশূন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রে জ্ঞানাগ্নিকেই লক্ষ্য আছে—বুঝা যায়। এখন "ধাতৃভিঃ ধায়ি (অধায়ি)" পদদ্বয়ে কি ভাব ব্যক্ত করে, বুঝিয়া দেখুন। 'ধা' ধাতু 'ধৃতি'র বা 'ধারণা'র ভাব আনয়ন করে। যিনি ধাতা, যিনি ধারণা-শক্তিসম্পন্ন, যিনি জ্ঞানকে ধারণা করিতে পারেন; ধারণাশীল সেই জ্ঞানী ব্যক্তিই জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। 'ধাতৃভিঃ ধায়িঃ' পদদ্বয়ে সেই ভাব ব্যক্ত করে। জ্ঞান যে 'চিত্রং' (বিচিত্রকর্ম্মোপেতং), জ্ঞান যে 'বিভ্বং' (অশেষশক্তিযুতং), জ্ঞান সাহায্যে যে বিচিত্র কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, জ্ঞানই যে অশেষ-শক্তির-হেতুভূত হইয়া থাকেন, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। সে পক্ষেও জ্ঞানাগ্নির প্রতিষ্ঠাই সপ্রমাণ হয়। 'বিশেবিশে' পদের ভাষ্যানুসারেই 'জনহিত-

সাধনের নিমিত্ত' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। এখন সমস্যামূলক পদ রহিল—তিনটী; 'অপ্নবানঃ,' 'ভৃগবঃ' ও 'বনেষু'। প্রথম দুইটী পদ দেখিলে, সহসা মনে হয় বটে—অপ্নবান ও ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ বনমধ্যে যাঁহাকে (যং অগ্নিং বিরুরুচুঃ) জ্বালাইয়াছিলেন—এই অর্থই সঙ্গত। বোধ হয়, এই অংশ দেখিয়া, এক ভাব গ্রহণ করিয়াই, প্রথমাংশের অর্থ সাধারণতঃ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। অরণ্যে অরণি-কাষ্ঠ-ঘর্ষণে হঠাৎ অগ্নি উৎপন্ন হয়; সেই পদ্ধতি ঋষিরা গ্রামে আসিয়া প্রকাশ করেন। পূর্ব্বোক্ত ভাব হইতে, এতদূর পর্যান্ত অর্থ গড়াইয়া থাকে। যাহা হউক, ঐ তিনটী পদে কি সূত্রে আমরা কি অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি, সন্ধান করিয়া দেখি। এ পক্ষে প্রথম আলোচ্য—'বনেষু' পদ। ঐ পদে কেবল যে অরণ্য বুঝায়, তাহা নহে। ঐ [illegible]দে 'আলয়' গৃহ' 'কুঞ্জ' প্রভৃতি নানা অর্থ গৃহীত হয়। এখানে আলয় বা [illegible] অর্থই সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারি। 'বনেষু' পদ প্রয়োগের বিশেষ কারণ এই যে, জ্ঞানের অভাবে হৃদয় অরণ্যের সমান হয়। জ্ঞানালোক যে হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই, অরণ্য ভিন্ন তাহাকে আর কি বলা যায়? অরণ্যে যেমন হিংস্র জন্তুর বাস, জ্ঞানহীন হৃদয়েও সেইরূপ রিপু রূপ হিংস্রজন্তু বসতি করে। সেই জন্যই 'বনেষু' পদের সার্থক[illegible] [illegible] অরণ্যসদৃশ হৃদয়, অথবা সেই যে হৃদয়রূপ আলয় [illegible] জ্ঞানালোক প্রকাশ করিয়া-[illegible] [illegible] সে কাহাদের করুণায়? সেই [illegible] [illegible]? এখানে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। [illegible] ('[illegible]' পদের) কি সাফল্য হয়—[illegible] [illegible]কে প্রজ্বলিত করিতে পারিলে যে পরম [illegible] প্রাপ্ত [illegible] [illegible] পারি। '[illegible]' পদের সার্থকতা বুঝিতে গেলে, [illegible] মনে হয়। এখন অবশিষ্ট রহিল—'অপ্নবান্' ও 'ভৃগবঃ' পদ। [illegible] ভাষ্যকারগণের এবং ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যেও মত বিরোধ দেখা যায়। [illegible] কোথাও ভৃগুবংশীয় অপ্নবান্' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, কোথাও বা 'অপ্নবান এবং ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ' অর্থ দেখিতে পাই। এক প্রকার ব্যাখ্যায় 'ভৃগবঃ' পদ বিশেষণ, অন্য প্রকার ব্যাখ্যায় বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত। আমাদের মতে, ঐ দুই পদে 'আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকদিগকে' বুঝাইতেছে। তাঁহারাই মনুষ্য-সমাজের হিতের জন্য হৃদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করেন। ঋষি-পক্ষেও ঐ ভাবই আসে। তাঁহারা কালচক্রনেমির আবর্ত্তনে আত্মরূপে চিরবিদ্যমান্ থাকিয়া সংসারে জ্ঞানকিরণ প্রকাশ করিতেছেন। বিশেষতঃ, 'অপ্নবান' ও 'ভৃগবঃ' পদদ্বয়ের মৌলিক অর্থ [illegible] তাহা অনুধাবন করিলে, আমাদের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হয়। অপ্নবান' পদে—কর্ম্মভাবে যাঁহারা সদ্গতিলাভ করেন, তাঁহাদিগকেই বুঝাইয়া থাকে। ঐ পদের ব্যুৎপত্তি-মূলে দেখি—'অপ্নসা কর্ম্মণা বানং সদ্গতির্যস্য।' এই 'অপ্নস' শব্দে কর্ম্মকে বুঝায়। নিরুক্তে ইহার উল্লেখ আছে। অতএব, কর্ম্মের দ্বারা যাঁহারা সদ্গতিলাভ করেন, সেই আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধককেই ঐ পদে বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ "ভৃগবঃ" পদেরও

ব্যুৎপত্তি দেখুন:—"তপসা ভৃজ্জাতে পক্বতপাদিভির্ব্বেতি ভ্রস্‌জ ইতি কু।" ইহাই ভৃগু-পদের উৎপত্তিমূল। তাহাতে 'ভৃগবঃ' (ভৃগুগণ) বলিতে সাধকগণকে বুঝায় কি না, অনুধাবন করুন। অভিধানে 'ভৃগবাণ' পদের 'দীপ্যমান্' অর্থ দেখা যায়। 'ভৃগবঃ' পদ সেই সম্বন্ধবিশিষ্ট, মনে করা যায়। ফলতঃ, যেমন ভাবেই বিচার করা যাউক, ঐ দুই পদে "আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ" অর্থই অধ্যাহৃত হয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই আমরা মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম। আমাদের মতে, এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—'জ্ঞান যেন আমাদের সকল কর্ম্মে প্রধান-স্থান গ্রহণ করেন। জ্ঞান যেন আমাদিগের দ্বারা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সম্পাদন করেন। জ্ঞান যেন আমাদের প্রতি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে পূজনীয় হন। সেই বিচিত্র-কর্ম্মসাধনকারী অসীম-শক্তি-শালী জ্ঞানকে, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ (ঋষিগণ) আমাদের হৃদয়-রূপ অরণ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হৃদয়কে আলোকিত পুলকিত করিয়াছেন।' (৩অ—১৫ক—১ম)।

ষোড়শ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ষোড়শ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অস্য প্রত্নামনু দ্যুতꣳ শুক্রং দুদুহ্রেঽঅহ্রয়ঃ।

পয়ঃ সহস্রসামৃষিং ॥ ১৬ ॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অস্য' (অগ্নেঃ, জ্ঞানদেবস্য) 'প্রত্নাং' (চিরন্তনকালভবাং, অবিনশ্বরাঃ) 'দ্যুতং' (দীপ্তিং) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'অহ্রয়ঃ' (মলিনতাশূন্যাঃ, পাপকর্ম্মক্লেদবিমুক্তাঃ, উজ্জ্বলাঃ) 'সহস্রসামৃষিং' (সহস্রসাঃ ঋষয়ঃ, সর্ব্বত্যাগিনঃ জ্ঞানিনঃ) 'শুক্রং' (শুভ্রং, সত্ত্বং, শুদ্ধসত্ত্বরূপং) 'পয়ঃ' (অমৃতং, অমৃতত্বং) দুদুহ্রে' (দুহন্তি, লভন্তে)। জ্ঞানানুসারিণঃ সাধবঃ পরামুক্তিং প্রাপ্নুবন্তি। ইতি ভাবঃ। (৩অ—১৬ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই জ্ঞানদেবতার অবিনশ্বর দীপ্তির অনুসরণ করিয়া, পাপ ক্লেদবিমুক্ত সর্ব্বত্যাগী ঋষিগণ শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ অমৃতকে লাভ করেন। (জ্ঞানের অনুসরণেই সাধকগণ মোক্ষলাভে সমর্থ হন)। (৩অ—১৬ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

গায়ত্রাবৎসারদৃষ্টা গোঽগ্নিপয়োদেবত্যা। অস্যাগ্নেঃ প্রত্নাং চিরন্তনকালভবাং দ্যুতমঙ্কু দীপ্তিমনুস্ফুতা। অহুরঃ নাস্তি হ্রীর্যযামীদৃশা লজ্জারহিতা দোগ্ধারঃ ঋষিং গাং শুক্রং শুক্লং পয়ো দুদুহ্রে দুদুহিরে। দুর্হেলিটি ইরয়ো রে ইতি (পা০ ৬।৪।৭৬০) রে আদেশে রূপং। ঋষ গতৌ। অর্ষতি দোহনস্থানে গচ্ছতীতি ঋষির্গৌঃ। তাং হোমার্থং দুগ্ধবন্তঃ। সায়ং-দোহনকালেঽগ্নিপ্রকাশাভাবে দুহ্যমানং পয়ো ভূমৌ পতিষ্যতীতি শঙ্কয়া দোগ্ধৄণাং লজ্জা ভবতি। সত্যামগ্নিদীপ্তৌ স্কন্দশঙ্কাভুদয়াল্লজ্জাভাবাদহুরো দোগ্ধারঃ। কিম্ভূতামৃষিং সহস্রসাং। হোমকর্ম্মণি। সহস্রসঙ্খ্যাকানি কর্ম্মাণি স্নুতি সমাপয়তি ক্ষীরদধ্যাজ্যাহবিঃ প্রদানেনেতি সহস্রসা তাং। স্নতেঃ কিপ্॥ তদ্বাস্যা ঋচোঽর্থান্তরং। গাস্প্রকৃত্যাগ্নিহোত্রব্রাহ্মণে শ্রূয়তে (২।২।৪।১৫)। তামুগাগ্নিরভিদধ্যৌ মিথুন্যেঽনয়াস্যামিতি তা সম্বভূব তস্যাং রেতঃ প্রাসিঞ্চত্তৎপয়োঽভবদিত্যাদি। তদভিপ্রায়মেষা ঋগ্বদতি। অহুয়ঃ গাবঃ নাস্তি হ্রীর্লজ্জা যাসাং তা অহুরঃ অলজ্জা উজ্জ্বলাঃ প্রশস্তা ইত্যর্থঃ। মলিনো হি লজ্জতে। অহুরা গাবোঽস্যাগ্নেঃ প্রত্নাং চিরন্তনীমাম্নায়যুক্তাং দ্যুতং দীপ্তিং শুক্রং শুক্ররূপাপন্নাং দ্যুতমেব পয়ো দুগ্ধে দুদুহ্রে দুহন্তি ক্ষরন্তি। অগ্নিনা শুক্ররূপেণ সিক্তাং স্বকান্তিমেব গাবো দুগ্ধরূপেণ ক্ষরন্তীত্যর্থঃ। সহস্রসামৃষিং ইতি বিশেষণদ্বয়ং পয়সঃ। সহস্রং সনোতি সহস্রসাস্তং। চাতুর্ম্মাস্যপশুসোমানাং সম্ভক্তারং। পুংস্ত্বামার্ষং। জনসনখনক্রমগমোর্বিড়িতি (পা০ ৩।২।৬৭) বিট্‌প্রত্যয়ে বিড্বনোরনুনাসিকস্যাদিত্যাকারে (পা০ ৬।৪।৪১) যেল্লোপে (পা০ ৬।১।৩৭) সহস্রসা ইতি রূপং। তথা ঋষিং দ্রষ্টারং। ঋষি বর্ত্তমানং দ্রষ্টৃত্বং পয়স্যাপচর্য্যতে। সা হৈনামুদীক্ষ্য হিঙ্কারেত্যুপক্রম্য তে দেবা বিদাং চক্রুঃ এষ সাম্নে হিঙ্কার ইত্যাদিনা গ্রন্থেন গোভির্হিঙ্কারো দৃষ্ট ইতি প্রত্যপাদি। যদ্বা সহস্রসামৃষিমিতি বিভক্তিলিঙ্গবচনব্যত্যয়েন অহুরঃ ইত্যস্য বিশেষণদ্বয়ং। কিম্ভূতা অহুরঃ সহস্রসাঃ ঋষয়ঃ। পূর্ব্ববদর্থো বা॥ (৭ম—১৬ক—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটীর বিভিন্ন বিপরীত অর্থ প্রচারিত আছে। ভাষ্যকারই দুই তিন প্রকার অর্থ আমনন করিয়াছেন।

মন্ত্রের অন্তর্গত "অস্য" পদটী যে কাহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, তদ্বিষয়েও মতান্তর দেখি। এখানে ভাষ্যকার ঐ পদে অগ্নির সম্বন্ধ সূচনা করেন। আবার ঋগ্বেদে (নবম মণ্ডলের ৭৪ম সূক্তের ১ম ঋকের ব্যাখ্যা অনুসারে) ঐ পদটী 'পবমান সোম' সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া কীর্ত্তিত দেখি।

যজুর্ব্বেদের বঙ্গানুবাদে মন্ত্রটীর অনুবাদ এক প্রকার দৃষ্ট হয়; ঋগ্বেদের অনুবাদে আর এক প্রকার দেখিতে পাই। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—"এই অগ্নিরই চিরন্তন দ্যুতি অনুসরণ করতঃ লজ্জাশূন্য ঋত্বিকগণ গাভী হইতে সহস্র সহস্র কার্য্যের উপযোগী পবিত্র দুগ্ধ

দোহন করিয়া থাকেন।" * অপর ব্যাখ্যা; যথা,—"পণ্ডিতগণ এই সোমের চিরপরিচিত জ্যোতিঃ দেখিয়া শুভ্রবর্ণ দুগ্ধ দোহন করিলেন। সেই দুগ্ধ অপরিমিত বলের আধারক।" ভাষ্যে যে দুই তিন প্রকার অর্থ আমনন করা হইয়াছে, প্রথম প্রকার ব্যাখ্যা তাহারই অনুসরণ মাত্র। দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যারও আভাষ ভাষ্যেই পাওয়া যায়। ভাষ্যের আর এক ভাব এই যে,—অগ্নির দ্বারাই শুক্ররূপে সিক্ত হইয়া গাভীসমূহে দুগ্ধের ক্ষরণ হইয়া থাকে। কিন্তু সে ভাব বড়ই জটিল। অপিচ ভাষ্যকার আবার অর্থান্তরে 'ঋষিং' পদে গাভী প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ বিভিন্ন বিপরীত বিসদৃশ ভাব—ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাইয়াছে।

এখন আমরা যে [illegible] গ্রহণ করিলাম, তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি। সে পক্ষে মন্ত্র[illegible] প্রয়োজন। পূর্ব্বাপর সঙ্গতি-রক্ষায়, "অস্য" পদে আ[illegible] করিয়াছি। জ্ঞানদেবতার বিষয়ই পূর্ব্ব মন্ত্রে প্রখ্যাত [illegible] পদে এখ[illegible]ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ 'চিরন্তন'-ভাবমূলক যে অর্থ [illegible] প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে পারি। 'জ্যোতিঃ' [illegible]" পদে "শুভ্রং" প্রতিবাক্য ভাষ্যাদিতে দেখি। [illegible] পদ দোহনার্থক [illegible] কথা ধারা প্রাপ্ত হওয়ার ভাব আসে। আমরা ঐ পদের [illegible] অনুসরণে [illegible] পদ প্রয়োগ করিয়াছি। অতঃপর, "অহ্বয়ঃ" পদ। এই পদটী একটু সমস্যামূলক। ঐ পদে 'গাবঃ' শব্দকে লক্ষ্য করিতেছে, এ ভাবও ভাষ্যে প্রকাশ পায়। অপিচ, ঐ পদ যে ঋষিকে বিশেষিত করিতেছে, তাহাই সংসূচিত হয়। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায়, শেষোক্ত ভাবই প্রকট দেখি। তবে ঐ পদের অর্থে কেহ 'লজ্জাশূন্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা 'উজ্জ্বল' 'প্রশংসনীয়' ভাব পরিগ্রহ করেন। আমরা ঐ পদে পাপক্লেদশূন্য উজ্জ্বল ভাবই গ্রহণ করি; সে পক্ষে, ঐ পদ ঋষিগণ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। 'পয়ঃ' পদের সাধারণ অর্থ—দুগ্ধ, আমরা বলি—'অমৃত'। উপসংহারে—"সহস্রসামৃষিং।" এই দুই পদ সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যা আনয়ন করে। ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণকে ঐ দুই পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। হয় বিভক্তি-ব্যত্যয়—নয় লিঙ্গ-ব্যত্যয় স্বীকার না করিলে, ঐ দুই পদের অন্বয় পক্ষে অন্তরায় ঘটে। ভাষ্যকার, ঐ দুই পদের লিঙ্গ-ব্যত্যয় ধরিয়াও অর্থ করিয়াছেন, এবং বিভক্তি ব্যত্যয় ধরিয়াও অর্থ করিয়াছেন। লিঙ্গ ব্যত্যয়ে ঐ দুই পদ "পয়ঃ" পদের বিশেষণ দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে ভাব আসে এই যে,—'পয়ঃ' (দুগ্ধ) কেমন? 'সহস্রসা' ইতি রূপং; কথা ঋষিং দ্রষ্টারং।' দুগ্ধ হইতে যে ক্ষীর, ছানা, নবনী, মাখন প্রভৃতি

---

* এই ব্যাখ্যার পোষকতায় আরও কথিত হয়,—"সায়ংকালে গো-দোহন-সময়ে আলোক না থাকিলে দুগ্ধধারা ভূমিতে পড়িতে পারে, তজ্জন্য দোগ্ধা লজ্জিত হন; আলোক থাকিলে দুগ্ধ ভূমিতে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং লজ্জারও কারণ আসে না। অতএব লজ্জাশূন্য বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।"

নানারূপ সামগ্রী প্রস্তুত (পরিদৃষ্ট) হয়, এখানে তাহাই বলা হইয়াছে। সেই প্রকার কে দুগ্ধ, তাহা অগ্নি হইতেই ক্ষরিত হয় ,—এ পক্ষে ইহাই অর্থ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বচন ও বিভক্তি-ব্যত্যয়ে ঐ দুই পদে ('সহস্রসাং ঋষিং' পদদ্বয়ে) "সহস্রসাঃ ঋষয়ঃ" পদ স্বীকার করা হয় ; এবং 'অদ্ভুয়ঃ' পদও ঐ সঙ্গে অন্বিত হইয়া থাকে। ভাষ্যাদির উদ্ভাবিত ঐরূপ বিভক্তি-ব্যত্যয় ও বচন-ব্যত্যয় আমরাও ধরিয়া লইলাম। তবে আমাদের অর্থে তাহাতেও আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ পাইল।

'সহস্রসাং ঋষিং' পদ ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত হই। সেখানে 'সহস্রদানশীল' 'অশেষ-সৎকর্ম্মশীল' 'পরমত্যাগশীল' অর্থ ঐ পদে পাওয়া গিয়াছে। এখানেও সেই অর্থ অব্যাহত বলিয়া মনে করি। 'অদ্ভুয়ঃ' পদ সে পক্ষে সঙ্গত বিশেষণ হয়। 'অদ্ভুয়ঃ সহস্রামৃষিং' বাক্যের অর্থ, তাহা হইলে 'পাপকর্ম্মসংস্রবশূন্য সংসারত্যাগী ঋষিগণ' হইতে পারে। এই সকল বিবেচনা করিলে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, আমাদের বঙ্গানুবাদে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। পাপ-কর্ম্মের সংস্রবে যাঁহাদের সংশ্রব নাই, সংসারের মায়ামোহ যাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, সহস্রসৎকর্ম্মশীল। সেই জ্ঞানিগণ জ্ঞানমার্গের অনুসরণে শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হইয়া পরামুক্তি প্রাপ্ত হন। ইহাই এখানকার ভাবার্থ। (৩অ—১৬ক—১ম) ॥

সপ্তদশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। সপ্তদশ কণ্ডিকা। চতুর্মন্ত্রাত্মিকা)।

(১) তনূপা অগ্নেঽসি তন্বং মে পাহি।

(২) আয়ুর্দ্দা অগ্নেঽস্যায়ুর্মে দেহি।

(৩) বর্চ্চোদা অগ্নেঽসি বর্চ্চো মে দেহি।

(৪) অগ্নে যন্মে তন্বা ঊনং তন্মেঽআপৃণ ॥ ১৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব)। ত্বং 'তনূপাঃ' (দেহস্য পালকঃ) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ 'মে' (মম) 'তন্বং' (শরীরং) 'পাহি' (পালয়)।

২। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব)! ত্বং 'আয়ুর্দ্দাঃ' (আয়ুষোদাতা) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ 'মে' (মহ্যং) 'আয়ুঃ' (অকালমৃত্যুপরিহারেণ পূর্ণায়ুষ্কালং) 'দেহি' (প্রযচ্ছ) ॥

৩। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব)! ত্বং 'বর্চ্চোদাঃ' (তেজসো দাতা) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'মে' (মহ্যং) 'বর্চ্চঃ' (তেজঃ) 'দেহি' (প্রযচ্ছ)।

৪। অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব)! 'মে' (মম) 'তন্বাঃ' (শরীরস্য) 'যৎ' (অঙ্গং, চক্ষুরাদিকং) 'ঊনং' (হীনবলং, শক্তিহীনং) 'মে' (মম) 'তৎ' (অঙ্গং) 'আপৃণ' (সর্ব্বতঃ পূরয়)। (৩অ—১৭ক—১-৪ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি এই দেহের পালক হয়েন; অতএব, আপনি আমার এই দেহকে রক্ষা করুন।

২। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি আয়ুর্দ্দাতা হয়েন; অতএব, আপনি অকালমরণ পরিহার করিয়া, আমায় পূর্ণ-আয়ুস্কাল প্রদান করুন।

৩। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি তেজের (শক্তির) দাতা হয়েন; অতএব, আমায় তেজঃ (শক্তি) প্রদান করুন।

৪। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আমার দেহের যে অঙ্গ (চক্ষুরাদি) হীনবল (শক্তিরহিত), আমার সেই অঙ্গকে আপনি সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ করুন। (আমি যেন অন্ধ খঞ্জ বধির বা কোনরূপ বিকলাঙ্গ হইয়া না থাকি)। (৩অ—১৭ক—১-৪ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

অথ যজূংসি চত্বার্য্যাগ্নিদেবত্যানি। হে অগ্নে! ত্বং স্বভাবত এব তনূপা অসি। অগ্নিহোত্রি-শরীরাণাং পালকোঽসি। তনূং পাতি পালয়তীতি তনূপাঃ। উদরাগ্নৌ সত্যন্নে জীর্ণে শরীর-পালনমতো মে মম তন্বং শরীরং পাহি পালয়। তন্বং বা ছন্দসীত্যমি (পা০ ৬।১।১০৬।১০৭) পূর্ব্বরূপাভাবে যণাদেশ ইত্যুক্তং॥ হে অগ্নে! ত্বমায়ুর্দ্দা অসি। আয়ুষোদাতা ভবসি। অতো মে মমায়ুর্দ্দেহি। অপমৃত্যুপরিহারেণ। যাবৎকালং বপুষ্যুদরাগ্নেরৌষ্ণমুপলভ্যতে তাবন্ন ম্রিয়ত ইতি প্রসিদ্ধং॥ হে অগ্নে ত্বং বর্চ্চোদা অসি বর্চ্চসো দাতাসি। অতো মে বর্চ্চো দেহি। বৈদিকা-নুষ্ঠানপ্রযুক্তং তেজো বর্চ্চঃ। যদ্দর্শনাদেব মহানয়ং ব্রাহ্মণো বিদ্যাংস্তপসাগ্নিরিব জ্বলতীতি বুদ্ধির্নৃণাম্ভবতি॥ কিঞ্চ হে অগ্নে! মে মম তন্বা মদীয় শরীরস্য যদঙ্গং চক্ষুরাদিরূপমূনং [illegible]বাদিরহিতং তদঙ্গং মে আপৃণ সর্ব্বতঃ পূরয়॥ (৩অ—১৭ক—১-৪ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§:•○•:§—

এই মন্ত্র-চতুষ্টয়ে সরল স্বাভাবিক প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। পরন্তু এই কণ্ডিকার প্রার্থনা চতুষ্টয়ের মধ্যেই অগ্নিদেবতার স্বরূপ উপলব্ধ হইয়া থাকে। প্রথম দেখুন,—অগ্নিকে 'তনূপাঃ' অর্থাৎ দেহের রক্ষক বলা হইয়াছে। এইখানেই বুঝা যায়, ঐ দৃশ্যমান্ জলন্ত অগ্নিকে এখানে সম্বোধন করা হয় নাই। সাধারণতঃ ঐ অগ্নি তো দেহকে ভস্মসাৎ করে—ইহাই দেখিতে পাই। অতএব, এখানে ঐ অগ্নির অতীত অগ্নির প্রতিই লক্ষ্য আছে, বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার বলেন,—এখানে জটরাগ্নির প্রতি লক্ষ্য আছে। কেন-না, জঠরাগ্নি খাদ্যাদিকে পরিপাক করাইয়া দেহকে রক্ষা করেন। কিন্তু তার পর, যখন তাঁহাকে আয়ুর্দাতা শক্তিদাতা এবং সকল অঙ্গের পূর্ণতাসাধক বলিয়া বুঝা গেল, তখন আর তাঁহাকে 'জঠরাগ্নি' বলিয়া পার পাওয়া যায় কি? তখন অগ্নির মধ্য দিয়া ভগবানকে পর্য্যন্ত টান পড়িয়া যায়। যখন তিনি পালক, যখন তিনি রক্ষক, যখন তিনি আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকারক, যখন তিনি তেজঃ ও শক্তিসঞ্চারক, যখন তিনি সর্ব্বাঙ্গের পূর্ণতাবিধায়ক—তখন কি আর তাঁহাকে ঐ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়? তখন 'অগ্নি' নামে যে ভগবানকেই আহ্বান করা হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আমরা তাই মনে করি, জ্ঞানময় ভগবানই এখানকার এই মন্ত্রের আরাধ্য। (৩অ—১২ক—১-৪ম)।

— • —

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ত্রয়োদশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ইন্ধানস্ত্বা শতꣳ হিমা দ্যুমন্তꣳ সমিধীমহি।

বয়স্বন্তো বয়স্কৃতꣳ সহস্বন্তঃ সহস্কৃতং।

অগ্নে সপত্নদম্ভনমদব্ধাসোঽঅদাভ্যং।

(২) চিত্রাবসো স্বস্তি তে পারমশীয় ॥ ১৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে দেব ! 'দ্যুমন্তং' (দীপ্তিমন্তং) 'বয়স্কৃতং' (অন্নকর্ত্তারং) 'সহস্কৃতং' (শক্তিপ্রদাতারং) 'সপত্নদম্ভনং' (শত্রূণাং হিংসিতারং) 'অদাভ্যং' (কেনাপি হিংসিতুমযোগ্যং, হিংসাতীতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'শতং হিমাঃ' (শতং বর্ষাণি অস্মদায়ুষি বর্ত্তমানান্ শতসংবৎসরান্, নৈরন্তর্য্যেণ ইতি যাবৎ) 'সমিধীমহি' (দীপয়ামঃ, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ); অতঃ বয়ং 'ইন্ধানঃ' (দীপ্যমানাঃ) 'বয়স্বন্ত' (অন্নবন্তঃ) 'সহস্বন্তঃ' (শক্তিমন্তঃ) 'অদব্ধাসঃ' (অন্যৈরপি অহিংসিতাঃ) ভবামঃ ইতি শেষঃ। দেবারাধনায়ৈঃ দেবস্য গুণং শক্তিঞ্চ লভামহে ইতি ভাবঃ।

২। 'চিত্রাবসো' (বৈচিত্র্যবিশিষ্টাঃ দেবতাঃ, রাত্রিদেবতা ইতি যাবৎ) অস্মাকং কর্ম্মণি 'তে' (তব) 'স্বস্তি' (ক্ষেমং, মঙ্গলরূপং) 'পারং' (সমাপ্তং, সর্ব্বতোভাবেন ইতি যাবৎ) 'অশীয়' (ব্যাপ্নবানি)। (৩অ—১৮ক—১-২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। হে জ্ঞানদেব ! দীপ্তিমন্ত, অন্নদাতা, শক্তিপ্রদ, শত্রুসংহার-কারী, হিংসার অতীত, আপনাকে নিরন্তর পূজা করি ([illegible] প্রতিষ্ঠিত রাখি); তাহাতে আমরা দীপ্তিমান্, অন্নবন্ত, শক্তিমন্ত [illegible] কর্ত্তৃক) অহিংসিত হই। দেবতার আরাধনায় দেবত্ব [illegible] হয়—ইহাই ভাবার্থ।

২। বৈচিত্র্যবিশিষ্ট হে দেবীগণ (রাত্রিদেবতা) ! আমাদিগের কর্ম্মসমূহে আপনাদিগের মঙ্গল-রূপ সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হউক (আপনারা মঙ্গলরূপে ব্যাপ্ত হউন)। (৩অ—১৮ক—১-২ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

অগ্নিদেবত্যা মহাপঙ্ক্তিঃ। যস্যাঃ ষট্‌পাদা অষ্টাক্ষরা সা মহাপঙ্ক্তিঃ। অত্র ষষ্ঠঃ সপ্তাক্ষরঃ॥ হে অগ্নে। শতং হিমাঃ শতং বর্ষাণি অস্মদায়ুষি বর্ত্তমানান্ শতং সংবৎসরান ত্বাং সমিধীমহি নৈরন্তর্য্যেণ বয়ং দীপয়ামঃ। কিম্ভূতা বয়ং। ইন্ধানাঃ ত্বদনুগ্রহেণ দীপ্যমানঃ তথা বয়স্বন্তঃ। বয় ইতি অন্ননাম (নি° ২।৭৭) অন্নবন্তঃ সহস্বন্তঃ বলবন্তঃ। সহ ইতি বলনাম (নি° ২।৯।২৭)। অদব্ধাসঃ অদব্ধাঃ অনুপহিংসিতাঃ কেনাপি। দন্তোতিহিংসাকর্ম্মা। আজ্জসেরসুগিতি (পা° ৭।১।৫০) অসুক। কিম্ভূতং ত্বাং। দ্যুমন্তং দীপ্তিমন্তং। বয়স্কৃতং বয়োহন্নং করোতীতি বয়স্কৃৎ তং। সহস্কৃতং সহো বলং করোতীতি সহস্কৃৎ তং। সপত্নদম্ভনং সপত্নানাং শত্রূণাং হিংসিতারং। অদাভ্যং কেনাপি হিংসিতুমযোগ্যং॥ চিত্রাবসো! রাত্রিদেবত্যং যজুর্ব্বিদৃষ্টং। রাত্রির্বৈ চিত্রাবসুঃ সা হীদং সংগৃহ্যেব চিত্রাণি বসতীতি (২।৩।৪।২২) শ্রুতেশ্চিত্রাবসুশব্দেন রাত্রিঃ। চিত্রাণি বিবিধানি চন্দ্রনক্ষত্রান্ধকাররূপাণি

বসন্তি যস্যাং রাত্রৌ সা চিত্রাবসুঃ। হে চিত্রাবসো রাত্রে স্বস্তি ক্ষেমং যথা তথা তে তব পারং সমাপ্তিমশীয় ব্যাপ্নবানি। অশ্নুতের্ব্বহুলং ছন্দসীতি (পা০ ২।৪।৭৩) শপো লুকি লিঙুত্তমৈকবচনে রূপং। যথা লোকে মনুষ্যেষু সুপ্তেষু চৌরা গৃহে প্রবিশন্তি তদ্বদত্র দেবযজনে রক্ষাংসি প্রবিশন্তীতি শঙ্কয়া তন্নিবারণায় রাত্রিপ্রার্থনং ॥ (৩অ—১৮ক—১-২ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার প্রথমাংশে দেবতার স্বরূপ শক্তি পরিবর্ণিত হইয়াছে। দেবতা যে অন্নদাতা শক্তিদাতা শত্রুনাশক এবং সকলের হিংসা-দ্বেষের অতীত, তাঁহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত কয়েকটী বিশেষণে তাহাই প্রকটিত রহিয়াছে। জ্ঞানদেবতার বা জ্ঞানের শক্তি যে অসীম, সে শক্তির যে পার নাই, ঐ কয়টী বিশেষণে তাহাই বুঝা যায়। সেই যে জ্ঞানদেবতা, প্রার্থী এখানে তাঁহার নিকট সেই অন্ন, সেই শক্তি, সেই শত্রুনাশসামর্থ্য, সেই হিংসার অতীত অবস্থা প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথম মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশমান্। দেবারাধনায় দেবতার গুণশক্তি লাভ হউক,—ইহাই মর্ম্মার্থ।

দ্বিতীয় মন্ত্রটীতে দেবতাকে সর্ব্বতোভাবে আপনাতে ব্যাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা জানান হইয়াছে। এখানে দেবতা 'চিত্রবসো' সম্বোধনে আহুত হইয়াছেন। রাত্রি নক্ষত্রাদি-বিচিত্র-ভূষণে ভূষিতা বলিয়া, ঐ সম্বোধন রাত্রিদেবতার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ভাষ্যকারগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এখানে রাত্রিদেবতা অর্থ পরিগ্রহ করিলে, একটী ভাব মনে আসিতে পারে। অন্ধকার রাত্রির দ্যোতক। অন্ধকারের ব্যাপ্তি যেমন অবিচ্ছিন্ন, হে দেবতা, সেই ভাবে আপনি আমাতে ব্যাপ্ত হউন—ইহাই এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। দেবভাবের আরাধনার পর দেবীভাবে আরাধনারও এক নিগূঢ় লক্ষ্য আছে। স্নেহকরুণা মাতৃভাবে (দেবীভাবে) সম্যক্ প্রকটিত হয়। দেবীগণ—মাতৃগণ—বিচিত্র অভিনব মাতৃত্বশক্তি-সম্পন্না। তাই তাঁহাদিগকেই আহ্বান করা হইয়াছে। (৩অ—১৮ক—১-২ম)।

ঊনবিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ঊনবিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

সং ত্বমগ্নে সূর্য্যস্য বর্চ্চসাগথাঃ সমৃষীণাꣳ স্তুতেন।

সং প্রিয়েণ ধাম্না সমহমায়ুষা সং বর্চ্চসা সং প্রজয়া

সꣳ রায়স্পোষেণ গ্মিষীয় ॥ ১৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব)! 'ত্বং সূর্য্যস্য' (সূর্য্যদেবস্য, জ্যোতিরাধারস্য) 'বর্চ্চসা' (তেজসা) 'সং গথাঃ' (সংগতোঽসি), 'ঋষিণাং' (জ্ঞানিনাং) 'স্তুতেন' (স্তোত্রেণ, মন্ত্রেণ সহ) 'সং' (সংগতোঽসি), 'প্রিয়েণ ধাম্নাঃ' (প্রিয়াভিরাহুতিভিঃ, অন্তরস্থৈঃ আহবনীয়ৈঃ, ভক্তিভিরিতি যাবৎ) 'সং' (সংগতোঽসি); ত্বৎপ্রসাদাৎ 'অহং আয়ুষা' (অহমপি অপমৃত্যুদোষরহিতেন, পূর্ণায়ুষ্কালেন) 'সং গিষীয়' (সংগতো ভূয়াসং), তথা 'বর্চ্চসা' (বিদ্যৈশ্বর্য্যাদিপ্রযুক্ততেজসা, জ্যোতিষা) 'সং' (সংগতো ভূয়াসং), তথা 'প্রজয়া' (পুত্রাদিকয়া, লোকানুরাগিতয়া) 'সং' (সংগতো ভূয়াসং), তথা 'রায়স্পোষেণ' (পরমার্থরূপস্য ধনস্য পুষ্ট্যা) 'সং' (সংগতো ভূয়াসং)। জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ তেজসা স্তোত্রেণ ভক্তিভিশ্চ সহ সংগতোঽস্তি; স দেব মহ্যং আয়ুঃ বর্চ্চঃ প্রজাং রয়িং চ প্রযচ্ছতি। ইতি ভাবঃ। (৩অ—১৯ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি জ্যোতিরাধার সূর্য্যদেবের তেজের সহিত সঙ্গত আছেন, জ্ঞানিগণের স্তুতিমন্ত্রের সহিত আপনি সঙ্গত আছেন, অন্তরস্থ অতি-প্রিয় আহবনীয়ের (ভক্তির) সহিত আপনি সঙ্গত আছেন; আপনার অনুগ্রহে অকালমৃত্যুরহিত পূর্ণআয়ুষ্কালের সহিত আমার সঙ্গতি হউক (আপনার অনুগ্রহে আমি যেন পূর্ণআয়ুঃকাল প্রাপ্ত হই), বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি তেজের সহিত আমার সঙ্গতি হউক (আমি যেন বিদ্যা ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির তেজঃ প্রাপ্ত হই), পুত্রাদির (লোকানুরাগিতার) সহিত আমার সঙ্গতি হউক (আমি যেন উপযুক্ত সন্তান-সন্তুতি লাভ করি, অথবা আমার যেন লোকানুরাগ বৃদ্ধি পায়), আর পরমার্থরূপ ধনের পুষ্টির সহিত যেন আমি সঙ্গত হই (আমাতে যেন পরমার্থরূপ ধন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়)। (৩অ—১৯ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১২।৪) সং ত্বমিত্যুপতিষ্ঠেতি॥ উপপ্রয়ন্ত ইত্যাদিভিশ্চিত্রাবসো ইত্যন্তৈর্দ্বাদশভিঋগ্ভিরুপস্থানমন্ত্র উপবিশ্যেতি বিশেষঃ। হে অগ্নে! ত্বং সূর্য্যস্য বর্চ্চসা তেজসা সমগথাঃ রাত্রৌ সংগতোঽসি। তদ্যদস্তং যন্নাদিত্য আহবনীয়ং প্রবিশতি তেনৈতদাহেতি শ্রুতেঃ (২।৩।৪।২৪)। ঋষীণাং মন্ত্রাণাং স্তুতেন স্তোত্রেণ সমগথাঃ। বহবো মন্ত্রা অগ্নিং স্তুবন্তি। তদ্যদুপতিষ্ঠতে তেনৈতদাহেতি (২।৩।৪।২৪) শ্রুতেঃ। প্রিয়েণ ধাম্না প্রিয়াভিরাহুতিভিঃ সমগথাঃ। আহুতয়ো বা অস্য প্রিয়ং ধামেতি শ্রুতেঃ (২।৩।৪।২৪)। যথা ত্বমেতৈস্ত্রিভিঃ

সঙ্গতঃ। এবমহমপি ত্বৎপ্রসাদাদায়ুষা অপমৃত্যুদোষরহিতেন সংগ্মিষীয় সঙ্গতো ভূয়াসং॥ তথা বর্চ্চসা বিদ্যৈশ্বর্য্যাদিপ্রযুক্ততেজসা সংগ্মিষীয়। তথা প্রজয়া পুত্রাদিকয়া সংগ্মিষীয়॥ তথা রায়স্পোষেণ ধনস্য পুষ্ট্যা সংগ্মিষীয়। আয়ুরাদীনি মম সন্ত্বিত্যর্থঃ। সমগথাঃ। গমেঃ সমো গম্যৃচ্ছীত্যাদিনা (পা॰ ১।৩।২৯) তঙ্ মধ্যমৈকবচনে লুঙি সিচি গমশ্চেতি (পা॰ ১।২।১৩) সিচঃ। কিত্ত্বেঽনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা (পা॰ ৬।৪।৩৭) মলোপে হ্রস্বাদঙ্গাদিতি (পা॰ ৮।২।২৭) সিচো লোপে রূপং॥ গ্মিষীয় গমেরাশির্লিঙি উত্তমৈকবচনে ইটোঽদিত্যকারে (পা॰ ৩।৪।১০৬) পরে সীযুটি কৃতে ছান্দসে ইডাগমে গমহনেত্যুপধালোপে (পা॰ ৬।৪।৯৮) রূপং॥ ১৯॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——:০:০:——

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে দেবতা কোন্ ভাবের মধ্যে কোথায় অবস্থিতি করেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; দ্বিতীয় অংশে বিভিন্ন বিষয়ে দেবতার করুণার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রে ঐ দুই অংশেই প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে দুই রূপ ভাব বিকাশ পায়। প্রথমতঃ, দেবতা যে ভাবের মধ্যে যেখানে সঙ্গত হয়েন, তাহা বুঝিতে পারিলে, আপনাতে সেই ভাবের বিকাশ-পক্ষে প্রয়াস আসে। যখন বুঝিতে পারি,—জ্যোতির মধ্যে তিনি সংগত হন, তখন হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতির সঞ্চারে প্রযত্ন হয়। যখন বুঝিতে পারি—জ্ঞানিগণের স্তোত্রের মধ্যে তিনি সঙ্গত হন, তখন জ্ঞানিজনোচিত স্তোত্রমন্ত্রের অনুধ্যানে প্রবৃত্তি আসে। আবার যখন বুঝিতে পারি—তাঁহার প্রিয়ধামের সহিত তিনি সঙ্গত হন, হৃদিনিহিত আহবনীয়ের মধ্যে—অন্তরস্থ ভক্তিভাবের মধ্যে—তিনি বিরাজ করেন; তখন সেই ধাম প্রস্তুতের জন্য—সেই আহবনীয় সঞ্চয়ের জন্য—সেই ভক্তিভাবের উন্মেষ-পক্ষে প্রচেষ্টা হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই শিক্ষা প্রদান করিতেছে। কি প্রকারে তোমার মধ্যে সেই দেবতা সঙ্গত হন, উহাতে তাহার পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। তোমাতে ঐ সকল ভাবের সমাবেশ করাইয়া তুমি তাঁহাকে লাভ কর—ইহাই প্রথমাংশের উপদেশ।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের প্রার্থনায়, মানুষের কি প্রয়োজন—তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রার্থনায় কেমন সুন্দর একটা স্তর-নির্দ্দেশ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম—আয়ুর প্রার্থনা। ভগবানের উপাসনার পক্ষে নীরোগ দীর্ঘ আয়ুর প্রয়োজন। যেখানে আয়ুঃলাভের কামনা আছে, শাস্ত্রে সেইখানেই 'ভগবানের উপাসনার জন্যই যে সে আয়ুর প্রয়োজন'—এই ভাব ব্যক্ত আছে। ভোগের জন্য প্রার্থনায় আয়ুঃ কখনও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু, ভগবানের সেবায় বিনিযুক্ত থাকিবার সঙ্কল্পে আয়ুঃকাল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। এখানে আয়ুলাভের কামনায় সেই লক্ষ্যই প্রতীত হয়। দ্বিতীয় প্রার্থনা—'বর্চ্চসা'। ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যাদিজনিত তেজ' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। আয়ুঃলাভের প্রার্থনার পর, এই প্রার্থনাই সঙ্গত হয়। আয়ুঃ হউক—জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের

অন্ন। ইহাই তো চাই। অবশ্য ঐশ্বর্য্য বলিতে, এখানে ভগবদ্বিভূতির ভাবই মনে আসে। তৃতীয় প্রার্থনা—চাই 'প্রজা।' ঐ 'প্রজা' পদে পুত্রাদি বুঝায়; জনসাধারণকেও বুঝায়। এখানে পুত্রবৎ সকলের প্রতি দৃষ্টির—লোকানুরাগের ভাব আসে। শেষ প্রার্থনা—'রায়স্পোষেণ সংগ্মিষীয়'। কি ধনের সহিত সংগতি হউক, 'রয়ি' পদেই তাহা উপলব্ধ হয়। সে ধন যে পরমার্থ-রূপ ধন, তাহা আর পুনঃপুনঃ বুঝাইবার আবশ্যক করে না। আয়ুঃলাভ-প্রার্থনায় চরম লক্ষ্য এইখানেই প্রকাশ পাইয়াছে। (৩অ—১৯ক—১ম)।

—— • ——

বিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়, বিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অন্ধ স্থান্ধো বো ভক্ষীয় মহ স্থ মহো বো ভক্ষীয়োর্জ্জ

স্থোর্জ্জং বো ভক্ষীয় রায়স্পোষ স্থ

রায়স্পোষং বো ভক্ষীয় ॥ ২০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে জ্যোতীরূপাঃ দেবাঃ। যূয়ং 'অন্ধ' (অন্নরূপাঃ, প্রাণপ্রদাঃ, আয়ুর্ব্বর্দ্ধকাঃ) 'স্থ' (ভবথ); 'বঃ' (যুষ্মৎসম্বন্ধি) 'অন্ধঃ' (অন্নং, আয়ুঃ, শক্তিং) অহং 'ভক্ষীয়' (সেবেয়), তথা যূয়ং 'মহ' (পূজারূপাঃ, শ্রেষ্ঠস্থানীয়াঃ) 'স্থ' (ভবথ), 'বঃ' (যুষ্মৎসম্বন্ধি) 'মহঃ' (পূজাত্বং, শ্রেষ্ঠত্বং) অহং 'ভক্ষীয়' (সেবেয়), তথা যূয়ং 'উর্জ্জ' (বলপ্রাণরূপাঃ) 'স্থ' (ভবথ), 'বঃ' (যুষ্মৎসম্বন্ধি) 'উর্জ্জ' (বলং) 'ভক্ষীয়' (সেবেয়), তথা যূয়ং 'রায়স্পোষ' (পরমধনস্য পুষ্টিরূপাঃ) স্থ' (ভবথ), 'বঃ (যুষ্মৎ-সম্বন্ধি) 'রায়স্পোষং' (পরমধনস্য পুষ্টিং) 'ভক্ষীয় (সেবেয়)। দেবাঃ আয়ুরূপাঃ পূজনীয়াঃ বলপ্রাণদাতা পরমধনস্বরূপাঃ, তেষাং কৃপয়া অহং পূর্ণায়ুঃ শ্রেষ্ঠত্বং বলং পরমধনং চ লভামি। (৩অ—২০ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্যোতিঃস্বরূপ দেবগণ! আপনারা অন্নস্বরূপ (আয়ুর্ব্বর্দ্ধক) হয়েন; আপনাদিগের সম্বন্ধীয় আয়ুঃ আমার সেব্য হউক (উপভোগে আসুক অর্থাৎ আমি যেন আপনাদিগের কৃপায় দীর্ঘায়ুঃ ও সৎকর্ম্মশীল হই); আপনারা পূজনীয় (শ্রেষ্ঠস্থানীয়) হয়েন; আপনাদিগের সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠত্ব

আমার সেব্য হউক (আপনাদিগের কৃপায় আমি যেন শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হই; আপনারা বল-প্রাণ-স্বরূপ হয়েন; আপনাদিগের সম্বন্ধীয় বল-প্রাণ আমার সেব্য হউক (অর্থাৎ আপনাদের কৃপায় আমি যেন বল-প্রাণ প্রাপ্ত হই); আপনারা পরম ধনের পুষ্টিস্বরূপ (পুষ্টিসাধক) হয়েন; আপনাদিগের সম্বন্ধীয় পরমধনের পুষ্টি আমার সেব্য হউক (অর্থাৎ আপনাদিগের কৃপায় আমি যেন পরমধনের অধিকারী হই)। (৩অ—২০ক—১ম)।

•.•

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং।)

(কা০ ৪।১২।৫) গাং গচ্ছত্যন্ধ স্থেতি। অন্ধ স্থ রেবতীর-মধ্বমিতি যজুর্দ্বয়েন গাং গচ্ছতি। গৌর্দেবতা। হে গাবো যূয়মন্ধ স্থ অন্নরূপাঃ স্থ। ক্ষীরাজ্যাদিরূপত্বাদন্নস্য জনকত্বাদন্নত্বোপচারঃ। অতো ভবৎপ্রসাদাদ্বো যুষ্মৎসম্বন্ধি অন্ধঃ ক্ষীরাজ্যাদিরূপমন্নমহং ভক্ষীয়। সেবেয়। ভজ সেবায়ামিত্যস্মাদাশীর্লিঙ্যাত্মনেপদে রূপং॥ তথা যূয়ং মহ স্থ পূজ্যরূপাঃ স্থ। মহ পূজায়াং। অতো বো যুষ্মাকং পূজ্যানাং প্রসাদাদহমপি মহো ভক্ষীয় পূজ্যত্বং সেবেয়। গৌর্ন পদা স্প্রষ্টব্যেত্যাদিস্মৃতেশ্চ গবাং পূজ্যত্বং প্রসিদ্ধিঃ। যদ্বা মহঃশব্দেন দশবীর্য্যাণ্যুচ্যন্তে তানি। যথা গৌর্বৈ প্রতিধুক্ তস্যৈ শৃতং তস্যৈ শরস্তস্যৈ দধি তস্যৈ মস্তু তস্যা আতঞ্চনং তস্যৈ নবনীতং তস্যৈ ঘৃতং তস্যা আমিক্ষা তস্যৈ বাজিনমিতি শ্রুত্যুক্তানি। প্রতিধুক্ তৎকালদুগ্ধং শৃতমুষ্ণং কৃতং। শরো দুগ্ধখণ্ডঃ। মস্তু দধিরসঃ। আতঞ্চনং দধিপিণ্ডঃ। আমিক্ষা স্ফুটিতং দুগ্ধং। বাজিনমামিক্ষাজলমিতি। শ্রুত্যর্থঃ॥ এতদ্দশবীর্য্যরূপা যূয়ং স্থ। অতো বো মহো বীর্য্যমহং সেবেয়েত্যর্থঃ॥ তথা যূয়মূর্জ্জ স্থ বলরূপাঃ স্থ গোক্ষীরাদের্ব্বলহেতুত্বাৎ বলরূপত্বোপচারঃ। ঊর্জ বলপ্রাণনয়োঃ। বো যুষ্মাকং প্রসাদাদূর্জ্জং ভক্ষীয় বলং সেবেয়॥ তথা রায়স্পোষ স্থ ধনপুষ্টিরূপাঃ স্থ। বৈশ্যা হি ক্ষীরাজ্যাদিবিক্রয়েণ ধনং পুষ্ণন্তি। অতো ধনপুষ্টিত্বোপচারঃ বো যুষ্মাকং প্রসাদাদ্রায়স্পোষং ধনপুষ্টিং ভক্ষীয় সেবেয়। অন্ধস্থেত্যাদৌ খর্প্পরে শরাঃ (পা০ ক০ ৮।৩।৩৬ বা০ ১) বিসর্গলোপঃ॥ ২০॥

•.•

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§:•○•:§——

মন্ত্রের সম্বোধ্য দেবতার বিষয় ভাষ্যে যাহা লিখিত আছে এবং তদনুসারে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার সহিত আমাদের পরিগৃহীত অর্থের কোনই সঙ্গতি ছিল না। ভাষ্যকারের ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় প্রকাশ, এই মন্ত্র গাভীগণকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—'হে গাভীগণ, আপনারা অন্নরূপা হয়েন; কেন-না, ক্ষীর ঘৃত প্রভৃতি-রূপ অন্নসমূহ আপনাদিগ হইতে উৎপন্ন হয়!

অতএব, আপনাদের প্রসাদে ক্ষীরাজ্যাদি-রূপ অন্ন আমাদিগের ভক্ষণীয় হউক। আপনারা মহ (শৃত, শর, দধি, আতঞ্চন, নবনীত, ঘৃত প্রভৃতি দশবিধ পুষ্টিসাধন খাদ্যের জনয়িত্রী বলিয়া) অর্থাৎ বীর্য্যসম্পন্না; আপনাদিগের সেই বীর্য্যপ্রদ সামগ্রী দ্বারা আমাদিগের বীর্য্যবৃদ্ধি হউক। এইরূপ আজ্যক্ষীরাদির দ্বারা আপনার 'উর্জ্জ' অর্থ বলপ্রাণরূপা, ঐ সকল সামগ্রীর দ্বারা আমাদিগের বলপ্রাণ প্রতিষ্ঠিত হউক। আপনারা 'রায়স্পোষ' অর্থাৎ ধনদাতা; কেন-না, আপনাদিগ হইতে উৎপন্ন দুগ্ধাদি বিক্রয়ে বৈশ্য-গণের অর্থলাভ হয়; আমাদিগেরও সেই প্রকারে ধনপুষ্টি হউক।' গাভীর নিকট উপস্থিত হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণে এইরূপ প্রার্থনা করা হইবে,—মন্ত্রের ইহাই প্রচলিত অর্থ।

এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত কণ্ডিকা-সমূহে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণেরই সম্বোধন ছিল। হঠাৎ এখানে গাভীসকলকে টানিয়া আনার কোনই প্রয়োজন নাই। প্রক্রিয়া-পদ্ধতি যজ্ঞে গাভী সম্বন্ধে বিহিত থাকে, থাকুক, তাহাতে আপত্তি করি না। কিন্তু মন্ত্রার্থে কেন গাভীসকলকে লক্ষ্য থাকিবে? গাভীসকলকে টানিয়া আনিয়া, ক্ষীর দুধ ঘৃতকে টানিয়া আনারই বা কি কারণ আছে? আয়ুঃ বৃদ্ধি কেবল ক্ষীর দুধেই হয় না। শ্রেষ্ঠত্বও কেবল ক্ষীর-দুধেই হয় না। বল-প্রাণও কেবল ক্ষীর-দুধের উপর নির্ভর করে না। 'রয়ি' যে পরম ধন, তাহাও ক্ষীর দুধের অধিগত নহে। তার পর, গাভী সকলের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা করিলেই যে তাহারা ঐ সকল সামগ্রী প্রদান করিবে বা প্রদান করিতে পারে, তাহাও মনে করা যায় না। বিশেষতঃ, মন্ত্রটীকে যখন সরলভাবে দেবগণের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিলে, মন্ত্রার্থ সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন কেন অবান্তর ভাব অধ্যাহার করিয়া আনি? ফলতঃ, আমাদের মত এই যে, এই মন্ত্রে দ্যোতমান দেবগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে; তাঁহাদের গুণশক্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেই গুণ-শক্তি পাইবার প্রার্থনা জানান হইয়াছে।

পূর্ব্ব-কণ্ডিকায় এক দেবতার আহ্বানে যে প্রার্থনা যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, এখানে জ্যোতিষ্মান্ বহু দেবতার আহ্বানে সেই প্রার্থনা সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা' ও 'বঙ্গানুবাদ' সেই তথ্যই প্রদান করিবে। (৩অ—২০ক—১ম)।

একবিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। একবিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

রেবতী রমধ্বমস্মিন্যোনাবস্মিন্গোষ্ঠেঽস্মিঁল্লোকেঽস্মিন্‌ক্ষয়ে।

ইহৈব স্ত মাপগাত॥ ২১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রেবতীঃ' (হে রেবত্যঃ, হে পরমার্থযুক্তাঃ দেবতাঃ) 'অস্মিন্' (দৃশ্যমানে, আরব্ধমানে) 'যোনৌ' (যজ্ঞে, কর্ম্মে) যূয়ং 'রমধ্বং' (ক্রীড়ত, আনন্দরূপেণ বিরাজত); অস্মিন্, (লক্ষীভূতে) 'গোষ্ঠে' (জ্ঞানকিরণাধারে হৃদয়ে) 'অস্মিন্' (পরিদৃশ্যমানে) 'লোকে' (সংসারে, সর্ব্বত্র) 'অস্মিন্' (অস্মাকং লক্ষীভূতে) 'ক্ষয়ে' (মোক্ষরূপে নিবাসস্থানে) রমধ্বং ইতি শেষঃ; 'ইহ ইব (অস্মিন্ লোকে গোষ্ঠে বা ক্ষয়ে ইব) 'স্ত' (ভবত), মা অপগাত' (অন্যত্র মা গচ্ছত)। পরমধনাধিকারিণো দেবাঃ সদা আনন্দরূপেণ অস্মাসু বিভ্রমন্তো ভবত। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (৩অ—২১ক—১ম)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

পরমার্থবিশিষ্ট হে দেবতা। আমাদিগের এই আরব্ধ কর্ম্মে (অনুষ্ঠিত যজ্ঞে) আপনারা আনন্দরূপে বিরাজমান্ হউন; জ্ঞানকিরণাধার (আমাদিগের) এই হৃদয়ে, পরিদৃশ্যমান্ এই সংসারে, আমাদিগের লক্ষীভূত মোক্ষরূপ সেই নিবাসস্থানে, আপনারা আনন্দরূপে চির-বিস্ময়মান্ হউন; এখানেই (হৃদয়ে, সংসারে বা মোক্ষস্থানেই) আপনারা (আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে) থাকুন; অন্য আর কোথাও যাইবেন না। (৩অ—২১ক—১ম)।

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে রেবতীঃ রেবত্যঃ ধনবত্যো গাবঃ। ধনহেতুত্বেন ধনবত্ত্বং গবাং। রয়িবিদ্যতে যাসাং তা রেবত্যঃ। রয়িশব্দাৎ মতুপ্ রয়ের্মতৌ বহুলমিতি (পা০ বা০ ৬।১।৩৭ বা০ ৮) রয়ের্মতৌ পরে সংপ্রসারণং। সংপ্রসারণাচ্চেতি (পা০ ৬।১।১০৮) পররূপমাদ্‌গুণঃ (পা০ ৬।১।৮৭)। পশবো বৈ রেবত্য ইতি শ্রুতেঃ (২।৩।৪।২৬)। হে রেবত্যঃ অস্মিন্ যোনৌ দৃশ্যমানেঽগ্নিহোত্রহবির্দোহনস্থানে যূয়ং রমধ্বং ক্রীড়ত দোহনাদূর্দ্ধমস্মিন্ গোষ্ঠে যজমান-সম্বন্ধি গোবাটে রমধ্বং। গোষ্ঠশব্দেন গৃহাদ্বহির্ব্বিপ্রস্তেণ সঞ্চারপ্রদেশঃ। সর্ব্বদাস্মিন্ লোকে। লোকদর্শনে। যজমানদৃষ্টিবিষয়ে রমধ্বং। রাত্রৌ অস্মিন্ ক্ষয়ে যজমানগৃহে রমধ্বং। ক্ষয়ো নিবাস (পা০ ৬।১।২০১) ইত্যাদ্যুদাত্তঃ ক্ষয়শব্দো নিবাসবাচী। কিংচ। ইহৈব স্ত যজমান-গৃহে এব ভবত। মা অপগাত। অন্যত্র মা গচ্ছত। ইণো গা লুঙীতি (পা০ ২।৪।৪৫) এতের্লুঙি গাদেশে রূপং॥ (৩অ—২১ক—১ম)॥

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§:•○•:§——

ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ, পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রও গাভীসকলকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। সে পক্ষে এ মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'হে ধনবতী গাভীসকল! দৃশ্যমান এই যজ্ঞযোনিতে অর্থাৎ অগ্নিহোত্র-হবির্দ্দোহন-স্থানে তোমরা ক্রীড়া কর; (কেন-না এখনই দুগ্ধ দোহন করিতে হইবে), তার পর, যজমানের যে গোষ্ঠ অর্থাৎ গোচারণ স্থান আছে, সেখানে গিয়া তোমরা বিচরণ কর (চরিয়া বেড়াও); সর্ব্বদা যজমানের দৃষ্টির মধ্যে থাক; রাত্রিতে তাঁহার গৃহে ফিরিয়া আইস। যজমানের গৃহেই থাক; অন্যত্র কোথাও আর গমন করিও না।' এই তো মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ!

এখন, কোন্ পদে কি অর্থ পরিগৃহীত হয়, এবং আমরাই বা কেন তাহার অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেছি; তাহা বিচার করিয়া দেখুন। প্রথম—'রেবতীঃ' পদ। ঐ পদে ভাষ্যকার 'গাভীসকল' অর্থ আমনন করিয়াছেন। আমরা অর্থ করিয়াছি—'পরমার্থযুক্ত দেবতা'। ঐ পদের উৎপত্তি মূল—'রয়ি'। 'রয়ি' শব্দে 'ধন' (পরমধন) বুঝায়। 'রয়ি আছে'—এই অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয়ে 'রেবতী' পদ নিষ্পন্ন হয়। এখন ইহা হইতে 'গাভী-সকল' অর্থ কি করিয়া আসিয়া থাকে, বুঝিয়া দেখুন। গাভীসকল হইতে দুগ্ধ ক্ষীর ঘৃত প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; সুতরাং গাভীরাই 'রেবতী' অর্থাৎ ধনবিশিষ্ট হইল। হায় বেদ! এই তোমার ব্যাখ্যা! আমরা ঋগ্বেদও এই শব্দ বিভিন্ন স্থানে পাইয়াছি, এবং সে সকল স্থলে 'পরমার্থবিশিষ্ট' দেব সম্বন্ধেই ঐ পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি।* 'রমধ্বং' পদে 'আনন্দরূপে বিদ্যমান্ বা ক্রীড়মান্ হউন, ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'রেবতী রমধ্বং' পদদ্বয়ে তাহাতে ভাব আসে,—'হে পরমার্থবিশিষ্ট দেবগণ (দেবীগণ) আপনারা আমাদিগের মধ্যে আনন্দরূপে ক্রীড়া করুন।' দেবগণ পরম ধনের অধিকারী; সে ধন আনন্দের নিদান; তাঁহারা সেই ধন সহ আমাদিগের মধ্যে বিচরণ করুন—প্রতিষ্ঠিত রহুন—ইহাই ঐ দুই পদের ভাবার্থ।

অতঃপর, 'অস্মিন্ যোনৌ' 'অস্মিন্ গোষ্ঠে' 'অস্মিন্ লোকে' এবং 'অস্মিন্ ক্ষয়ে'—এই বাক্যাংশ-চতুষ্টয়ে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুঝা যাউক। উৎপত্তি স্থানকে 'যোনি' কহে। কর্ম্মই উৎপত্তি-স্থান। কর্ম্ম দ্বারাই মানুষকে জন্ম-জরা মরণের পথে গতিবিধি করিতে হয়। সুতরাং 'যোনি' পদ জন্মমূল কর্ম্মকেই বুঝাইতেছে। তাহা হইলে 'অস্মিন যোনৌ' বাক্যাংশে 'আমাদিগের আরদ্ধমান্ কর্ম্মে' অর্থাৎ 'আমরা যে সকল কর্ম্ম করি তাহাতে' এই ভাব আসে। এই বার 'গোষ্ঠে' পদে কি ভাব আমনন করা যায়, উপলব্ধ করুন। 'গো' শব্দে বেদে প্রায় সর্ব্বত্রই জ্ঞান-কিরণ অর্থ গ্রহণ করা যায়। এ বিষয়ে বহু আলোচনা

---

* ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম মণ্ডল, ত্রিংশৎ সূক্তের ১৩ ঋকের বিশদার্থে এই 'রেবতীঃ' পদের আলোচনা দেখুন।

করা হইয়াছে। এ পক্ষে এখানে 'গোষ্ঠে' পদের 'গোচারণ-ক্ষেত্র' অর্থ কখনই সঙ্গত হয় না। আমরা বলি, ঐ পদে এখানে হৃদয়কে বুঝাইতেছে। হৃদয়ই জ্ঞান-কিরণের আধার। 'অস্মিন্ গোষ্ঠে' পদে 'আমাদিগের এই হৃদয়ে' অর্থই প্রতিপন্ন হয়। 'অস্মিন্ লোকে' পদদ্বয়ে 'এই সংসারে' অর্থ আসে। তাহাতে 'আমাদের সকলের মধ্যে', 'সংসারের সকলের মধ্যে' এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ, কেহ যেন আপনাদিগের করুণায় বঞ্চিত না হয়—এবম্বিধ বিশ্বহিতাকাঙ্ক্ষা ঐ বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে। 'ক্ষয়ে' পদের অর্থ—'নিবাসস্থান'। 'ক্ষয়' বলিতে কিরূপ নিবাস-স্থানকে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ক্ষয় - বাসনাক্ষয়মূলক পাপক্ষয়মূলক নিবাস-স্থান—মোক্ষ। এ পক্ষে, 'অস্মিন্ ক্ষয়ে' পদদ্বয়ে, আমাদিগের জীবনের যে লক্ষ্যস্থল পরমসুখধাম মোক্ষধাম প্রাপ্তি, তাহাকেই বুঝাইতেছে। 'ইহ' পদে ঐ তিন স্থানকেই যথাক্রমে বুঝাইয়া থাকে। ঐ তিন স্থানে দেবীগণ (দেবতাবসমূহ) আমাদিগের সহায় হউন, সঙ্গে সঙ্গে বিরাজ করুন—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম। সে তিন স্থান কি কি, তাহাও বলা হইতেছে। প্রথম—উৎপত্তি স্থান কর্ম্মে, দ্বিতীয়—জ্ঞানাধার হৃদয়ে, তৃতীয়—সর্ব্বব্যাপী-রূপে লোকসকলে সর্ব্বত্র, চতুর্থ -লক্ষ্যস্থল মোক্ষ স্থানে। পর্য্যায়ক্রমে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরমার্থপ্রদাতা দেবতা আনন্দ-স্বরূপে অবস্থিতি করুন, এবং তিনি যেন কোনও কালে কোনও অবস্থায় আমাদিগকে পরিত্যাগ না করেন, এখানে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—'হে পরমার্থধনপ্রদাত্রী দেবীগণ (দেবতাসকল)। আপনারা আমাদিগের প্রত্যেক কর্ম্মে, আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে, সকল লোকের আবাস-স্থানে এবং মোক্ষপ্রাপ্তি পক্ষে, ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান থাকুন। কখনও আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না। আপনাদিগের আনন্দ-রূপ আমাদিগের মধ্যে চির-উদ্ভাসিত হউক।' দেবীভাবে অর্চ্চনা করার উদ্দেশ্য—স্নেহকরুণার প্রধান্য-খ্যাপন। সংসারে দেবীমূর্ত্তিতে—মাতৃমূর্ত্তিতেই—স্নেহ-করুণা সম্যক্ বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। সেই ভাবই এখানে উক্তরূপ সম্বোধনে প্রকাশ পাইয়াছে। (৩অ—২১ক—১ম)।

দ্বাবিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। দ্বাবিংশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) সꣳহিতাসি বিশ্বরূপ্যূর্জ্জা মাবিশ গৌপত্যেন।

(২) উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং।
নমো ভরন্ত এমসি ॥ ২২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে দেবতে! ত্বং 'সংহিতা' (সংযুক্তা, সৎকর্ম্মমধ্যে বিরাজিতা) 'অসি' (ভবসি); 'বিশ্বরূপী' (বহুরূপৈর্যুক্তা, সর্ব্বময়ী) সা ত্বং 'ঊর্জ্জা' (বলপ্রাণদানেন) 'গোপত্যেন' (জ্ঞানকিরণবিতরণেন, জ্ঞানাধিপত্যদানেন চ) 'মা' (মাং) 'আবিশ' (সর্ব্বতঃ প্রবিশ)। হে দেবি! জ্ঞানং শক্তিঞ্চ মহ্যং প্রযচ্ছ, ময়া সহ চিরবিদ্যমানা ভব। ইত্যেবং প্রার্থনা।

২। 'অগ্নে' (হে দেব)! 'দিবেদিবে' (প্রত্যহং) 'দোষাবস্তঃ' (রাত্রৌ দিবা চ প্রকাশমানং, রাত্রৌ প্রকাশমানং) 'ধিয়া' (বুদ্ধ্যা, সঙ্কল্পবিরহিতচিত্তেন) 'নমঃ' (নমস্কারং, প্রণামং) 'ভরন্তঃ' (কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ) 'বয়ং' (যাজ্ঞিকাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপ' (সমীপে) 'এমসি' (আগচ্ছামঃ, প্রাপ্নুমো বা)। 'ত্বমেকঃ পরাৎপরঃ' ইতি বুদ্ধ্যা যে সদা ত্বয়িবিষ্টচিত্তা ভবন্তি, তে খলু তব সান্নিধ্যং এব লভন্তে ইতি ভাবঃ। (৩অ—২২ক—১-২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে দেবীকে—স্নেহকরুণাদানকর্ত্রীকে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে সম্বোধন করা হইয়াছে।]

১। হে দেবী! আপনি সৎকর্ম্ম-মধ্যে বিরাজিত হয়েন, সর্ব্বময়ী (বিশ্বরূপা) আপনি বলপ্রাণপ্রদানে এবং জ্ঞানাধিপত্যদানে আমাতে অধিষ্ঠিত হউন। (প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—হে দেবি! আমায় জ্ঞান-শক্তি প্রদান করুন, আমার মধ্যে চিরবিদ্যমান্ রহুন।)

২। হে অগ্নিদেব! আমরা প্রতিদিন দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ (অথবা রাত্রিতে প্রকাশমান্, আপনাকে অন্তরের সহিত (অথবা সঙ্কল্প-বিরহিতচিত্তে) অর্চ্চনা করিতে করিতে আপনার সমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ হই (অর্থাৎ, আপনাকে প্রাপ্ত হই)। (৩অ—২২ক—১-২ম)।

* * *

মহীধর-ভাষ্যং (মর্ম্মানুসরণং)।

(কা০ ৪।১২।১৬) সংহিতেত্যালভতইতি। গামিত্যনুবর্ত্ততে। হে গৌঃ! ত্বং সংহিতাসি ক্ষীরাজ্যরূপহবির্দ্দানায় যজ্ঞকর্ম্মভিঃ সংযুক্তাসি। কিম্ভূতা? বিশ্বরূপী বিশ্বং রূপং যস্যাঃ সা। শুক্লকৃষ্ণাদিবহুরূপৈর্যুক্তা সা ত্বমূর্জ্জা ক্ষীরাদিরসেন গোপত্যেন গোস্বামিত্বেন মা মামাবিশ সর্ব্বতঃ প্রবিশ। ত্বৎপ্রসাদান্মম বহুবিধো রসো বহুবিধং গোস্বামিত্বং চ সম্পদ্যতামিত্যর্থঃ॥ (কা০ ৪।১২।১৭) গার্হপত্যং গত্বোপতিষ্ঠতেহুপত্বেতীতি॥ উপ ত্বা॥ তিস্রো গায়ত্র্য আগ্নেয্যো মধুচ্ছন্দা দৃষ্টাঃ। হে দোষাবস্তঃ! হে অগ্নে দোষা রাত্রিস্তস্যামপি বসতি অজস্রং ধার্য্য-মাণত্বাদ্নোপশাম্যতীতি দোষাবস্তা। যদ্বা অগ্নৌ হে দেবা! ইত্যুপক্রম্য তৈঃ সংগৃহ্য রাত্রিং প্রাবিবেশেতিহাসেন অগ্নে রাত্রৌ প্রবেশ উক্তস্তন্ময়ং মন্ত্র আহ। হে দোষাবস্তঃ রাত্রৌ

ষণনশীলঃ গার্হপত্য। দিবেদিবে প্রতিদিনং বয়ং যজমানাঃ ত্বা ত্বামুপ এমসি ত্বাং প্রত্যাগচ্ছামঃ। ইদন্তোমসি। কিম্ভূতা বয়ং। ধিয়া শ্রদ্ধাযুক্তয়া বুদ্ধ্যা নমো ভরন্তঃ নমস্কারং সংপাদয়ন্তঃ। যদ্বা নম ইত্যন্ননাম (নিং-২৭১) অন্নং হবির্বিভ্রতঃ॥ (৩অ—২২ক—১২ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———§•§———

ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যায় এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী গাভীর সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রচারিত আছে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে এই যে,—হে গো (গাভী) ক্ষীরাজ্যরূপ হবিদ্দান-নিমিত্ত তুমি যজ্ঞকার্য্যের সহিত সংযুক্ত হও। তুমি বিশ্বব্যাপী, অর্থাৎ শুক্ল-কৃষ্ণাদি বহুরূপা। সেই তুমি 'উর্জ্জ' অর্থাৎ ক্ষীরাদি রসের দ্বারা এবং 'গোপত্যেন' অর্থাৎ গোস্বামিত্বের দ্বারা আমার মনে প্রবেশ কর। তোমার প্রসাদে বহুবিধ রস ও বহুবিধ গোস্বামিত্ব সম্পাদিত হউক। গাভীকে স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়—ইহাই বিধি আছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রটী সম্বন্ধে ভাষ্যের মত এই যে,—ঐ মন্ত্রটী গার্হপত্য অগ্নি সমীপে উপস্থিত হইয়া উচ্চারণ করিতে হয়। সে পক্ষে উহার ভাব এই যে,—'রাত্রিকালে দীপ্যমান্ হে গার্হপত্যাগ্নে! আমরা যেন প্রতিদিন শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে হবিঃ লইয়া নমস্কার করিতে করিতে তোমার নিকট উপস্থিত হই।'

এখন, আমরা যে অর্থে উপনীত হইলাম, তাহার একটু কারণ প্রদর্শন করিতেছি। প্রথম মন্ত্রটিতে গাভীর সম্বোধন সঙ্গত হয় না। এক 'বিশ্বরূপাঃ' বিশেষণ-পদই তাহার অন্তরায়-সাধক। পূর্ব্ব মন্ত্রে দেবীগণকে আহ্বান আছে। সেই 'দেবী' (স্নেহকারুণ্য-রূপিণী দেবী) কোথায় অবস্থিতি করেন? মন্ত্রে তাহারই আভাস পাই। তিনি সৎকর্ম্মের সহিত (যজ্ঞাদির সহিত) সঙ্গত আছেন। 'সংহিতাসি' পদে তাহাই বুঝিতে পারি। এই বাক্য বলায়, আমরা যেন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়া তাঁহাদিগকে লাভ করি—এই ভাব প্রকাশ পায়। তার পর, বিশ্বরূপা সেই দেবী বল-প্রাণ দানের সহিত এবং জ্ঞান দানের সহিত আমাতে সংবিষ্ট হউন—ইহাই প্রার্থনা। মন্ত্রে এই অর্থই প্রকাশিত হইয়াছে। 'গোপত্যেন' পদে দুই দশটী গরুর অধিপতি হওয়ার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাই ব্যাখ্যাকারগণের অভিমত। কিন্তু আমরা তাহা অনুমোদন করি না। জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কামনাই এখানে পরিব্যক্ত দেখি।

কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রটী ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের সপ্তম ঋক্। সেখানে উহার ব্যাখ্যায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করিয়াছি, এখানেও সেই ভাবই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

দিবারাত্রি অর্চ্চনা করিয়া, অনুক্ষণ তাঁহার ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া, তাঁহার বন্দনা তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে, তাঁহার সামীপ্য-লাভ যে সুনিশ্চিত, তাহা আর পুনঃপুনঃ বুঝাইবার আবশ্যক করে না। ইহাই সার সত্য যে, তচ্চিন্তায়, তদ্ধ্যানে, তাঁর বহুচিত্ত থাকিতে

থাকিতে, ক্রমে ক্রমে তৎসালোক্য, তৎসাযুজ্য প্রাপ্তি ঘটে। এই মন্ত্রে এই নিত্যসত্য তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রের কয়েকটী বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে, জ্ঞান-রাজ্যের এক অভিনব তথ্য অবগত হওয়া যায়। মন্ত্রে 'দোষাবস্তঃ' শব্দ আছে। ঐ শব্দে সাধারণতঃ 'দিবারাত্রি' (দোষা রাত্রি, বস্তঃ দিন) এই অর্থ গৃহীত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী বৈদিক সূক্ত-সমূহ অনুশীলন করিলে 'দোষা' শব্দে 'রাত্রি' এবং 'বস্তঃ' শব্দে 'প্রকাশমান্' অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তদর্থে, যিনি রাত্রিতে প্রকাশমান্ অর্থাৎ অন্ধকারনাশক, তিনিই 'দোষাবস্তঃ'! কে তিনি?—যিনি অন্ধকার নাশ করেন! সে অন্ধকারই বা কি?—যে অন্ধকার নাশ করিবার জন্য সারা-সংসার আকুলি ব্যাকুলি হইয়া ফিরিতেছে। সে দোষা, সে রাত্রি, সে অন্ধকার—সে তো আমার সাধারণ-দৃষ্টি অবরোধকারী অন্ধকার নয়! সে যে আমার-অন্তর্দৃষ্টি-অবরোধকারী অজ্ঞান অন্ধকার। আমরা মনে করি, এ মন্ত্রে সেই অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে জ্যোতির্ম্ময়! তুমি জ্যোতিরূপে বিকাশ পাইয়া আমার এই অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের নিবিড় অন্ধকার অপসারণ কর! তুমি যে দোষাবস্তঃ। তুমি যে অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশকারী। তুমি ভিন্ন অন্য আর কে আছে যে, আমার এ হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিবে। সাধারণ অন্ধকার দূর করিতে হইলে, ক্ষুদ্র দীপালোকেও সে অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে। কিন্তু এ যে হৃদয়ের আঁধার। এ আঁধার তো সে পার্থিব দীপালোকে দূরীভূত হইবার নহে! তুমি এস দেব!—একবার আমার হৃদয়ে উদয় হও! আমার অজ্ঞান আঁধার দূর হউক। জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত কর।' মন্ত্রে যেন সেই প্রার্থনাই প্রধানতঃ জ্ঞাপন হইতেছে,—'আঁধার হৃদয়ে প্রকাশমান্ আপনার অর্চনা করিতে করিতে আমরা যেন আপনাতেই বিলীন হই।'

তার পর, অনুধাবন করিয়া দেখুন,—মন্ত্রের 'ধিয়া' পদ। 'ধিয়া' পদের সাধারণ অর্থ—'জানিয়া' বা 'ধ্যান করিয়া' বা 'বুঝিয়া' বলা যাইতে পারে। তদনুসারে, 'দোষাবস্তঃ' তুমি, তোমাকে যেন জানিতে পারি, তোমাকে যেন বুঝিতে পারি,—এই ভাব, এই অর্থ, সাধারণতঃ উপলব্ধ হয়। কিন্তু সে জানা—কেমন জানা? সে অনুভাবনা—কিরূপ অনুভাবনা? তুমি যে সেই বস্তু, তুমি যে সদ্বস্তু,—এমনভাবে জানাকেই প্রকৃত জানা বলে। কিন্তু সে জানা কিরূপভাবে সম্ভবপর? সর্ব্বসঙ্কল্প বিরহিত-চিত্তে ভগবদারাধনাই সেই জানার বা সেই জ্ঞানের মূলীভূত। যে জ্ঞানে আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার বিত্ত ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়, আর সেই পুত্রকলত্রবিত্তের কামনায় ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্তি আসে, সে জ্ঞান ভ্রান্তজ্ঞান,—সে জ্ঞান কদাচ শুভকর জ্ঞান নহে। সে অবস্থা—জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের সম্পূর্ণ আদিম অবস্থা। সে স্তর—সে পর্য্যায় আরোহণীর প্রথম সোপান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রকৃষ্ট জ্ঞান তাহাকেই বলে,—যে জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা নাই, কামনা নাই, পুত্রকলত্র-বিত্তাদির জন্য আকুলি-ব্যাকুলি নাই। আছে কেবল,—তাঁহারই ধ্যান, তাঁহারই জ্ঞান,—জগন্ময়রূপে যিনি অন্তরে-বাহিরে বিদ্যমান্! সে নিরাকাঙ্ক্ষ, নিষ্কল, প্রশান্ত অবস্থা—যে সঙ্কল্প বিরহিত ভগবদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত তৎকর্ম্মফল-তাঁহাতেই-সমর্পিত উপাসনা-রূপ কর্ম্ম, গীতায়

যাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে,—'ধিয়া' সেই অবস্থায় উপনীত হওয়ার ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

"ভরন্তঃ বয়ং ত্বা এমসি"—মন্ত্রের এই কয়টী শব্দে আর সকল ভাবই পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। তোমাকে অর্চ্চনা করিতে করিতে,—তোমার অর্চ্চনে, তোমার শরণে, তোমার বন্দনে, তোমার অনুধ্যানে, তন্ময় হইতে হইতে,—যেন তোমার সমীপে গমন করিতে পারি, তোমাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই। আমার সেই সামর্থ্য দেও,—আমার পূজা-পদ্ধতি যেন সেইরূপ-ভাবে অনুষ্ঠিত হয়; আর সে অনুষ্ঠানে যেন, তোমাকে সর্ব্বময় সর্ব্বজ্ঞানাধার জানিয়া তোমাতেই লীন হইতে পারি। (৩অ—২২ক—১-২ম)।

—— • ——

ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং।
বর্দ্ধমানꣳ স্বে দমে ॥ ২৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধ্বরাণাং' (যজ্ঞানাং) 'রাজন্তং' (দীপ্যমানং, রাজানং) 'ঋতস্য' (সত্যধর্ম্মস্য) 'দীদিবিং' (স্বপ্রকাশং, দীপ্তিমন্তং) 'গোপাং' (রক্ষকং, রক্ষাকর্ত্তারং) 'স্বে' (স্বকীয়ে) 'দমে' (গৃহে, যজ্ঞশালায়াং, হৃদয়ে) 'বর্দ্ধমানং' (হবির্দ্দানহেতুকং উত্তরোত্তরপ্রজ্বলিতং, ক্রমবৃদ্ধিকরং জ্ঞানঞ্চ) ত্বাং উপ এমসি ইতি শেষঃ। পূর্ব্বেণ অধ্যাহৃতঃ সম্বন্ধঃ। অত্র প্রার্থিনঃ জ্ঞানলাভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্যতে। ইতি ভাবঃ। (৩অ—২৩ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যজ্ঞের রাজা, সত্যের রক্ষাকর্ত্তা, দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ, আত্মগৃহে (হৃদয়ে) ক্রমবর্দ্ধমান্, হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি! আমরা যেন আপনার সমীপস্থ হইতে পারি; অর্থাৎ, আপনার সামীপ্য লাভ করি। (৩অ—২৩ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ক্রিয়াপদমনুবর্ত্ততে। বয়মীদৃশমগ্নিমুপৈমঃ। কীদৃশং। রাজন্তং দীপ্যমানমধ্বরাণাং গোপাং। গোপায়তীতি গোপাস্তং। যজ্ঞানাং গোপ্তারং। ঋতস্য সত্যবচনলক্ষণস্য ব্রতস্য দীদিবিং দীপয়িতারং। অগ্নিসমীপে ব্রতং গৃহীত্বা সত্যং বদতীত্যাশয়ঃ। স্বে দমে স্বকীয়ে

গৃহে বর্দ্ধমানং চাতুর্ম্মাস্যসোমপশ্বাদিভিরভিবৃদ্ধিং গচ্ছন্তং [illegible] গৃহং ॥ দিবেঃ কি-প্রত্যয়ো বাহুলকাৎ। লিড[illegible] তুজাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্যেতি (পা০ ৬।১।৭) অভ্যাসদীর্ঘঃ। দেবয়তীতি দীদিবিঃ ॥ (৩অ—২৩ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§:০:§—

এই মন্ত্রে অগ্নিদেবকে যজ্ঞের রাজা বলা হইয়াছে। 'রাজা' শব্দে নানা ভাব প্রকাশ করে। ঐ শব্দের সাধারণ ভাব—আধিপত্য, যিনি আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ, তিনিই অধিপতি বা রাজা। এ মন্ত্রে বলা হইতেছে—অগ্নিদেব যজ্ঞের রাজা অর্থাৎ যজ্ঞের অধিপতি। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ ভাবেই অগ্নিদেবের রাজ-ভাব—আধিপত্য-ভাব প্রকাশ পায়। অগ্নিতে যে তেজের বিকাশ, সে তেজ—সে শক্তি, পদার্থমাত্রকেই অধিকার করিয়া আছে। চেতন অচেতন জড় অজড় সমস্ত পদার্থের উপরই তেজের আধিপত্য। পক্ষান্তরে অগ্নি রূপে জ্ঞানাগ্নির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। হবির্দ্দানে, যজ্ঞাহুতি-প্রদানে, যজ্ঞাদি যে ক্রমবর্দ্ধনশীল হয়, বাহ্যনেত্রে তাহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ অন্তরের যজ্ঞক্ষেত্রে যদি জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পার, আর তাহাতে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদি রিপুবর্গকে যদি আহুতি প্রদানে সমর্থ হও, তোমার জ্ঞানাগ্নি ক্রমবর্দ্ধনশীল হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। সে প্রভুত্ব ভিন্ন—অন্তরে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার না করিলে, সত্যধর্ম্ম রক্ষা হইবে না,—আমরাও তোমার সমীপস্থ হইতে পারিব না।

এ মন্ত্রের লৌকিক অর্থ এই যে,—'প্রজ্বলিত দীপ্যমান যে অগ্নি, সেই অগ্নিতে আহুতি দ্বারাই সত্যধর্ম্ম রক্ষা হয়। অগ্নিকে তাই যজ্ঞের দীপ্যমান রাজা এবং সত্যধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা বলা হইয়াছে। তাঁহাতে হবির্দ্দান করিলে, তাঁহার দীপ্তি বৃদ্ধি পায়। আর তাঁহার সেই দীপ্তি ও তেজ দেখিয়া আমরা প্রত্যহ তাঁহার নিকট পূজার জন্য যেন উপস্থিত হই।' এই সাধারণ লৌকিক অর্থ অনুসারে অগ্নিদেবের অর্চ্চনায় অগ্নিতে আহুতিদানে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করা হইয়াছে। এই ভাবে অগ্নিকে দর্শন করিয়া, তাঁহাতে আহুতি দান করিতে করিতে, তন্ময়চিত্ত হইতে হইতে, অন্তরে যখন জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তখন বহির্যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিবে। তখন অগ্নিদেব মনোরাজ্যের রাজা হইয়া সর্ব্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। তিনি বর্দ্ধমান হইলে জ্ঞানাগ্নি হৃদয়ে অল্প অল্প প্রজ্বলিত হইতে হইতে ক্রমশঃ হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলে তখনই তাঁহার সমীপস্থ হইতে হইবে। তাঁহার সমীপস্থ হইবার জন্যই, তাঁহার সমীপস্থ হইতে পারিলে সকল দুঃখের অবসান হইতে পারিবে বলিয়াই, নানা অনুষ্ঠান-নিবন্ধনের মধ্য দিয়া এক এক বার তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পায়। যজ্ঞাদি কর্ম্ম পদ্ধতি—অগ্রসর হইবার প্রচেষ্টা। তদ্দ্বারাই হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে, পথ দেখিবে কি প্রকারে? আলোক-বর্ত্তিকা না থাকিলে, অন্ধকারে কেহ অগ্রসর হইতে পারে কি?

এ যেমন যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আছে দেখিয়া যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞাহুতি প্রদানের জন্য অগ্নির সমীপবর্ত্তী হন, এবং যাঁহার যেমন সামর্থ্য, তিনি তদ্রূপ উপচার-সহযোগে যজ্ঞাহুতি প্রদান করেন, আর সেই সকল যজ্ঞাহুতির ফলে, অগ্নিদেব ক্রমশঃই যেমন বর্দ্ধমান্ হইয়া উঠেন; অন্তরে যজ্ঞাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে, সাধক ভক্ত সেইরূপ যজ্ঞাহুতির উপচার-সমূহ ডালি দিয়া আনন্দে ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হন। সে আহুতির ফলে, জ্ঞানাগ্নি বৃদ্ধি পায়; তদ্দ্বারা মানুষ মুক্তির সমীপস্থ হয়। (৩অ—২৩ক-১ম)।

—— • ——

চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।

সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ২৪ ॥

* • *

মন্ত্রার্থসারণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে দেব।) 'স' (স ত্বং) 'সূনবে' (পুত্রায়) 'পিতা ইব' (জনকবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং 'সূপায়নঃ' (অনায়াসলভ্যঃ, সুগমঃ) ভব' এধি), 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্বস্তয়ে' (কল্যাণার্থং) 'সচস্ব' (সমবেতো ভব)। অস্মদনুগ্রহার্থং যজ্ঞস্থলং হৃদয়ং বা আগচ্ছ; পিতা ইব জ্ঞানদাতা ভব। ইতি ভাবঃ। (৩অ-২৪ক—১ম)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

পিতা যেমন পুত্রের অনায়াসলভ্য, হে অগ্নিদেব, আপনি সেইরূপ আমাদের অনায়াস-লভ্য হউন; সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গল-বিধানের জন্য (পিতার ন্যায় জ্ঞানদাতা হইয়া) উপস্থিত থাকুন। (১ম—২৪ক—১ম)।

* • *

ভাষ্য (মহীধরকৃত)।

হে অগ্নে। [illegible] স পূর্ব্বোক্তস্ত্বং নোঽস্মাকং সুপায়নো ভব। সুখেনোপৈতুং [illegible] ভবাব্যা। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সূনবে পিতেব যথা পুত্রায় পিতা [illegible] কিং চ নোঽস্মাকং স্বস্তয়ে ক্ষেমায় সচস্বাস্মেম কর্ম্মণা সমবেতো ভব। ষচ সমবায়ে ইতি ধাতুঃ (ধা০ ১১৬।২৩২৮) যদ্বা সচস্ব সেবস্ব। ষচ সেবনে (ধা০ ৬।২)॥ (৩অ—২৪ক-১ম)।

* • *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধ-সূচনায় এই মন্ত্রটীতে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র-সমূহের সকল ভাবের পূর্ণ পরিস্ফুটন হইয়াছে। বিচ্ছেদ-ব্যবধানের যে সঙ্কোচ—দূরত্বের যে অন্তরায়—সাধনার প্রথম স্তরে বিদ্যমান্ থাকে, এখানে সে সঙ্কোচ—সে অন্তরায়—দূরে গিয়াছে।

পুত্রের আপদে-বিপদে পুত্রের আকুল আহ্বানে, পিতা কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। পিতার স্নেহ দৃষ্টি সর্ব্বদা পুত্রের মঙ্গলের প্রতি ন্যস্ত থাকে। পিতা যেমন পুত্রের আনন্দে আনন্দ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের ঐশ্বর্য্য সম্ভ্রমে গৌরবান্বিত হন; আবার পিতা যেমন পুত্রের দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের অসম্ভ্রমে অনুতপ্ত হন, সুখে দুঃখে তেমন সমানুভূতি সংসারে আর কাহার আছে! তিনি নমস্য, অথচ স্নেহময়; তিনি পূজার্হ, অথচ স্নেহের তনয়কে মস্তকে ধারণ করেন।

পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ ভাবের মধ্য দিয়া ভগবানকে দর্শন—এ এক উচ্চ আদর্শ—এ এক অতি মহান্ লক্ষ্য!

এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে, তেমন পুত্র হইতে হইবে—পিতা যে পুত্রের নিকট অনায়াস-লভ্য হন। এ মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, তেমন পুত্র হইতে হইবে—যাহার মঙ্গল-বিধান-জন্য পিতা সর্ব্বদা নিকটে উপস্থিত থাকেন। সে কেমন পুত্র? দুর্ব্বিনীত দুরাচার পুত্র পিতার নিকট পৌঁছিতে স্বতঃই সঙ্কোচ বোধ করে। পিতাও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু যে পুত্র সরল ও সুধীর সত্যপরায়ণ, পিতার নিকট পৌঁছিতে তাহার সঙ্কোচ নাই। পিতাও সেই পুত্রের নিকট উপস্থিত থাকিতে আনন্দ অনুভব করেন।

যখন মনে করিব,—'অগ্নিদেব, তুমি স্বর্গের দেবতা'; তখন তুমি দূরে—অতি দূরে রহিলে! যখন মনে করিব,—'অগ্নি, তুমি দাহিকা-শক্তিসম্পন্ন, তোমার নিকট উপস্থিত হইলেই আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া যাইব; তখন তুমি দূরে—আরও দূরে রহিলে না কি?' যাঁহারা সাধারণ দেবভাবে অগ্নির উপাসনা করেন, তাঁহারা তো দূরেই আছেন! যাঁহারা জড়ভাবে জ্বালাময় অগ্নিকে দর্শন করেন, তাঁহারা তো আরও দূরে পড়িয়া রহিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহার সহিত পিতাপুত্রের নৈকট্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি তো আর দূরের বস্তু নহেন! তখন তিনি নিকটে—অতি নিকটেই বিদ্যমান নহেন কি?

এ মন্ত্রের অর্থ অনুধাবন করিলে, অগ্নি নামে কাহাকে যে আহ্বান করা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপ বোধগম্য হয়। তোমার সম্মুখে ঐ যে অগ্নি জ্বলিতেছে, এ অগ্নি—সে অগ্নি নয়। অগ্নিদেব নাম দিয়া যে মূর্ত্তি গঠন করিয়া তোমরা তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা করিতেছ, এ অগ্নি—সে অগ্নিও নহেন। পরন্তু, এ অগ্নি যাঁহার রূপ-কণা, এ অগ্নি যাঁহার বিভূতির বিকাশ-মাত্র; এ অগ্নি যাঁহার নাম-রূপ বা গুণের অংশীভূত, এখানে সেই তাঁহাকেই মনে করা হইয়াছে। এ অগ্নি—সেই অগ্নি, যিনি বিশ্বরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান আছেন। এই

২। জ্ঞানস্বরূপ সেই অগ্নিদেবতা আমাদিগের আশ্রয়দাতা এবং ধনদানে প্রসিদ্ধ হন। হে জ্ঞানদেবতা! আপনি আমাদিগের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হউন; এবং আমাদিগকে অতি দীপ্তিপ্রদ সেই পরমধন প্রদান করুন। (৩অ—২৫ক—১২ম)।

* . *

মন্ত্রভাষ্যং। (মহীধরকৃতং)।

চত্বারো দ্বিপদা বিরাড় অগ্নিদৈবত্যাঃ। দশার্ণপাদা বিরাট্। বন্ধ্বাদিদৃষ্টাঃ। হে অগ্নে! গার্হপত্য! ত্বং নোঽস্মাকম্ অন্তমঃ অন্তিকতমঃ সর্ব্বদা সমীপবর্ত্তী ভব। অম গত্যৌ ভজনে শব্দে অমতি সমীপং প্রাপ্নোতীত্যন্তিকম্ অতিশয়েনান্তিকম্ অন্তমঃ অংশব্দান্তমপ্। যদ্বান্তিকশব্দান্তমপি পৃষোদরাদিত্বেন (পা০ ৬।৩।১০৯) সাধুঃ। উতাপিচ ত্রাতা পালয়িতা। শিবঃ শান্তঃ। বরূথ্যঃ বরূথায় হিতো বরূথ্যঃ তাদৃশশ্চ ভব। পুত্রাদিসমূহো বরূথঃ। যদ্বা বরূথং গৃহং (নিঘ০ ৩।৪)। তস্মৈ হিতো ভব। কিম্ভূতঃ ত্বং? বসুঃ বাসয়তীতি বসুঃ। জনানাং বাসয়িতা। তথা অগ্নিঃ। অঙ্গতীত্যগ্নিঃ। অগি গতৌ। আহবনীয়াদিরূপেণ গমনশীলঃ। তথা বসুশ্রবাঃ বসুনা ধনেন শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্যাসৌ বসুশ্রবাঃ। ধনপ্রদোঽয়মিতি যস্য কীর্ত্তিরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ হে অগ্নে! ত্বমচ্ছ নক্ষি। অভিপ্রাপ্নুহি অস্মান্। অচ্ছাভেরাপ্তুমিতি শাকপূণিঃ (নিরু ৫।২৮) নক্ষতিরাপ্নোতিকর্ম্মা। যদ্বা হে অচ্ছ নির্ম্মলস্বভাব অগ্নে! নক্ষি অস্মদ্ধোমস্থানং গচ্ছ। নক্ষ গতৌ। যদা যদা বয়ং জুহুয়াম তদা সমাগচ্ছেত্যর্থঃ। কিঞ্চ দ্যুমত্তমং রয়িং দাঃ অতিদীপ্তিযুক্তং রয়িং ধনং দেহি। দদাতের্লুঙি রূপং। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ (পা০ ৬।৪।৭৫)। (৩অ—২৫ক—১-২ম)॥

* . *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— §‡•=•‡§ ——

ভাষ্য-সমূহে এবং ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—গার্হপত্যাগ্নিকে সম্বোধন করিয়া এই কণ্ডিকার মন্ত্র-দুইটী প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে গার্হপত্যাগ্নে! তুমি আমাদিগের নিকট এস এবং আমাদিগের ত্রাতা ও কল্যাণকর হও।' দ্বিতীয় মন্ত্রে, ঐ অগ্নিকেই বসু-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সে পক্ষে প্রার্থনা এই যে,—'হে বসু, আপনি আমাদিগের পক্ষে ধনের বর্ষণকারী হউন এবং আমাদিগকে দ্যুতিমান্ ধন দান করুন।'

এখানেও এ মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার সম্বোধন প্রতিপন্ন হয়। তাঁহাকে ভিন্ন সমীপস্থ হইবার জন্য আর কাহাকে আহ্বান করা সঙ্গত হয়? পরমধনই বা অন্য আর কে দিতে পারেন? আমাতে ব্যাপ্ত হউন; আমাকে দান করুন, আপনার কৃপায় আমরা পরমধন প্রাপ্ত হই;—জ্ঞানদেবতা-পক্ষেই এরূপ প্রার্থনার সঙ্গতি দেখি। (৩অ—২৬ক—১-২ম)।

——— ০ ———

ষড়্‌বিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ষড়্‌বিংশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ।

(২) স নো বোধি শ্রুধী হবমুরুষ্যা ণো অঘায়তঃ সমস্মাৎ ॥ ২৬ ॥

অর্থানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। 'শোচিষ্ঠ' (হে দীপ্তিমান) 'হে 'দীদিবঃ' (সর্ব্বস্য দীপয়িতঃ), তং (পূর্ব্বোক্ত-গুণযুক্তং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সুম্নায়' (সুখার্থং) 'সখিভ্যঃ' (সখ্যভাবসমত্বরক্ষার্থং) 'নূনং' (নিশ্চয়েন, ইদানীং) 'ঈমহে' (যাচামহে, প্রার্থয়ামহে)।

২। 'স' ত্বং 'অস্মান্' (ভবৎসেবকান্) 'বোধি' (বুধ্যস্ব সৎকর্ম্মণি ইতি যাবৎ), 'হবং' (অস্মদীয়মাহ্বানং) 'শ্রুধী' (শৃণু) 'সমস্মাৎ' (সর্ব্বস্মাৎ) 'অঘায়তঃ' (শত্রোঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'উরুষ্য' (রক্ষ) [illegible] ভবান্ সর্ব্বেভ্যঃ শত্রুভ্যঃ অস্মান রক্ষতু। ইতি ভাবঃ। (৩অ ২৬ক—২ম)।

১। হে দীপ্তিমান (জ্ঞানদেব! [illegible] আপনি সকলকে দীপ্তিপ্রদান করেন; দীপ্তিদানগুণবিশিষ্ট আপনাকে আমাদিগের সুখের জন্য এবং আমাদিগের সহিত আপনার সখ্যভাবসমত্ব রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

২। সেই আপনি আমাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবুদ্ধ করুন (সৎকর্ম্মে) প্রবুদ্ধ করুন, আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন; এবং সকল প্রকার শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। (৩অ—২৬ক—২ম)।

মহীধরভাষ্য।

হে শোচিষ্ঠ দীপ্তিমত্তম! হে দীদিবঃ! সর্ব্বস্য দীপয়িতঃ! তং পূর্ব্বোক্তগুণযুক্তং ত্বা ত্বাং সখিভ্যোঽর্থায় সুম্নায় দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী সুম্নং সুখং নূনং নিশ্চয়েন ঈমহে যাচামহে। যদ্বা সুম্নায় সুখার্থং সখিভ্যোঽস্মৎসখীনামুপকারায় চ ত্বামীমহে। স ত্বং নোঽস্মান্ ভবৎসেবকান্-বোধি বুধ্যস্ব হবমস্মদীয়মাহ্বানং শ্রুধী শৃণু। সমস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অঘায়তঃ শত্রোর্নোঽস্মানুরুষ্য

ঋক্ষ। সমশব্দঃ সর্ব্বপর্য্যায়ঃ॥ শোচিরিতি জ্বালানাম (নিঘ০ ১।১৭।৬) শোচিরস্যাস্তীতি শোচিষ্মান্ মতুপ্। ছান্দসত্বেন শোচিষ্মান্ শোচিষ্ঠঃ অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ (পা০ ৫।৩।৫৫)। বিন্মতোর্লুক্ (পা০ ৫।৩।৬৫) মতুপো লুক্॥ দীদিবঃ দিবেজ্জ্বলনার্থস্য লিডাদেশবসন্তস্য রূপং। মতুবসো রু সম্বুদ্ধৌ ছন্দসি (পা০ ৮।৩।১) রুত্বং॥ বোধি। বুধ জ্ঞানে লোণ্মধ্যমৈকবচনে সেহ্যপিচ্চ (পা০ ৩।৪।৮৭) হিঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্ (পা০ ২।৪।৭৩)। হুঝল্ভ্যো হের্ধিঃ (পা০ ৬।৪।১০১)। ছন্দসি গুণাভাবো। শ্রুধী। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্ধিঃ। সংহিতায়ামন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘঃ (পা০ ৬।৩।১৩৭)॥ উরুষ্য উরুষ্যতীতি রক্ষণকর্ম্মা। ঋচি তুনুঘেত্যাদিনা (পা০ ৬।৩।১৩৩) দীর্ঘঃ। নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্য ইতি (পা০ ৮।৪।২৭) ন ইত্যস্য ণত্বং॥ অঘায়তঃ। অঘং পরস্যেচ্ছতি অঘায়তি। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্ ইত্যত্র (পা০ ৩।১।৮) ছন্দসি পরেচ্ছায়ামপি বক্তব্যমিতি ক্যচ্। অশ্বাঘস্যাদিত্যাকারঃ (পা০ ৭।৪।৩৭) অঘায়তীত্যঘায়ন্। তস্মাৎ। অঘায়তেঃ শতৃপ্রত্যয়ে রূপং (৩অ ২৬ক—১-২ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এখানেও আমাদিগকে পূর্ব্বাপরের সম্বন্ধ দেখিতে পাই। ভাষ্যানুসারে বুঝা যায়,—প্রথম মন্ত্রে যজমান সর্ব্ববন্ধুজনের জন্য সুখ প্রার্থনা করিতেছেন, এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে অগ্নিকে যেন সম্বোধন করিতেছেন,—হে অগ্নি! তুমি আমাদের প্রতি দৃষ্টি কর এবং সকল পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যান না করিয়া জ্ঞানপক্ষে অর্থ-সামঞ্জস্য, পূর্ব্বাপর এই কয়েকটী মন্ত্রেই প্রত্যক্ষ হয়। অগ্নিকে উপাসনা করিতে করিতে জ্ঞানাগ্নিতে উপনীত হওয়া যায়। অগ্নিও 'শোচিষ্ঠ' (দীপ্যমান), জ্ঞানও 'শোচিষ্ঠ' (দীপ্যমান)। অগ্নিও অন্যকে দীপ্যমান্ অর্থাৎ প্রকাশ করেন, জ্ঞানও অন্যকে দীপ্যমান অর্থাৎ প্রকাশ করেন। অতএব, দুই পক্ষেই অর্থ সঙ্গত হয়। তবে সুখের জন্য (সুম্নায়) বা সখিত্বের জন্য (সখিভ্যঃ) আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি, এই যে বাক্য, এ পক্ষে একটু অসঙ্গতি-ভাব আসে। জ্ঞানের সখিত্ব সুখপ্রদ—ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং জ্ঞানদেবতার নিকট প্রার্থনাই ভাব-পক্ষে সঙ্গত হয়। 'সখিভ্যঃ' বহুবচনান্ত থাকায় বিবিধ পথে জ্ঞানদেবতার সখিত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রটীও সমান-ভাব প্রকাশ করে। আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করুন, আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন, শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন,—এবংবিধ প্রার্থনাও জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। তবে অগ্নির আহুতি-দানের সময় ঐরূপ আহ্বানের কারণ এই যে, ঐ অগ্নির উপাসনার দ্বারাই স্তরে স্তরে জ্ঞানাগ্নির নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। ইহাই তাৎপর্য্য। (৩অ—২৬ক—১-২ম)।

সপ্তবিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। সপ্তবিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

(১)　ইডহএহ্যদিতহএহি ॥

(২)　কাম্যা এত। ময়ি বঃ কামধরণং ভূয়াৎ ॥ ২৭ ॥

• • •

মন্ত্রস্য সরলা বাখ্যা।

১। 'ইডে' (হে স্তবনীয়ে) 'এহি' (অত্রাগচ্ছ), 'অদিতে' (অনন্তস্বরূপে) 'এহি' (অত্রাগচ্ছ)।

২। 'কাম্যাঃ' (সর্ব্বৈঃ কাময়িতব্যাঃ) যূয়ং 'এত' (আ ইত, আগচ্ছত), 'বঃ' (যুষ্মাকং) কামধরণং অভীষ্টফলপ্রদায়কত্বং) 'ময়ি' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'ভূয়াৎ' (অভীষ্টফলস্য ধারণং ভূয়াৎ। দেবানুগ্রহেণ মম অভীষ্টসিদ্ধি ভবতু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (৩অ—২৭ক—১-২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। হে স্তবনীয়, এখানে (আমার হৃদয়ে বা কর্ম্মে) আগমন করুন। হে অনন্তস্বরূপ। এখানে (আমাদিগের হৃদয়ে বা কর্ম্মে) আগমন করুন।

২। হে সকলের কাময়িতব্য (কামনার ধন)। আপনারা এখানে (আমার হৃদয়ে বা কর্ম্মে) আগমন করুন। আপনাদিগের অভীষ্টফল-প্রদায়কত্ব এই প্রার্থনাকারীর অভীষ্টফলের ধারক হউক (আপনারা অভীষ্টফলদাতা, আমায় অভীষ্ট-ফল দান করুন)। (৩অ—২৭ক—১-২ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১২।৮) গাং গচ্ছতীডহএহীতি। হে যজ্ঞিয় গবো। হে ইডে। এহি। হে অদিতে এহি আগচ্ছ হোমস্থানং। ইডা মনোর্দুহিতা। অদিতির্দেবমাতা। ইডা মনুমিবাস্মানেহি। অদিতিরাদিত্যানিব বাস্মানেহি। আশ্বস্তুচ্ছদস্তুদ্দর্শিদেনার্থ.॥ (কা০ ৪।১২।৯) কাম্যাঃ এতেত্যা-লভত ইতি। গামালভতে। মনুষ্যাণাং হেতাস্থ কামাঃ প্রবিষ্টা ইতি কাম্যাঃ। হে কাম্যাঃ! সর্ব্বৈঃ কাময়িতব্যাঃ! যূয়মেত আ ইত আগচ্ছত। বো যুষ্মাকং কামধরণং কামানাং ধরণং অপেক্ষিত-ফলধারকত্বং যদস্তি তৎ ময়ি অনুষ্ঠাতরি ভূয়াৎ যুষ্মৎপ্রসাদাদহমভীষ্টফলস্য ধারয়িতা ভূয়াস-মিত্যর্থঃ। অহং বঃ প্রিয়ো ভূয়াসমিতি শ্রুতিরব্রাচষ্টে (২।৩।৪।২৪)॥ (৩অ—২৭ক—১-২ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———‡•‡———

ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতে করিতে একটী গাভীর নিকট গমন করিতে হইবে; এবং মন্ত্রে মনুর কন্যা ইলাকে (ইড়া) এবং দেবমাতা অদিতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে ইলা! তুমি এস; হে অদিতি! তুমি এস।' দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রক্রিয়া-সম্বন্ধে ভাষ্যাভাষে প্রকাশ—'ঐ মন্ত্র একটী গাভীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।' সে পক্ষে, দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ এই যে,—'হে গাভী (গাভীসকল)! তোমরা সকলের কামনার সামগ্রী। অতএব, তোমরা এখানে এস। আমাদিগকে প্রদানের জন্য যে ফল তোমরা ধারণ করিয়া আছ, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর।' ফলতঃ, গোরুর পূজা ও গোরুর নিকট কাম্য-ফল প্রার্থনা—ইহাই এ মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ।

এখন, আমরা যে পক্ষে যে ভাব পরিগ্রহ করিয়াছি, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। প্রথম—'ইড়ে' পদ। 'ইড়া' বা 'ইলা' শব্দ স্তুত্যর্থক 'ঈড়্' (ঈল) ধাতু হইতে উৎপন্ন। বেদে নানা-স্থানে ঐ পদ বাক্শক্তি ও ভক্তিযোগে প্রযুক্ত দেখি। তাহাতে ঐ পদে স্তবনীয় যাহা, যিনি বা যাঁহারা স্তুতিযোগ্য) অর্থই সর্ব্বত্র সঙ্গত বুঝিয়াছি। এ বিষয় একাধিক স্থানে আলোচনা করিয়াছি। এখানে পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। 'অদিতি' পদও যে 'অনন্তকে' বুঝায়, তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং 'ইড়ে' ও 'অদিতে' সম্বোধনে ভক্তিযোগাকে এবং অনন্ত-স্বরূপ দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে—তাহাই বুঝিতে পারি।

দ্বিতীয় মন্ত্রেই বা, কোথাও কিছু নাই—হঠাৎ, গাভীসকলকে সম্বোধন আছে—কেন মনে করিব? 'কাম্যাঃ' পদে সকলের কামনীয়া সকলের আরাধনীয়া দেবীগণকে (ভগবদ্বিভূতিসমূহকে) আহ্বান করা হইয়াছে—প্রতিপন্ন হয়। কাম্যফল গাভীসকল কদাচ দান করিতে পারে না; দেবতাগণই (ভগবদ্বিভূতি দেবভাব-সমূহই) সে ফল প্রদান করেন; প্রার্থনা তাঁহাদিগকেই করা হইয়াছে। ইহাই নিঃসংশয়িত হয়। (৩অ—২৭ক—১-২ম)।

——— ১ ———

অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে।

কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ ॥ ২৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে 'ব্রহ্মণস্পতে' (ব্রহ্মণস্পতিনামকদেব) 'সোমানং' (যজ্ঞানুষ্ঠাতারং, প্রার্থনাকারিণং মাং) স্বরণং (দেবেষু প্রকাশবন্তং, দেবানুগ্রহপ্রাপকং) 'কৃণুহি' (কুরু), 'কক্ষীবন্তং' (পাপযুক্তং জনং, পাপাত্মনং ইব) 'যঃ' (কক্ষীবান্) 'ঔশিজঃ' (অগ্নিসংস্কারজাতঃ, জ্ঞানাগ্নিনা বিশুদ্ধীকৃতঃ)। পাপাত্মা যথা জ্ঞানাগ্নিনা বিশুদ্ধীকৃতঃ সন্ দেবসন্নিকর্ষং লভতে তদ্বৎ, হে দেব, মাং পাপিনমপি দেবেষু প্রকাশবন্তং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। (৩অ—২৮ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ব্রহ্মণস্পতি দেব! জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত হইলে পাপাত্মা যেমন দেবসন্নিকর্ষ লাভ করে, আমার ন্যায় (পাপী) প্রার্থনাকারীকেও (যজ্ঞানুষ্ঠাতাকেও) সেইরূপ (জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া) দেবানুগ্রহ-লাভের অধিকারী (উপযুক্ত) করুন। (৩অ—২৮ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১২।১০) সোমানমিত্যাদ্যৃচকং ত্র্যচোপায়নকং। তত্ততাপরেণাহবনীয়ং প্রাগুত্তিষ্ঠন্-বর্চ্চং জপতীতি সূত্রার্থঃ। সোমানং স্বরণং তৃচো গায়ত্রো ব্রহ্মণস্পতিদেবত্যাস্তেনৈব দৃষ্টাঃ। অগ্নিমীক্ষমাণস্য যজমানস্য জপে বিনিযুক্তঃ। হে ব্রহ্মণস্পতে বেদস্য পালক! সোমানং সোমানামভিযোতারং। স্বরণং স্বৃ শব্দোপতাপয়োঃ শব্দয়িতারং। কৃণুহি কুরু। মামিতি শেষঃ। সুনোতীতি সোমা তং। অন্যেভ্যোঽপিদৃশ্যন্তে ইতি (পা০ ৩।২।৭৫) মনিন্। স্বরতীতি স্বরণঃ নন্দ্যাদিত্বাৎ (পা০ ৩।১।১৩৪) ল্যুঃ। সোমযাগকর্ত্তারং স্তুতিরূপশব্দযুক্তং চ ধনপ্রদানৈর্মাং কুর্ব্বিত্যর্থঃ তত্রোপমানমুচ্যতে। কক্ষীবন্তং কক্ষীবন্নামকমৃষিং দীর্ঘতমসং পুত্রং যথা সোমযাগযুক্তং স্তুতিযুক্তং চ কৃতবানসি তথা মাং কুরু। উপমানদ্যোতক ইবশব্দোঽত্র লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ। কোঽসৌ কক্ষীবান্। য ঔশিজঃ উশিজঃ পুত্রঃ উশিক্ কক্ষীবতো মাতা॥ ২৮॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§:•⌒•:§—

ভাষ্যে প্রকাশ,—এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্ত্তী আটটী মন্ত্র, অগ্নি দর্শন করিতে করিতে, পূর্ব্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। ঐ মন্ত্র-কয়েকটী আহবনীয়োপস্থানের মন্ত্র।

ঋগ্বেদেও এই মন্ত্রটী দৃষ্ট হয়। আর তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেখিয়া দেবতা-সম্বন্ধে এবং আমাদিগের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে সংশয়ীর চিত্তে সংশয়-সন্দেহ ঘনীভূত হয়। মন্ত্রের

অন্তর্গত "কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ" বাক্য সেই সংশয়-সন্দেহ বৃদ্ধির হেতুভূত। ঐ বাক্যের প্রচলিত অর্থ এই যে, 'উশিকের পুত্র, কক্ষীবানের মত।' তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'কলিঙ্গরাজমহিষীর দাসী উশিকের গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরষে যে কক্ষীবান্ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যেমন (নীচ-বংশজ হইয়াও) দেবগণের নিকট প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, হে ব্রহ্মণস্পতি দেব, প্রার্থনাকারী আমায়, সেইরূপ দেবগণ-সমীপে প্রতিষ্ঠান্বিত করিয়া দেন।'

এখন বুঝিয়া দেখুন, মন্ত্রের এইরূপ অর্থ যদি নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাতে কতগুলি দোষ আসিয়া পড়ে। প্রথমতঃ, অনিত্য বস্তুর (উশিকের ও তাহার পুত্র কক্ষীবানের সহিত) সম্বন্ধযুত হওয়ায়, বেদবাক্যের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যভিচারের প্রশ্রয় প্রকাশ পায়। তৃতীয়তঃ, বেদের মধ্যে অসভ্য-সমাজের কথা লিখিত আছে, প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং বেদবিরোধিগণের তখন আর আহ্লাদের সীমা থাকে না। বেদ যে কিছুই নয়, বেদ যে অসার অনিত্য বস্তু, বেদ যে সত্যসত্যই 'চাষার গান', তখন এই প্রতিধ্বনিই গগন বিদীর্ণ করিতে থাকে।

অথচ, বলা বাহুল্য, মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ভ্রান্তিই পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থের সূচনা করিয়াছে মাত্র। 'কক্ষীবান' শব্দে কক্ষীবান্ নামক কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝাইতেছে না। ঐ শব্দের অর্থ—'পাপাত্মা'। 'হিংসা'-অর্থমূলক 'কস্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। ব্যাকরণানুসারে 'কক্ষীবান্' পদ সিদ্ধ হইতে পারে না বলিয়া, সায়ণাচার্য্যও উহাকে 'নিপাতনসিদ্ধ পদ' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 'কক্ষ' অর্থাৎ 'হিংসা' বা পাপ যাহার আছে বা যাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কক্ষীবান। 'কক্ষীবান্' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন—'কক্ষীবন্তং'। 'কক্ষীবান্' শব্দের অর্থ—পাপী, পাপাত্মা। আর 'ঔশিজঃ' শব্দের অর্থ,—অগ্নিসংস্কারজাত অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত। তাহাতে মন্ত্রের ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে,—'ভগবানের অনুগ্রহ হইলে পাপাত্মা যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, হে দেব, আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ কর। আমি যেন (আপনাদের অনুগ্রহে) দেবগণকে প্রাপ্ত হই।'

মনুষ্য-মাত্রেই পাপের সহিত সংশ্রবযুক্ত; মানুষকে পাপে ঘেরিয়া আছে; মনুষ্য-জন্মই পাপহেতুভূত। ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, ভগবানের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে ক্রমশঃ সেই পাপের ক্ষয় হয়; এবং পাপক্ষয়নিবন্ধন ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। এখানে প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনার করুণায় কত পাপী কত প্রকারে উদ্ধার পাইয়াছে! জানি, আমি ঘোর নারকী; জানি, আমি ঘোর পাতকী; কিন্তু আপনি যে পাপিত্রাতা, দুষ্কৃতজনের প্রতি একবার আপনি করুণা-নেত্রে দৃষ্টিপাত করুন। আমি যেন দেবসকাশে প্রকাশ পাই,—আমি যেন দেবোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত হই। আমার কর্ম্ম, আমার অনুভাবনা, আমায় যেন দেবত্বে পৌঁছাইয়া দেয়।' এ মন্ত্র এতাদৃশ শিষ্ট, সৎ ও উচ্চভাবপূর্ণ। (৩অ—২৮ক—১ম)।

ঊনত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ঊনত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

যো রেবান্ যো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।

স নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ ॥ ২৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (ব্রহ্মণস্পতিঃ) 'রেবান' (ধনবান) 'অমীবহা' (রোগানাং হন্তাঃ) 'বসুবিৎ' (ধনদাতা) 'পুষ্টিবর্দ্ধনঃ' (পুষ্টের্ব্বর্দ্ধয়িতা) 'যঃ' 'তুরঃ' (শীঘ্রফলদশ্চ) সঃ 'নঃ' (অস্মান) 'সিষক্তু' (সেবতাং, অনুগৃহ্ণাতু)। হে ধনদ শান্তিপ্রদ ব্রহ্মণস্পতিদেব। অস্মাকং প্রতি ত্বরয়া প্রসন্নো ভব। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (৩অ - ২৯ক - ১ম)।

বঙ্গানুবাদ

যিনি (যে ব্রহ্মণস্পতি দেবতা) ধনবান, রোগশান্তিকারক, ধনদাতা, পুষ্টিবর্দ্ধক এবং যিনি শীঘ্রফলদাতা, তিনি (সেই দেবতা) আমাদিগকে (সত্বর) অনুগ্রহ করুন। (৩অ—২৯ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্য (মহীধরকৃত)।

যে ব্রহ্মণস্পতিঃ রেবান্ ধনবান্। যশ্চামীবহা অমীবস্য রোগস্য হন্তা। অম রোগে। অমেরীবঃ। বসুবিৎ বসু ধনং বেত্তীতি যশ্চ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ পোষণস্য বর্দ্ধয়িতা যশ্চ তুরঃ। তুর বেগে ইগুপধেতি (পা০ ৩।১।১৩৫)। বঃ বেগবান অবিলম্বেন কারী। স ব্রহ্মণস্পতিনোঽস্মান্ সিষক্তু সেবতাং সিষক্তি সচতঽইতি সেবমানস্য (নি০ ৩।২১) যদ্বা নয়চ্চ পুত্রঃ প্রার্থতে। যঃ পুত্রো রেবান্ ধনবান যশ্চ ব্যাধেঃহন্তা জপাদিনা যো ধনস্য লব্ধা পুষ্টেশ্চ বর্দ্ধয়িতা যঃ তুরঃ শীঘ্রকারী তাদৃশঃ পুত্রোঽয়েঃ প্রসাদাস্নোঽস্মান সিষক্তু সেবতাং ॥ (১অ - ২৯ক ২ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— ১·১ ——

এই মন্ত্রটি, ইহার পূর্ব্বের মন্ত্রটি এবং ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রটী - এই তিনটী মন্ত্র ঋগ্বেদ (১ম—১৮সূ—১।২।৩ ঋ) আছে। সুতরাং এই তিনটি মন্ত্রের সায়ণ-কৃত ভাষ্যও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ঐ দুই ভাষ্য তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখি মন্ত্রার্থ-নিষ্কাষণে দুই ভাষ্যকার দুই পথে প্রয়াণ করিয়াছেন। প্রথম মন্ত্রটিতে (অষ্টাবিংশ কণ্ডিকার "সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবন্তং যঃ ঔশিজঃ) উক্তবেই 'কক্ষীবন্তং' পদে উশিকের

গর্ভসম্ভূত দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র কক্ষীবন্‌কে লক্ষ্য করিয়াছেন। তবে সায়ণের ভাষ্যে নূতন কথা এই আছে যে, কলিঙ্গরাজের দাসী উশিকের গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে কক্ষীবন্ জন্মগ্রহণ করেন। মহীধরে সে উপাখ্যান নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা মত, তাহা মন্ত্রার্থ-আলোচনায় পূর্ব্বেই (২৮৭—২৮৮ পৃষ্ঠা দেখুন) প্রকাশ করিয়াছি।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে দুই ভাষ্যকারের মধ্যে বিশেষ মত-পার্থক্য না থাকিলেও, এই কাণ্ডিকার এই মন্ত্রটির অর্থ-সম্বন্ধে এবং ইহার পরবর্ত্তী কণ্ডিকার (ত্রিংশ কণ্ডিকার) অর্থ-বিষয়ে বিশেষ মতান্তর দেখিতে পাই। যজুর্ব্বেদের ভাষ্যে দেখি,—এই মন্ত্রে ব্রহ্মণস্পতি দেবতার নিকট পুত্র-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'যে পুত্র ধনবান, যে পুত্র ব্যাধির নাশক, যে পুত্র জপাদির দ্বারা ধনলাভে পুষ্টিবর্দ্ধনসমর্থ, যে পুত্র শীঘ্রকর্ম্মা, অগ্নিদেবের প্রসাদে তাদৃশ পুত্র আমাদিগকে সেবা করুক।' মহীধর-ভাষ্যে এই ভাব প্রকাশমান বটে; কিন্তু সায়ণ-ভাষ্যে এ ভাবের উক্তি কিছুই নাই। *

যাহা হউক, এই মন্ত্রটীর প্রার্থনা কি এবং যে দেবতার উদ্দেশে সে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে,—সেই দেবতাই বা কি গুণসম্পন্ন, মন্ত্রে তাহার কি পরিচয় পাই? প্রথমতঃ, ইহসংসারে মানুষের যাহা কিছু প্রয়োজন, এই মন্ত্রটিতে ব্রহ্মণস্পতির বিশেষণে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে—দেখিতে পাই। তিনি ধনবান এবং ধনদাতা; তিনি রোগনাশক এবং পুষ্টিবর্দ্ধন-কারী; আবার তিনি শীঘ্র ফল প্রদান করেন, তাঁহার নিকট শীঘ্র অনুগ্রহ পাওয়া যায়। এমন ভাবে ভগবানকে দেখিতে না পারিলে, মানুষের চিত্ত সহসা ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। মানুষ যাহাতে ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হয়, তজ্জন্যই এই মন্ত্রের সার্থকতা। এ মন্ত্র মানুষকে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমাদিগকে সেই অনুগ্রহ করুন,—আমাদিগের চিত্ত যেন আপনাতে সর্ব্বথা ন্যস্ত হয়।' (৩অ—২৯ক—১ম)।

—— • ——

ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

মা নঃ শꣳসো৺অররুষো ধূর্ত্তিঃ প্রণঙ্মর্ত্ত্যস্য।
রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে ॥ ৩০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মর্ত্ত্যস্য' (জনস্য প্রকৃতিগতস্য, জনমূলতস্য) 'অররুষঃ' (শত্রুরূপস্য) 'ধূর্ত্তিঃ' (হিংসা) 'শংসঃ' (অধিক্ষেপঃ, শাপবাক্যঞ্চ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা প্রণক্' (মা পৃণক্তু মা স্পৃশতু), 'ব্রহ্মণস্পতে' (হে দেব) 'নঃ' (অস্মান্) 'রক্ষ' (তাভ্যাং হি নির্লিপ্তান কুরু অস্মান্ হিংসাদ্বেষাদিরহিতান্ কুরু ইত্যেবং প্রার্থনা। (৩অ—৩০ক—১ম)।

* আমাদের 'ঋগ্বেদ-সংহিতায়' ৯১২ ও ৯১৩ পৃষ্ঠায় সায়ণের ভাষ্য দেখুন।

বঙ্গানুবাদ।

মানুষের স্বাভাবিক (মনুষ্য-সুলভ) শত্রু-স্বরূপ হিংসা অভিশাপাদি আমাদিগকে যেন স্পর্শ করিতে না পারে (আমরা যেন হিংসাদ্বেষ-পরায়ণ না হই)। হে ব্রহ্মণস্পতি দেব! আমাদিগকে (সেই সকল শত্রু হইতে) রক্ষা কর (নির্লিপ্ত রাখ)। (৩অ—৩০ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

রা দানে ইতি ধাতোঃ কসু নঞস্তস্য ষষ্ঠ্যেকবচনে ররুষ ইতি রূপং। ররৌ ইতি ররিবাং-স্তস্য ররুষঃ। দানং কৃতবত ইত্যর্থঃ। তস্য নিষেধাদররুষ ইতি। কদাচিদপি হবির্দ্দান-মকৃতবত ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্য মর্ত্ত্যস্য মনুষ্যস্য শংসো ধূর্ত্তিশ্চ নোঽস্মান্মা প্রণক্ প্রকর্ষেণ ব্যাপ্নোতু। নশির্ব্যাপ্ত্যর্থঃ। যদ্বা নশ অদর্শনে। মা প্রণক্ প্রকর্ষেণ মা নাশয়তু। শংসনং শংসোঽনিষ্টচিন্তনং। ধূর্ত্তি হিংসা। ধ্বরতি ধূর্ব্বতীতি বধকর্ম্মসু পঠিতত্বাৎ (নি০ ২।১৯)। শত্রুকৃত অনিষ্টচিন্তনং শত্রুকৃতা হিংসা চাস্মান্মা ব্যাপো ত্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ হে ব্রহ্মণস্পতে বেদস্যপালকাগ্নে নোঽস্মান্ রক্ষ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি (পা০ ৬।৩।১৩৫) সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। ণত্বং পূর্ব্ববৎ॥ (৩অ—৩০ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§ঃ•⊃•ঃ§——

সায়ণ-ভাষ্যে এ মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত, তাহাতে সাধারণ মানুষ-শত্রুকে লক্ষ্য আছে। কিন্তু যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার বলেন,—'যাহারা যজ্ঞকর্ম্ম করে না, তাহাদিগকেই এখানে শত্রু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।' মন্ত্রের দুইরূপ দুইটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে দুই ভাষ্যকারের অনুমোদিত মন্ত্রের প্রচলিত দুই প্রকার অর্থের স্বরূপ উপলব্ধ হইতে পারিবে। মন্ত্রের দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ, যথা,—

(১) "উপদ্রবকারী মানুষের হিংসাযুক্ত নিন্দা আমাদিগকে স্পর্শ না করে, হে ব্রহ্মণস্পতি! আমাদিগকে রক্ষা কর।"

(২) "যাহারা যাগবিমুখ—কখনই দেবোদ্দেশে বা পিতৃগণোদ্দেশে কিছুমাত্র ব্যয় করে না, সেই নাস্তিক মনুষ্যের নৃশংস বুদ্ধি ও ধূর্ত্ততা আমাদিগকে যেন স্পর্শ না করে! হে ব্রহ্মণস্পতে! আমাদিগকে রক্ষা কর।'

আর যে অর্থ প্রচলিত, তাহা হইতে বুঝা যায়, এখানে এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'মানুষই মানুষের পরম শত্রু। মানুষ রূপ সেই পরম শত্রু আমাদিগের চারিদিকে ঘোরিয়া আছে; তাহাদের হিংসাদ্বেষে আমরা দারুণ জর্জ্জরিত, তাহাদের শাপবাক্যে কুৎসা-রটনায় আমরা বিষম বিব্রত।' সুতরাং প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্, এমন করুন, তাহারা যেন

মিত্ররূপে আসুন, হে দেব! আপনি আমার গতিকারক অর্য্যমা দেবতারূপে আসুন; হে দেব! আপনি আমার অভীষ্টপূরণ জন্য অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণ-দেবতা হইয়া আসুন।' এই তিন দেবতার নিকট এইরূপ ত্রিবিধ প্রার্থনা—সাধারণ পথ চলিবার সময় প্রয়োজন হয় না। তখন ঐ তিন দেবতার যে কোনও এক দেবতাই রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু শেষের সে দিনে মানুষ তিন ভাবেই তিন দেবতার সহায়তার প্রয়োজন অনুভব করে। এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত। তিন দেবতার নাম করিয়া তার পর 'ত্রীণাং' পদের প্রয়োগে ত্রিগুণসাম্যবিষয়ক প্রার্থনার ভাব মনে আসিতে পারে। 'অবঃ' অর্থাৎ পালন বা রক্ষার যে বিশেষণ তিনটী দেখি, তাহা পরমার্থ-প্রাপ্তি-সম্বন্ধ-মূলক বলিয়াই বুঝা যায়। রক্ষা—'দ্যুক্ষং' অর্থাৎ দীপ্তিমান; রক্ষা,—'দুরাধর্ষং' অর্থাৎ তিরস্কার করিতে অশক্য; রক্ষা—মহৎ;—এ সকলে, কোন্ অবস্থার বিষয় ব্যক্ত করে? মহাপ্রস্থানের পথে, পাপের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে, দিব্যদ্যুতি প্রকাশ পাউক,—যমদূতেরা তিরস্কারে অসক্ত হউক,—আমি পরাগতি লাভ করি,—এখানে এই ভাবই প্রকাশমান নহে কি? (৩অ—৩১ক—১ম)।

দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

ন হি তেষ'মমাচন নাধ্বসু' বারণেষু।
ঈশে রিপুরঘশ০ঁ্সং ॥ ৩২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'তেষাং' (দেবানুগ্রহপ্রাপ্তানাং জনানাং) 'অমাচন' (গৃহে অপি, দেহরূপগৃহাভ্যন্তরে ইতি ভাবঃ) 'অঘশংসঃ' (পাপস্য প্রশংসকঃ, পাপপ্রবর্দ্ধকঃ) 'রিপুঃ' (কামাদিশত্রুঃ) 'নহি ঈশে' (উপদ্রবায় সমর্থো ন ভবতি), তথা 'বারণেষু' (চৌরাদ্যুপদ্রবসঙ্কুলেষু রিপুশত্রুপরিপূর্ণেষু, দুর্গমেষু স্থানেষু) 'অধ্বসু' (মার্গেষু, সংসারযাত্রাকালেষু) রিপুঃ ন ঈশে ইতি শেষঃ। দেবানুগ্রহপ্রাপ্তানাং সাধকানাং ভয়কারণং ন বিদ্যতে ইতি ভাবঃ। (৩অ—৩২ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

মিত্রাদি দেবগণের অনুগ্রহপ্রাপ্ত জনগণের দেহরূপ গৃহাভ্যন্তরে, পাপপ্রবর্দ্ধক কামাদি রিপুশত্রুগণ উপদ্রব করিতে সমর্থ হয় না; বারণে (দুর্গমস্থানে) কিম্বা গতি-পথে (জীবন-যাত্রা-মধ্যে) শত্রু তাঁহাদিগকে কখনও হিংসা করিতে পারে না। (৩অ—৩২ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্য (মহীধরকৃতং)।

অমা শব্দো গৃহনামসু পঠিতঃ (নি০ ৪।৪)। চনশব্দোঽপ্যর্থে। অমাচন গৃহেঽপি বর্ত্তমানানাং তেষাং তথা বারণেষু চোরব্যাঘ্রাদয়ো যত্র স্থিতা নিবারয়ন্তি পথিকাস্তে বারণাস্তেষু চোরব্যাঘ্রভয়াস্তেষু অধ্বসু মার্গেষু বর্ত্তমানানাং তেষাং মিত্রার্য্যমবরুণৈস্ত্রিভির্দেবৈঃ পালিতা তাং যজমানানাং উপদ্রবারেতি শেষঃ। অঘশংসঃ সর্ব্বদা পাপস্য প্রশংসকো রিপুঃ শত্রুঃ ন হি ঈশে। সমর্থো ন ভবতি। লোপস্তত্র আ ইতি তেষামিতি ষষ্ঠী। মিত্রাদিভিঃ পালিতানামস্মাকং গৃহেঽরণ্যে বা নাস্তি শত্রুবধা ইত্যর্থঃ॥ (৩অ—৩২ক—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের সাধারণ অর্থ এই যে,—'মিত্রাদি-দেবতার অনুগ্রহ-প্রাপ্ত জনের, কিবা গৃহে, কিবা দুর্গম গহন কাননে, কিবা পথে, হিংসাকারী কোনও শত্রু কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না।'

ইহসংসারে বিচরণ করিতে, পথে নানা বিঘ্ন আছে। গৃহে অবস্থিত থাকিয়াও মানুষ নিঃশঙ্ক নিরুপদ্রব নহে, -কত বিপদই তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। পথ চলিতে—বিদেশে যাইতে—আশঙ্কার অন্ত নাই। দস্যু-তস্করের বিভীষিকা আছে, হিংস্র ব্যাঘ্রাদি বদন ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। সাধারণতঃ বুঝা যায়, এ মন্ত্রে তাই বলা হইতেছে, মিত্রাদি তিন দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে, সে সকল কোনও ভয়ে ভীত হইতে হইবে না।

সংসারের সাধারণ লোক, এইরূপ সংসারিক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায়, মিত্রাদি দেবগণের উপাসনা করুন। মন্ত্রের এক এক লক্ষ্য মনে করা যাইতে পারে। আর এক লক্ষ্য,—জীবন-পথে রিপুশত্রুগণের উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি লাভ। হৃদয়-রূপ গৃহেই ঐ শত্রুগণ প্রধানতঃ প্রাধান্য বিস্তার করে,—সেই গৃহই তাহাদিগের আশ্রয়-স্থল। এখানে প্রথমেই তাই বলা হইতেছে,—'তাহাদের সে গৃহেও তাহারা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না,—যদি দেবতার অনুকম্পা লাভ করিতে পার!' দ্বিতীয়তঃ—বারণে। ঐ পদে সাধারণতঃ শত্রুসঙ্কুল কানন-কান্তারকে বুঝায়। তাহাতে 'ইহ-সংসার' ভাব প্রাপ্ত হই। সংসারে নানা শত্রু নানারূপে বিরাজ করিতেছে, পাপের কত প্রলোভন মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু মিত্রাদি দেবতার অনুকম্পা লাভ করিতে পারিলে, এ সংসার-রূপ ভীষণ-শত্রুপূর্ণ স্থানে থাকিয়াও ভয়ের কারণ নাই, দেবতার অনুগ্রহে সকল ভয় দূর হইবে। তৃতীয়তঃ—'অধ্বসু'। এই পদে আমরা মনে করি, মহাপ্রয়াণের পথের বিষয় লক্ষ্য করিতেছে। বলা হইতেছে,—সে পথে চলিবার সময়ও আশঙ্কার কারণ থাকিবে না। 'হে মানব! তোমরা মিত্রাদি দেবতার অনুকম্পা-লাভে প্রয়াসী হও।—ইহাই এ মন্ত্রের উপদেশ। এক পক্ষে মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক, পক্ষান্তরে প্রার্থনা-সূচক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা করুণাপরায়ণ হউন;—পথের বিপদ বিদূরিত হউক।' (৩অ—৩২ক—১ম)।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ত্রয়োস্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

তে হি পুত্রাসোঽঅদিতেঃ প্র জীবসে মর্ত্ত্যায়।

জ্যোতির্যচ্ছন্ত্যজস্রং ॥ ৩৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদিতেঃ' (অনন্তস্য) 'পুত্রাসঃ' (পুত্রস্থানীয়াঃ, অঙ্গীভূতাঃ) 'তে' (পূর্ব্বোক্তাঃ মিত্রার্য্যমবরুণাঃ দেবাঃ) 'মর্ত্ত্যায়' (মনুষ্যায়, উপাসকায়) 'জীবসে' (জীবনরক্ষার্থং, পারিত্রাণার্থং) 'অজস্রং' (অনুপক্ষীণং, চিরবিদ্যমানং) 'জ্যোতিঃ' (তেজঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'প্রযচ্ছন্তি' (বিতরণং কুর্ব্বন্তি, দদতি)। দেবভাবস্যাধিকারী জনঃ দেবানুগ্রহেণ নিতরাং পরাগতিং লভতে ইতি ভাবঃ। (৩অ—৩৩ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

অনন্তের অঙ্গীভূত সেই মিত্রাবরুণাদি দেবগণ, মনুষ্যের জীবনরক্ষার্থ (উপাসকের পবিত্রাণার্থ), অক্ষয় জ্যোতিঃ (দিব্যকিরণ) নিশ্চয় বিতরণ করেন। (দেবভাবের অধিকারী জন দেবানুগ্রহে নিশ্চিত পরাগতি লাভ করিয়া থাকেন)। (৩অ—৩৩ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

কথং তদ্রক্ষিতানাং শত্রুভয়াভাবস্তদাহ। হি যতস্তে অদিতেঃ অখণ্ডিতশক্তের্দ্দেবমাতুঃ পুত্রাসঃ পুত্রাঃ পূর্ব্বোক্তা মিত্রার্য্যমবরুণা মর্ত্ত্যায় মনুষ্যায় যজমানায়াজস্রং নিরন্তরমনুপক্ষীণং জ্যোতিঃ তেজঃ প্রযচ্ছন্তি। কিমর্থং। জীবসে জীবিতুং যথা চিরং জীবনং ভবতি তথা তদুপায়জ্ঞানং প্রযচ্ছন্তীত্যর্থঃ॥ (৩অ—৩৩ক—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটী এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্র দুইটী—এই তিনটী মন্ত্র লইয়া, ঋগ্বেদের একটী সূক্ত সংগ্রথিত আছে। সূক্তটি—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৮৫ সূক্ত। এটী সেই সূক্তের তৃতীয়া ঋক্। কিন্তু এখানে মন্ত্রটীর সামান্য একটু পাঠান্তর দেখিতেছি। এখানে আছে—"তে হি পুত্রাসো" ইত্যাদি। সেখানকার মন্ত্র—"যস্মৈ পুত্রাসো" ইত্যাদি। এ পাঠান্তর কি প্রকারে কোন্ সময়ে ঘটিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা আপাততঃ সম্ভবপর নহে। তবে দুইরূপ

পাঠেই মন্ত্রার্থে একই ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। ইহাই মনঃপ্রবোধ। 'যস্মৈ' পাঠ স্বীকার করিলে, ঐ পদ 'মর্ত্ত্যায়' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইবে। আর, 'তে' পাঠ স্বীকার করিলে, ঐ পদ 'পুত্রাসঃ' পদের সহিত অন্বিত হয়। এক পক্ষে অর্থ হয়,—'অদিতির পুত্রগণ সেই মর্ত্ত্যগণকে তাঁহাদিগের জীবন-বৃদ্ধির জন্ত অজস্র জ্যোতিঃ দান করেন।' অন্ত পক্ষে অর্থ হয়,—'অদিতির সেই পুত্রগণ মর্ত্ত্যগণকে তাঁহাদিগের জীবন-বৃদ্ধির জন্ত অজস্র জ্যোতিঃ দান করেন।'

এখন, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার একটু বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা পাইতেছি। প্রথম—"অদিতেঃ পুত্রাসঃ" পদদ্বয়ে কি ভাব প্রাপ্ত হই, বুঝিয়া দেখুন। 'অদিতি' পদে যে অনন্ত-স্বরূপ ভগবানকে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। † শুদ্ধসত্ত্ব-সমষ্টির অংশ অর্থাৎ পূর্ণসত্ত্বের অঙ্গীভূত যে সত্ত্বভাব, তাহাই 'অদিতেঃ পুত্রাসঃ' পদে পরিকল্পনা করা যায়। সে পক্ষে এখানে বলা হইতেছে,—'সেই যে শুদ্ধসত্ত্বের অঙ্গীভূত শুদ্ধসত্ত্বভাব, তদ্দ্বারা মরণধর্ম্মশীল মানুষের অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়।' সে কেমন? 'অজস্রং' অর্থাৎ অনুপক্ষীণ (চিরবিদ্যমান্)। অক্ষয় অনন্ত যে জ্ঞান-জ্যোতিঃ, তাহাই সেই অমৃতত্ব-প্রাপ্তির হেতুভূত। যাহাতে চিরকাল জীবন স্থায়ী হয়, সেই উপায়-জ্ঞান তাঁহারা (দেবভাবসমূহ) প্রদান করেন (যথা চিরং জীবনং ভবতি তথা তদুপায়জ্ঞানং প্রযচ্ছন্তি); অর্থাৎ, মরণরহিত অমৃত-অবস্থায় যে জ্যোতির বা দেবভাবসমূহের সাহায্যে উপনীত হওয়া যায়, এখানে সেই দেবভাব-প্রাপ্তির প্রতিই লক্ষ্য আছে। সে জ্যোতিঃ—জ্ঞান-জ্যোতিঃ। সে 'অজস্রং' পদ—অবিচ্ছিন্ন ভাবদ্যোতক। অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান-প্রভাবে, মানুষ অমর-পদ প্রাপ্ত হয়; আর, দেবভাবের প্রভাবে সেই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। ইহাই এই মন্ত্রের শিক্ষা। মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আমাতে যেন সেই অমৃতত্বপ্রদ দেবভাবের সমাবেশ হয়।' (৩অ—৩২ক—১ম)।

---

* এই মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার পার্থক্য ও সে পার্থক্যের কারণ, মিলাইয়া পাঠ করিলে, স্বতঃই উপলব্ধ হইবে। একটী অনুবাদ, যথা—"ঐ তিন অদিতি-সন্তান যে মানুষকে নিরন্তর জ্যোতিঃ দান করেন, তাহার জীবন রক্ষা হয়, কোনও শত্রুর ক্ষমতা তাহার উপর চলে না" অন্ত অনুবাদ;—'সেই অদিতি-পুত্র (অখণ্ড শক্তি) দেবত্রয় আশ্রিত ব্যক্তির জীবন-রক্ষার্থ তাহার প্রতি অজস্র জ্যোতিঃ বিতরণ করিতে থাকেন।'

† আমাদের ঋগ্বেদ-সংহিতায় এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে। 'ঋগ্বেদ-সংহিতায়' বিভিন্ন স্থানে দেখুন। ম্যাক্সমুলার অদিতি-সম্বন্ধে বিবিধ অর্থ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারও একটী অর্থ—'অদিতি' শব্দে 'অনন্ত' বুঝায়। তাঁহার ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদে (২৪১ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে,—"Aditi,......, is in reality the earliest name invented to express to Infinite." তাঁহার অন্ত গ্রন্থেও (India : what can it teach us) এই ভাব ব্যক্ত দেখি।

চতুস্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। চতুস্ত্রিংশৎ কাণ্ডকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

কদাচন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে।

উপোপেন্নু মঘবন্ ভূয়ইন্নু তে দানং দেবস্য পৃচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত দেব) 'কদাচন' (কদাপি) ত্বং 'স্তরীঃ' (কুপিতঃ—উপাসকস্য প্রতি, যদ্বা - মম প্রতি ইতি যাবৎ) 'ন অসি' (ন ভবসি, যদ্বা—মা ভব), পরন্তু 'দাশুষে' (দাশ্বাংসং, উপসকং, যদ্বা—মামেতি শেষঃ) 'সশ্চসি' (সেবসে, যদ্বা – সংশোধনং কুরু); 'মঘবন্' (হে ঐশ্বর্য্যবন্ !) 'দেবস্য' (স্বপ্রকাশস্য ; 'তে' (তব) 'ভূয়ঃ ইৎ' (বহুতরমেব) 'দানং' (কৃপা-বিতরণং) 'নু ইৎ' (ক্ষিপ্রমেব) 'উপ-পৃচ্যতে' (দাশ্বাংসং প্রাপ্নোতি, যদ্বা—মহ্যং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। হে ভগবন। মাং প্রতি সদয়ো ভব ; যেন অহং তবানুগ্রহং লভামি, তৎ বিধেহি ; ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৩৪ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত হে দেব! আপনি কদাচ আপনার উপাসকের প্রতি কুপিত হন না; (প্রার্থনা এই,—আমার প্রতি কুপিত হইবেন না); পরন্তু আপনার উপাসককে অনুগ্রহ করেন,—সংশোধন করিয়া দেন; (আমাকে সংশোধন করিয়া দিবেন; অর্থাৎ আমার কৃত অপকর্ম্মাদির জন্য আমার প্রতি ক্রোধান্বিত না হইয়া, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া লইবেন—এই প্রার্থনা)। হে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন! স্বপ্রকাশ আপনার বহু প্রকারের কৃপা-বিতরণ শীঘ্রই উপাসককে প্রাপ্ত হয়; (সে অনুগ্রহ আমাকে শীঘ্র প্রাপ্ত হউক—এই প্রার্থনা)। (৩অ—৩৪ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ঐন্দ্রী পথ্যা বৃহতী মধুচ্ছন্দো দৃষ্টা জপে বিনিযুক্তা। যস্যাস্তৃতীয়ঃ পাদো দ্বাদশাক্ষরোঽন্যে ত্রয়োঽষ্টাক্ষরাঃ সা পথ্যা বৃহতী। হে ইন্দ্র! পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত! কদাচন কদাপি ত্বং স্তরীর্নাসি। স্তৃঞ্ হিংসায়াং স্তৃণাতীতি স্তরীঃ হিংসকো নাসি কিং তর্হি দাশুষে সশ্চসি। দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী। দাশ্বাংসং হবির্দত্তবন্তং যজমানং সেবসে। সশ্চতিঃ সেবনকর্ম্মা। কিঞ্চ। হে মঘবন্ ধনবন্!

দেবস্য প্রকাশমানস্য তে তব ভূয় ইৎ বহুতরমেব দানং মু ইৎ ক্ষিপ্রমেব দাশ্বাংসমুপপৃচ্যাতে। পৃচী সম্পর্কে যজমানেন সহ সম্পর্কং প্রাপ্নোতি। প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে (পা০ ৮।১।৬) ইত্যোক উপশব্দঃ পাদপূরণে। ইচ্ছব্দাঃ এবার্থে। মু ক্ষিপ্রার্থঃ। ন কদাচিৎ যজমানং প্রতি ক্রুধ্যসি সেবসে চ তং ত্বদীয়ং ভূয়ো ধনং দাশ্বাংসমুপপৃচ্যাতে ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—৩৪ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—০§•§০—

এই মন্ত্রের ঋষি মধুচ্ছন্দা। ছন্দঃ—ঐন্দ্রীপথ্যা বৃহতী। এ মন্ত্রে ইন্দ্র সম্বোধনে ভগবানের নিকট পরমমঙ্গল লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা স্বভাবতঃ পাপপথে প্রলুব্ধ হই। আর, তজ্জন্য অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকি। এখানে প্রার্থীর মনে হইয়াছে,—আমাদের সে যন্ত্রণা-ভোগের কারণ দেবরোষ; দেবতা কুপিত হইয়া আমাদিগকে যন্ত্রণা প্রদান করেন। তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে ভগবন। আমাদিগের প্রতি কুপিত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। পরন্তু আমরা যাহাতে সংশোধিত হই, আমাদিগের ত্রুটি বিচ্যুতি যাহাতে বিদূরিত হয়, আমাদিগের প্রতি সেই অনুকম্পা প্রদর্শন করুন।' মন্ত্রের একটী প্রার্থনা—এইরূপ। অন্য প্রার্থনা—'হে ভগবন। আপনার যে করুণা সর্ব্বদা উপাসকগণ প্রাপ্ত হন, এই অধম অভাজন উপাসকের প্রতি ত্বরায় সেই করুণা প্রকাশ করুন। আপনার বহু প্রকারে প্রদত্ত দান, আপনার উপাসকগণ সর্ব্বদা প্রাপ্ত হন। আমার প্রতি করুণকটাক্ষপাতে আমায় সেই দান—সেই অনুগ্রহ প্রদান করুন।' ৩অ—৩৪ক—১ম)।

———•———

পঞ্চত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৩৫॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (জ্ঞানস্য প্রেরকো যঃ সবিতৃদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ধিয়ঃ' (বুদ্ধীঃ, কর্ম্মাণি বা) 'প্রচোদয়াৎ' (প্রকর্ষেণ প্রেরয়তি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায় নিযোজয়তি ইতি যাবৎ), তস্য 'দেবস্য' (দ্যোতমানাত্মকস্য) 'সবিতুঃ' (জ্ঞানপ্রেরকস্য ব্রহ্মণো) 'বরেণ্যং' (শ্রেষ্ঠং, সর্ব্বৈঃ সংভজনীয়ং) 'তৎ' (প্রসিদ্ধং, জগদ্ব্যাপ্যং) 'ভর্গঃ' (সর্ব্বপাপানাং ভর্জ্জনসমর্থং তেজো-

মণ্ডলং, দুরিতনাশকং জ্যোতিঃ) বয়ং 'ধীমহি' (ধ্যায়ামঃ)। সর্ব্বপাপানাং নাশকস্তু সদ্বুদ্ধিপ্রদাতা সৎকর্ম্মণি প্রবৃত্তিবর্দ্ধকো যঃ সবিতৃদেবঃ তস্য পরমং তেজঃ সদা বয়ং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ। ইত্যেবং সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (৩অ—৩৫ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যিনি (জ্ঞানের উন্মেষকারী যে সবিতৃদেব) আমাদিগের বুদ্ধিকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রকৃষ্টরূপে নিয়োগ করেন, সেই দ্যোতমান্ জ্ঞান-প্রেরক সবিতৃদেবের (পরব্রহ্মের) শ্রেষ্ঠ সর্ব্বপাপনাশক জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি। (ব্রহ্মের অনুচিন্তনে যেন আমাদিগের চিত্ত নিয়ত নিরত হয়)। (৩অ—৩৫ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

বিশ্বামিত্রদৃষ্টা সাবিত্রী গায়ত্রী জপে বিনিযোগঃ। তদিতি ষষ্ঠ্যর্থে তস্য দেবস্য দ্যোতমানস্য সবিতুঃ প্রেরকস্যান্তর্যামিণো বিজ্ঞানানন্দস্বভাবস্য হিরণ্যগর্ভোপাধ্যবচ্ছিন্নস্য বা আদিত্যান্তরপুরুষস্য বা ব্রহ্মণো বরেণ্যং বরণীয়ং সর্বৈঃ প্রার্থনীয়ং ভর্গো সর্ব্বপাপানাং সর্ব্ব-সংসারস্য চ ভর্জ্জনসমর্থং তেজঃ সত্যজ্ঞানানন্দাদিবেদান্তপ্রতিপাদ্যং বয়ং ধীমহি ধ্যায়ামঃ। ছান্দসং সম্প্রসারণং। যদ্বা মণ্ডলং পুরুষো রশ্ময় ইতি ত্রয়ং ভর্গঃ শব্দবাচ্যং। ভর্গো বীর্য্যং বা। বরুণোত্তবা অভিবিবিচানাদ্ভর্গোঽপচক্রাম বীর্য্যং বৈ ভর্গ ইতি শ্রুতেঃ (৫।৪।৫।১)। তস্য কস্য। যঃ সবিতা নোঽস্মাকং ধিয়ঃ বুদ্ধীঃ কর্ম্মাণি বা প্রচোদয়াৎ প্রকর্ষেণ চোদয়তি প্রেরয়তি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায়। যদ্বা বাক্যভেদেন যোজনা। সবিতুর্দ্দেবস্য তৎ বরেণ্যং ভর্গো ধ্যায়ামঃ। যশ্চ নো বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি তং চ ধ্যায়ামঃ স সবিতৈব। লিঙ্গব্যত্যয়েন বা যোজনা। সবিতুর্দ্দেবস্য তৎ ভর্গো ধীমহি যো যৎ ভর্গো নো বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি॥ (৩অ—৩৫ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§:•○•:§—

এই মন্ত্রটী—ব্রাহ্মণ মাত্রের নিত্য-উচ্চারিত গায়ত্রী মন্ত্র। মন্ত্রটী—পরব্রহ্মের অনুধ্যান-মূলক। পরব্রহ্মের দিব্যজ্যোতিঃ হৃদয়ে ধারণ জন্য সাধক এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিতেছেন,—'আমরা যেন ভগবানের ধ্যানে নিরত থাকি।' মুখ্যতঃ এই মন্ত্রে এই ভাবই প্রাপ্ত হই।

কিবা প্রাচ্যে, কিবা পাশ্চাত্যে, এই মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে, বহু পণ্ডিতের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছে। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তন্ত্রশাস্ত্রে গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে; পুরাণ গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিনিযুক্ত রহিয়াছেন; স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য গায়ত্রীর ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যা, মহীধরের ব্যাখ্যা—

এ সকল ব্যাখ্যা তো আছেই! পরন্তু পাশ্চাত্যদেশের যে পণ্ডিত যখনই ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যার প্রতি তখনই তিনি প্রলুব্ধ হইয়াছেন।

এই গায়ত্রী-মন্ত্র জগতের গৌরবের সামগ্রী। এই মন্ত্র মানুষকে দেবত্বের পথে অগ্রসর করে। সুতরাং এ মন্ত্রের মর্ম্ম বিশেষভাবে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। তজ্জন্য আমরা এই গায়ত্রী-মন্ত্রের কয়েকটী প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম।—যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যাখ্যা;—"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাশ্চ ভূতানাঞ্চৈব পঞ্চকম্॥ মনো বুদ্ধিস্তথাত্মা চ অব্যক্তঞ্চ যদুত্তমম্। চতুর্বিংশত্যথৈতানি গায়ত্র্যা অক্ষরাণি তু। প্রণবং পুরুষং বিদ্ধি সর্ব্বগং পঞ্চবিংশকম॥"

ঐ ব্যাখ্যার মর্ম্ম;—"পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ, পঞ্চ মহাভূত, মন বুদ্ধি আত্মা আর অব্যক্ত—এই চতুর্বিংশতি গায়ত্রীর অক্ষর। পরম পুরুষ প্রণব লইয়া পঞ্চবিংশ।"

দ্বিতীয়।—তন্ত্রের ব্যাখ্যা। গায়ত্রী তন্ত্রে আছে,—"অগ্নিবায়ুসূর্য্যাবিদ্যুৎযমবরুণ এব চ। বৃহস্পতিঃ পর্জ্জন্য ইন্দ্রো গন্ধর্ব্ব এব চ। পূষা মিত্রশ্চ ত্বষ্টা চ বাসবশ্চ মরুত্তথা॥ সোমাঙ্গিরা বিশ্বেদেবা অশ্বিনী চ প্রজাপতিঃ। সর্ব্বদেবশ্চ রুদ্রশ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ দেবতাঃ। জপকালে চিন্তনীয়াস্তাসাং সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥"

ঐ ব্যাখ্যার মর্ম্ম,—"গায়ত্রীর ১ম অক্ষর অগ্নি দেবতা, ২য় অক্ষর বায়ুদেবতা, ৩য় সূর্য্যদেবতা, ৪র্থ বিদ্যুৎ দেবতা, ৫ম যম দেবতা, ৬ষ্ঠ বরুণ, ৭ম বৃহস্পতি, ৮ম পর্জ্জন্য, ৯ম ইন্দ্র, ১০ম গন্ধর্ব্ব, ১১শ পূষা, ১২শ মিত্রাবরুণ, ১৩শ ত্বষ্টা, ১৪শ বাসব, ১৫শ মরুত, ১৬শ সোম, ১৭শ আঙ্গিরস, ১৮শ বিশ্বদেব, ১৯শ অশ্বিনীকুমার, ২০শ প্রজাপতি, ২১শ সর্ব্বদেবতা, ২২শ রুদ্র, ২৩শ ব্রহ্মা, ২৪শ বিষ্ণু।"

তৃতীয়।—বিষ্ণু কর্ত্তৃক গায়ত্রীর গুপ্ত ব্যাখ্যা,—"যত্তথাভূত ভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জগজ্জ্যোতীরসামৃতভূরাদি লোকত্রয়াত্মক-সকল-চরাচরস্বরূপ-ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর-সূর্য্যাদি-নানাদেবতাময়-পরব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদি-সপ্তলোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয় জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ।"

চতুর্থ।—তন্ত্র-সম্মত অপর ব্যাখ্যা,—"যস্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্যেন ত্রিভুবনং ততং। সবিতুর্দ্দৈবতস্যান্তর্য্যামি তদ্ভর্গমব্যয়ং। বরণীয়ং চিন্তয়ামঃ সর্ব্বান্তর্য্যামিনং বিভুং। যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থো ধিয়োঽস্মাকং শরীরিণাং। এবমর্থযুতং নস্যং ত্র্যক্ষং নিত্যং জপন্নরঃ। বিমোহজ-নিরমায়ৈঃ সর্ব্বাসঙ্গীশ্বরো ভবেৎ। একমেবাদ্বিতীয়ং যৎ সর্ব্বোপনিষদাং মতং। মন্ত্রত্রয়েণ নিষ্পন্নং তদক্ষরমগোচরং॥"

পঞ্চম।—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের ব্যাখ্যা,—"ত্র্যক্ষরাত্মকতারেণ (ওঁকারেণ) পরেশঃ প্রতিপাদ্যতে। পাতা হর্ত্তা চ সংস্রষ্টা যো দেবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। অসৌ দেবস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিজগৎ ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। অতো বিশ্বময়ং ব্রহ্মবাচ্যং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভিঃ। তারব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ। জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টুর্দীপ্যতে বিভোঃ। অন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চো বরণীয়ং

যত্তাস্থিতিঃ। ধ্যায়েমঃ তৎপরং সত্যং সর্ব্বব্যাপিসনাতনম্॥ যো ভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ানি নঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ॥"

ষষ্ঠ।—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের ব্যাখ্যা, (সংক্ষেপে)—"দেবস্য সবিতুস্তৎভর্গরূপং অন্তর্য্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভিরুভিঃ তদ্বিনাসায়োপাসনীয়ং ধীমহি। পূর্ব্বোক্তেন সোঽহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্য্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং শরীরিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি।"

তাঁহার ব্যাখ্যা—আহ্নিক-তত্ত্বে, যথা,—"গায়ত্র্যা অর্থমাহ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃপুনঃ। বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিবিধস্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে। মন্ত্রার্থমপিচৈবায়ং জ্ঞাপয়েত্তোবামন্ততঃ। কেন গায়ত্র্যা অয়মর্থঃ। দেবস্য সবিতুর্ভর্গস্বরূপান্তর্য্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তদ্বিনাশায় উপাসনীয়ং। ধীমহি প্রাগুক্তেন সোঽহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ, যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্য্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং সংসারিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি। তথা চ ভগবদ্গীতায়াং। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। ঈশ্বরোঽন্তর্য্যামী হৃদ্দেশে অন্তঃকরণে ভ্রাময়ন তত্তৎকর্ম্মসু প্রেরয়ন্ যন্ত্রারূঢ়ানি দারুযন্ত্রারূঢ়ানি ভূতানি প্রাণিনো জীবানিতি যাবৎ মায়য়া অঘটনঘটনপটীয়স্যা নিজশক্ত্যা। তথাচাশ্বেতরাণাং শ্রুতিঃ একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥"

সপ্তম।—সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য,—"যঃ সবিতা সূর্য্যঃ ধিয়ঃ কর্ম্মাণি প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি তস্য সবিতুঃ প্রসবিতুর্দেবস্য দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য তৎসর্ব্বৈর্দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং বরেণ্যং সর্ব্বৈঃ সংভজনীয়ং ভর্গঃ পাপানাং তাপকং তেজোমণ্ডলং ধীমহি।"

অষ্টম।—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা,—

(1) "Let us adore the supremacy of that divine sun, the godhead who illuminates all, who recreates all, from whom all proceed, to whom all must return, to whom we invoke to direct our understandings aright in our progress towards his holy seat."—Sir William Jones

(2) "Let us meditate on the adorable light of the divine ruler Savitri; may it guide our intellects"—Colebrooke.

(3) "We meditate on that desirable light of the divine Savitri who influences our pious rites"—Wilson.

(4) "We contemplate the excellent splendour of the brilliant Savitri that he may inspire our devotions."—বেদার্থযত্ন।

(5) "May we attain that excellent glory of Savitar the God: So may we stimulate our prayers."—Griffith.

নবম।—বঙ্গদেশের অনুবাদকগণের ব্যাখ্যা,—

(৬) "আমরা সবিতৃ দেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি, যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।"—সত্যব্রত সামশ্রমী।

(৭) "সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(৮) "যিনি আমাদিগের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতা দেবের সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি।"—রমেশচন্দ্র দত্ত।

(৯) "সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করেন।"—রমানাথ সরস্বতী।

মহীধরের ভাষ্য, মন্ত্রার্থ আলোচনার পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তিনি নানা প্রকারে অর্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সবিতা দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি বিষয়ে প্রত্যেক ব্যাখ্যায় নানা প্রতিবাক্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু যিনি 'অবাঙ্মনসোগোচরঃ', যিনি বাক্যের অতীত, মনের অগোচর, ভাষায় তাঁহার কি কোনও পরিচয় দেওয়া যায়? সুতরাং সবিতা দেবতা বলিতে, কাহার প্রতি লক্ষ্য আছে—তাহা বুঝাইতে গিয়া, সকল ব্যাখ্যাকারেরই গবেষণা পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। যিনি নাম-রূপের অতীত, অথচ যাঁহার নাম-রূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে, সবিতা-দেবতা নামে এখানে তিনিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাকে পরব্রহ্মই বলুন, হিরণ্যগর্ভই বলুন, আর সবিতা দেবতাই বলুন—বিশ্বরূপে বিগ্রমান্ বিশ্বনাথই এখানকার লক্ষ্য। সবিতা-দেবতা নামে, কেহ বা সূর্য্যদেব অর্থ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার জ্যোতিঃ বলিতে, সূর্য্যের রশ্মি মাত্র তাঁহাদিগের কল্পনায় আসে। ইহাতে সূর্য্যের জ্যোতিঃধারক এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সেই জ্যোতির মধ্য দিয়াই তাঁহারা যে পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইবেন, রূপের অনুধ্যানেই যে রূপময়ের কৃপা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, তাহারই আশা করা যায়। সত্ত্বভাব সম্পন্ন হইয়া, সদ্‌বুদ্ধির পরিচালনায়, তাঁহার সন্ধানে ফিরিলেই রূপের মধ্যেই অরূপের সাক্ষাৎকার মিলিবে। গায়ত্রীমন্ত্র সেই সন্ধানে অগ্রসর হইবার জন্য তোমায় উদ্‌বুদ্ধ করিতেছে। (৩অ—৩৫ক—১ম)।

—— • ——

ষট্‌ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ষট্‌ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

পরি তে দূড্‌ভো রথোঽস্মাঁ২অশ্নোতু বিশ্বতঃ।

যেন রক্ষসি দাশুষঃ ॥ ৩৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যেন' (রথেন, দিব্যজ্যোতির্দ্দানরূপেণ) 'দাশুষঃ' (উপাসকান) 'রক্ষসি' (পালয়সি, পরিত্রাণং করোষি), 'তে' (তব) দূভুতঃ' (অপ্রতিহতগতিবিশিষ্টঃ) 'রথঃ' (যানং, জ্ঞানজ্যোতিঃ ইতি ভাবঃ) 'অস্মান্' (সাধনাবিমুখান্ জনান্) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বাসু দিক্ষু, সর্ব্বতোভাবেন) 'পরি অশ্নোতু' (পরিতো ব্যাপ্নোতু, অস্মদ্রক্ষণায় সর্ব্বতস্তিষ্ঠতু)। হে দেব! তব জ্ঞানকিরণোঽস্মান্ পরিব্যাপ্তো ভবতু। ইত্যেবং প্রার্থনা। (৩অ—৩৬ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব (অগ্নে)! দিব্যজ্যোতির্দ্দান-রূপ যে রথে আপনি আপনার উপাসকগণকে পরিত্রাণ করেন, আপনার সেই অপ্রতিহত-গতিবিশিষ্ট জ্ঞানজ্যোতিঃ (রথ) এই সাধনাবিমুখ আমাদিগের পরিত্রাণ-কল্পে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদিকে অবস্থিত হউক। (৩অ—৩৬ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

আগ্নেয়ী গায়ত্রী বামদেবদৃষ্টা জপে বিনিযোগঃ। হে অগ্নে তে তব রথোঽস্মান্ যজমানান বিশ্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু পর্য্যশ্নোতু পরিতো ব্যাপ্নোতু অস্মদ্রক্ষণায় সর্ব্বতস্তিষ্ঠতু। কিম্ভূতো রথঃ? দূভুতঃ দভ্নোতির্ব্বধকর্ম্মা। দুঃখেন দভ্যতে দূভিঃ। কেনাপি সহসা হিংসিতুমশক্যঃ। উকারং দুর্দ্দেহইতি প্রা'তশাখ্যসূত্রেণ (প্রা০ কা০ ৩।৩।৪) দুরো রেফস্য উকারঃ আগ্রমদস্য ডঃ (পা০ ৬।৩।১০৯ ব্রা০ ৬)। যেন রথেন ত্বং দাশুষা যজমানান্ রক্ষসি। পালয়সি। যজমানা বৈ দাশ্বাংস ইতি শ্রুতেঃ (২।৩।৪।৩৮)॥ বৃহদুপস্থানং সমাপ্তং। (৩অ—৩৬ক—১-২ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——:০:০:——

মন্ত্রের অন্তর্গত 'রথঃ' পদে, সকল ব্যাখ্যাকারগণই সাধারণ রথ বা যান অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'হে অগ্নে! যে রথে তুমি যজমানদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, সেই রথে আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা কর।' * এ পক্ষে অগ্নিকে ঋষি বা মানুষ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার রথকে শকট-বিশেষ বলিতে পারা যায়।

---

* একটী বাঙ্গালা এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে রথের প্রচলিত অর্থ বেশ উপলব্ধ হইবে। যথা,—"তুমি যে রথ দ্বারা সমস্ত (দিকে গমন করিয়া) হব্যপ্রদাতাকে রক্ষা কর, তোমার সেই অহিংসনীয় রথ আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হউক।" ইংরাজী, যথা,—"May the unerring chariot, by which thou protectest the worshippers, encompass us from every side."

কিন্তু রথের এই যে বিশেষণ—'দ্রুতঃ' এবং রথের এই যে কার্য্য—"যেন দাশুষঃ রক্ষসি" তাহা হইতে কি রথের একটু স্বরূপ উপলব্ধ হয় না? সে রথের গতি—অবাধ; সে রথের প্রতি হিংসা করিতে কেহ সমর্থ হয় না (কেনাপি সহসা হিংসিতুমশক্যঃ); ইহাতে কি ভাব মনে আসে? বিশেষতঃ, পূর্ব্বমন্ত্রের বিষয় স্মরণ করিলে, তাহার পরই এই মন্ত্রটী কেন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—তাহা অনুধাবন করিলে, এখানকার 'রথঃ' পদে যে জ্ঞানজ্যোতির প্রতি লক্ষ্য আছে, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। ভগবান্ দিব্যজ্ঞানদানে সাধকগণকে পরিত্রাণ করেন, দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্তি-রূপ রথারোহণে সাধকগণ মুক্তিলাভে সমর্থ হন। এখানে প্রার্থনায় এই ভাবই প্রস্ফুট।

প্রার্থনায় ভগবানকে জানান হইতেছে,—'হে ভগবান! আপনি কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগের মধ্যে জ্ঞান-কিরণ বিতরণ করুন। জ্ঞান রূপ রথে আমরা এই সংসার-সঙ্কটে যেন পরিত্রাণ লাভ করি।' (৩অ—৩৬ক—১ম)।

সপ্তত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। সপ্তত্রিংশৎ কণ্ডিকা। চতুর্দ্দশাধিকা)।

(১) ভূর্ভুবঃ স্বঃ সুপ্রজাঃ প্রজাভিঃ স্যাꣳ সুবীরো বীরৈঃ সুপোষ পোষৈঃ।

(২) নর্য প্রজাং মে পাহি। (৩) শꣳস্য পশূন্মে পাহি।

(৪) অথর্য্য পিতুং মে পাহি॥ ৩৭॥

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে দেব! ত্বং 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' (ত্রিলোকাত্মকঃ), অতস্ত্বৎপ্রসাদাৎ অহং 'প্রজাভিঃ' (বন্ধুভৃত্যাদিরূপাভিঃ কৃত্বা) 'সুপ্রজাঃ' (অনুকূলত্বেন শোভনা প্রজা যস্য তাদৃশঃ, সৎকর্ম্ম-সমন্বিতঃ প্রশংসনীয় আত্মীয়স্বজনবিশিষ্টঃ) 'স্যাং' (ভবেয়ং), তথা 'বীরৈঃ' (পুত্রৈঃ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যৈঃ) 'সুবীরঃ' (সন্মার্গাবলম্বিশোভনপুত্রযুক্তঃ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যসম্পন্নঃ) ভবেয়ং, তথা 'পোষৈঃ' (সর্ব্বেষাং পালনকার্য্যৈঃ) 'সুপোষঃ' (শ্রেষ্ঠলোকপালকঃ) 'ভবেয়ং' ইতি শেষঃ)। 'হে দেবঃ! মাং সুপ্রজাং সুবীরং সুপোষং কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা।

২। 'নর্য্য' (হে নরহিতসাধক দেব!) 'মে' (মম) 'প্রজাং' (স্বজনং, আশ্রিত-জনং) 'পাহি' (পালয়, পরিত্রাণং কুরু)।

৩। 'শংস্য' (হে সর্ব্বজনপ্রশংসিত দেব!) 'মে' (মম) 'পশূন' (আশ্রিতান্ জন্তূন্) 'পাহি' (রক্ষ); যদ্বা—পশুভাবাৎ মাং ত্রায়স্ব ইতি ভাবঃ।

৪। 'অথর্য্য' (হে সততগমনশীল দেব। সর্ব্বব্যাপিন ইতি ভাবঃ) 'মে' (মম) 'পিতুং' (অন্নং, সৎকর্ম্মসাধনশীলজীবনং) 'পাহি' (রক্ষ)। (৩অ—৩৭ক—১-৪ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্রচতুষ্টয়ের সম্বোধ্য—জ্ঞানদেবতা -যিনি অগ্নিদেব নামে অভিহিত হন]

১। হে দেব। আপনি ত্রিলোকাত্মক (ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক সকলই আপনাতে অধিষ্ঠিত); আপনার প্রসাদে বন্ধুভৃত্যাদি-আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা আমি যেন সৎকর্ম্মসমন্বিত প্রশংসনীয় আত্মীয়-স্বজন-বিশিষ্ট হই (অর্থাৎ, আমার আত্মীয়-স্বজন সকলেই সৎকর্ম্মশীল হউন; তাঁহাদের সৎকর্ম্মের জন্য আমার মুখ উজ্জ্বল হউক)। আর পুত্রের দ্বারা (অথবা, বীরত্বের দ্বারা) আমি যেন সন্মার্গগামী শোভনপুত্র-যুত (অথবা, সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্যসম্পন্ন) হই; আর, সংসারের লোক-সকলের পালন-কার্য্যে আমি যেন শ্রেষ্ঠ লোকপালক হই (অর্থাৎ, লোক-পালন জনহিতসাধনই যেন আমার জীবনের ব্রত হয়)।

২। হে নরহিতসাধক দেব। আমার আত্মীয-স্বজনকে (আশ্রিত জনকে) আপনি পালন করুন (পরিত্রাণ করুন)।

৩। হে সর্ব্বজন প্রশংসিত দেব। আমার আশ্রিত জীবজন্তুকে আপনি রক্ষা করুন; অথবা,—আমার পশুভাব হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন।

৪। হে সততগমনশীল (সর্ব্বব্যাপিন্) দেব! আমার অন্ন (সৎকর্ম্মসাধনশীল জীবন) রক্ষা করুন। (৩অ—৩৭ক—১-৪ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

অথ ক্ষুল্লকোপস্থানমাহুরি দৃষ্টং॥ (কা০ ৪ ১২।১২) ভূর্ভুবঃ স্বরিতি বোত্তাবিতি। বা শব্দো বিকল্পার্থঃ। পূর্ব্বোক্তেনোপপ্রযন্ত ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণেন ভূর্ভুবঃস্বরিত্যাদিনা বোত্তাবঃ উপতিষ্ঠেত্তোভয়োপস্থানং কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ। হে অগ্নে। ভূর্ভুবঃ স্বঃ ত্বং ব্যাহৃত্যাদিত্রয়াত্মক তদর্থভূতলোকত্রয়াত্মকো বা। অতস্ত্বংপ্রসাদাদহং প্রজাভিঃ বন্ধুভৃত্যাদিরূপাভিঃ কৃত্বা সুপ্রজাঃ স্যামনুকূলত্বেন শোভনাঃ প্রজা যস্য তাদৃশো ভবেয়ং তথা বীরৈঃ পুত্রৈঃ সুবীরঃ স্যা

শাস্ত্রীয়মার্গবর্ত্তী শোভনপুত্রযুক্তো ভবেয়ং তথা পোষৈঃ হিরণ্যাদিপোষণৈঃ সুপোষঃ স্যাং বহুমূল্যার্হহিরণ্যাদিযুক্তো ভবেয়ং ॥ প্রবৎস্যদুপস্থানমাগতোপস্থানং চাদিতাদৃষ্টং । (কা০ ৪।১২।১৩) প্রবৎস্যন্ সর্ব্বানগ্নীনেত্যি প্রতিমন্ত্রমিতি । যদা যজমানো গ্রামান্তরং গন্তুমিচ্ছতি তদানীং সর্ব্বানগ্নীনর্য্যেত্যাদিমন্ত্রৈরুপতিষ্ঠেত । অথ মন্ত্রার্থঃ । নর্য্য নরেভ্যো হিত গার্হপত্য মে প্রজাং পাহি । আহবনীয়মুপতিষ্ঠতে হে শংস্য অনুষ্ঠাতৃভিঃ শংসিতুং যোগ্যাহবনীয়ং ! মে মম পশূন্ পাহি রক্ষঃ । দক্ষিণাগ্নিমুপতিষ্ঠেত । হে অথর্য্য দক্ষিণাগ্নে । মে পিতুমন্নং পাহি । অতনবানথর্য্যঃ । অত সাতত্যগমনে । সততং গার্হপত্যাৎ স্বস্থানং দক্ষিণাগ্নির্গচ্ছতি তেনাথর্য্যঃ নিপাতোহয়ং ॥ (৩অ—৩৭ক—১-৪ম ।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা

পূর্ব্ববর্ত্তী কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহে 'বৃহদুপস্থান' যাগকর্ম্ম সম্পন্ন হয়। এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী সংক্ষিপ্ত উপস্থান-কার্য্যে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। অগ্নিস্থাপন-পূর্ব্বক এই মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হয়,—'ভূলোক ভুবর্লোক ও দ্যুলোক, সম্বন্ধীয় হে অগ্নি। আমি যেন আপনার কৃপায় এমন বন্ধুভৃত্যাদি লাভ করি, যাহার জন্য সুপ্রজাবিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত হই; আমি যেন এমন পুত্র লাভ করি, যাহার জন্য সুপুত্রবান বলিয়া পরিচিত হই; আর আমি যেন সুবর্ণাদি এমন উৎকৃষ্ট ধন লাভ করি, যাহার জন্য প্রসিদ্ধধনশালী বলিয়া পরিচিত হই।' মন্ত্রার্থে এইরূপ প্রার্থনার বিষয়ই পরিকল্পিত হয়।

এই মন্ত্রটির মুখ্য অর্থ বিষয়ে আমাদের মতান্তর নাই। তবে আমরা 'বীরৈঃ' পদে কেবল 'পুত্র' অর্থ গ্রহণ করিলাম না। ঐ পদে সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ আপনার বীরত্বের ভাব গ্রহণ করিলে, বেশ স্বচ্ছ, সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। তাহাতে মনে হয়, প্রার্থী যেন বলিতেছেন,—'আমায় সৎকর্ম্মসাধনে শক্তি দেও। আমার বীরত্ব সৎকর্ম্মসাধনে প্রকাশ পাউক। মানুষের শ্রেষ্ঠ বীরত্ব বা পুরুষার্থ ইহার অধিক আর কি হইতে পারে? তার পর, 'পোষৈঃ' পদে সুবর্ণাদি ধন পরিকল্পনা করিয়া, 'সুপোষঃ' পদে প্রকৃষ্টধনশালী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে—বলা হয়। কিন্তু আমরা বলি, 'পোষৈঃ' পদ্ পালনার্থ-জ্ঞাপক। সত্ত্বভাবসম্পন্ন সাধকের প্রার্থনা এই যে—'হে ভগবন্! আমার লোক-প্রতিপালনের শক্তি দেও,—আমি যেন জনহিতসাধনে জনপালক হইতে পারি।' জনহিতসাধন মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। এখানে সেই কর্ম্মে সাফল্য-লাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে।

কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে, স্বজনবর্গকে—যে কোনও জনের সহিত সম্বন্ধ আছে, তাঁহাদিগের সকলকে—পরিত্রাণের প্রার্থনা আছে। ভাব এই যে,—আমার পারিপার্শ্বিক সকলেই সত্ত্ব-ভাবসম্পন্ন হউন,—সকলেই উদ্ধার পাউন।' তৃতীয় মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ,—'হে দেব! আপনি আমার পশুদিগকে পালন করুন।' দেবতার নিকট এরূপ প্রার্থনা বড়ই কৌতুকপদ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, আমরা এখানে দ্বিবিধ ভাব আমনন করি। সাধারণতঃ,

আশ্রিত জীবজন্তুকে রক্ষা করুন—প্রার্থনা প্রকাশ পায়। সংসারের জীবজন্তু কোনরূপ কষ্ট না পায়—তাহারাও সুখে থাকুক, কিবা মনুষ্যের কিবা পশ্বাদির সকলেরই সুখশান্তি বৃদ্ধি পাউক, এই এক ভাব এখানে পরিব্যক্ত। অপর ভাব (দুই একটী পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকারে পাওয়া যায়)—'আমার পশুভাব হইতে আমায় পরিত্রাণ কর।' মানুষ পশুচিত কার্য্যে নিরত উদ্বুদ্ধ হয়। এখানে প্রার্থনা—'তেমন কার্য্যে যেন আমার মতি না আসে।' চতুর্থ মন্ত্র অন্যের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব এই যে,—'সৎকর্ম্মশীল জীবন যেন আমি প্রাপ্ত হই।

মন্ত্র চারিটির প্রয়োগ-বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে,—প্রথম মন্ত্রটীর দ্বারা 'ক্ষুল্লক' অর্থাৎ ক্ষুদ্র উপস্থান সম্পন্ন হইবে, দ্বিতীয় মন্ত্রে, গার্হপত্য অগ্নি স্থাপন করিতে হইবে, যাঁহারা নিত্যাগ্নিহোত্রী, তাঁহারা গ্রামান্তর গমন সময়ে এই দ্বিতীয় মন্ত্রে গার্হপত্যোপস্থান করিবেন। কণ্ডিকার তৃতীয় মন্ত্রে আহবনীয় অগ্নির এবং চতুর্থ মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নির উপস্থান হইবে। (৩অ-৩৭ক ১৪ম)।

— (•) —

অষ্টত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। অষ্টত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

ত্বা গন্ম বিশ্ববেদসমস্মভ্যং বসুবিত্তম্।
অগ্নে সম্রাড়ভি দ্যুম্নমভি সহ আযচ্ছস্ব ॥ ৩৮ ॥

• • •

মন্ত্রার্থপ্রকাশিনী ব্যাখ্যা।

'সম্রাট্' (সম্যগ্দীপ্যমান্, স্বপ্রকাশ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব।) 'বিশ্ববেদসং' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং) 'বসুবিত্তমং' (শ্রেষ্ঠধনযুক্তং পরমধনপ্রদং লক্ষ্যীকৃত্য) ত্বাং 'অভি' (অভিলক্ষ্য, তব কৃপয়া ইতি যাবৎ) বয়ং 'আ গন্ম' (প্রত্যাগতাঃ, অসন্মার্গাৎ প্রতিনিবৃত্তাঃ), হে দেব। ত্বং 'দ্যুম্নং' (জ্ঞানকিরণং, পরমং ধনং) 'সহঃ' চ (সামর্থ্যঞ্চ, সৎকর্ম্মসম্পাদনায় ইতি যাবৎ) 'আযচ্ছস্ব' (আগময়, অস্মাসু পাপয়) হে দেব। তব কৃপয়া জ্ঞানোন্মেষেণ সহ অসন্মার্গাৎ প্রতিনিবৃত্তাঃ সন্তঃ বয়ং পরমং ধনং প্রার্থয়ামঃ। ইত্যেবং প্রার্থনা। (৩অ—৩৮ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সম্যগ্দীপ্যমান্ (স্বপ্রকাশ) হে জ্ঞানদেব (অগ্নে)! সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পরমধনপ্রদাতা আপনাকে লক্ষ্য করিয়া (আপনার কৃপা লাভ করিয়া)

আমরা অসৎপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছি। হে দেব! পরমধন (জ্ঞানকিরণ) এবং সৎকর্ম্মসম্পাদনে সামর্থ্য আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন। (৩অ—৩৮ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৪।১২।১৮) সমিৎপাণিরনুপেত্য কিঞ্চিদুপবিশ্য আহবনীয় গার্হপত্য দক্ষিণাগ্নী-আগন্মেতি প্রতিমন্ত্রমিতি। সমিধং হস্তে আদায় কিঞ্চিদপি জপন্ গৃহ এব প্রথমমেবাগ্ন্যাগারং প্রাপ্যাগন্মেত্যাদিমন্ত্রত্রয়েণাহবনীয়াদীনুপতিষ্ঠেত ইতি সূত্রার্থঃ। অনুষ্টুবাহবনীয়দেবতা। হে অগ্নে সম্রাট্। সম্যক্ রাজতে দীপ্যতে সম্রাট্ তৎসম্বুদ্ধৌ হে আহবনীয়। বয়ং ত্বামাগন্ম ত্বামুদ্দিশ্য গ্রামান্তরাৎ প্রত্যাগতাঃ। কিম্ভূতং ত্বাং। বিশ্ববেদসং বিশ্বং বেত্তি বেদয়তীতি বা বিশ্ববেদাস্তং। বিশ্বং বেদো ধনং যস্যেতি বা। সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বধনং বা। পুনঃ কিম্ভূতং। অস্মভ্যং বসুবিত্ত-মমস্মদর্থমতিশয়েন বসুনো ধনস্য বেদিতারং লব্ধারং। কিঞ্চ হে অগ্নে দ্যুম্নং সহশ্চ অস্মভ্যমভি আযচ্ছস্ব। দাণ্ দানে। পাঘ্রেত্যাদিনা (পা০ ৭।৩।৭৮) যচ্ছাদেশঃ। যশো বলং চাস্মভ্যং দেহি। দ্যুম্নং দ্যোততে যশো বান্নং বা (নি০ ৫।৫)। সহ ইতি বলনাম (নিঘ০ ২।৯)। যচ্ছতির্বা যমে কৃতং বা। আযচ্ছস্ব আগময়। যচ্ছতিঃ স্থাপনার্থো বা। অস্মাসু যশো বলং চ স্থাপয়॥ (৩অ—৩৮ক—১ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যে প্রকাশ,—যাঁহারা নিত্য অগ্নিহোত্রী, তাঁহারা প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলে, প্রথমেই সমিধ-হস্তে অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করিবেন, এবং এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দান করিবেন। সে পক্ষে মন্ত্রের অর্থ এই যে,—'হে অগ্নে! আমি আপনাকে লক্ষ্য করিয়াই গ্রামান্তর হইতে প্রত্যাগত হইয়াছি। আপনি বিশ্ববেদ, সুতরাং আপনি আমার অবস্থা সকলই অবগত আছেন, আপনি প্রভূত ধনের অধিকারী, আমায় অন্ন ও বল প্রদান করুন।' ফলতঃ, এখানে আপন দৈন্য জানাইয়া অর্থের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—ভাষ্যাদিতে এই ভাবই পরিব্যক্ত।

আমাদের অর্থ এই যে, ভগবৎকৃপায় মানুষ যখন একটু জ্ঞান-লাভে সমর্থ হয়, তখন অসৎপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে থাকে। আর, সে সময় ভগবানের অনুকম্পার বিষয় তাহার স্মরণ হয়, তাহার স্বরূপ শক্তি উপলব্ধ হইতে থাকে। জ্ঞান-রূপে অধিষ্ঠিত দেবতা যে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ও পরমধনপ্রদাতা, তখন মানুষ তাহা বুঝিতে পারে। সেই বুঝিয়া, সে তখন ভগবানের কৃপার প্রার্থী হয়। তাঁহার নিকট পরমার্থের এবং সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যের যাচ্ঞা করে। এ মন্ত্রে সেই অবস্থার প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। (৩অ—৩৮ক—১ম)।

ঊনচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ঊনচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অয়মগ্নির্গৃহপতির্গার্হপত্যঃ প্রজায়া বসুবিত্তমঃ।

অগ্নে গৃহপতেঽভি দ্যুম্নমভি সহ আযচ্ছস্ব ॥ ৩৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (স্বপ্রকাশঃ) 'গার্হপত্য' (গৃহপতিরূপেণ অবস্থিতঃ, সাধকানাং হৃদয়রূপগৃহস্য পালকরূপেণ বিদ্যমান) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'গৃহপতিঃ' (মদীয়স্য হৃদয়রূপগৃহস্য অধিপতিঃ ভবতু ইতি শেষঃ), স দেবঃ 'প্রজায়াঃ' (পুত্রপৌত্রাদিকায়াঃ, জনসাধারণায় অনুগ্রহার্থং ইতি যাবৎ) 'বসুবিত্তমঃ' (অতিশয়েন ধনস্য প্রদাতা ভবতু ইতি শেষঃ), 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) 'ত্বং দ্যুম্নং' (জ্ঞানকিরণং, পরমং ধনং) 'সহঃ' চ (সামর্থ্যঞ্চ—সৎকর্ম্মসাধনায় ইতি যাবৎ) 'আযচ্ছস্ব' (আগময়, অস্মাসু প্রাপয়)। হে জ্ঞানদেব ত্বং মম হৃদি অধিষ্ঠিতো ভব, সর্ব্বান্ লোকান্ অনুগ্রহং কুরু, পরমং ধনং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যঞ্চ মাং প্রযচ্ছ। ইত্যেবং সরলা ইতি ভাবঃ। (৩অ—৩৯ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই স্বপ্রকাশ, সাধকগণের হৃদয়-রূপ গৃহের অধিপতি-রূপে অবস্থিত, জ্ঞানদেবতা (অগ্নিদেব) আমার এই হৃদয়-রূপ গৃহের অধিপতি হউন, সেই দেবতা, আমার পুত্রপৌত্রাদিকে (সংসারের সকল লোককে) অনুগ্রহের জন্য পরমধনপ্রদাতা হউন। হে জ্ঞানদেব (অগ্নে !) পরমধন (জ্ঞানকিরণ) এবং সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য আপনি আমাকে প্রদান করুন (৩অ—৩৯ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে। ককুম্মাধ্যন্দিনী বৃহতী। যস্যা দ্বিতীয়ঃ পাদো দ্বাদশাক্ষরোঽন্যে ত্রয়োঽষ্টাক্ষরাং সা ককুন্ন্যারণী। অত্র তৃতীয়ো নবাক্ষরস্তেনৈকাধিকা। অয়ং পুরোঽবস্থিতো গার্হপত্য এতন্নামকোঽগ্নির্গৃহস্য পতিঃ পালকঃ। প্রজায়াঃ পুত্রপৌত্রাদিকায়াঃ অনুগ্রহার্থং বসুবিত্তমঃ অতিশয়েন ধনস্য লব্ধা। হে অগ্নে। স ত্বং দ্যুম্নং সহশ্চাভ্যাযচ্ছস্ব দেহি ॥ (৩অ—৩৯ক—১ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রে গার্হপত্য অগ্নি স্থাপন করা হয়। সে পক্ষে মন্ত্রের অর্থ এই যে,—'অগ্নি গৃহের অধিপতি, তিনি অশেষ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। হে অগ্নে! আমার পুত্রপৌত্রাদিকে রক্ষার জন্য আমায় যশঃ (অন্ন) এবং বল প্রদান করুন।' এ ক্ষেত্রে অগ্নিকে কি ভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি মানুষ কি স্বতন্ত্র অগ্নি, কি অন্য কিছু—কি ভাবে পরিগৃহীত হইবে?

আমরা মনে করি, এখানে অগ্নি সম্বোধনে জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে। 'গার্হপত্যঃ' পদে সাধকগণের হৃদয়স্থিত জ্ঞান-জ্যোতিকে লক্ষ্য করিতেছে। 'যিনি সাধকগণের হৃদয়ে গার্হপত্য রূপে অবস্থিত আছেন, তিনি আমার হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন, আমার হৃদয়ের অধীশ্বর রূপে বিরাজ করুন',—এ প্রকার এই এক প্রার্থনা। আর এক প্রার্থনা,—'তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞানালোক প্রভাবে আমার পুত্রপৌত্র-আত্মীয়স্বজন-সমন্বিত এই সংসার সমুন্নত সত্ত্বাসম্পূর্ণ হউক।' শেষ প্রার্থনা,—হে ভগবন্! আমায় সেই জ্ঞানকিরণদানে (পরমধনপ্রদানে) এবং সৎকর্ম্মসাধন সামর্থ্য প্রদানে রক্ষা করুন।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এইরূপ উদার ভাবপূর্ণ। (৩অ—৩৯ক—১ম)

চত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। চত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অয়মগ্নিঃ পুরীষ্যো রয়িমান্ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।

অগ্নে পুরীষ্যাভি দ্যুম্নমভি সহ আয়চ্ছস্ব ॥ ৪০ ॥

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (স্বপ্রকাশঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'পুরীষ্যঃ' (পশব্যঃ, পশুভাবাপন্নস্য নির্ব্বোধস্য জনস্য হিতসাধকঃ) 'রয়িমান্' (জ্ঞানধনদাতা সাধনসম্পত্তিরূপৈশ্বর্য্যযুক্তঃ) 'পুষ্টিবর্দ্ধনঃ' (সত্ত্বভাববর্দ্ধকঃ) অসি ইতি শেষঃ, 'পুরীষ্য' (অজ্ঞানজনস্য হিতসাধক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) অস্মান্ 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'দ্যুম্নং' (জ্ঞানকিরণং, পরমং ধনং) 'সহঃ চ' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যঞ্চ) 'আয়চ্ছস্ব' (প্রাপয়) হে দেব! বয়ং জ্ঞানহীনাঃ, ত্বং হি জ্ঞানদাতা। অস্মান্ জ্ঞান বিতরণেন পরিত্রাণং কুরু ইতি ভাবঃ। (৩অ ৪০ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব পশুভাবাপন্ন অজ্ঞজনের হিতসাধক, জ্ঞানধনদাতা (সাধন-প্রবৃত্তির উন্মেষকারী) এবং সত্ত্বভাববর্দ্ধক হয়েন। অজ্ঞান-জনের হিতসাধক হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে আপনি জ্ঞানকিরণ ও সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন। (৩অ—৪০ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

দক্ষিণাগ্নিমুপতিষ্ঠতে। অনুষ্টুপ্। যোঽয়মগ্নিঃ পুরীষ্যঃ পশব্যঃ। পশবো বৈ পুরীষমিতি শ্রুতেঃ। রয়িমান ধনবান্ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ পোষস্য বর্দ্ধয়িতা। তং যাচে। হে অগ্নে পুরীষ্য পশুহিত দ্যুম্নং সহস্বাভ্যাযচ্ছস্ব দেহি॥ (৩অ—৪০ক—১ম)

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——॰॰॰——

এই মন্ত্রে দক্ষিণা অগ্নির উপস্থান করা হয়। ভাষ্যে প্রকাশ—'পুরীষ্যঃ' পদে 'পশুগণের হিতকারী' অর্থ হয়। সে পক্ষে মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'এই অগ্নি পশুদিগের হিতকারী, ধনবান ও পুষ্টিবর্দ্ধনকারী।' প্রার্থনা জানান হইয়াছে—'হে পশুহিতসাধক অগ্নে! পশুদিগের রক্ষার্থ আমায় যশঃ (অন্ন) ও বল দেন।'

আমাদিগের অর্থে এই 'পুরীষ্যঃ' পদে পশুভাবাপন্ন অজ্ঞান জনের প্রতি লক্ষ্য আসে। অজ্ঞান জন, ভগবৎকৃপায় জ্ঞানকিরণ-লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। জ্ঞান প্রভাবে সাধন-প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, সত্ত্বভাব পরিপুষ্টি লাভ করে। সেই জ্ঞানদেবতা জ্ঞান বিতরণে অজ্ঞান আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন,—ইহাই এ মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব। (৩অ—৪০ক—১ম)।

—— ০ ——

একচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। একচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

গৃহা মা বিভীত মা বেপধ্বমূর্জ্জং বিভ্রত এমসি।
ঊর্জ্জং বিভ্রদ্বঃ সুমনাঃ সুমেধা গৃহানৈমি মনসা মোদমানঃ॥ ৪১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গৃহাঃ' (সদসদ্ভাবানাং আশ্রয়স্থানীয়াঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'মা বিভীত' (ভয়ং মা কুরুত), 'মা চ বেপধ্বং' (শত্রুভয়েন বিকম্পিতা মা ভবত), যতঃ স জ্ঞানদেবো যুষ্মাকং রক্ষকো ভবেৎ; যূয়ং 'ঊর্জ্জং' (বলপ্রাণপ্রাপণার্থং) 'বিভ্রতঃ' (বিচঞ্চলাঃ) 'এমসি' (আগতাঃ স্থঃ); 'যুষ্মাকং পরিরক্ষকোঽহমপি ঊর্জ্জং' (বলপ্রাণপ্রাপণার্থং) 'বিভ্রৎ' (বিভ্রমপ্রস্তঃ সন নানামার্গে বিচরণং কৃত্বা পরিশেষে জ্ঞানদেবস্য কৃপয়া ইতি যাবৎ) 'সুমনাঃ' (সুবুদ্ধিযুতঃ) 'সুমেধাঃ' (সুপ্রজ্ঞাসম্পন্নঃ) 'মনসা' (দুঃখরহিতেন অন্তরেণ সহ) 'মোদমানঃ' (হর্ষযুক্তঃ সন্) 'গৃহান্' (সদ্ভাবানাং আশ্রয়স্বরূপান্, 'বঃ' (যুষ্মান্) 'এমি' (আগচ্ছামি, প্রাপ্নোমি)। 'কঃ পন্থাঃ' ইতি নির্দ্ধারণাসমর্থং চিত্তং বিচঞ্চলং পবতি। ভগবৎকৃপয়া সন্মার্গপ্রাপ্তি সম্ভবতি। যদাহং ভগবৎপদাকাঙ্ক্ষানুসারী ভবামি, তদা সর্ব্বে বিভ্রমা বিদূরয়ন্তি। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৪১ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ

সদসদ্ভাবসমূহের আশ্রয়স্থানীয় হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ। তোমরা ভীত হইও না, শত্রুভয়ে বিকম্পিত হইও না; (যেহেতু, সেই জ্ঞানদেবতা তোমাদিগের রক্ষক আছেন), তোমরা বলপ্রাণ-প্রাপণার্থ বিচঞ্চল হইয়াছিলে; আমিও (তোমাদিগের পরিচালক পরিরক্ষকস্থানীয় আমিও) বলপ্রাণ-প্রাপণার্থ বিচঞ্চল হইয়া, নানা মার্গে বিচরণ করিয়া, পরিশেষে সেই জ্ঞানদেবের কৃপায়, সুবুদ্ধিযুক্ত পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন দুঃখরহিত অন্তরের সহিত, হর্ষযুক্ত অবস্থায়, সদ্ভাবের আশ্রয়স্বরূপ তোমাদিগকে পুনরায় প্রাপ্ত হইতেছি। (৩অ—৪১ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্য (মহীধরকৃত)।

কা০ (৪।১২।২২) গৃহা মা বিভীতেতি গৃহানুপৈতীতি। গ্রামান্তরাদাগতো গৃহামেত্যাদিমন্ত্রত্রয়েণ গৃহং প্রাপ্নুয়াৎ। তিস্রোঽপি বাস্তুদেবত্যাঃ শংযুঃ। ত্রিষ্টুবিরাড্রূপা। যস্যা একাদশাক্ষরাস্ত্রয়ঃ পাদা একোঽষ্টাকঃ সা বিরাড্রূপা। অত্র প্রথমো দশাক্ষরস্তেনৈকোনা। হে গৃহাঃ। যূয়ং মা বিভীত। পালকো যজমানো গত ইতি ভয়ং মা কুরুত। মা চ বেপধ্বং। কোঽপি শত্রুরাগত্য বিনাশয়িষ্যতীতি বুদ্ধ্যা কম্পং মা কার্ষ্ট। যস্মাৎ বয়ম ঊর্জ্জং বিভ্রতো ধারয়মানানক্ষীনান্নানেব যুষ্মানেমসি। আ ইমঃ আগতাঃ স্মঃ। যথা যয়মূর্জ্জং বিভ্রতঃ তথাহমপি ঊর্জ্জং বিভ্রৎ ধারয়ন্ সুমনাঃ শোভনমনস্কঃ সুমেধাঃ শোভনধারণশক্ত্যোপেতঃ মনসা দুঃখরহিতেন মোদমানঃ হৃষ্যন্ বো যুষ্মান্ গৃহানেমি আগচ্ছামি। এমঃ ঐমীত্যাত্মনি বিকল্পেন বহুবচনমস্মদোর্দ্বয়োশ্চেত্যুক্তেঃ (পা০ ১।২।৫৯)। (৩অ—৪১ক—১ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——:§•()•:§——

এই মন্ত্রটি বিশেষ জটিল-ভাবাপন্ন। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত অগ্নিহোত্রী এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবেন। এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থের আভাষ পাওয়া যায়, তাহাতে গৃহ-সকলকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়াছে—বুঝিতে পারি। সে পক্ষে মন্ত্রের অর্থ,—"হে গৃহসকল! তোমরা ভীত বা কম্পিত হইও না। ক্ষীণবলসম্পন্ন (ক্ষীণশক্তি-ধারণশীল) তোমাদিগের নিকট আমি আসিয়াছি। তোমরা যেমন শক্তি ধারণ করিয়া আছ, আমিও সেইরূপ শক্তিধারণ-পূর্ব্বক শোভনমনস্ক শোভনধারণপজ্ঞোপেত দুঃখরহিত অন্তরের সহিত হর্ষান্বিত হইয়া তোমাদিগের নিকট গৃহসকলে আসিতেছি।" ভাষ্যের ভাব প্রায় এইরূপ। ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আবার অন্য ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রের সেই অনুবাদটী এই ; যথা,—"হে গৃহসকল! তোমাদের অধিবাসী উপস্থিত নাই বিবেচনায় ভীত হইও না। আমি প্রবাস হইতে সমধিক তেজস্বী হইয়া প্রত্যাগত হইলাম। আমি যেন তোমাদিগকেও তেজস্বী করতঃ প্রবেশ করিতেছি। এ সময় আমার মন বিশুদ্ধ আছে এবং মেধাও সচেত রহিয়াছে। আমি আন্তরিক আনন্দসহকারে এই গৃহসকলে প্রবেশ করিতেছি।" ইহাতে যে ভাব উপলব্ধ হয়, পাঠক বুঝিয়া দেখুন। এই মন্ত্রের দেবতা—বাস্তুদেবতা। ছন্দঃ—বিরাট্‌রূপা ত্রিষ্টুপ্।

এখন, আমরা যে দিক হইতে যে ভাবে অর্থ (আমাদের মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা দেখুন) নিষ্কাশন করিলাম, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। আমরা মন্ত্রটীকে তিনি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম "গৃহা. . . . . .বেপধ্বং।" দ্বিতীয়—"বয়ং উর্জ্জং……এমসি।" তৃতীয়—"যুষ্মাকং পরিরক্ষকোঽহম [illegible] ….এমি॥" ইহার প্রথমাংশের প্রথম—পদ—'গৃহাঃ'। আমরা মনে করি এ পদে সদসদ্ভাবের আশ্রয়স্থানীয় চিত্তবৃত্তিসমূহকে বুঝাইতেছে। সে পক্ষে "গৃহাঃ" হইতে "বেপধ্বং" অংশের ভাব এই যে,—'জ্ঞান-সাহায্যে সৎপথ প্রাপ্ত হইবে—ভয় পাইও না', অর্থাৎ—'আমি এখন জ্ঞানান্বেষী হইয়াছি, সদসৎ পথ দেখাইতে সমর্থ হইব।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের "বিভ্রতঃ" পদে "ধারয়মাণান" অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহাতে "আগতাঃ স্ম" ক্রিয়াপদের কর্ত্তা "বয়ং" পদ অধ্যাহার করার আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু মন্ত্র-শেষে "এমি" একবচনের ক্রিয়া পদ আছে। সুতরাং কোথাও "আমরা" এবং কোথাও "আমি" এ ভাব পরিগ্রহণ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তার পর 'উর্জ্জং' পদে 'বল' ও 'শক্তি' অর্থ বুঝায়। সে পক্ষে, 'বল ও শক্তির ধারণকারী তোমাদিগের নিকট আমরা আসিয়াছি' এই অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বল ও শক্তি যদি গৃহসকলের রহিল, তাহা হইলে তাহাদিগকে 'মা বিভীত' এবং 'মা চ বেপধ্বং' বলিয়া অভয়

প্রদানেরই বা সার্থকতা কি আছে? এই সকল কারণে, আমরা 'বিভ্রহঃ' পদে (বিভক্তি-ব্যত্যয়ে) 'বিচঞ্চলাঃ' অর্থ গ্রহণ করিলাম। তাহাতেই ভাব পরিস্ফুট হয়। চিত্তবৃত্তিসমূহ সদ্ভাবধারণে অসমর্থ হইয়া বিচঞ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থাই তাহাদিগের ভয়ের কারণ। সেই অবস্থাই মানুষকে পতনের পথে গমন করায়। সেই অবস্থাতেই, জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিতে পারিলে, মানুষ আপনার পরিচালনায় সমর্থ হয়। আমরা তাই মনে করি, এখানকার ভাব এই,—'হে চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা বিচঞ্চল হইয়াছিলে! কিন্তু আর ভয় নাই। আমি (তোমাদিগের পরিচালক গৃহস্বামী) আসিয়াছি।

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ-সঙ্গতি উপলব্ধি করুন। এখানে, জ্ঞান মার্গের সন্ধান পাইয়া, একটু উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়া, সাধক কহিতেছেন,—'আর ভয় নাই! আমাতে সুবুদ্ধি আসিয়াছে, আমি জ্ঞানদেবতার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, আর তোমাদিগকে চঞ্চল হইতে হইবে না। বিভ্রমগ্রস্ত হইয়া নানা পথে বিচরণ করিয়া, পরিশেষে আমি সৎপথ দেখিয়াছি। অতএব, তোমাদিগকেও সৎপথে চালাইতে সমর্থ হইব।' এইরূপে বুঝিতে পারি, সমগ্র মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'আপনার গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া চিত্ত বিচঞ্চল হয়। ভগবৎকৃপায় সৎপথ লাভ সম্ভবপর। যখন আমরা ভগবৎপদাঙ্কানুসারী হইতে পারি, তখনই সকল বিপদ দূরীভূত হয়।' (৩অ—৪১ক—৩ম)।

দ্বিচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। দ্বিচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

যেষামধ্যেতি প্রবসন্ যেষু সৌমনসো বহুঃ।

গৃহানুপহ্বয়ামহে তে নো জানন্তু জানতঃ ॥ ৪২ ॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রবসন্' (দেশান্তরং গচ্ছন্, স্বগৃহং স্বধর্ম্মং পরিত্যাগকারী, অসন্মার্গগমনশীলো জনঃ) 'যেষাং' (যান্ গৃহান্, আদিভূতান্ জন্মসহজাতান্ সদ্ভাবান্) কশ্চিৎ 'অধ্যেতি' (স্মরতি), তথা 'যেষু' (প্রবৃত্তিষু, সদ্ভাবেষু), বহুঃ সৌমনসো' (অতিশয়ঃ সুমনসো ভাবঃ, প্রীত্যতিশয়ঃ) ভবতি; অসন্মার্গগামিনো বয়ং 'তান্' (আদিভূতান্ জন্মসহজাতান্ সদ্ভাবান্) 'উপ' (সমীপে, হৃদি) সাম্প্রতং 'হ্বয়ামহে' (আহ্বয়ামঃ); 'তে' (সদ্ভাবনিবহাঃ) 'জানতঃ' (তান্ বিজ্ঞাতান্) 'নঃ' (অস্মান্) 'জানন্তু' (প্রাপ্নুবন্তু)। নরো মোহবশাৎ জন্মসহজাতান্ সদ্ভাবান্ পরিত্যজতি; হে ভগবন্! অসন্মার্গগামিনো বয়ং যেন তদ্ভাবান্ পুনঃ প্রাপ্নুমঃ তদ্বিধেহি। (৩অ—৪২ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

স্বগৃহ-স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগকারী অসন্মার্গগমনশীল জন, জন্মসহজাত সদ্ভাবসমূহকে কখনও কখনও স্মরণ করে; আর, সেই সদ্ভাব-সমূহের প্রতি সময়ে সময়ে প্রীতিযুক্ত হয়। অসন্মার্গগামী আমরা, আদিভূত জন্মসহজাত সদ্ভাব-সমূহকে এক্ষণে হৃদয়ে আহ্বান করিতেছি; সেই সদ্ভাবনিবহ, তাঁহাদিগের বিধাতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন (আমরা বিপথগামী হইয়াছি—বুঝিতে পারিয়া, এখন তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি; তাঁহারা আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন)। (৩অ—৪২ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

অনুষ্টুপ্‌। প্রবসন্দেশান্তরং গচ্ছন্ যজমানো যেষামধ্যেতি। ইক্ স্মরণে। যান্ গৃহান্ স্মরতি। অধিগর্থদয়েশাং কর্ম্মণীতি (পা০ ২।৩।৫২) ষষ্ঠী। গৃহবিষয়ং ক্ষেমং সদা চিন্তয়তীত্যর্থঃ। তথা যেষু গৃহেষু যজমানস্য বহুঃ সৌমনসো সুমনসো ভাবঃ প্রীত্যতিশয়ঃ। বয়ং তান্ গৃহানুপহ্বয়ামহে আহ্বয়ামঃ। গৃহাভিমানী দেবোঽস্মৎসমীপমাগচ্ছন্ত্বিত্যর্থঃ। তে গৃহদেবা আহূতাঃ সন্তঃ জানতঃ উপকারাভিজ্ঞানরোচমানান্ জানন্তু। এতে কৃতঘ্না ন ভবন্তীত্যবগচ্ছন্তু॥ (৩অ—৪২ক—১ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটীও বড়ই জটিলভাবাপন্ন। ভাষ্যে প্রকাশ, প্রবাস হইতে প্রত্যাগত অগ্নিহোত্রী এই মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবেন। ভাষ্যের ভাব বিচ্ছিন্ন। প্রথম,—'প্রবসন্ যেষামধ্যেতি' বাক্যের অর্থ করা হইয়াছে,—'দেশান্তর-গামী যজমান যে গৃহসকলকে বা যে গৃহসকলের মঙ্গলের বিষয় চিন্তা করেন।' দ্বিতীয়,—'যেষু বহুঃ সৌমনসো।' এই বাক্যের অর্থ করা হইয়াছে,—'যে গৃহসকলে যজমান অতিশয় প্রীতিযুক্ত।' তৃতীয়,—'গৃহানুপহ্বয়ামহে'। এই বাক্যের অর্থ করা হইয়াছে,—'সেই গৃহসকলকে আমরা আহ্বান করি।' তাহা হইতে ভাব আনা হইয়াছে,—'সেই সকল গৃহাভিমানী দেবতা আমাদিগের সমীপে আগমন করুন। চতুর্থ,—'তে নো জানন্তু জানতঃ'। এই বাক্যের অর্থে বলা হইয়াছে,—'সেই গৃহদেবগণ আমাদিগের কর্তৃক আহূত হইয়া জানুন যে, আমরা উপকারীর বিষয় স্মরণ করি, আমরা কৃতঘ্ন নহি।' এই ভাষ্যানুসারেই একজন প্রসিদ্ধ বেদব্যাখ্যাতা আবার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, তখন যে গৃহসকলকে স্মরণ করিতাম, যে গৃহগুলিতে অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিতাম, সেই গৃহসকলকে অদ্য আহ্বান করিতেছি; আমি কৃতঘ্ন নহি—ইহা তাঁহারা অবগত হউন।"

এখন, আমরা যেদিক দিয়া যে অর্থ নিষ্কাশণ করিলাম, তদ্বিষয় অনুধাবন করুন। আমাদিগের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়' দেখুন, আমরা মন্ত্রটীকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশ—"প্রবসন্" হইতে "বহুঃ সৌমনসো ভবতি" পর্য্যন্ত লক্ষ্য করুন। ঐ অংশে উপমার ছলে একটী নিত্যসত্যতত্ত্ব বিবৃত আছে। আমরা মনে করি, ঐ অংশে বলা হইয়াছে,—স্বগৃহ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বিধর্ম্মের আশ্রয় লয়, সৎপথ ত্যাগ করিয়া যাহারা অসৎপথে প্রধাবিত হয়, সময়ে সময়ে তাহাদিগের মনে আত্মগ্লানি আসে; তখন, তাহারা আপনাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থার বিষয় স্মরণ করে, তখন তাহাদিগের প্রাণে পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠে; তখন, তাহারা জন্মসহজাত সত্ত্বভাবসমূহের প্রতি অত্যধিক প্রীতিসম্পন্ন হয়।' ইহাই স্বাভাবিক। ইহাকে অসন্মার্গগামীর অনুশোচনার ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

অতঃপর মন্ত্রের (আমাদের ব্যাখ্যার অনুসরণে) দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। দ্বিতীয় অংশ—"অসন্মার্গগামিনো বয়ং 'তান উপ হ্বয়ামহে'।" এখানে প্রার্থনাকারীর মনে আপনার পদস্খলনের বিষয় জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি এখন জন্মসহজাত সত্ত্বভাবসমূহকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন;—তাহাদিগকে হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই উচ্ছৃঙ্খলা পরিহারে মানুষ এই ভাব স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। উপসংহারে মন্ত্রের তৃতীয় অংশ—"তে জানতঃ নঃ জানন্তু"—কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে, বুঝিয়া দেখুন। এখানে প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে সত্ত্বভাবনিবহ! এখন এতদিন পরে আপনাদিগকে জানিতে পারিয়াছি,—এখন এতকাল পরে আপনাদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। আপনারা এখন আমাদিগকে কৃপা করুন,—আমাদিগের হৃদয় আপনাদিগের দ্বারা সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক।' আমরা মনে করি, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা—এইরূপ ভাবই এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত। (৩অ—৪২ক—১ম)॥

ত্রিচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ত্রিচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

উপহূতা ইহ গাব উপহূতা অজাবয়ঃ॥

অথোঽঅন্নস্য কীলাল উপহূতো গৃহেষু নঃ।

ক্ষেমায় বঃ শান্ত্যৈ প্রপদ্যে শিব৺ শগ্ম৺ শংয্যোঃ শংয্যোঃ॥ ৪৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইহ' (সংসারে, অস্মাকং হৃদি) 'গাবঃ' (জ্ঞানকিরণনিবহাঃ) 'উপহূতাঃ' (আরাধিতাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ, 'অজাবয়ঃ' (জন্মরহিতস্য অনন্তস্য সম্বন্ধিনঃ সত্ত্বভাবাদয়াঃ) 'উপহূতাঃ' আরাধিতাঃ—অস্মাভিরিতি যাবৎ) সন্তু, 'অথঃ (অপি চ) 'অন্নস্য' (অস্মাকং অন্নসম্বন্ধিনঃ, জীবনরক্ষকস্য, পরিত্রাণকারকস্য) 'কীলালঃ' (রসবিশেষঃ, ব্রহ্ম ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গৃহেষু' (হৃদয়েষু) 'উপহূতঃ' (আরাধিতঃ) ভবতু, হে দেবা! 'ক্ষেমায়' (মঙ্গলায়, মদীয় রক্ষণার্থং) 'শান্ত্যৈ' (সর্ব্বানিষ্টশমনায়, শান্তিকরণার্থং) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'প্রপদ্যে' (প্রাপ্নোমি, আরাধয়ামি), 'শিবং' (মঙ্গলং, ঐহিকং সুখং) 'শগ্মং' (মঙ্গলং, পারত্রিকং সুখং) 'শংযোঃ শংযোঃ' (মঙ্গলং ভবতু—অস্মাকং মঙ্গলং ভবতু, ভবতাং কৃপয়া ইতি শেষঃ)। হে ভগবন্! লোককল্যাণং সত্ত্বভাবনিবহঞ্চ অস্মান্ প্রাপয়, ততঃ অস্মাকং পরমং মঙ্গলং ভবতু। ইতি ভাবঃ। (৩অ ৪৩ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ইহসংসারে (আমাদিগের হৃদয়ে) জ্ঞানকিরণসমূহ আরাধিত (প্রতিষ্ঠিত) হউক; সেই 'অজ' অর্থাৎ অনন্তের সম্বন্ধীয় সত্ত্বভাবসমূহ আমাদিগের কর্তৃক আরাধিত (সংসারে প্রতিষ্ঠিত) হউক। আর, আমাদিগের পরিত্রাণকারক ব্রহ্মস্বরূপ রস আমাদিগের হৃদয়ে আরাধিত (প্রতিষ্ঠিত) হউক। হে দেবগণ (সত্ত্বভাবনিচয়)! আমাদিগের রক্ষার (পরিত্রাণের) এবং সর্ব্ববিধ অনিষ্ট-প্রশমনের জন্য আপনাদিগকে আরাধনা করিতেছি। (আপনাদিগের কৃপায়) আমাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হউক। (৩অ—৪৩ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ত্র্যবসানা মহাপংক্তিঃ। যস্যাঃ অষ্টাণাঃ ষট্‌পাদা সা মহাপংক্তিঃ। পঞ্চমো নবার্ণস্তৈনৈকাধিকা। ইহ গৃহেষু গাব উপহূতাঃ ধেনবো বলীবর্দ্দাশ্চ সুখেন তিষ্ঠন্ত্বিত্যাবয়ানুজ্ঞাতাঃ। তথা ইহ গৃহেষু অজাবয়ঃ উপহূতাঃ। অজা অবিরিত্যজাতিদ্বয়যুক্তাঃ পশবঃ উপহূতাঃ সুখেন বর্ত্তন্তামিত্যস্মাভিরনুজ্ঞাতাঃ। অথো অপি চ অন্নস্য কীলালঃ অন্নসম্বন্ধী রসবিশেষো নোঽস্মদীয়েষু গৃহেষু উপহূতঃ সমৃদ্ধো ভবত্বিত্যেবমস্মাভিরনুজ্ঞাতঃ॥ (কা০ ৪।১২।২৩) ক্ষেমায় ব ইতি প্রবিশতীতি। হে গৃহাঃ। বো যুষ্মান্ প্রপদ্যে প্রাপ্নোমি। কিমর্থং। ক্ষেমায় বিদ্যমানস্য বস্তুনো রক্ষণং ক্ষেমস্তদর্থং। শান্ত্যৈ মম সর্ব্বানিষ্টশমনায়। শংযুঃ শমিতি সুখনাম (নি০ ৩,৬।১০) তৎকাময়তে ইতি শংযুঃ। ইদংযুরিদং কাময়মান ইতি (নি০ ৬।৩১) যাস্কো-

তস্মাৎ তাদৃশস্য মম শিবং শগ্মমিতি দ্বে সুখনামনী (নি০ ৩৬) তত্রাদ্যমৈহিকং দ্বিতীয়মামুষ্মিকং। উভয়বিধং সুখং ভূয়াদিতি শেষঃ। শমোরিত্যভ্যাসোহত্যাদরার্থঃ ॥ ইত্যুপস্থানমন্ত্রাঃ সমাপ্তাঃ ॥ (৩অ—৪১ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটী অগ্নি উপস্থানের শেষ মন্ত্র। এ মন্ত্রটী ছন্দ—পংক্তি। প্রতি অষ্টাক্ষরে এক পাদ—সেইরূপ ছয় পদে (কেবল পঞ্চম পাদে নয়টী অক্ষর আছে) এই মন্ত্র গ্রথিত। এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে, প্রবাস হইতে প্রত্যাগত অগ্নিহোত্রী অগ্নিতে আহুতি-প্রদান-সময়ে যেন বলিতেছেন,—আমি যখন প্রবাসে যাই, তখন, আমার গরুগুলি সুখে থাকুক—এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম, আমার ছাগাদি পশুসকল সুখে থাকুক—এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আমার অন্নসম্বন্ধীয় রস আমার গৃহে সমৃদ্ধ হউক—এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। হে গৃহসকল! এখন আমি কল্যাণকামনায় তোমাদিগকে পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। আমার ঐহিক ও পারত্রিক সুখ হউক। ভাষ্যার্থে এই ভাব প্রকাশমান্। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও এই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি।

অতঃপর, আমাদিগের পরিকল্পিত অর্থের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। মন্ত্রের প্রথম পদ—'উপহূতাঃ'। এই পদের অর্থ এখানে ভাষ্যে প্রকাশ—'সুখেন তিষ্ঠন্তিত্যেবম-নুজ্ঞাতাঃ'। কিন্তু 'উপহূতাঃ' পদটী দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম ও একাদশ কণ্ডিকায় প্রযুক্ত দেখিয়াছি। সেখানে আবার ভূলোককে ও দ্যুলোককে ঐ পদদ্বয়ে বিশেষিত করা হইয়াছে। সেখানে ঐ পদদ্বয়ের অর্থ 'আবাহিত' ও 'আরাধিত' দেখিয়াছি। সেই অর্থই এখানেও সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'গাবঃ' পদে যে জ্ঞান-কিরণ-সমূহকে বুঝায়, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং 'ইহ গাবঃ উপহূতাঃ'—এই বাক্যাংশে, 'এই সময়ে আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান-কিরণ আরাধিত হউক—এই ভাবই প্রাপ্ত হই। 'অজাবয়' পদে, সাধারণতঃ 'ছাগাদি পশু' অর্থ আমনন করা যায় বটে; কিন্তু এক্ষেত্রে, সে অর্থে ছাগাদি পশু আবার আরাধিত হইবে কি? বিশেষতঃ, 'অজ' পদে জন্মরহিত সনাতন ভগবানকে বুঝায়। সে পক্ষে—'অজাবয়ঃ' বলিতে ভগবানের সম্বন্ধযুত সদ্ভাবসমূহকে লক্ষ্য করে। কেননা, ভগবান্ সদ্ভাবের সমষ্টি। সুতরাং 'অজাবয়ঃ উপহূতাঃ' বলায়, সেই সদ্ভাবসমূহকে আরাধনার ভাব প্রাপ্ত হই। পরন্তু, বচন-বাহুল্য ঘটিলেও, তাহাতে ভাবের ব্যত্যয় ঘটে না। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম পংক্তির অর্থসঙ্গতি দেখি।

অতঃপর, আমাদিগের 'মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যার' তৃতীয় অংশ—"অথোঃ অন্নস্য কীলালঃ নঃ গৃহেষু উপহূতো ভব"—লক্ষ্য করুন। "অন্নস্য কীলালঃ" পদে 'অন্নের রসবিশেষ' অর্থ পরিগৃহীত হয়। "রসো বৈ ব্রহ্ম" শ্রুতিতে আছে। 'রস' বলিতে ব্রহ্মকে বুঝায়। অন্ন—জীবন-ধারণের উপাদান। শ্রেষ্ঠ জীবন-ধারণ—পরিত্রাণমূলক মোক্ষসাধক। এ পক্ষে মন্ত্রাংশের

মর্ম্ম এই যে,—'মোক্ষসাধক পরিত্রাণকারক ব্রহ্মরূপ যজ্ঞ, আমাদিগের গৃহে (হৃদয়ে) আরাধিত (ব্যাপ্ত) হউক।' আমরা মনে করি, ইহাই সঙ্গত অর্থ। মন্ত্রের চতুর্থ ও পঞ্চম অংশে, দেবগণকে—দেবভাবসমূহকে আরাধনায় (হৃদয়ে ধারণায়) সঙ্কল্প আছে। সেই লক্ষ্য করিয়া, প্রার্থনাকারী আপনার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন; কহিতেছেন,—'হে দেবগণ! আমার জ্ঞানকিরণ ও সত্ত্বভাব দান করুন। ফলে, আমার পরমমঙ্গল সাধিত হউক।' (৩অ—৪৩ক—১ম)।

—•—

চতুশ্চত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। চতুশ্চত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

প্রঘাসিনো হবামহে মরুতশ্চ রিশাদসঃ।

করম্ভেন সজোষসঃ ॥ ৪৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রঘাসিনঃ' (পাপগ্রাসকান, জ্যোতীরূপান) 'রিশাদসঃ' (বৈরীকৃতাং হিংসাং ক্ষয়কারিণঃ, মঙ্গলসাধকান্) 'করম্ভেন' (সত্ত্বভাব বাহকেন—সঙ্কেত যাবৎ) 'সজোষসঃ' (সমান প্রীতিমন্তান্, সত্ত্বভাবাবলম্বিনঃ প্রীতিসম্পন্নান্) 'মরুতঃ' (মরুদ্দেবান্—বিবেকরূপান্ জ্ঞানোন্মেষকান্) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ) বয়মিতি শেষঃ। যে দেবাঃ পাপনাশকা মঙ্গলসাধকাঃ সাত্ত্বিকজনস্য প্রতি প্রীতিসম্পন্নাঃ, তে দেবাঃ অস্মাকং পরিত্রাণং কুর্ব্বন্তু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৪৪ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পাপগ্রাসক, মঙ্গলসাধক (শত্রুকৃত হিংসাক্ষয়কারক), সত্ত্বভাবাবলম্বী জনের প্রতি পরমপ্রীতিসম্পন্ন, মরুদ্দেবগণকে আমরা আহ্বান করিতেছি। পাপনাশক শুভপ্রদ সত্ত্বভাবপোষক সেই দেবগণ (আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন—এই প্রার্থনা)। (৩অ—৪৪ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

অথ চাতুর্ম্মাস্যমন্ত্রাঃ। প্রজাপতিদৃষ্টাঃ। চাতুর্ম্মাস্যাখ্যো যাগঃ। স পর্ব্বচতুষ্টয়াত্মকঃ। বৈশ্বদেববরুণপ্রঘাসসাকমেধশুনাসীরীয়াখ্যানি চত্বারি পর্ব্বাণি। তত্র বরুণপ্রঘাসাখ্যে দ্বিতীয়ে পর্ব্বণি দক্ষিণোত্তরয়োর্ব্বেদ্যোর্ব্বেদ্যোর্বহির্বাহ্যাদিত্যেষু প্রতিপ্রস্থাতা পত্নীমুদানয়ং

স্বদীয়ং জারং পৃচ্ছেৎ কেন চরসীতি। সাপি তং ব্রূয়াৎ। (কা০ ৫।৫।১০) আখ্যাতে প্রঘাসিন ইত্যেনাং বাচয়তি নয়ন্নিতি। পত্ন্যা জারে কথিতে সতি এনাং পত্নীং নয়ন্ প্রতিপ্রস্থাতা প্রঘাসিন ইতি মন্ত্রং বাচয়তি॥ মারুতী গায়ত্রী বয়ং মরুতো হবামহে। চকারেণ তদীয় পরিচারকাঃ সমুচ্চীয়ন্তে। কিম্ভূতান্মরুতঃ? প্রঘাসিনঃ। ঘস্‌ল্ অদনে। প্রকর্ষেণ ঘস্যতে ভক্ষ্যতে ইতি প্রঘাসো হবির্ব্বিশেষঃ। স এষামস্তীতি তান্ প্রঘাসিনঃ। এতন্নামকান্। শুক্র-জ্যোতিরিত্যাদয়ঃ সপ্ত সপ্তকা মারুতা গণাঃ। তথ শ্রুতবাংশ্চ প্রঘাসী চেতি পঠ্যতে (অ০ ১৭।৮৫)। প্রঘাসুপলক্ষিতান্মরুতঃ আহ্বয়ামঃ। পুনঃ কিম্ভূতান্? রিশাদসঃ। রিশতি-হিংসার্থঃ। রিশাং বৈরিকৃতাং হিংসাং দস্যন্তি উপক্ষয়ন্তীতি রিশাদসঃ। দসু উপক্ষয়ে ক্বিপ্। যদ্বা রিশন্তি হিংসন্তীতি রিশাঃ ইগুপধেতি কঃ (পা০ ৩।১।১৩৫)। রিশান্ হিংসকানদস্যন্তীতি রিশাদসঃ। যদ্বা রিশন্তী। শতরি দীর্ঘচ্ছান্দসঃ। রিশতোঽস্যন্তি ক্ষিপন্তি তে রিশাদসঃ। অস্যতেঃ ক্বিচ্। তথা করম্ভেণ সজোষসঃ। যবময়ো হবির্ব্বিশেষ করম্ভঃ। তেন সজোষসঃ সমানপ্রীতয়স্তান্ তথাবিধান্মরুতো হবামহে॥ (৩অ—৪৪ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— ঃঃ• • •ঃঃ ——

এই মন্ত্রটী চাতুর্ম্মাস্য যাগের প্রথম মন্ত্র। মন্ত্রের দেবতা—মরুৎ। ছন্দঃ—গায়ত্রী। ভাষ্যে প্রকাশ—এই কণ্ডিকার এবং ইহার পরবর্ত্তী কণ্ডিকা সমূহের মন্ত্রগুলি চাতুর্ম্মাস্য-যাগে প্রযুক্ত হয়। চাতুর্ম্মাস্য যাগ—চারি পর্ব্বে বিভক্ত। সেই চারি পর্ব্বের নাম—বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ এবং শুনাসীরীয়। তন্মধ্যে প্রথমে বরুণ-প্রঘাস নামক দ্বিতীয় পর্ব্বের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই পর্ব্বের অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ও উত্তর উভয় বেদীতে হবিঃ আহুতি দিবার বিধি আছে। তত্তৎপ্রসঙ্গে প্রতিপ্রস্থাতা অর্থাৎ ঋত্বিক্, যজমান-পত্নীকে বেদীর সম্মুখে আনয়ন করাইয়া তাহার ব্যভিচার দোষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন। যজমান-পত্নী যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে, ঋত্বিক্ তাঁহাকে অগ্নির সম্মুখে আনিয়া 'প্রঘাসিনঃ' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করাইবেন। ইহাই হইল- মন্ত্র-প্রয়োগের বিধি। এতদ্বিধির অনুসরণেই কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ভাষ্য অনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'আমরা মরুদ্দেবগণকে আহ্বান করি। সেই মরুদ্দেবগণ প্রঘাস নামক হবিঃ ভক্ষণ করেন। তাঁহারা বৈরিকৃত হিংসা ক্ষয় করেন অর্থাৎ শত্রুনাশ করেন। সেই মরুদ্গণ যবক্ষু (যবের ছাতু) মিশ্রিত হবির্ভাগে প্রীত হন জানিয়া, আমরা তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছি।' প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও এই ভাব পরিব্যক্ত দেখিতে পাই।

এক্ষণে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় অনুধাবন করুন। মন্ত্রের প্রথম পদ—'প্রঘাসিনঃ'। ভাষ্য-মতে উহার অর্থ হইয়াছে—'প্রকর্ষেণ ঘস্যতে ভক্ষ্যতে ইতি প্রঘাসঃ। স এষামস্তীতি তান প্রঘাসিনঃ। অর্থাৎ, যিনি প্রকৃষ্টরূপে ভক্ষণ বা গ্রাস করেন। ইহাতে, কি

সামগ্রী গ্রাস করেন—এরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। কর্ম্মী যিনি, তিনি দেবগণকে হবিঃ ভক্ষণ করাইয়া সন্তুষ্ট হয়েন। তাঁহার পক্ষে এখানকার 'প্রঘাসিনঃ' পদের অর্থ 'হবির্ভক্ষকঃ'; কিন্তু অন্তর্যাজ্ঞিক যিনি, মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন যিনি, তিনি কেবল হবিরাহুতি প্রদান করিয়াই সন্তুষ্ট হন না; পরন্তু, তিনি দেবতার প্রভাবে পাপসংস্রব হইতে আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্যই উদ্‌বুদ্ধ হন। সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই এবং মন্ত্রের লৌকিক প্রয়োগের বিষয় ভাষ্যে উপলব্ধ করিয়াই, আমরা 'প্রঘাসিনঃ' পদে 'পাপগ্রাসকান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'প্রঘাসিনঃ' পদের দ্বিতীয় অর্থ, আমাদের মতে,—'জ্যোতীরূপান্'। মরুদ্দেবগণকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলা হইয়াছে। মরুদ্দেবগণ যখন হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন,—হৃদয়ে যখন জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়; তখনই তাঁহারা পাপসমূহকে গ্রাস করেন, তখনই জ্ঞানালোকে পাপ-প্রবৃত্তি নষ্ট হয়—তখনই রিপুশত্রু বিদূরিত হইয়া থাকে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পদ—'রিশাদসঃ।' এই পদের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমরা ভিন্নমত পোষণ করি না। যিনি বৈরিকৃত হিংসাকে ক্ষয় করেন, তিনিই 'রিশাদসঃ'—তিনিই মঙ্গলসাধক। শত্রুকৃত অনিষ্ট নিবারিত হইলেই কল্যাণ সাধিত হয়। হৃদয়ের শত্রুসমূহ মানুষকে নিরন্তর বিপথে পরিচালিত করিতেছে। সংসারে অশেষ প্রলোভনে পড়িয়া, কামনা-বাসনাদি বিজড়িত হইয়া মানুষ সংসার-বন্ধনকে ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর দৃঢ়তম করিয়া তুলিয়াছে। সেই সকল শত্রুর হিংসা হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইলে তো সুফল-লাভের আশা? সেই সকল শত্রুকে দমন করিতে পারিলে তো পরম মঙ্গল সাধিত হইবে! জ্যোতিঃস্বরূপ দেবতা সেই সকল শত্রুকে বিনাশ করেন; তাহাতে জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। এখানকার ভাব এই যে,—শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত হৃদয়ে প্রজ্ঞানরূপী মঙ্গলময় ভগবানকে ধারণ কর। তাহা হইলেই তুমি শ্রেয়ঃ-লাভে সমর্থ হইবে;—তাহা হইলেই তোমার পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।

মন্ত্রের আর দুইটী পদ 'করম্ভেন' এবং 'সজোষসঃ'। 'করম্ভেন' পদের অর্থ—ভাষ্যমতে—'যবময়ো হবির্বিশেষঃ তেন।" আমাদের মতে ঐ পদের অর্থ—'সত্ত্বভাব-বাহকেন সহ'; আর 'সজোষসঃ' পদের অর্থ হইয়াছে 'ভক্তের অনুসরণে—সমানপ্রতীয়মান'। তাহা হইতে আমরা ঐ দুই পদের ভাব গ্রহণ করিয়াছি,—'সাত্ত্বিকজনস্য প্রতি প্রীতিসম্পন্নাঃ।' অর্থাৎ, যিনি বা যাঁহারা সত্ত্বভাব-সম্পন্ন জনগণের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন,—ঐ পদদ্বয়ে সেই বিবেকরূপী দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভগবান—সত্ত্বভাবের সমষ্টি। তিনি সত্ত্বভাবের সহিত ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত। যেখানে সত্ত্বভাব সেইখানেই তিনি অধিষ্ঠিত। তিনি সৎ—সৎস্বরূপ। সতেই সত্ত্বেই তাঁহার মিলন—সত্ত্বেই তাঁহার প্রীতি। তাই, যাঁহারা সত্ত্বভাব সমন্বিত, তাঁহারাই তাঁহার প্রিয়; আবার তিনিও সাত্ত্বিক জনেরই প্রিয়। ভাব এই যে,—'আমার কর্ম্মের ফলে দেবতা আমায় মিত্ররূপে অনুগ্রহ করুন; আমার কর্ম্মের ফলে দেবতা আমায় প্রীতির নেত্রে দর্শন করুন।'

প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'আমরা পাপপঙ্কে নিমগ্ন রহিয়াছি। হে দেব!

আপনি পাপনাশক। আপনি আমাদিগের সকল পাপ ধ্বংস করিয়া আমাদিগের উদ্ধার-সাধন করুন। আপনি সদ্ভাব-সম্পন্ন জনের মিত্রভূত। সাত্বিক জন আপনার প্রিয়স্থানীয়। বিবেক-রূপী আপনি। আমাদের হৃদয়ে বিবেকের উন্মেষ করিয়া দিউন। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হউক। সত্ত্বভাবের উদয়ে, সত্ত্বস্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া, আমরা পরিত্রাণ লাভ করি।' (৩অ—৪৪ক—১ম)॥

পঞ্চচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

যদ্ গ্রামে যদরণ্যে যৎ সভায়াং যদিন্দ্রিয়ে।
যদেনশ্চকৃমা বয়মিদং তদবয়জামহে স্বাহা ॥ ৪ ॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বয়ং' (অর্চনাকারিণঃ) 'গ্রামে' (গ্রামে বসন্তঃ) 'যৎ এনঃ' (যৎ পাপং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'চকৃম' (কৃতবন্তঃ), তথা 'অরণ্যে' (অরণ্যে বসন্তঃ) যৎ এনঃ' (যৎ পাপং) 'আ (সর্ব্বতোভাবেন) 'চকৃম' (কৃতবন্তঃ) তথা 'সভায়াং' (সভায়াং স্থিতাঃ) 'যৎ এনঃ' (যৎ পাপং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'চকৃম' (কৃতবন্তঃ), 'ইন্দ্রিয়ে' (ইন্দ্রিয়-প্রাবল্যে) 'যৎ এনঃ' (যৎ পাপং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'চকৃম' (কৃতবন্তঃ) তথা 'যৎ এনঃ' (যৎ পাপং) অন্যত্রাপি 'চকৃম' (কৃতবন্তঃ), 'তদিদং' (তৎ ইদং সর্ব্বং পাপং) 'অবয়জামহে' (বিনাশয়ামঃ), 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু ইতি প্রার্থনা, যদ্বা—স্বাহামন্ত্রেণ সর্ব্বপাপং বিনাশয়ামঃ ইতি ভাবঃ)। পাপনাশকং ভগবন্তং আরাধয়ন্ বয়ং সর্ব্বপাপেভ্যোঃ বিমুক্তো ভবামঃ। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৪৫ক—১ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

অর্চ্চনাকারী আমরা গ্রামমধ্যে বাসকালে সর্ব্বতোভাবে যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, অরণ্যবাস-কালে আমরা সর্ব্বতোভাবে যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, সভায় অবস্থিতি-সময়ে আমরা সর্ব্বতোভাবে যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য-হেতু আমরা সর্ব্বতোভাবে যে সকল পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, অথবা অন্যত্র যে কোনও স্থানে অবস্থিতি-কালে আমাদের

দ্বারা যে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে; আমরা (আহুতি দ্বারা) সে সকল পাপই বিনষ্ট করিতেছি। আমাদের অনুষ্ঠান সুহুত (শুভ বা সুসম্পন্ন) হউক। (৩অ—৪৫ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

মরুতামনুষ্টুপ্। (কা০ ৫।৫।১১) করম্ভপাত্রাণি জুহোতি শূর্পেণ মূর্দ্ধনি কৃত্বা দক্ষিণেঽগ্নৌ প্রত্যঙ্মুখৌ আসীনৌ পত্নী বা দক্ষিণেনাহবনীয়ং তীর্থেন পূর্ব্বেণ বেদিমপরেণ বা যদগ্রাম ইতীত। যবপিষ্টেন নির্ম্মিতানি সন্তানপরিমিতান্যেকাধিকানি বর্ত্তুলাদিরূপাণি করম্ভপাত্রাণি। তানি শূর্পেণ পত্নী দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াদিত্যেকঃ পক্ষঃ। দম্পতী দ্বৌ বা জুহুয়াতামিত্যপরঃ পক্ষঃ। তৌ চ দক্ষিণেন মার্গেণ তানি পাত্রাণ্যাদায় বেদেঃ পূর্ব্বদিশি পশ্চিমদিশি বা স্থিত্বা জুহুয়াতাম্। অথ মন্ত্রার্থঃ। গ্রামে বসন্তো বয়ং যদেনঃ পাপং গ্রামোপদ্রবরূপং চকৃম কৃতবন্তঃ। অরণ্যে বসন্তো যদেনো মৃগোপদ্রবরূপং চকৃম। তথা সভায়াং স্থিতা যদেনো মহাজনতিরস্কারাদিকং চকৃম। ইন্দ্রিয়ে জিহ্বোপস্থরূপে প্রীতিমন্তো বয়ং যদেনঃ অভোজ্যভোজনাগম্যাগমনাদিকং চকৃম ইদমিদং সর্ব্বং পাপমবযজামহে বিনাশয়ামঃ। অবপূর্ব্বো যজিনাশনার্থঃ। স্বাহা এতচ্ছব্দোচ্চারণৈঃ পাপবিনাশিভিঃ দত্তম্॥ (৩অ ৪৫ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— §•§ ——

ভাষ্যের আলোচনায় পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। কর্ম্ম-কাণ্ডানুসারে মন্ত্র যেরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, ভাষ্যে তাহার আভাষ আছে। পূর্ব্বমন্ত্রে কেবলমাত্র যজমান-পত্নীকে বেদীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাহার পাপাচারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার বিধি আছে। কিন্তু এ মন্ত্রে যজমান এবং যজমান-পত্নী উভয়েরই দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিবার বিধি বর্ত্তমান। সে পক্ষে যে প্রণালী অবলম্বিত হয়, তৎসম্বন্ধে ভাষ্যে এইরূপ উল্লিখিত আছে, যথা,—যজমান ও যজমান-পত্নী উভয়ে একত্রে করম্ভপূর্ণ যবচূর্ণনির্ম্মিত সন্তানপরিমিত বর্ত্তুলাদিরূপ কতকগুলি করম্ভ-পাত্র গ্রহণ করিয়া শূর্পোপরি মস্তকে ধারণ করিবে। তার পর বেদীর পূর্ব্বে বা পশ্চিমে দণ্ডায়মান হইয়া, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে।

ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা এই,—'গ্রাম-মধ্যে, অরণ্যে, সভাস্থলে, ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যে অথবা অন্য কোনও স্থানে আমরা যে সকল পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, অদ্য এই দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া, আমরা সে সকল পাপই বিনষ্ট করিতেছি।' প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও এই ভাবই পরিব্যক্ত দেখিতে পাই।

আমাদের অর্থও এখানে ভাষ্যের অনুসারী হইয়াছে। মন্ত্রে প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—

'যেখানে যে ভাবে আমরা যে পাপেরই অনুষ্ঠান করিয়াছি, আহুতি-প্রদানে আমাদের সে সকল পাপই বিধ্বংস হউক। অর্থাৎ, আমাদিগের কর্ম্ম-প্রভাব এমন হউক, যাহাতে আমাদের সকল পাপ-প্রবৃত্তি নষ্ট হয়।'

অগ্নিতে আহুতি দিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হউক; আর সেই জ্ঞানাগ্নিতে আমাদিগের সকল পাপ-প্রবৃত্তি ভস্মীভূত হউক। স্থূলতঃ, জ্ঞানসাহায্যে সজ্‌-জ্ঞানলাভে, আমাদের হৃদয়ের পাপ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হওয়া আমরা ভগবদনুসারী হই,—মন্ত্রে এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। (৩ম—৮১ক—১ম)॥

ষট্‌চত্বারিংশৎ-কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ষটচত্বারিংশৎ-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

মো ষূ ণ ইন্দ্রাত্র পৃৎসু দেবৈরস্তি হি ষ্মা তে

শুষ্মিন্নবয়াঃ। মহশ্চিদ্যস্য মীঢ়ুষো যব্যা

হবিষ্মতো মরুতো বন্দতে গীঃ॥ ৪৬॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেব।) 'অত্র' (অস্মিন্‌, আরব্ধমানে ইতি যাবৎ) 'পৃৎসু' (সংগ্রামেষু, সদসদ্‌বৃত্ত্যোর্দ্বন্দ্বে ইতি ভাবঃ) 'দেবৈঃ' (দেবভাবৈঃ—সহেতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মান্‌) 'মো ষু' (মা বিনাশয়েতি শেষঃ, মা পরিত্যাজেতি ভাবঃ); অপিচ, 'শুষ্মিন্‌' (হে অশেষবীর্য্যসম্পন্ন, শত্রুবীর্য্যশোষক ইন্দ্রদেব) 'তে' (তব) 'অবয়াঃ' (রক্ষা) 'হি' (নিশ্চিতং খলু) 'অস্তু ষ্ম' (বিদ্যত এব অস্মদর্থমিতি ভাবঃ), হে পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন দেব! সদসদ্‌বৃত্ত্যোর্দ্বন্দ্বে অস্মান্‌ রক্ষ ইত্যেবং প্রার্থনা। 'মীঢ়ুষঃ' (অভীষ্টপ্রদস্য) 'হবিষ্মতঃ' (সত্ত্বপ্রবর্দ্ধকস্য) 'তব' (তৎসম্বন্ধি) 'যব্যা' (করুণা, সত্ত্বভাবজননসামর্থ্যঞ্চ) 'মহশ্চিৎ' (সুপ্রতিষ্ঠিতঃ, সর্ব্ববিদিতো বা ভবতি ইতি শেষঃ); অতঃ তব করুণালাভার্থং 'গীঃ' (অস্মদীয়া স্তুতি) 'মরুতঃ' (তব সখীভূতান্‌ প্রীতিদায়কং বিবেকরূপান্‌ জ্ঞানোন্মেষকান্‌ দেবান্‌) 'বন্দতে' (নমস্করোতি, স্তুয়তে হি)। ভগবন্তং প্রাপ্তু-কামনায় বয়ং জ্ঞানোন্মেষ-

কান সত্ত্ববাহকান্ সন্তজামঃ। হে দেব! অস্মান্ পাপাৎ পরিত্রাণং কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—৪৫ক—১ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেব! আরব্ধমান্ এই সংগ্রামে সদ্‌সদ্‌বৃত্তির দ্বন্দ্বে) আপনি দেবভাব-সমূহকে লইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। অপিচ, হে অশেষবীর্য্যসম্পন্ন (শত্রুবীর্য্যশোষক) ইন্দ্রদেব! আপনার রক্ষা আমাদিগের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিদ্যমান্ আছে; (অর্থাৎ, সদ্‌সদ্‌বৃত্তির দ্বন্দ্বে আমাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া আপনি অবশ্যই রক্ষা করিবেন)। অভীষ্টপ্রদ সত্ত্বপ্রবর্দ্ধক আপনার করুণা সুপ্রতিষ্ঠিত (সর্ব্ববিদিত); অতএব, আপনার করুণা-লাভের জন্য আপনার সখীভূত প্রীতিদায়ক বিবেকরূপী দেবগণকে স্তুতি-দ্বারা বন্দনা করিতেছি॥ (৪অ—৪৫ক—১সূ)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ঐন্দ্রমরুদ্দেবত্যা বিরাট্। যস্যা দশাক্ষরাশ্চত্বারঃ পাদাঃ সা বিরাট্। চতুর্থ একাধিকোঽত্র (কাঃ ৫।৫ ১২) মো ষু ণ ইতি যজমানো জপতীতি পৃৎস্বিতি সংগ্রামনাম [নিঘ০২।১।১।২১] হে ইন্দ্র! অত্র পৃৎসু এষু সংগ্রামেষু বর্ত্তমানঃ দেবৈস্ত্বয়া সহ সখ্যং প্রাপ্তৈস্ত্বৎকল্যাণৈকর্দ্ধৈবৈঃ সহিতস্ত্বং মোঽস্মান্মো বিনাশয়েতি শেষঃ। মোশব্দো নিষেধার্থঃ। সুশব্দো বিনাশাভাবস্য সৌষ্ঠবং ব্রূতে। তথা সতি বিনাশলেশো মা ভূদিত্যর্থঃ সংপদ্যতে। ক উপকার ইতি চেৎ। শুষ্মমিতি বলনাম। (নিঘ০ ২।৯ ১১) হে শুষ্মিন বলবন্নিন্দ্র। তে তব অবয়াঃ অবযুক্তো যাগঃ পৃথগ্‌ভাগোঽস্তি হি স্ম বিস্মৃত এব খলু। অবপূর্ব্বস্য যজতেরেতদ্রূপম্। মিহ সেচনে ধাতুঃ। মীঢুষো বৃষ্টিপ্রদত্বেন সেক্তুঃ। হবিষ্মতো হবির্যোগাস্য তব যব্যা যবময়ৈঃ করম্ভপাত্রৈর্নিষ্পন্না হোমক্রিয়া মহশ্চিৎ পূজা খলু। তস্য যথোক্ত পূজোপেতস্য তবস্মাসু কৃপালু ত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ। কিংচ গীরস্মদীয়া স্তুতিরূপা বাক্ মরুতো ভবতঃ সখীন্ বন্দতে নমস্করোতি। নমো মরুদ্ভ্য ইত্যেবমাকারায়াঃ স্তুতেন নমস্কাররূপত্বাৎ। মরুদ্বিষয়নমস্কারেণাপি তুষ্টস্য তব কৃপৈব যুক্তেত্যর্থঃ। মো ষু ন অত্র সুত্র ইতি। (পা০ ৮।৩।১০৭) ষত্বম। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি [পা০ ৬ ৩।১৩৭] দীর্ঘঃ। নশ্চঃ ধাতুস্থোরুষুভ্য ইতি [পা০ ৮।৪।২৭] ন ইত্যস্য ণঃ। স্ম ইত্যস্যাপি পূর্ব্বপদাদিতি (পা০ ৮।৩।১০৬) ষত্বম। অবয়াঃ শ্বেতবাঃ পুরোডাশেচেতি (পা০ ৮ ২।৬৭) বিজন্তো নিপাতঃ। মীঢুষঃ। দাশ্বান্ সাহ্বান্মীঢ্বাংশ্চেতি (পা০ ৬ ১।১২) কসন্তো নিপাতঃ॥ (৩অ—৪৬ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্রটী ইন্দ্র ও মরুদ্দেবতা বিষয়ক। ইহার ছন্দ—বিরাট্। প্রতি দশ অক্ষরে এক পাদ—এইরূপ চারি পাদে (চতুর্থ পাদে মাত্র একটী অক্ষর অধিক আছে) মন্ত্রটী সংগ্রথিত। মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ এই যে,—যজমান এবং যজমান-পত্নী আহুতি-দান-কালে বলিতেছেন,—'হে ইন্দ্র! সংগ্রামে বর্তমান মিত্রভূত মরুদ্গণের সহিত আপনি আমাদিগকে বিনাশ করিবেন না। হে বলবন্ ইন্দ্র। তোমার জন্য এই যজ্ঞের স্বতন্ত্র ভাগ অবশ্যই রহিয়াছে। তুমি বৃষ্টি দান কর। হবির্ভাগে যবময়ী হোমক্রিয়া-সহকারে তোমার পূজা বিহিত হয়। পূর্বোক্ত-রূপে পূজায় আমাদের প্রতি কৃপালু হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এই হেতু আমরা প্রথমে তোমার সখীভূত মরুদ্গণকে বন্দনা করিতেছি। তাঁহারা পরিতুষ্ট হইলে, তুমি সন্তুষ্ট হইবে।' প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও প্রায় একই ভাব পরিব্যক্ত আছে। মন্ত্রের প্রয়োগ-প্রণালী পূর্ব মন্ত্রের প্রয়োগ-প্রণালীর অনুরূপ।

কর্মকাণ্ডের প্রয়োগ-বিষয়ে মন্ত্রে যে ভাব পরিগৃহীত হয়, কর্মী তাহা অবগত আছেন। আমরা মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রটীকে আমরা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রের প্রথমাংশে ('ইন্দ্র মো ষু' পর্যন্ত অংশে) সংগ্রামে রক্ষার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বলা হইয়াছে,—হে দেব! আপনি আমাদিগের হৃদয়ের সদসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্বে আমাদিগের (অন্তরের) দেবভাব সহ আমাদিগকে বিনাশ (পরিত্যাগ) করিবেন না। 'পৃৎসু' পদ—সংগ্রাম বাচক। সংসারে সদসতের দ্বন্দ্বের বিরাম নাই। অন্তরেও সে সংগ্রাম অহরহঃ চলিয়াছে। সতের নাশেই অসতের আনন্দ; অসৎ সর্বদাই সৎকে অভিভূত করিতে উন্মুখ। সে দ্বন্দ্বে অসৎকে পরাভূত করিয়া সৎকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা। জ্ঞান—সৎস্বরূপ, আর অজ্ঞানতা—অসৎপদবাচ্য। অজ্ঞানতা—জ্ঞানাঙ্কুরকে বিনাশ করিতে সতত প্রয়াস পায়। সংসারে অসতের প্রতিষ্ঠা অনায়াস সাধ্য। জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানতাকে নাশ করিতে পারিলে, সে দ্বন্দ্বে বিজয়লাভ, করিতে পারা যায়। ইন্দ্রদেব—পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন। প্রজ্ঞান—সেই ঐশ্বর্যের অভিব্যক্তি। দেবভাব—জ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান প্রভাবেই দেবভাব (সদ্ভাব) সঞ্চিত হয়। জ্ঞান না জন্মিলে,—হৃদয় জ্ঞানালোকে আলোকিত না হইলে, সদ্ভাব সঞ্চয়ের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। মন্ত্রের প্রথমাংশে তাই পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন সেই দেবতার নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—"হে দেব। আমাদের অন্তরে জ্ঞানাজ্ঞানের—সদসদ্বৃত্তির সংগ্রাম অহরহঃ চলিয়াছে। যে একটু জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে—যে একটু সদ্ভাব উন্মেষের প্রচেষ্টা চলিতেছে—অজ্ঞানতা তাহা সমাচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সে সংগ্রামে বিজয়-লাভে কিরূপে সমর্থ হইব—দেব! সামর্থ্যহীন আমরা; আপনি সদ্ভাবসমূহ লইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না—অসদ্ভাব যেন আমাদিগকে

আচ্ছন্ন করিয়া বিনাশ করিতে সমর্থ না হয়।' ফলতঃ, যেখানে জ্ঞান, সেইখানেই সদ্ভাব-সঞ্চার; যেখানেই জ্ঞানাভাব, সেইখানেই অসদ্ভাবের—অসৎবৃত্তির প্রতিষ্ঠা। জ্ঞানাভাব ঘটিলে অসৎবৃত্তি আসিয়া হৃদয় অধিকার করে, সদ্ভাবসমূহ তখন তিরোহিত হয়। ফলতঃ, হৃদয়ে জ্ঞান-সঞ্চার হয়, অসদ্ভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার না করে,—ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই ভাবই উপলব্ধ হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ('শুষ্মিন্…অস্তু স্ম' পর্য্যন্ত অংশে) ভগবান্ যে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—তদ্বিষয়ে দৃঢ়-ধারণার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই অংশের 'অবয়াঃ' পদ একটু সমস্যা-মূলক। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'অবযুতো যাগঃ পৃথগ্‌ভাগঃ', কিন্তু 'অব'—রক্ষণার্থক। তাহা হইতে আমরা ঐ পদে 'রক্ষা' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। পূর্ব্বাংশের সহিত অর্থের সামঞ্জস্য-সাধনে তাহাতে অর্থ হইয়াছে,—'সদসদ্‌বৃত্তির দ্বন্দ্বে আপনি আমাদিগকে তো পরিত্যাগ করিবেনই না, পরন্তু ভরসা—অবশ্যই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন,—অপিচ, আমাদের পাপ ক্ষালনে আপনি আমাদের সহায় হইবেন।'

মন্ত্রের তৃতীয় অংশের ('মীঢ়ুষে… মহশ্চিৎ' পর্য্যন্ত অংশের) পদবিন্যাস একটু জটিলতা-পূর্ণ। মন্ত্রের ঐ অংশের ভাব গ্রহণও তাহাতে একটু কঠিন হইয়াছে। ঐ অংশের প্রচলিত অর্থের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 'মীঢ়ুষে' পদের অর্থ, ভাষ্যানুসারে, 'বৃষ্টিপ্রদায়েন সেক্তুঃ', অর্থাৎ, তিনি বৃষ্টিপ্রদান করেন বলিয়া সেচনসমর্থ; তাহা হইতে আমরা 'অভীষ্টপ্রদস্য' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। ধাত্বর্থের অনুসরণে 'অভীষ্টপ্রদ' ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। [illegible] পদের অর্থ হইয়াছে [illegible]। কিন্তু আমরা ঐ পদের অর্থ করিলাম—'সত্ত্বসম্পন্নস্য।' বেদের সর্বত্র আমরা [illegible] পদে সত্ত্বভাব অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাবপক্ষে ঐ অর্থই সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। মন্ত্রের 'যব্যা' পদে—ভাষ্যকারের মতে—'যবময়ৈঃ করম্ভাদিভিঃ নিষ্পন্না হোমক্রিয়া' অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু 'যব্য' পদের ধাতুগত অর্থ ধরিলে উহাতে উৎপত্তি-সামর্থ্যের ভাব আসে। তাহা হইতে 'সদ্ভাব-জনন-সামর্থ্য, করুণ' প্রভৃতি অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রের এই অংশের ভাব এই যে,—'অভীষ্টবর্ষক সত্ত্বপ্রবর্দ্ধক আপনার করুণা সর্ব্বাবদিত।' অর্থাৎ—ভগবান্ যে অশেষ করুণাসম্পন্ন, তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইলে যে হৃদয়ে সদ্ভাবের উদয় হয়,—গতি-মুক্তির পথ যে সুগম হইয়া আসে, এখানে তাহাই পরিব্যক্ত; সংসারে সে দৃষ্টান্তের তুলনা আছে কি? জ্ঞানে সত্ত্বসঞ্চার হয়,—জ্ঞানেই মুক্তি অধিগত হইয়া থাকে।

মন্ত্রের শেষাংশে ('গীঃ' হইতে 'বন্দতে' পর্য্যন্ত অংশে) মরুদ্দেবগণের বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। মরুদ্দেবগণকে ভগবানের সখীভূত বলা হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে,—জ্ঞানলাভ হইলেই হৃদয়ে বিবেকের উন্মেষ হইলেই—পরমৈশ্বর্য্যশালী প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের সন্ধান পাওয়া যায়, জ্ঞানোদয়েই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়। জ্ঞান-ভক্তিপ্রভাবেই ভগবানের সহিত মিত্রতা-স্থাপনে সমর্থ হওয়া যায়। সেইজন্য জ্ঞানোন্মেষক দেবতাকে প্রজ্ঞানরূপী ইন্দ্রদেবতার মিত্রভূত বলা হইয়াছে। মন্ত্রের এই অংশে জ্ঞানোন্মেষকারী দেবভাব-সমূহকে আরাধনার (হৃদয়ে ধারণ করিবার) সঙ্কল্প আছে।

কথম্ভূতয়া বাচা? মযোভুবা। ময় ইতি সুখনাম (নি° ৩।৬) ময়ো ভবতি যথা সা ময়োভূঃ তয়া মন্ত্ররূপস্তোত্রার্থঃ। হে সচাভুবঃ সচেতি সহার্থেঽব্যয়ং সহভবনশীলাঃ পরস্পরং যজমানেন পত্ন্যাবাস্মিন্ কর্ম্মণি সহাবস্থিতা হে ঋত্বিজঃ! দেবেভ্যো দেবার্থং কর্ম্ম কৃত্বা বরুণ-প্রঘাসনামকং কর্ম্মানুষ্ঠায়াস্তং প্রেত গৃহান গচ্ছত। অস্তমিতি গৃহনাম (নি° ৩।৪)॥ ৪৬॥

* . *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

——০: ০ :০——

মন্ত্রটী একটু জটিলতা-পূর্ণ। ভাষ্যভাষে প্রকাশ,—যজমান যেন আপনার পত্নীকে এই মন্ত্র পাঠ করাইতেছেন; বলিতেছেন—'বরুণপ্রাঘাসাখ্য কর্ম্মকারী ঋত্বিকগণ স্তুতি-সহকারে সুখের আধারভূত বরুণপ্রঘাস-রূপ প্রধান কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। হে সহাভুব অর্থাৎ যজমান ও যজমান-পত্নীর সহিত অবস্থিত ঋত্বিকগণ। দেবগণের প্রীতির জন্য বরুণ-প্রঘাসনামক কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা আপনারা গৃহে গমন করুন।'

আমাদের অর্থ একটু ভিন্ন পথ পরিগ্রহ করিল। কর্ম্মকাণ্ড অনুসারে মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি যাহাই থাকুক এবং তদনুসারে মন্ত্রে যে ভাবই উপলব্ধ হউক, তদ্বিষয়ে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডানুসারী অর্থ ব্যতীতও মন্ত্রে যে এক অতি উচ্চভাব সূচিত হইতে পারে, এস্থলে তাহাই আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

মন্ত্রের 'কর্ম্মকৃতঃ' পদে, ভাষ্যের মতে—কর্ম্মসম্পাদনকারী ঋত্বিককে বুঝাইতেছে। আমরা মনে করি, ঐ পদে সৎকর্ম্মকারী সত্ত্বভাবসম্পন্ন জনগণকে বুঝাইতেছে। তাঁহাদের উচ্চারিত স্তোত্রমন্ত্রই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, তাঁহারাই প্রকৃষ্টরূপে ভগবানকে ডাকিতে সমর্থ হন। তাঁহারা যে মন্ত্রে যে কর্ম্মানুষ্ঠানে ভগবানকে প্রাপ্ত হন, আমরাও সেই মন্ত্রে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এখানে এই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। তদ্রূপ কর্ম্ম করিতেছি, তদ্রূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি; সুতরাং আমাদের কর্ম্মও ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে,—মন্ত্রে সেই ভাবই উপলব্ধ হয়। 'সচাভুবঃ' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—"সহভবনশীলাঃ পরস্পরং যজমানেন পত্ন্যা বাস্মিন্ কর্ম্মণি সহাস্থিতা হে ঋত্বিজঃ।' কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ পদ দেবতার সম্বোধনে বিনিযুক্ত। আমাদের মতে—যিনি সত্ত্বের সহিত বর্ত্তমান, তিনি সৎ হইতে উৎপন্ন, ঐ পদের সেই ভাব আসিতেছে। তাহা হইতে ঐ পদের আমরা 'সৎস্বরূপ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'প্রেত' পদ—'প্র' এবং 'ইত' এই পদের সমন্বয়ে সংগঠিত বলিয়া মনে করি। তদনুসারে 'প্রকৃষ্টরূপেণ গচ্ছত' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

এইরূপে মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা এই,—'সৎকর্ম্মকারী অর্থাৎ কৃৎস্নকর্ম্মকৃদ্‌গণ যে মন্ত্র উচ্চারণে ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, আমরাও সেই মন্ত্রের দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তাঁহার প্রীতি-সাধনের প্রয়াস পাইতেছি। তাঁহাদের উচ্চারিত মন্ত্র ভগবানকে প্রাপ্ত হয়; তাঁহারাই ভগবানকে প্রকৃতভাবে ডাকিতে সমর্থ হন। আমরা যখন তাঁহাদেরই উচ্চারিত মন্ত্রে ভগবানকে ডাকিতেছি এবং তাঁহাদিগেরই কৃত কর্ম্মের অনুসরণে

ভগবানের প্রীতকর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি; তখন, আশা করি, সেই কর্ম্ম-প্রভাবে—সেই মন্ত্র-শক্তিতে—আমরাও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব। হে সৎস্বরূপ ভগবন্! আমাদিগকে সেই কর্ম্মানুষ্ঠানের সামর্থ্য প্রদান করুন,—সেই কর্ম্মপ্রভাবে আমরা যেন আপনাকে পাইতে সমর্থ হই। আমরা যেন সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি—যে কর্ম্ম আপনার প্রীতিদায়ক হয়। আমরা যেন সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হই,—যাহার প্রভাবে আমাদের সকল পাপ বিনষ্ট হয়।' (৩ক—৪৭ক—১ম)॥

অষ্টচত্বারিংশৎ-কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। অষ্টচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অবভৃথ নিচুম্পুণ নিচেরুরসি নিচুম্পুণঃ।

(২) অব দেবৈর্দ্দেবকৃতমেনোঽযাসিষমব মর্ত্ত্যৈর্মর্ত্ত্যকৃতং।

(৩) পুরুরাব্ণো দেব রিষস্পাহি॥ ৪৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'অবভৃথ' (হে পরিস্নাত, সর্ব্বতোভাবেন পাপক্লেদপরিশূন্য, শুদ্ধসত্ত্বপোষক দেব) 'নিচুম্পুণ (হে মন্দগমনশীল, স্থিতপ্রজ্ঞ, সত্ত্বাদিগুণোপেত), যদ্যপি ত্বং 'নিচেরুঃ' (চঞ্চলগতি-বিশিষ্টঃ, কোঽপি ত্বং ধারয়িতুং ন সমর্থঃ) 'অসি' (ভবসি), তথাপি ত্বং 'নিচুম্পুণঃ' (মন্দগতিবিশিষ্টঃ, অস্মাকং ধারণাধীনঃ) ভব ইতি শেষঃ। সত্ত্বাদিগুণোপেতো ভগবান্ আরাধনা-প্রভাবেন সর্ব্বৈরপি প্রাপ্তব্যঃ। অকিঞ্চনা বয়ং তদনুগ্রহেণ বঞ্চিতা ন ভবামঃ ইতি ভাবঃ।

(২) 'দেবৈঃ' (জ্ঞানকৃতৈঃ—অস্মাভিরনুষ্ঠিতৈঃ) 'দেবকৃতং' (দেববিষয়ে কৃতং) যৎ 'এনঃ' (দুষ্কৃতং, ত্রুটিবিচ্যুতিমূলক ভাবঃ) তৎ 'অবযাসিষং' (অপনীতো ভবতু); তথা 'মর্ত্ত্যৈঃ' (মনুষ্যৈঃ, মনুষ্যস্বভাবসুলভৈঃ, অজ্ঞানকৃতৈরিত্যর্থঃ) 'মর্ত্ত্যকৃতং' (মনুষ্যবিষয়ে কৃতং) যৎ 'এনঃ' (দুষ্কৃতং, ত্রুটি-বিচ্যুতিকং ইত্যর্থঃ) অস্তি, তৎ 'অবযাসিষং' (অপনীতো ভবত্বিতি শেষঃ)। হে দেব! যথা তৎসর্ব্বং পাপং মাং ন ব্যাপ্নোতি, তদ্বিধেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ।

(৩) দেব (হে দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত) 'পুরুরাব্ণঃ' (বহু অনিষ্টজনকাৎ) 'রিষঃ' (সংসারবন্ধনাৎ) 'পাহি' (রক্ষঃ, পরিত্রাণং কুরু)। হে দেব! কঠোরসংসারবন্ধনাৎ অস্মান্ পরিত্রাণং কুরু ইতি প্রার্থনা। (৩অ—৪৮ক—৩ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

১। সর্ব্বতোভাবে পাপক্লেদপরিশূন্য (শুদ্ধসত্ত্বপোষণকারী) স্থিত-প্রজ্ঞ (মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন) হে দেব! যদিও আপনি চঞ্চলগতিবিশিষ্ট (সহসা কেহ আপনাকে ধারণা করিতে পারে না); তথাপি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের ধারণাধীন হউন (আমাদিগের মধ্যে প্রজ্ঞানরূপে অবস্থিত হউন)। (ভাব এই যে,—মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন দেবতা উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রতি করুণা বিতরণ করেন। সুতরাং অকিঞ্চন হইলেও আমরা তাঁহার করুণা-লাভে বঞ্চিত হইব না)।

২। দেবতা-বিষয়ে অজ্ঞানতঃ আমাদিগের যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়াছে; অপিচ, মনুষ্য সম্বন্ধে মনুষ্যস্বভাবসুলভ আমাদিগের যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে; সে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি (এতদ্দ্বারা—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে) অপনীত হউক। (অর্থাৎ—দেবতা বা মনুষ্য বিষয়ে আমরা জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত যে সকল পাপানুষ্ঠান করিয়াছি; আমাদের সে সকল পাপ দূর হউক)।

৩। হে দেব! বহু অনিষ্টসাধক সংসাররূপ বন্ধন হইতে আমা-দিগকে পরিত্রাণ করুন। (অথবা, যাহাতে আমরা কঠোর সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ না হই, তাহার উপায়-বিধান করুন)॥ (৩অ—৪৮ক—৫ম)।

মহীধরভাষ্যং (মহীধরকৃতং।

বরুণদৈবতং যজুঃ। (কা০ ৫।৫।১০) মন্ত্রেণাবভৃথমেতি। অত্র বিনিয়োগশ্চিন্তা ইতি। বরুণপ্রঘাসস্য কর্ম্মণোঽন্তে তদঙ্গভূতং অবভৃথাখ্যং কর্ম্ম জলসমীপে ক্রিয়তে তত্রানেন মন্ত্রেণ দম্পতীভ্যাং জলে স্নানং কর্ত্তব্যং। হে অবভৃথ অবাচীনানি পাত্রাণি জলমধ্যে ভ্রিয়ন্তে যস্মিন্ যজ্ঞবিশেষে সোঽয়মবভৃথঃ। তৎসম্বোধনং হে অবভৃথ যজ্ঞ হে নিচুম্পুণ! চুপ মন্দায়াং গতৌ (ধা০ ১।১৯) নিতরাং চোপতি মন্দং গচ্ছতি নিচুম্পুণঃ। উণপ্রত্যয়ো মুমাগমশ্চ। যদ্বা নীচৈরস্মিন্ ক্বণন্তি নীচশব্দেন কণ্ম কুর্ব্বন্ত্যবভৃথো নিচুম্পুণঃ। বীণক্কণবন্ধেণেত্যাদিনা নীচৈঃশব্দোপপদাৎ ক্বণতেঃ ণকপ্রত্যয়ান্তো নিপাতঃ ধাতোঃ পুংভাবঃ। উপপদস্য নিচুম্ভাবশ্চ নিপাতিতঃ। তথাবিধাবভৃথ যদ্যপি ত্বং নিচেরুরসি। নিতরাং চরতীতি নিচেরুঃ। নিতরাং গমনশীলোঽসি তথাপ্যত্র নিচুম্পুণো মন্দগমনো ভব।' কিম্প্রয়োজনমিতি চেৎ উচ্যতে। দেবৈর্দ্যোতনাত্মকৈরস্মদীয়ৈরিন্দ্রিয়ৈর্দেবকৃতং হবিঃস্বামিষু দেবেষু কৃতমেনঃ পাপং যদস্তি তদবযাসিষমস্মিন্ জলেঽহমবনীতবানস্মি। তথা মর্ত্যৈঃ মনুষ্যৈরস্মৎসহায়ভূতৈর্ঋত্বিগ্ভির্মর্ত্ত্য-

সহসা কেহ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। আবার 'চর্' ধাতু গমনার্থে প্রযুক্ত হয়। সে পক্ষে যাহা নিম্নগামী, 'নিচের' পদে তাহাকেই বুঝায়। এইরূপে প্রথম অংশের এক প্রকার ভাব এই হয় যে,—'হে শুদ্ধসত্ত্বপোষণকারী মহত্ত্বাদিগুণোপেত দেব! আপনি সকলেরই অনায়াস লভ্য। অতএব, আপনি আমাদের ন্যায় অকিঞ্চনের অনায়াস-লভ্য হউন। আপনি ছোট-বড়-নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রতি করুণা-বিতরণ করিয়া থাকেন। অতি অকিঞ্চন আমরা, আপনার করুণায় আমরা বঞ্চিত হইব না বলিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে। আমরা যাহাতে আপনাকে অনায়াসে পাইতে পারি, আমাদিগকে আপনি সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।' অন্যভাব যে প্রার্থনামূলক, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। তাহার মর্ম্ম এই যে,—অ-ধর আপনি, ধরা দিউন; চঞ্চল আপনি, অচঞ্চল হউন।'

দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজবোধ্য। এখানে প্রার্থনাকারীর জ্ঞানকৃত এবং অজ্ঞানকৃত সর্ব্ববিধ পাপক্ষালনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এ মন্ত্রের 'দেবৈঃ' এবং 'মর্ত্ত্যৈ' পদদ্বয় লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যে 'দেবৈঃ' পদের অর্থ আছে,—'দ্যোতনাত্মকৈরস্মদীয়ৈরিন্দ্রিয়ৈঃ'। যাহা দ্যোতনাত্মক, তাহাই দীপ্তিদানসমর্থ। এই ভাব হইতে 'দেবৈঃ' পদের আমরা 'জ্ঞানকৃতৈঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'মর্ত্ত্যৈঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ,—'মনুষ্যৈরস্মৎসহায়ভূতৈশ্চ ঋত্বিগভিঃ'। এই অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা-কল্পে 'মর্ত্ত্যাকৃত' পদের অর্থ হইয়াছে,—'মর্ত্ত্যেষু যজ্ঞদর্শনার্থমাগতেষু কৃতমবজ্ঞারূপং'; অর্থাৎ, 'যজ্ঞদর্শনে সমাগত ব্যক্তিদিগের প্রতি আমাদের ঋত্বিক্‌গণ অবজ্ঞাপ্রকাশরূপ যে পাপাচরণ করিয়াছেন।' মনুষ্য-স্বভাব হইতেই অবজ্ঞাদির সূচনা হইয়া থাকে। তাহা হইতেই আমরা মর্ত্ত্যৈঃ' পদে 'মনুষ্যস্বভাবসুলভৈঃ' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। এ পক্ষে মন্ত্রের ভাব হইতেছে এই যে, 'আমাদের অনুষ্ঠান জ্ঞানকৃতই হউক আর অজ্ঞানকৃতই হউক, সে সকল পাপকার্য্য করিয়াছি, তাহা অপনীত হউক।'

তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ অনায়াসেই বোধগম্য হইবে। এই মন্ত্র সংসার-বন্ধন-মোচনের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইতেছে। সংসার পাপময়, সংসার বন্ধন বহু অনিষ্টের মূল। পাপ সংসারের পাপ আসিয়া আর লিপ্ত করিতে সমর্থ না হয় এস্থলে প্রার্থনাকারীর সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের 'রিষঃ' এবং 'পুরুরাব্ণঃ' পদদ্বয় বহুভাবদ্যোতক। রিষ পদ হিংসার্থে প্রযুক্ত। তাহা হইতে ঐ পদে শত্রু অর্থ পরিগৃহীত হয়। সংসার-বন্ধন অপেক্ষা শত্রু আর কি থাকিতে পারে? তাহার অপেক্ষা অনিষ্ট সাধকও আর কিছুই নাই। সংসার-বন্ধনে আমরা আর আবদ্ধ না হই, পাপ আর আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে,—এ মন্ত্রে দেবতার নিকট সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভক্ত বলিতেছেন,—'হে দেব! আপনি আমাদিগকে এমন সামর্থ্য দেন, যেন আমরা সংসার-বন্ধন রূপ ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি, আমরা যেন আর কোনও প্রকার পাপে লিপ্ত না হই।' (৩অ—৪৮ক—৩ম)॥

—— ? ——

একোনপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। একোনপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) পূর্ণা দার্ব্বি পরাপত সুপূর্ণা পুনরাপত।

(২) বস্নেব বিক্রীণাবহাইষমূর্জ্জং শতক্রতো॥ ৪৯॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'দর্ব্বি' (সত্ত্বসাধনভূতা হে মম চিত্তবৃত্তি) ত্বং 'পূর্ণা' (পরিপূর্ণ—সদ্ভাবনিবহৈরিতি যাবৎ) ভব, অপিচ, 'পরা' (উৎকৃষ্টা সদ্ভাবাদিভিঃ পবিত্রা) ভূত্বা, 'পত' (গচ্ছ—ভগবন্তং প্রতি ইত্যর্থঃ), ততঃ 'সুপূর্ণা' (সুষ্ঠু পূর্ণা—ভগবৎপ্রসাদেন মোক্ষফলপ্রাপ্তিসামর্থ্যেন ইতি ভাবঃ) ভূত্বা, 'পুনরাপত' (ভূয়োঽস্মান প্রত্যাগচ্ছত)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। অত্র সাধকঃ আত্মানমুদ্বোধয়তি। সদ্ভাবেন সৎকর্ম্মণা চ স ভগবান প্রাপ্তব্য ইতি ভাবঃ।

(২) 'শতক্রতো' (অশেষসৎকর্ম্মসমযুত হে দেব!) 'বস্নেব' (মূল্যেনেব, বিনিময়যোগ্যৈঃ সদ্ভাবনিবহৈঃ সহ) ত্বং চাহং চোভৌ 'ইষং' (অভিলষিতং শুদ্ধসত্ত্বং, ইষ্টং) 'ঊর্জ্জং' (বলপ্রাণং) 'বিক্রীণাবহৈ' (বিক্রীণাবহৈ, পরস্পরং সত্ত্ববিনিময়রূপং কর্ম্ম করবামহে)। (ভাবার্থঃ—অহং ত্বাং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিঞ্চ দদামি; ত্বঞ্চ মহ্যমভীষ্টফলং মোক্ষঞ্চ দেহি)। (৩অ—৪৯ক—২ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

(১) হে আমার সত্ত্বসাধনভূত চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা সদ্ভাবসমূহে পূর্ণ হও; এবং উৎকৃষ্ট (সদ্ভাবাদি দ্বারা নির্ম্মল) হইয়া ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হও। (অতঃপর) সুপূর্ণা হইয়া (ভগবৎপ্রসাদে মোক্ষপ্রাপ্তিসামর্থ্য লাভ করিয়া) প্রত্যাবৃত্ত হও।

(২) হে অশেষসৎকর্ম্মসংযুত দেব! আপনি এবং আমি পরস্পর আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বভাবের এবং অভীষ্টফলের বিনিময় করি। (ভাবার্থঃ—আমি আপনাকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করি, এবং তদ্বিনিময়ে আপনি আমাকে অভীষ্টরূপ মোক্ষফল প্রদান করুন)। (৩অ—৪৯ক—২ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে ঐন্দ্র্যাবরুট্ভৌ। সাকমেধগতং কর্ম্ম কিঞ্চিদুচ্যতে॥ (কা০ ৫ ৬৩৮) স্থাল্যা-দর্ব্ব্যাদত্তে পূর্ণা দর্ব্বীতি। দর্ব্ব্যা স্থালীত ওদনগ্রহণং করোতি প্রথময়া। দ্বিতীয়য়া তং জুহোতি। হে দর্ব্বি অন্নপ্রদানসাধনভূতে কাষ্ঠাদিনির্ম্মিতে ত্বং পূর্ণা স্থাল্যাঃ সকাশাদন্নং গৃহীত্বা পূর্ণা ভূত্বা পরা পূর্ণত্বাদেবোৎকৃষ্টা সতী পত ইন্দ্রং প্রতি গচ্ছ। সুপূর্ণা কর্ম্মফলেন সুষ্ঠু পূর্ণা সতী পুনরাপত ভূয়োঽস্মান্ প্রত্যাগচ্ছ। এবং দর্ব্বীমুক্ত্বা ইন্দ্রমাহ। হে শতক্রতো বহুকর্ম্মন ইন্দ্র! ত্বং চাহং চোভৌ বস্নেব বস্নশব্দেন মূল্যাক তৃতীয়ায়াঃ পূর্ব্বসবর্ণঃ। মূল্যেনেব ইষমভীষ্টং হবিঃস্বরূপমন্নমূর্জ্জং হবির্দ্দানফলরূপং রসবিশেষং চ বিক্রীণাবহৈ পরস্পরং দ্রব্যবিনিময়রূপং বিক্রয়ং করবাবহৈ। অহং তুভ্যং হবির্দ্দদামি ত্বং মহ্যং ফলং দেহীত্যর্থঃ॥ (৩অ—৮০ক—১ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§:০:§—

এই মন্ত্রটী সাকমেধ-যজ্ঞের প্রথম মন্ত্র। মন্ত্রের দেবতা—ইন্দ্র, এবং ছন্দ—অনুষ্টুপ্। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—'হে অন্নপ্রদানসাধনভূত কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত হাতা! তুমি থালা হইতে অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ণ হইয়া উৎকৃষ্ট হইয়াছ; এক্ষণে তুমি ইন্দ্রের নিকট গমন কর। আমাদের কর্ম্মফলের দ্বারা সুপূর্ণ হইয়া তুমি পুনরায় আমাদের নিকট গমন করিবে। হে বহুকর্ম্মকারী ইন্দ্রদেব! আমি [illegible] মূল্য বিনিময় করিতেছি। আসুন, আমরা উভয়ে হবিঃরূপ [illegible] ফলদানরূপ রস পরস্পর বিনিময় করি। অর্থাৎ, আপনার পরিতৃপ্তির জন্য হবিঃস্বরূপ অন্ন আমি প্রদান করিতেছি, আপনি তদ্বিনিময়ে মূল্যস্বরূপ ফল আমাকে প্রদান করুন।' প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও ভাষ্যের এই ভাব অনুসৃত দেখি।

মন্ত্রের আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। প্রথম মন্ত্রের প্রথম সমস্যা-মূলক পদ—'দর্ব্বি।' ভাষ্যের অর্থ—কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা। আমরা ঐ পদ চিত্তবৃত্তির সম্বোধনমূলক বলিয়া মনে করি। হাতা যেমন হবিঃস্বরূপ অন্নগ্রহণে সমর্থ; চিত্তবৃত্তি সেইরূপ সদ্ভাবাদি—শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি—গ্রহণ করিতে সমর্থ। কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা ভগবানের নিকট গমন করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু চিত্তবৃত্তি অনায়াসেই ভগবানের চরণসরোজে উপনীত হইতে পারে। কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে যে প্রক্রিয়া পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, তদনুসারে দর্ব্বি প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। যাঁহারা যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা সেই ভাবেই সে অর্থ বুঝিয়া দেখুন। তৎসম্বন্ধে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। পূর্ব্বাপর আমরা বেদমন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, আমাদের ব্যাখ্যা সেই ভাবেরই অনুসারী হইবে।

মন চঞ্চল—চিত্তবৃত্তি অস্থিরতা-সম্পন্ন। ভগবানকে পাইতে হইলে মনঃস্থৈর্য্য সম্পাদন প্রয়োজন। জ্ঞানোন্মেষে সত্ত্বভাব-বিকাশে মনের চঞ্চলতা নিবারণ হয়—চিত্তবৃত্তি

নিরোধ করা সম্ভবপর হইয়া আসে। তাই এখানে চিত্তবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে চঞ্চল মন! হে ইতস্ততঃবিচরণশীল চিত্তবৃত্তি-সমূহ! তোমরা সদ্ভাব-সঞ্চয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হও, তোমরা নির্ম্মল ভাব ধারণ কর।' মন নির্ম্মল হইলে—হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষ হইলে, তবে তো সে ভগবানের নিকট পেঁছিতে পারে। অস্থির চিত্তে তাঁহার স্থান কোথায়? মন যখন নির্ম্মল হইয়া তাঁহার চরণে উপস্থিত হইতে পারে, তখনই সে মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়া থাকে। সাধক তেন এখানে বলিতেছেন,—'মন! তুমি সত্ত্বভাবে পূর্ণ হইয়া ভগবানের নিকট গমন কর, এবং সেখান হইতে সুপূর্ণ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হও।' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—'সৎকর্ম্মশীল হও, সদ্ভাব সঞ্চয় কর, ভগবানের কৃপাকণা-লাভে সমর্থ হইবে।'

দ্বিতীয় পদে, মূল্য-বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের—পণ্য-ব্যবহারের দৃষ্টান্তে, এক উচ্চভাব সূচিত হইয়াছে। প্রার্থনাকারী যেন ভগবানের সহিত বিনিময়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত ভক্তিসুধা—শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করিতেছেন, আর, তদ্বিনিময়ে তিনি ভগবানের নিকট মোক্ষফল পাইবার প্রার্থনা জানাইতেছেন, কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমি আপনার চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। আমার সেই অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া আপনি তাহার বিনিময়ে আমায় পরমধন—জ্ঞানধন—প্রদান করুন। ফলে আমরা সংসার সমুদ্র তরিয়া যাই।' সকাম কর্ম্মীর পক্ষে এ মন্ত্রে এই ভাব আসিতে পারে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মীর পক্ষে এ মন্ত্রের ভাব এই যে,—'সৎকর্ম্মজনিত আমার সত্ত্বভাব সত্ত্বসমুদ্র স্বরূপ আপনাতে গিয়া সম্মিলিত হউক—নদীর জলে সাগরের জলে এক হইয়া যাউক—বিন্দু অসীমে লীন হউক।' পরবর্ত্তী মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, এই ভাবেরই বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে—লক্ষ্য করুন। (৩অ—৪৯ক—২ম)।

পঞ্চাশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চাশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

দেহি মে দদামি তে নি মে ধেহি নি তে দধে।

নিহারং চ হরাসি মে নিহারং নিহরাণি তে স্বাহা॥ ৫০॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মে' (মহ্যং, অর্চ্চনাকারিণে) 'দেহি' (পরমং ধনং জ্ঞানধনং বা প্রযচ্ছ); তদা 'তে' (তুভ্যং) 'দদামি' (প্রযচ্ছামি, হৃদিস্থিতং সত্ত্বভাবং প্রদানসমর্থং ভাবামি ইতি শেষঃ); 'মে' (মহ্যং) 'নি' (নিতরাং) 'ধেহি' (জ্ঞানদানরূপং অনুগ্রহং কুরু); তদা 'তে' (তুভ্যং

'দধে' (সত্ত্বভাব-প্রদান সমর্থং ভবামি ইতি শেষঃ), ভগবৎকৃপয়া বিনা ভগবৎপূজায়াং সামর্থ্যং কদাপি ন ভবতি ইতি ভাবঃ। হে দেব! 'মে' (মহ্যং) 'নিহারং' (অমূল্যধনং, জ্ঞানরত্নং) 'হরসি' (প্রযচ্ছ); 'চ' (তদা) 'নিহারং' (সত্ত্বরূপং ধনং, ভক্তিভাবং) 'তে' (তুভ্যং) 'নি' (নিতরাং) 'হরাণি' (সমর্পয়ামি, প্রদানসমর্থং ভবামি)। এতৎপ্রার্থনায়াং 'স্বাহা' (স্বাহা মন্ত্রেণ সমর্পিতং মৎপ্রদত্তং আহবনীয়ং মঙ্গলপ্রদং সুহুতমস্তু)। ভগবৎকৃপা হি সকল-মঙ্গলানাং মূলীভূতা। তেন অস্মাকং মঙ্গলং ভবতু। ইত্যেবং প্রার্থনা। (৩অ—৫০ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! অর্চ্চনাকারী আমাকে পরমধন (জ্ঞানধন) দান করুন; তাহা হইলে, আমি আপনাকে আমার হৃদয়ের সত্ত্বভাব (ভক্তিভাব) সমর্পণ করিতে সমর্থ হইব। আমাকে সর্ব্বদা জ্ঞানাদন রূপ অনুগ্রহ করুন; তাহা হইলে, আমিও আপনাকে সত্ত্বভাব প্রদান করিতে পারিব। (ভগবানের করুণা ভিন্ন ভগবানের পূজায় সামর্থ্য আসে না—ইহাই ভাবার্থ)। হে দেব! আমাকে অমূল্যধন্ (জ্ঞানরত্ন) দান করুন; তাহা হইলে, সত্ত্বভাব-রূপ ধন আমিও নিয়ত দান করিতে সমর্থ হইব। এই প্রকার প্রার্থনায় 'স্বাহা'-মন্ত্রে প্রদত্ত আমার আহবনীয় মঙ্গলপ্রদ হউক। (ভাব এই যে, ভগবৎ-কৃপাই সকল মঙ্গলের মূলীভূত। সেই কৃপার ফলে আমাদিগের মঙ্গল সাধিত হউক।)॥ (৩অ—৫০ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৫।৬।৩৮) দেহি ম ইতি জুহোতীতি। ইন্দ্রো বদতি। হে যজমান ত্বং মে মহ্যমিন্দ্রায় দেহি। হবিঃ প্রথমং প্রযচ্ছ। তে তুভ্যং যজমানায় দদামি। অপেক্ষিতং পশ্চাৎ প্রযচ্ছামি। এবং প্রথমপাদোক্ত এবার্থো দ্বিতীয়পাদেনাদরার্থং পুনরুচ্যতে। মে মহ্যমিন্দ্রায় নিধেহি প্রথমং ত্বং হবির্নিতরাং সম্পাদয়। তে তুভ্যং যজমানায় নিদধে অপেক্ষিতং ফল নিতরাং সম্পাদয়ামি। এবমিন্দ্রবাক্যং ক্রয়োত্তরার্দ্ধেন যজমান আহ। নিতরাং হ্রিয়ত ইতি নিহারো মূল্যেন ক্রেতব্যং পদার্থং ক্রীত। নিহারং মূল্যেন ক্রেতব্যবস্তুরূপং ফলং মে মহ্যং যজমানায় হরাসি প্রযচ্ছ। লেটোঽডাটৌ বিত্যাডাগমঃ (পা০ ৩।৪।৯৪)। উত্তরো নিহারো মূল্যবাচী। নিহারং মূল্যভূতং হবিঃ তে তুভ্যমিন্দ্রায় নিহরাণি নিতরাং সমর্পয়ামি। স্বাহা-শব্দো হবির্দ্দানার্থঃ। পূর্ব্বার্দ্ধে পাদদ্বয়ে নাদরেণেন্দ্রেণ দ্বিবারং প্রোক্তমর্থমুত্তরার্দ্ধেন যজমানঃ সম্যগঙ্গীকরোতি ইত্যর্থঃ॥ (৩অ—৫০ক—১ম)॥

* *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

আলোকই আলোককে দেখাইয়া দেয়। সূর্য্যদেব উদয় হওয়াতেই সূর্য্যদেবকে আমরা দেখিতে পাই। ভগবান্ কৃপাপরায়ণ না হইলে, ভগবানের আরাধনায় আমাদিগের কি সামর্থ্য আছে? শ্রুতি আছে, 'স্ববিষতাং প্রতিপন্ সূর্য্যো বভিশ্চ প্রতপতাসৌ।' সূর্য্য, নিজের মণ্ডলকে নিজেই আলোকিত করেন, জগৎকেও প্রকাশিত করেন। ফলতঃ, সূর্য্যকেও দেখি—সর্ব্বপ্রকারে সূর্য্যের সাহায্যে। নচেৎ, চক্ষুর কি ক্ষমতা ছিল যে, সূর্য্যকে দেখিতে পাই—যদি সূর্য্য স্বতঃপ্রকাশ না হইতেন। এ মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত।' এখানে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রার্থনাকারী ভগবানের করুণার দ্বারাই ভগবানকে পাইবার প্রার্থনা জানাইতেছেন; কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনার অর্চ্চনা করিবার আমার আর কি শক্তি আছে? আপনিই শক্তিদাতা; আপনি শক্তিদান করুন। সেই শক্তিদান লাভ করিয়া, আমি আপনার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হই।'

আমাদিগের হৃদয়ে সচরাচর যে সত্ত্বভাবের বিকাশ হয়, আমরা যে ভক্তিপ্লুত অন্তরে ভগবানের আরাধনা করিতে সমর্থ হই,—সে কৃপা তাঁহারই। সত্ত্বস্বরূপ তিনি—হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত না হইলে, আমাদিগের কি সাধ্য যে, আমরা সত্ত্বভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারি? ফলতঃ, গঙ্গা-জলে যেমন গঙ্গা-পূজা সাধিত হয়, ভগবানের প্রদত্ত জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম প্রভৃতির সত্ত্বভাব দ্বারাই আমরা তাঁহার পূজাপরায়ণ হইয়া থাকি। 'হে ভগবন! আমায় সেই কৃপা করুন।' মন্ত্র এই প্রার্থনা—এই ভাব দ্যোতনা করিতেছে।

তবে ভাষ্যভাবে ভাব একটু অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। ভাষ্যে প্রকাশ,—এই মন্ত্রে যেন ইন্দ্রদেবতার সহিত উপাসকের কথোপকথন হইতেছে।

মন্ত্রের প্রথম পংক্তিতে ইন্দ্রদেব যেন যজমানকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে যজমান! তুমি আমাকে প্রথমে হবিঃ প্রদান কর। আমি তার পর তোমাকে হবিঃ-প্রদান-জনিত ফল দান করিতেছি। অর্থাৎ, প্রথমে তুমি হবিঃ প্রদান কর; তার পর ফল পাইবে।' দ্বিতীয় পংক্তিতে যজমান ইন্দ্রদেবের সেই উক্তির উত্তর দিতেছেন। যজমান কহিতেছেন,—'আমি আপনাকে মূল্যস্বরূপ হবিঃ নিয়ত দান করিতেছি। আপনি আমাকে তদ্বিনিময়ে সুফল প্রদান করুন।' ফলতঃ, আদান-প্রদানের—ক্রয় বিক্রয়ের—বিনিময়-ভাব এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

'স্বাহা'-পদ উৎসর্গের ভাব [illegible] করিতেছে। এ পক্ষে মতান্তর নাই। তবে ভাষ্যের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যায় সার্ব্বজ[illegible] [illegible] প্রাপ্ত হওয়া যায় না; এবং বেদ-বাক্যের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। অতএব, আমাদি[illegible] [illegible]পরিগৃহীত ভাব অনুধাবনীয়। (৩অ—৫০ক—১ম)।

একপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। একপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত।

অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী

যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥ ৫১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেব) 'তে' (তব, তৎসম্বন্ধীয়) 'হরী' (বশ্মী, জ্ঞানভক্তি-রূপৌ বাহকৌ) 'নু' (ক্ষিপ্রং) 'যোজ' (অস্মাকং কর্ম্মরূপরথে যোজয়); হে দেব! ভবৎকৃপয়া অস্মাকং কর্ম্ম জ্ঞানভক্তিযুতং ভবতু ইতি ভাবঃ; তেন কর্ম্মণা সর্ব্বে দেবাঃ পিতরো বা 'অব' (রক্ষণং, অস্মাকং সত্ত্বভাবং) 'অক্ষন্' (ভক্ষিতবন্তঃ, গৃহীতবন্তঃ, অস্মাকং সত্ত্বভাবেন সহ সম্মিলিতাঃ সন্তঃ) 'অমীমদন্তঃ' (হর্ষং প্রাপ্তাঃ) 'প্রিয়াঃ' (প্রীতিযুক্তাঃ সন্তঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'অধূষত (কম্পিতবন্তঃ, প্রকাশিতবন্তঃ, অস্মাকং হৃদি উদিতবন্তঃ); অপিচ, 'স্বভানবঃ' (স্বয়ংদীপ্তিযুক্তাঃ, স্বতঃপ্রকাশশীলাঃ) তে 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানরূপাঃ সন্তঃ, জ্ঞানরূপেণ ইতি যাবৎ) 'নবিষ্ঠয়া' (নবতময়া, উৎকর্ষসম্পন্নয়া) 'মতী' (মত্যা, বুদ্ধিপ্রদানেন) 'অস্তোষত' (অস্মান্ উদ্বোধয়ত সৎকর্ম্মসাধনায় চালিত যাবৎ)। জ্ঞানভক্তিযুতেন সৎকর্ম্মণা সহ দেবানাং আত্মসম্বন্ধঃ। তেন দেবাঃ হৃদি প্রতিষ্ঠিতাঃ সন্তঃ অস্মান্ সৎকর্ম্মসম্পন্নান্ কুরুত। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৫১ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞান ভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়কে শীঘ্র আমাদিগের কর্ম্মরূপ রথে যোজনা করিয়া দেন; (ভাব এই যে, হে দেব! আপনার কৃপায় আমাদিগের কর্ম্ম জ্ঞানভক্তিযুত হউক); সেই কর্ম্মদ্বারা সকল দেবতাগণ আমাদিগের সত্ত্বভাব গ্রহণ করিয়া (আমাদিগের সত্ত্বভাবের সহিত সম্মিলিত থাকিয়া), হর্ষ পাইয়া, প্রীতিযুক্ত হইয়া, নিশ্চিত আমাদিগের হৃদয়ে উদিত হয়েন; আর,

স্বতঃপ্রকাশশীল তাঁহারা, জ্ঞান-রূপ ধারণ করিয়া উৎকর্ষসম্পন্ন বুদ্ধি-প্রদানের দ্বারা, সৎকর্ম্ম সাধনে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করেন। (ভাব এই যে, জ্ঞানভক্তিবিশিষ্ট সৎকর্ম্মের সহিত দেবতাগণের অভিন্ন সম্বন্ধ। তদ্দ্বারাই দেবতাগণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্মসম্পন্ন করুন—এই প্রার্থনা)॥ (৩অ—৫১ক—১ম)॥

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)॥

ঐন্দ্রীভ্যাং পঙ্‌ক্তিভ্যাং সাকমেধগতপিতৃযজ্ঞাখ্যকর্ম্মণি আহবনীয়োপস্থানং। যস্যা অষ্টাক্ষরাঃ পঞ্চপাদাঃ সা পঙ্‌ক্তিঃ। (কা° ৫।৯।২১) যজ্ঞোপবীতিনঃ সর্ব্বে নিষ্ক্রম্যোদঙ্কো-হক্ষন্নমীমদন্তেত্যাহবনীয়মুপতিষ্ঠন্তে। দ্বাভ্যামিতি। পিতৃযজ্ঞাখ্যে কর্ম্মণি যে পিতরঃ সন্তি তেঽস্মাভির্দ্দত্তং হবিঃস্বরূপমন্নমক্ষন্ ভক্ষিতবন্তঃ। কথমেতদবগম্যতে? হি যস্মাদমীমদন্ত হর্ষং প্রাপ্তাঃ অস্মদীয়াং ভক্তিমবগম্য প্রিয়াঃ প্রীতিযুক্তাঃ সন্তঃ অধূষত স্বকীয় শিরঃ কম্পিতবন্তঃ। যদ্বা প্রিয়াস্তনূরবানূষত। কিংচ স্বভানবঃ স্বয়ং দীপ্তিযুক্তাঃ বিপ্রাঃ মেধাবিনঃ নবিষ্ঠয়া নবতমযা মতী মত্যা বুদ্ধ্যা যুক্তাঃ অস্তোষত স্তুতিং কৃতবন্তঃ। অহো স্বাদ্বন্নং বহুদত্তমহো ভক্তিরিত্যাদ্যভিধানং স্তুতিঃ। অতো হে ইন্দ্র! নু ক্ষিপ্রং তে তব হরী এতন্নামকৌ হরিতবর্ণাবশ্বৌ সেজ গমনায় রথে যোজয়। তবাভীষ্টায়াঃ পিতৃতৃপ্তেঃ সম্পন্নত্বাত্তৈঃ পিতৃভিঃ সহ ত্বয়া গন্তব্যমিত্যর্থঃ। অক্ষন্ অদেলুঙি লুঙসনোর্ঘস্লৃ ইতি (পা° ২।৪।৩৭) ঘস্লা দেশঃ। মন্ত্রে ঘসেত্যাদিনা (পা° ২।৪।৮০) চ্লের্লুক্। গমহনেত্যুপধালোপঃ (পা° ৬।৪।৯৮)। শাসিবসীতি (পা° ৮।৪।৫৫) চত্বং। শাসি বসীতি (পা° ৮।৩।৬০) ষত্বং। অড়াগমঃ॥ অমীমদন্ত মদ তৃপ্তিযোগে চুরাদিরাত্মনেপদী লুঙি ণিলোপাদৌ রূপং। অধূষত। ধূঞ্ কম্পনে লুঙ সিচ ঙিত্ত্বেন গুণাভাবঃ। মতী সুপাং সুলুগিতি (পা° ৭।১।৩৯) তৃতীয়ায়াঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ॥ যোজ যুজির যোগে ণ্যন্তাল্লোটি ছন্দস্যুভয়থেতি (পা° ৩।৪।১১৭) শপ আর্দ্ধধাতুকত্বাৎ ণেরনিটীতি (পা° ৬।৪।৫১) ণিলোপঃ। দ্ব্যচোঽ-তস্তিঙ ইতি (পা° ৬।৩।১৩৫) সংহিতায়াং দীর্ঘঃ॥ (৩অ ৫১ক -১ম)॥

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— §:• • •:§ ——

এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রটী পিতৃযজ্ঞে আবশ্যক হয়। সাকমেধাখ্য পিতৃযজ্ঞে আহবনীয়-উপস্থানে ইহার প্রয়োগ আছে। ভাষ্যে এই মন্ত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—'ইন্দ্রদেবসম্বন্ধীয় পঙ্‌ক্তিছন্দে গ্রথিত এই মন্ত্র সাকমেধ-নামক পিতৃ-যাগ কর্ম্মে আহবনীয়োপস্থানে প্রযুক্ত হয়। অষ্টাক্ষরে এক এক পাদ—এইরূপ পঞ্চপাদবিশিষ্ট ছন্দের নাম পঙ্‌ক্তি-ছন্দ। পিতৃযজ্ঞাখ্য কর্ম্মে পিতৃগণ আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃস্বরূপ অন্ন

ভক্ষণ করেন। কাত্যায়নে (৫।১।২১) এইরূপ সূত্রিত আছে। সেই অন্ন-ভক্ষণে পিতৃগণ হর্ষপ্রাপ্ত হন এবং আমাদিগের ভক্তির বিষয় অবগত হইয়া প্রীতিপুরঃসর শিরঃকম্পন করেন অপিচ, তাঁহারা আপনাদিগের দীপ্তিতে দীপ্তিমন্ত, মেধাবী এবং নবতম বুদ্ধিযুক্ত হইয়া আপনার স্তব করিয়া থাকেন। অতএব, হে ইন্দ্র, আপনি শীঘ্র আপনার হরি-নামক অশ্বদ্বয়কে যোজনা করুন; অর্থাৎ, রথে অশ্বযোজনা করিয়া পিতৃগণের সহিত গমনশীল হউন।' এ পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃ প্রাপ্ত হইয়া পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। তখন, তাঁহারা যে বিদ্যমান রহিয়াছেন—তাহার লক্ষণ (শিরঃকম্পন) প্রকাশ পায়। তাঁহারা ইন্দ্রদেবতার স্তব করেন। অতএব, ইন্দ্রদেবতা তাঁহাদিগকে আপন রথে গ্রহণ করুন।'

আমরা অন্য পথে অন্য দিক দিয়া অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম। আমরা মনে করি,—মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। লক্ষ্য -পিতৃগণের মুক্তিকামনা থাকিতে পারে; কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে তদ্রূপ পদ প্রাপ্ত হই না। অপিচ,—'পিতৃগণ আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃ ভক্ষণ করিয়া মস্তক কম্পন করিতেছেন এবং আপনার স্তবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; অতএব, আপনি তাঁহাদিগকে রথে তুলিয়া লউন।' - এরূপ ভাবও সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদিগের প্রদত্ত হবিতে তাঁহাদিগের তৃপ্তি হইতে পারে, আমরা কল্পনা-নেত্রে তাঁহাদিগের সে তৃপ্তি ও স্পন্দন লক্ষ্য করিতে পারি, কিন্তু সেই তৃপ্তির ফলে তাঁহারা দেবতার পূজা করিবেন, নচেৎ করিবেন না,—এ ভাব কল্পনায় আনিতে কষ্ট হয়। তাঁহাদিগের স্তোত্র-কর্ম্মের ফলে তাঁহারা রথে চড়িবেন, সে কথা আমরাই বা ইন্দ্রদেবতাকে বলিতে যাই কেন? তাহাতে কি সার্থকতা আছে—বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা যে ভাবে মন্ত্রার্থ অধ্যাহার করিলাম, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা আলোচনা করিতেছি।

সে আলোচনার অনুসরণ পক্ষে পাঠকগণ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা লক্ষ্য করিবেন। সেখানে প্রথমেই 'হরী' পদের ব্যাখ্যা দৃষ্টি পড়িবে। 'হরী' পদে যে জ্ঞান-ভক্তির রশ্মি রূপ ভাব প্রাপ্ত হই, ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি। জ্ঞান ভক্তি-রূপ অশ্ব, কর্ম্মরূপ-যানে যুক্ত হওয়াই—এরূপ ক্ষেত্রের অভিপ্রায় বলিয়া আমরা মনে করি। * সে পক্ষে, মন্ত্রের অন্তর্গত "যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী" বাক্যাংশের ভাব এই

---

* ইন্দ্রের অশ্ব 'হরি' বিষয়ে পুরাণের উপাখ্যানে নানাপ্রকার গবেষণা দেখিতে পাই। প্রসিদ্ধ বেদব্যাখ্যাতা সামশ্রমী মহাশয়ের টীপ্পনীতে প্রকাশ —'উহারা সমুদ্র হইতে জল আহরণ করে, এইজন্য উহাদের নাম হরি এবং উহারা অতি বেগগতি ও ইন্দ্রনামক তেজো-বিশেষকে বহন করে। এই জন্যই উহারা অশ্বস্থানীয়।" সামশ্রমী মহাশয়ও এখানে আর দেবতাকে মনুষ্য-পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট করেন নাই। হরিকেও প্রকৃত ঘোটক বলিয়া স্বীকার করিলেন না। এখানে দেখি, তিনি রূপক ভাঙ্গিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তবে মূল মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনি ভাষ্যের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। মন্ত্রের তিনি যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহা এই :—"স্বয়ং প্রদীপ্ত মেধাবী পিতৃগণ মৎপ্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিলেন। ইঁহারা প্রাপ্ত আহুতির স্বীকারে অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং ইন্দ্র! তুমি অবশ্য সন্তুষ্ট

যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞান-ভক্তির সংযোগ করিয়া দিউন। অর্থাৎ, কোন্ কর্ম্ম ভগবানের কর্ম্ম, কোন্ কর্ম্ম সৎকর্ম্ম, জ্ঞানপ্রভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়া, আমরা যেন ভক্তি-সহ সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই।' তার পর, 'অক্ষন্' পদের বিষয় বিবেচনা করুন। ঐ পদে 'ভক্ষণ' বা 'গ্রহণ' ভাব প্রাপ্ত হই। তাহাতে কি ভক্ষণ বা কি গ্রহণ—এইরূপ একটা প্রশ্ন আসিতে পারে? ভাষ্যকার এস্থলে 'অব' পদের অর্থে অন্ন বা 'হবিঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ 'হবিঃ' প্রতিবাক্যেরই ভাবে 'সত্ত্বভাব' পদ গ্রহণ করি। বিশেষতঃ, পূর্ব্বে যে জ্ঞান-ভক্তিসহযুত কর্ম্মের বিষয় খ্যাপন করিয়াছি, সেই কর্ম্মই সত্ত্বভাব। এখানে তাহারই সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে।

এখন বিবেচনা করুন—সেই সত্ত্বভাব কাহারা ভক্ষণ বা গ্রহণ করেন? এখানে 'পিতরঃ' পদও আনিতে পারি, 'দেবাঃ' পদও গ্রহণ করিতে পারি। 'দেবগণ' (দেবাঃ) ও 'পিতৃগণ' (পিতরঃ), আমরা মনে করি, একই পর্য্যায়ভুক্ত। আমাদিগের পিতৃগণ—যাঁহারা বেদ-মন্ত্র উচ্চারণে ঐরূপ প্রার্থনা করিতে পারেন, তাঁহাদিগের পিতৃগণ—নিশ্চয়ই দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সত্ত্বভাবে লীন হইয়াছেন। 'আমাদিগের সত্ত্বভাব তাঁহাদিগের সহিত লীন হউক'—ইহাই এখানকার মর্ম্মার্থ।

'অক্ষন্' পদ এ পক্ষে সুপ্রযুক্ত মনে হয়। নদী যখন সমুদ্রে গিয়া নিপতিত হয়, তখন সমুদ্র তাহাকে গ্রাস করেন। এ যেমন স্বষ্ঠুভাব, পিতৃগণ দেবভাব বা সত্ত্বসমুদ্র—আমার সত্ত্বভাবটুকুকে গ্রহণ করুন,—ইহাও সেই আধ্যাত্মিক ভাব জ্ঞাপক। তার পর, 'অমীমদন্তঃ' 'প্রিয়াঃ' 'অধূষত' পদত্রয়ে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, অনুধাবন করুন। দেবভাবেই দেবতার আনন্দ। সত্ত্বেই সত্ত্বভাবের প্রীতি। 'অমীমদন্তঃ' ও 'প্রিয়াঃ' পদদ্বয় সেই ভাব ব্যক্ত করে। 'অধূষত' পদে কম্পন বা প্রকাশের ভাব প্রাপ্ত হই। আমাদিগের ক্ষুদ্র সত্ত্বটুকু যখন মহা-সত্ত্বের অনুসরণে অগ্রসর হইয়া তৎসম্মিলনে সাফল্য-লাভ করে; তখন সত্ত্বের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। জগতের জন তখন তদ্দ্বারা অশেষ উপকার প্রাপ্ত হয়। প্রকাশ, কম্পন, স্পন্দন, অধূষত,—সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। দেবভাবের সহিত দেবভাবের মিলনে, দেবত্বের বিকাশে, কি ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়,—উপসংহারে তাহাই প্রখ্যাপিত দেখি। সেই দেবভাব হৃদয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, আমাদিগকে সৎকার্য্যসাধনে সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে। "স্বভানবঃ বিপ্রাঃ নবিষ্ঠযা মতী অস্তোষত" বাক্যাংশের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য। এখানে 'অস্তোষত' পদের অর্থ-বিষয়ে বিতর্ক উত্থাপিত হইতে পারে। ভাষ্যকার ঐ পদের প্রতি-বাক্যে 'স্তুতিং কৃতবন্তঃ' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা 'উদ্বোধয়ত' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'উষ্' ধাতু-মূলক ঐ পদ উন্মেষণের ভাব দ্যোতনা করে। দেবতার স্তব-স্তুতি দ্বারাই সত্ত্বভাবের উন্মেষ হয়। সে বিচারেও উদ্বোধনা অর্থ আসে। আমরা সেই লক্ষ্য রাখিয়াই মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছি। ঔচিত্যানৌচিত্য সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। (৩অ—৫১ক—১ম)॥

হইয়াছে। অতএব এই পিতৃগণের সহিত সম্মিলন উদ্দেশে হরি নামক স্বীয় অশ্বদ্বয় স্বীয় রথে সত্বর সংযুক্ত কর।" এখানে, দুই মতে দুই ভাব প্রকাশ দেখা যায়।

দ্বিপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। দ্বিপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

সুসংদৃশং ত্বা বয়ং মঘবন্ বন্দিষীমহি।
প্রনূনং পূর্ণবন্ধুরঃ স্তুতো যাসি বশাঁ অনু
যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী॥ ৫২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মঘবন্' (বহুকর্ম্মকারিন্, শ্রেষ্ঠধনযুতেন্দ্র!) 'সুসংদৃশং' (শোভনদর্শনং, প্রিয়দর্শনং, যদ্বা—বিশ্বস্য দ্রষ্টারং) 'ত্বা (ত্বাং) 'বয়ং' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'বন্দিষীমহি' (অভিবাদয়ামঃ, পূজয়ামঃ, হৃদি ধারয়াম ইত্যর্থঃ); 'স্তুতঃ' (স্তুতিভিঃ প্রীতঃ সন্) ত্বং 'পূর্ণবন্ধুরঃ' (রথারূঢ়ঃ সন্, অস্মাকং কর্ম্মরূপরথে আসনং গৃহীত্বা, যদ্বা—অস্মাকং আবাসস্বরূপো ভূত্বা) 'বশান্' (ত্বাং কাময়মানান্ অস্মান্) 'অনু' (লক্ষীকৃত্য) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'আ-প্রযাসি' (আ-গচ্ছসি, আগচ্ছ—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ); কর্ম্মপ্রভাবেন যেন বয়ং ত্বাং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ তৎ কুরু—ইতি ভাবঃ। 'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেব!) 'তে' (তব) 'হরী' (রশ্মী, জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'নু' (ক্ষিপ্রং) 'যোজ' (সংযোজয়—অস্মাকং কর্ম্মরূপরথে ইতি ভাবঃ)। হে দেব! তবানুগ্রহেণ অস্মাকং কর্ম্মাণি জ্ঞানভক্তিসমন্বিতানি ভবন্তু। (৩অ—৫২ক—১ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে বহুকর্ম্মকারী শ্রেষ্ঠধনযুত ইন্দ্রদেব! প্রিয়দর্শন (বিশ্ব-দ্রষ্টা) আপনাকে আমরা পূজা করিতেছি (হৃদয়ে ধারণ করিতেছি)। আমাদিগের পূজায় প্রীত হইয়া, আপনি আমাদিগের কর্ম্ম-রূপ রথে আসন গ্রহণ করিয়া (আমাদিগের আবাস-স্বরূপ হইয়া,) প্রার্থনাকারী আমাদিগের উদ্দেশে (আমাদিগের হৃদয়ে) নিশ্চয়ই আগমন করুন। হে পরমৈশ্বর্য্যশালী দেব! আপনি আপনার জ্ঞান ভক্তিরূপ

বাহকদ্বয়কে আমাদের কর্ম্মরূপ রথে সংযোজিত করুন। (ভাব এই যে—আপনার অনুগ্রহে আমাদের কর্ম্ম যেন জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত হয়, অর্থাৎ আমরা যেন জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারী হই)॥ (৩অ—৫২ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে মঘবন্! বয়ং ত্বা ত্বাং বন্দিষীমহি স্তুতিকর্ত্তারো ভূয়াস্মেত্যাশাস্যতে। কিম্ভূতং ত্বাং? সুসংদৃশং সুষ্ঠু সম্যক্ পশ্যতি সুসংদৃক্ তং শোভনদর্শনং। অন্তর্গ্রহদৃষ্ট্যা সর্ব্বস্য দ্রষ্টারং। ইত্থমস্মাভিঃ স্তুতঃ ত্বং বশান্ কাময়মানান্ যজমানলক্ষ্যীকৃত্য নূনং প্রযাসি অবশ্যং গচ্ছসি। কিম্ভূতঃ? পূর্ণবন্ধুরঃ। বন্ধুরশব্দো রথনীড়বাচী। স্তোতৃভ্যো দেয়ৈর্দ্ধনৈঃ সম্পূর্ণরথনীড়োপেতো ভূত্বা গচ্ছসি। হে ইন্দ্র! স ত্বং তে হরী যোজেতি পূর্ব্ববৎ॥ ৫২॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

৫২ মন্ত্রটি ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের অন্তর্গত পিতৃযজ্ঞের মন্ত্র। ভাষ্য মতে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে ইন্দ্র! শোভনদর্শন আপনাকে আমরা বন্দনা করিতেছি। আমাদিগের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া, সম্পূর্ণ বন্ধুর রথোপেত হইয়া আপনি কামনা-পরায়ণ যজমানগণের নিকট অবশ্যই গমন করুন। হে ইন্দ্র! আপনি আপনার রথে হরী নামক অশ্বদ্বয় সত্বর সংযোজিত করুন।' প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই ভাবই পরিগৃহীত হইয়াছে।

আমরা মন্ত্রের যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, আমাদের মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যায়ই তাহার মর্ম্ম উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রটিকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার মধ্যে প্রথমাংশের ('মঘবন্' হইতে 'বন্দিষীমহি' পর্য্যন্ত অংশের) 'সুসংদৃশং' পদে বহুভাব দ্যোতনা করে। 'সুসংদৃশং' পদে 'শোভনদর্শন' 'প্রিয়দর্শন' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। এই এক পদেই বহুভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে। ভগবান্ দৃষ্টির অগোচর—মনোরাজ্যের অধীশ্বর। তাঁহাকে প্রিয়দর্শন বা শোভনদর্শন বলিবার তাৎপর্য্য কি? ভগবান্ চর্ম্মচক্ষুর দর্শনীয় নহেন। অদর্শন তিনি, তিনি প্রিয়দর্শন হইয়া আগমন করুন, ইহাতে বুঝা যায় না কি—দৃষ্টির অগোচর তিনি; তিনি যেন আমার দৃষ্টির গোচরীভূত হয়েন। এখানে সংশয় প্রশ্ন উঠিতে পারে—তিনি যখন চর্ম্মচক্ষের—মানুষের দৃষ্টির বহির্ভূত; তখন কেমন করিয়া তিনি প্রিয়দর্শন হইবেন? সে দর্শন—সে দৃষ্টিই বা কেমন দৃষ্টি? ভাব এই যে,—আমার দৃষ্টির গোচরীভূত হউন অর্থাৎ আমি যেন জ্ঞাননেত্রে তাঁহাকে দর্শন করি। আমার হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হউক, জ্ঞান-প্রভাবে যেন অদর্শনকে প্রিয়দর্শনরূপে দেখিতে পাই। 'সুসংদৃশং'

পদে এই ভাব পরিব্যক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। মঘবন্ সম্বোধন-পদের অর্থ করিয়াছি—'বহুকর্ম্মকারী শ্রেষ্ঠধনযুত।' ভগবান্ বহুকর্ম্মকারী; কেন না, তিনি বহুজনের উদ্ধার করেন। আবার তিনি শ্রেষ্ঠধনযুত; কেন-না, পরমার্থধন তাঁহার অধিগত। তাঁহার করুণা-লাভে সমর্থ হইলেই মোক্ষ অধিগত হয়। এতদনুসারে মন্ত্রের প্রথমাংশের ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমরা আপনার পূজায় প্রবৃত্ত হইলাম; অদর্শন আপনি; প্রিয়দর্শন হইয়া আগমন করুন। পরমার্থদাতা আপনি; পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠধন লইয়া উপস্থিত হউন।'

মন্ত্রের উদ্বোধনা এই যে,—'হে জীব! তোমার কর্ম্মপ্রভাব এমন হউক, যাহাতে শ্রেষ্ঠ-ধনাধিপতি তিনি, শ্রেষ্ঠধন মোক্ষধন তোমাকে প্রদান করেন। কর্ম্মপ্রভাবে জ্ঞান-ভক্তি-সাহায্যে ভগবানের করুণা আকর্ষণ কর; তাহা হইলেই তুমি পরাগতি প্রাপ্ত হইবে,—'মোক্ষ তোমার অধিগত হইবে।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য। ঐ অংশের 'পুরুবন্ধুরঃ' পদ বিশেষ সমস্যা-মূলক। ভাষ্যকার ঐ পদের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা এই,—'সম্পূর্ণরথনীড়োপেতঃ' অর্থাৎ রথনীড় বা আবাসস্থান রূপে তিনি অবস্থিত। 'বন্ধুরঃ' পদ রথনীড়বাচী—এই ভাব হইতে আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি,—'অস্মাকং কর্ম্মরূপরথে আরোহণং কৃত্বা, যদ্বা—অস্মাকমাবাসস্বরূপো ভূত্বা এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। দেবতা আমাদিগের কর্ম্মরূপ রথেই আমাদিগের মধ্যে আগমন করেন। ইহাই এখানকার ভাব।

এই প্রকার অর্থ হইতে মন্ত্রে এক অভিনব উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইতে পারে। মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইল,—আমরা আপনার পূজা করিতেছি অর্থাৎ আপনার পূজা-রূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি।' দ্বিতীয় অংশে বলা হইল,—আমাদের সেই কর্ম্মরূপ-রথে আপনি আমাদের নিকট আগমন করুন।' তাহাতে মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। সে প্রশ্ন—'আপনি যে আসিবেন, সে কি রূপ গ্রহণ করিয়া আসিবেন?' তাহার উত্তর—আমাদিগের আবাস-স্বরূপ হইয়া। ভাব এই যে,—'আমাদিগের কর্ম্মপ্রভাব এমন হউক, যাহাতে আপনাতে আমরা আশ্রয় প্রাপ্ত হই অর্থাৎ লীন হইয়া যাই। ফলতঃ, আর যেন সংসার-বন্ধন আমাদিগকে আবদ্ধ করিতে না পারে, আর যেন জন্মজরামৃত্যুর যন্ত্রণা আমাদিগকে ভোগ করিতে না হয়।' ইহাই এখানকার মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের শেষাংশের 'হরী' পদে যত-কিছু সংশয়-সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। হরী' পদে ইন্দ্রদেবতার হরিদ্বর্ণ অশ্বের বিষয়ই প্রখ্যাপিত হয়। আমরা কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করি না। আমাদের মতে ঐ পদে 'জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ' অর্থ প্রকাশ করে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—'আমাদিগের কর্ম্মের সহিত জ্ঞান ও ভক্তি সংযোজিত করিয়া দিউন। জ্ঞানপ্রভাবে কর্ম্মের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়া আমরা যেন ভক্তিভাবে সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। তাহা হইলে, সেই কর্ম্ম প্রভাবে, ভগবানকে আকর্ষণ করিবার সামর্থ্য আসিবে।' (৩অ—৫২ক ২ম)॥

———•———

ত্রিপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ত্রিপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

মনো ন্বাহ্বামহে নারাশংসেন স্তোমেন।

পিতৃণাং চ মন্মভিঃ॥ ৫৩॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পিতৃণাং' (পিতৃলোকানাং, দেবত্বপ্রাপ্তানাং অস্মদীয়ানাং পিতৃগণানাং) 'মন্মভিঃ' (মননীয়ৈঃ, অভিপ্রেতৈঃ) 'চ' (এবং) 'নারাশংসেন' (নরাণাং প্রশংসাভূতেন লোকতৃপ্তিপ্রদেন) 'স্তোমেন' (স্তোত্রেণ) 'নু' (ক্ষিপ্রং, সদা) 'মনঃ' (অন্তরস্থিতং দেবং, সত্বভাবং অন্তরাত্মানং) 'আহ্বামহে' (আহ্বয়ামঃ, তৃপ্যামঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকো মন্ত্রঃ। ভাবার্থঃ—'হে জীব! আদৌ অন্তরশুদ্ধিং কুরুষ্ব। তৎকর্ম্ম হি পিতৃলোকানাং অভিপ্রেতং।' (৩অ—৫৩ক—১ম)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

পিতৃলোকের (দেবত্বপ্রাপ্ত পিতৃগণের) অভিপ্রেত এবং লোক-তৃপ্তিপ্রদ স্তোত্রের দ্বারা আমরা যেন সর্ব্বদা (অতিসত্বর) আমাদিগের হৃদিস্থিত দেবতাকে (অন্তরাত্মাকে) পরিতৃপ্ত করি। (ভাব এই যে,—'হে জীব! তুমি সর্ব্বাগ্রে অন্তরশুদ্ধি কর। সেই কর্ম্মই পিতৃলোকের অভিপ্রেত হয়)। (৩অ—৫৩ক—১ম)।

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

তিস্র ঋচো মনোদেবত্যা গায়ত্র্যো বন্ধুদৃষ্টাঃ। (কা০ ৫।৯।২২) মনো ন্বাহ্বামহ ইতি গার্হপত্যং তিসৃভিরিতি। উপতিষ্ঠন্ত ইত্যনুবর্ত্ততে॥ নু ক্ষিপ্রং মন আহ্বামহে পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানেন চিত্তং পিতৃলোকং গতমিবাসীৎ অত আহূয়তে। যদ্বা মনঃ মনোঽভিমানী দৈবতমাহ্বামহে আহ্বয়ামঃ। কেন সাধনেন? স্তোমেন স্তোত্রেন। কথম্ভূতেন? নারাশংসেন। শংসঃ প্রশংসনং নরাণাং মনুষ্যাণাং যোগ্যঃ শংসো নরাশংসঃ তৎসম্বন্ধী নারাশংসস্তেন।

স্তোত্রং দ্বিবিধং দৈবং মানুষং চ। যত্র দেবা স্তূয়ন্তে তদ্দৈবং যত্র চ মনুষ্যা প্রশস্যন্তে তন্মানুষং। তথাবিধেন স্তোত্রেণেত্যুক্তং ভবতি। কিংচ পিতৄণাং চ মন্মভিঃ পিতরো যৈঃ স্তোত্রৈর্মন্যন্তে তে মন্মানস্তৈঃ তাদৃশৈঃ স্তোত্রৈরাহ্বয়ামঃ। (৩অ—৫৩ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— §:• • •:§ ——

এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটী মন্ত্র গার্হপত্য উপস্থাপনের মন্ত্র। মনকে বা মনোদেবতাকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। মন্ত্রের সাধারণ প্রচলিত অর্থ এই যে,—"আমরা পিতৃগণের অভিমত নারাশংস-স্তোত্রে মনকে আহ্বান করিতেছি।" কিন্তু এরূপ বাক্যের মর্ম্ম অনুধাবন করা বিশেষ আয়াসসাধ্য বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'পিতৄণাং মন্মভিঃ' এবং 'নারাশংসেন স্তোমেন' পদ-কয়েকটীর ভাব বড়ই জটিল বলিয়া মনে হয়। কি প্রকার স্তোত্রের দ্বারা মনকে আহ্বান করি - ঐ সকল বাক্যে তাহাই বুঝিতে পারি। পিতৃগণ সন্তানের মঙ্গল কামনা চিরকাল করিয়া থাকেন। সন্তানের চিত্ত বিশুদ্ধ হউক, সন্তানের মন সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থাকুক,—ইহাই তাঁহাদিগের চির অভিপ্রেত। তাঁহাদিগের দেবত্ব, মনে হয়, সেই অনুপ্রেরণায়ই অনুপ্রাণিত। সে দেবত্ব—সন্তানের চিত্তে দেবভাবের বিকাশ-মূলক। এক এক দেবতায় বা এক এক দেবভাবে যেমন সংসারে হিতসাধক এক এক ভগবদ্বিভূতির প্রভাব প্রকট দেখি, পিতৃদেবগণে সেইরূপ সংসারের সন্তানমাত্রে চিত্তশুদ্ধির—তাঁহাদিগের হৃদয়ে সদ্বৃত্তিস্ফূর্ত্তির—আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট দেখিতে পাই। এরূপ স্তোত্রে, এরূপ আরাধনায়, এরূপ কার্য্যে, মনকে আহ্বান কর, (নিয়োজিত কর),—যাহাতে মনঃস্থৈর্য্য সাধিত হয়—যাহাতে অন্তরস্থিত দেবতা তৃপ্ত হন—যাহাতে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হইতে পারে। 'পিতৄণাং মন্মভিঃ' পদদ্বয়ে এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

তার পর 'নারাশংসেন স্তোমেন' পদদ্বয়ে কি ভাব প্রকাশ করে, বুঝিয়া দেখুন। 'দৈবশংস' ও 'নারাশংস' ভেদে স্তোত্র দুই প্রকার। দেবগণের প্রশংসামূলক স্তোত্র 'দৈবশংস' এবং নরগণের প্রশংসাখ্যাপক স্তোত্র 'নারাশংস'। ভাষ্যে এই ভাব প্রকাশমান্। আমরা 'নারাশংস' ঐ পদে 'লোকপ্রশংসিত' 'লোকতৃপ্তিপ্রদ' অর্থ গ্রহণ করি। মন সত্ত্বভাবে পূর্ণ হইলে হৃদয় বিশুদ্ধ করিতে পারিলে, মানুষ লোক কর্ত্তৃক প্রশংসিত হয়,—লোকের বা মানুষের তাহাতে পরিতৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে। তাই যেন এখানে বলা হইয়াছে,—'তেমন স্তোত্র দ্বারা মনকে আহ্বান কর, যে স্তোত্র লোক-প্রশংসিত লোকতৃপ্তিপ্রদ হয়।' এতৎপ্রসঙ্গে 'স্তোমেন' পদের একটু নিগূঢ় ভাব অনুধাবন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ঐ পদে কেবল স্তোতাপাঠীর ন্যায় স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ বুঝায় না; ঐ পদে, চিত্তশুদ্ধির উপাদানভূত যে স্তোত্র এবং তদনুসারী যে কর্ম্ম, এতদুভয়কেই বুঝাইয়া থাকে।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। মন্ত্রে প্রতিজ্ঞা করা হইতেছে,—'আমি যেন চিত্তশুদ্ধি-পক্ষে, আমার অন্তরাত্মার তৃপ্তিবিষয়ে, সর্ব্বথা প্রযত্নপর হই। আমার পিতৃদেবগণ তাহাই কামনা করেন। সেই কর্ম্মই লোকচিত্তপ্রসাদক'। (৩অ ৫৩ক—১ম)॥

চতুঃপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। চতুঃপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

আ ন এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে।
জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে ॥ ৫৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুনঃ' (অপিচ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'মনঃ' (চিত্তং) 'ক্রত্বে' (ক্রতবে, সৎকর্ম্ম সাধয়িতুং) 'দক্ষায়' (কর্ম্মোৎসাহায়) 'জ্যোক্' (চিরং) 'জীবসে' (জীবিতুং) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানসূর্য্যং, ভগবন্তং) 'দৃশে চ' (অবলোকয়িতুং চ) 'আ এতু' (আগচ্ছতু, প্রতিষ্ঠিতো ভবতু)। সোৎসাহেন সৎকর্ম্মসাধনেন জ্ঞানলাভায় অক্ষয়জীবনলাভায় চ অস্মাকং মনঃ উদ্বুদ্ধং ভবতু। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৫৪ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

আর, আমাদিগের চিত্ত, সৎকর্ম্ম-সাধনে উৎসাহ-সম্পন্ন হইয়া, চিরজীবী হইবার জন্য এবং জ্ঞানসূর্য্যকে (ভগবানকে) চিরদর্শনের জন্য, আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। ভাব এই যে,—উৎসাহের সহিত সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনের ও অক্ষয়জীবনলাভের জন্য আমাদিগের চিত্ত উদ্বুদ্ধ হউক)। (৩অ—৫৪ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং।)

নোঽস্মাকং মনঃ পূর্ব্বোক্তং চিত্তং পুনর্ভূয়ঃ আ এতু আগচ্ছতু। কিমর্থং? ক্রত্বে ক্রতবে সঙ্কল্পায় যজ্ঞং সঙ্কল্পয়িতুং দক্ষায় কর্ম্মণ্যুৎসাহায়। তথাচ শ্রুতিঃ। তদেব মনসা কাময়ত ইদং মে স্যাদিদং কুর্বীয়েতি স এব ক্রতুরথ যদস্মৈ তৎসমৃদ্ধ্যতে স দক্ষ ইতি।

জ্যোগিতি নিপাতশ্চিরবচনঃ। জ্যোগ্‌জীবসে চিরং জীবিতুং। সূর্য্যং দৃশে চ চিরকালং সূর্য্যমবলোকয়িতুং চ। এতেষাং সঙ্কল্পাদীনাং সিদ্ধয়ে মনঃ পুনরাগচ্ছতু॥ ক্রত্বে। শুণাক্তাবাদ্যবণাদেশঃ॥ জীবসে তুমর্থে অসে প্রত্যয়ঃ॥ দৃশে। দৃশে বিখ্যে চেতি (পা০ ৩।৪।১১) সাধুঃ॥ (৩অ—৫৪ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———:০:———

এই মন্ত্রটীও আত্মোদ্বোধনমূলক। পূর্ব্ব-মন্ত্রে মনকে বিশুদ্ধ করার জন্য সঙ্কল্প হইয়াছে। কিন্তু কি প্রকারে মন বিশুদ্ধ হইবে, সে বিশুদ্ধিতার ফলই বা কি,—এই মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইতেছে। বলা হইয়াছে,—'হে আমার মন। তুমি সৎকর্ম্মসাধনে উৎসাহান্বিত হও। যদি চিরজীবী হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, যদি অক্ষয় অমর পদ লাভ করিতে চাও, যদি জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে নিত্য প্রত্যক্ষ করিতে কামনা হয়, তবে উদ্বুদ্ধ হও, সেই ভাবে সৎকর্ম্মসাধনে প্রতিষ্ঠান্বিত হইবার চেষ্টা কর।'

বিশুদ্ধ চিত্তই সৎকর্ম্মসাধনেসমর্থ হয়, বিশুদ্ধ অন্তরেই জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয়, বিশুদ্ধ অন্তরই অক্ষয় জীবন লাভের অধিকারী হইয়া থাকে। এখানকার সঙ্কল্পই তাই,—'সৎকর্ম্ম দ্বারা আমার চিত্ত বিশুদ্ধ হউক।'

মন্ত্রের অন্তর্গত এক একটী পদের বিষয় অনুধাবন করিলেই এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। মন্ত্রের প্রতি পদই বহু ভাব প্রকাশক। 'ক্রত্বে' পদে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মসাধনার ভাব আসে। 'দক্ষায়' পদে কর্ম্মসাধনে উৎসাহের ভাব প্রাপ্ত হই। দক্ষতা-সহকারে, কর্ম্মোৎসাহ সহকারে মন সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হউক;—ইহাই "নঃ মনঃ ক্রতবে দক্ষায়" বাক্যাংশের মর্ম্ম। "জ্যোক্ জীবসে" পদদ্বয়ে চিরজীবী হওয়ার—অক্ষয় অনন্ত মোক্ষ-পদ প্রাপ্তির-ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'সূর্য্যং' 'দৃশে' পদদ্বয়ে জ্ঞানসূর্য্যের সহিত—জ্ঞানময়ের সহিত—অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের প্রতিপ্রায় ব্যক্ত হয়। 'আ এতু' পদে আগমনের অথবা প্রতিষ্ঠিত থাকার ভাব আসে।

মন্ত্র আত্মোদ্বোধনায় কহিতেছে,—'আমার মধ্যে সেই মনের প্রতিষ্ঠা হউক,—যে মন সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা জ্ঞানময়ের সান্নিধ্য লাভে অক্ষয় জীবন প্রাপ্ত হইতে পারে।' ইহাই এ মন্ত্রের ভাবার্থ। (৩অ—৫৪ক—১ম)। *

---

* এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা এই:—"আমাদিগের মন পুনরাগত হউক। আমরা সেই মনের সাহায্যে এই যজ্ঞানুষ্ঠানটী নির্ব্বিঘ্নে সমর্পিত করিব, এতাদৃশ কার্য্যসমস্তে সম্যক্ দক্ষতা প্রকাশে সমর্থ হইব, অধিক কি জীবন ধারণের উপযুক্ত হইবে এবং সৌরজগতের সুখানুভব করিতে পারিব।" এই প্রকার ভাবের মধ্য হইতেও আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ অধ্যাহৃত হইতে পারে।

পঞ্চপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

পুনর্ন্নঃ পিতরো মনো দদাতু দৈব্যো জনঃ।

জীবং ব্রাতঁ সচেমহি॥ ৫৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পিতরঃ' (দেবত্বপ্রাপ্তা অস্মাকং নিত্য-শুভানুধ্যায়িনঃ হে পিতৃগণাঃ!) ভবদনুগ্রহেণ 'দৈব্যো জনঃ' (দেবসম্বন্ধীয় পুরুষঃ, দেবভাবসম্পন্নঃ সাধুরিতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'মনঃ' (বিশুদ্ধং অন্তঃকরণং) 'পুনঃ' (পুনর্ব্বারং) 'দদতু' (প্রযচ্ছতু); ভবৎকৃপয়া সাধুসঙ্গপ্রাপ্তিনা অস্মাকং সত্ত্বভাবাদয়ঃ প্রত্যাগচ্ছত—ইতি ভাবঃ। তথা 'জীবং' (প্রাণভৃতং, যদ্বা—জীবনব্যাপিনং) 'ব্রাতং' (কর্ম্ম—যাগাদিকং, ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিতং ইতি যাবৎ) 'সচেমহি' (সেবেমহি)। সাধুসঙ্গপ্রাপ্তিনা বিশুদ্ধচিত্তাঃ সন্তঃ যেন বয়ং বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যং লভামহে, হে পিতরঃ, যূয়ং তৎ কুরুত। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৫৫ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

হে পিতৃগণ (আমাদিগের নিত্যশুভানুধ্যায়ী হে দেবগণ)! আপনাদিগের অনুকম্পায়, দেবভাবসম্পন্ন সাধুপুরুষ আমাদিগের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণকে পুনঃপ্রদান করুন; (অর্থাৎ, সাধুসংসর্গে আমরা যেন আমাদিগের সহজাত সত্ত্বভাবকে পুনঃপ্রাপ্ত হই); আর, আমরা যেন সারাজীবন ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মের সেবা করি; (সাধুসঙ্গলাভে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আমরা যেন বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্য লাভ করি, হে পিতৃগণ, তাহাই বিধান করুন—এই প্রার্থনা)। (৩অ—৫৫ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে পিতরঃ! ভবদনুজ্ঞয়া দৈব্যো জনো দেবসম্বন্ধী পুরুষঃ নোঽস্মভ্যং মনঃ পূর্ব্বোক্তং চিত্তং পুনর্ভূয়ো দদাতু প্রেরয়ত্বিত্যর্থঃ। তথা সত্যানুষ্ঠানং কৃত্বা ভবৎ প্রসাদাজ্জীবং জীবনবন্তং ব্রাতং পুত্রপশ্বাদিকং গণং বয়ং সচেমহি সেবেমহি। সচতিঃ সেবনার্থঃ॥ ৫৫॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী ভাব এই যে,—'হে পিতৃগণ! আপনাদিগের আজ্ঞায় দেবসম্বন্ধী পুরুষ আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত চিত্ত পুনঃ প্রদান করুন। সেরূপ অনুষ্ঠান হইলে, আপনাদিগের প্রসাদে জীবনবিশিষ্ট পুত্রপশ্বাদিকে আমরা যেন সেবা করিতে পারি।'

আমাদিগের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মন্ত্রের কয়েকটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। প্রথম 'দৈব্যো জনঃ।' এই পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'দেবসম্বন্ধী পুরুষঃ।' উহারই ভাব—'দেবভাব সম্পন্ন সাধুপুরুষ।' তারপর, 'মনঃ' শব্দে 'বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের' ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'আমার মন ফিরিয়া আসুক'—এরূপ উক্তির মর্ম্মই এই যে,—'আমি যেন সুমন বা সদ্বুদ্ধি-বিশিষ্ট হই।' এই প্রসঙ্গে 'পুনঃ' পদের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। 'আবার আসুক'—এরূপ বাক্যে, 'পূর্ব্বে ছিল—এখন নাই' এই ভাব প্রাপ্ত হই। তাহাতেই পূর্ব্বের—আমাদিগের জন্মসহজাত সত্বভাবের—চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইতে পারে। আমাদিগের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সদ্ভাব আমাদিগের মধ্যে সঞ্জাত হয়। সংসারের কুটিলতার মধ্যে পড়িয়া তৎসকল লোপ প্রাপ্ত হইয়া আসে। এখানে 'পুনঃ' পদে সেই সকল সদ্ভাবকে হৃদয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। সে সদ্ভাব কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? তাহারই উত্তর 'দেব্যঃ' 'জনঃ' অর্থাৎ সাধুপুরুষ আমাদিগকে তাহা প্রদান করুন; অর্থাৎ, সাধুসংসর্গে সেই ভাব আমাদিগের মধ্যে ফিরিয়া আসুক। মন্ত্রের প্রথমাংশের ('পিতরঃ দৈব্যো জনঃ নঃ মনঃ পুনঃ দদাতু' অংশের) ভাব তাহাতে এই দাঁড়ায়,—'হে পিতৃগণ! আপনাদিগের কৃপায় আমাদিগের মধ্যে সত্বভাব পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হউক।'

এক্ষণে প্রথমাংশের সহিত মন্ত্রের শেষাংশের ভাব-সঙ্গতি লক্ষ্য করুন। সত্বভাব প্রত্যাবৃত্ত হইলে, মনঃস্থৈর্য্য সাধিত হইলে, আমরা ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মে যেন জীবন নিয়োগ করিতে পারি; অথবা, প্রাণভূত জীবনভূত (জীবং) অক্ষয়জীবনপ্রদ যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম যেন আমাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

'পিতৃগণের কৃপায় সাধুসঙ্গ লাভ হউক, সদ্বৃত্তি ফিরিয়া আসুক, ভগবৎকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে সমর্থ হই'—ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার তাৎপর্য্য। (৩অ—৫৫ক—১ম)।

---

* একজন বেদব্যাখ্যাতা এই মন্ত্রের নিম্নরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। যথা,—"হে পিতৃগণ তোমাদের প্রীত্যর্থ মন, সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইয়াছে (আমাদের মন আর আমাদের নিকট নাই) তাহা আমাদিগকে পুনঃ প্রদান কর, আমরা যেন তোমাদের প্রসাদে জীবিত থাকিয়া এই মনের সাহায্যে সাংসারিক সুখভোগে সমর্থ হই।" এই অর্থের, ভাষ্যানুসারী অর্থের, আর আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের পার্থক্য—লক্ষ করিবার বিষয়।

ষট্‌পঞ্চাশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ষট্‌পঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

বয়ং় সোম ব্রতে তব মনস্তনূষু বিভ্রতঃ।

প্রজাবন্তঃ সচেমহি ॥ ৫৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব)! 'তব ব্রতে' (তৎসম্বন্ধী কর্ম্মণি, সত্ত্বভাবোদ্বোধনায় ইতি যাবৎ) যেন 'বয়ং' (অর্চ্চনাকারিণঃ, উপাসকাঃ) 'তনূষু' (দেহেষু, ভবৎপ্রদত্তেষু শরীরেষু) 'মনঃ' (অস্মদীয়ং চিত্তং) 'বিভ্রতঃ' (ধারয়ন্তঃ) 'প্রজাবন্তঃ' (লোকানুরাগসম্পন্না ভবন্তশ্চ) 'সচেমহি' (সর্ব্বদা তৎসম্বদ্ধা ভবেম)। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব! অস্মাকং চিত্তং তদ্ভাবভাবিতং ভবতু; অস্মান্ শুদ্ধসত্ত্বভাবসম্পন্নান্ লোকানুরাগপরায়নান্ চ কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ ॥ (৩অ—৫৬ক—১ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে সোম (শুদ্ধসত্ত্ব)! আপনার সম্বন্ধীয় কর্ম্মে (সত্ত্বভাবোদ্বোধনায়) যেন আমরা, এই দেহের মধ্যে আমাদিগের চিত্তকে ধারণ করিয়া, লোকানুরাগসম্পন্ন হইয়া, সর্ব্বদা আপনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকি। (ভাব এই যে,—'হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব! আমাদের চিত্ত আপনার ভাবে ভাবান্বিত হউক; আপনি আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত ও লোকানুরাগপরায়ণ করুন)। (৩অ—৫৬ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

সোমদেবত্যা গায়ত্রীজপে বিনিযুক্তা। অত্র পিতৃযজ্ঞে সোমনামকো দেবোঽস্তি। সোমায় পিতৃমতে ইত্যেবং হবিষো বিহিতত্বাৎ। হে সোম! বয়ং যজমানাঃ তব ব্রতে কর্ম্মণি বর্ত্তমানাঃ তনুষু ভবচ্ছরীরেষু মনো বিভ্রতঃ অস্মদীয়ং চিত্তং ধারয়ন্তঃ ত্বৎকারুণ্যাৎ প্রজাবন্তঃ পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্নাঃ সন্তঃ সচেমহি সেবেমহি সেবিতব্যানি বস্তূনীতি শেষঃ। যদ্বা ষচ সম্বন্ধে সর্ব্বদা তৎসম্বদ্ধা ভবেম ॥ (৩অ—৫৬ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

লক্ষ্য করিবেন,—'সোম' আর এখানে সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্য নহে। পরন্তু আমরা সোম-সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিয়া আসিতেছি, এ মন্ত্র সেই মতেরই পরিপোষক। সোম যে শুদ্ধসত্ত্ব, সোম বলিতে যে জ্ঞানভক্তি প্রভৃতির দিব্য আলোককে বুঝায়, সর্ব্বত্র সেই ভাবই অব্যাহত দেখা যায়। সোম বলিতে 'লতার রস' অর্থ গ্রহণ করিলে, দুই এক স্থলে সে অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারিলেও, সর্ব্বত্র সে অর্থের সঙ্গতি থাকে না। অথচ, 'সোম' পদের শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, সোমকে সকল সামগ্রীর সারভূত (Essence of everything) বলিয়া স্বীকার করিলে, আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া দেখিয়াছি, সোম-পদের অর্থের সর্ব্বত্র সঙ্গতি থাকিতে পারে।

যাহা হউক, এখন মন্ত্রার্থের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। প্রথম—'সোম' পদ। ভাষ্যকার এখানে সোমদেবতা মাত্র বলিয়াছেন। *

দ্বিতীয় পদদ্বয়—'তব ব্রতে'। ভাষ্যকার 'ব্রত' পদে কর্ম্মমাত্র অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্ম বলিতেই কি কর্ম্ম, তাহা মনে করিতে হয়। যিনি যে দেবতা, তাঁহার কর্ম্ম তদনুসারী হওয়াই সঙ্গত। আমরা দেবতাকে শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া মনে করিয়াছি। সুতরাং শুদ্ধসত্ত্বের উদ্বোধনার দ্বারাই তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করা হয়—ইহাই ভাবার্থ। তৃতীয় আলোচ্য পদদ্বয়—'তনূষু মনঃ'। উহার সাধারণ অর্থ—'দেহের মধ্যস্থিত মন।' কেবল 'মনঃ' শব্দ থাকিলেই তাহা বুঝাইতে পারিত। কিন্তু 'তনূষু মনঃ' বলা হইল কেন? এখানকার ভাব এই যে, দেহ—ভগবানের প্রদত্ত, মন—আমাদিগের আয়ত্তীভূত। ভগবান্ আমাদিগকে এ সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন অথবা কর্ম্মফল-প্রভাবে আমরা এ সংসারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমাদিগের মন একটু স্বাধীনভাবাপন্ন আছে। আপনার শ্রেয়ঃ বুঝিয়া, সে আপন গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইবে। কুপথেও যাইতে পারে; আবার সৎপথ অবলম্বনেও তাহার সামর্থ্য আছে। আমাদিগের মনে হয়, এই ভাব বুঝাইবার জন্যই এখানে 'তনূষু মনঃ' পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বিভ্রতঃ' পদের ভাষ্যানুসারী প্রতিবাক্য 'ধারয়ন্তঃ' পদই আমরাও গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে অর্থের কোনই ব্যত্যয় ঘটে না।

উপসংহারে 'প্রজাবন্তঃ' এবং 'সচেমহি' পদদ্বয়ের সার্থকতার বিষয় বিবেচনা করুন। 'প্রজাবন্তঃ' পদে ভাষ্যে 'পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্নাঃ' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ পদে 'লোকানুরাগসম্পন্নাঃ' ভাব আসিতে পারে। মানুষ যখন মানুষমাত্রকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন, তখনই তাঁহাকে 'প্রজাবন্তঃ' বলা যায়। 'প্রজা' পদে কেবলমাত্র পুত্র-পৌত্রাদিকে বুঝায় না। 'প্রজা' পদে সাধারণ মনুষ্যমাত্রকে—এমন কি প্রাণী পর্য্যন্তকে—

* একজন ব্যাখ্যাকার এখানকার 'সোম' শব্দে 'চন্দ্র' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

বুঝাইয়া থাকে। তার পর 'সচেমহি' পদে তাহাঁর প্রতিবাক্যই গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতেই সদর্থ প্রকাশ পাইয়াছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের যে ভাব হয়, আমাদিগের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবৎ কৃপায় হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক, হৃদয়ে লোকানুরাগ জাগিয়া উঠুক,—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। * (৩অ-৫৬ক-১ম)।

—— ০ ——

সপ্তপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। সপ্তপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

১। এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা।

২। এষ তে রুদ্র ভাগঃ আখুস্তে পশুঃ ॥ ৫৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'রুদ্র' (পাপানাং বিনাশসাধনত্বাৎ রৌদ্রভাবাপন্ন হে দেব।) 'তে' (তব) 'স্বস্রা' (সহজাতয়া, অভিন্নসম্বন্ধযুতয়া) 'অম্বিকয়া' (জগদ্রূপয়া, পৃথ্বীদেবতয়া) 'সহ' (সহিতং) 'এষ ভাগঃ' (সোমস্য ভাগঃ, সত্ত্বভাবস্য অংশঃ) 'তং' (অস্মাকং হৃদি যদস্তি তৎসর্ব্বং ভাগং) 'জুষস্ব' (সেবস্ব, গৃহাণ); 'স্বাহা' (তৎসর্ব্বং স্বাহামন্ত্রেণ নিবেদয়ামি, সুহুতমস্তি ইতি শেষঃ)। জগদ্রূপয়া দেবতয়া সহ রুদ্রদেবস্য অভিন্নসম্বন্ধঃ। তয়া সহ স দেবোঽস্মাকং সত্ত্বভাবং গৃহ্লাতি, অস্মাকং হৃদি অধিষ্ঠিতো ভবতি। ইতি ভাবঃ।

২। 'রুদ্র' (পাপনাশক হে দেব!) 'এষ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ) 'তে' (তব) 'ভাগঃ' (অংশঃ, গ্রহণীয় ইতি যাবৎ); অপিচ, 'আখুঃ' (চৌরঃ, সত্ত্বাপহারকঃ) 'তে' (তব, তৎসন্নিকটে ইতি যাবৎ) 'পশুঃ' ('পশু' ইতি খ্যাতঃ, পশুভাবাপন্নঃ, বধার্হ ইতি ভাবঃ) রুদ্রদেবঃ সত্ত্বভাবাপহারকস্য জনস্য বধসাধকো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৫৭ক—২ম)।

---

* এই মন্ত্রের সামশ্রমী মহাশয়ের কৃত ব্যাখ্যা,—"হে সোম (চন্দ্রলোকেই পিতৃগণের বসতি তজ্জন্য চন্দ্রলোকেরও স্তব করা হইতেছে) তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত আমরা তোমার প্রসাদে মনস্বী হইয়া প্রজা, পশু সম্পত্তি প্রভৃতি বিবিধ সাংসারিক সুখ উপভোগ করি।" প্রার্থী যে ভাবের ভাবুক হইবেন, তাঁহার পক্ষে প্রার্থনা সেইরূপই হইয়া আসে। বেদ-মন্ত্রের ইহাই বিশিষ্টতা।

বঙ্গানুবাদ।

১। পাপসমূহের বিনাশসাধননিমিত্ত রৌদ্রভাবাপন্ন হে দেব! আপনার সহজাত (আপনার সহিত অভিন্নসম্বন্ধযুত) জগদ্রূপা পৃথ্বী-দেবতার সহিত সেই সত্ত্বভাবের অংশ (যাহা আমাদিগের হৃদয়ে সঞ্চিত আছে, তৎসমস্ত) আপনি গ্রহণ করুন; স্বাহা-মন্ত্রে তাহা আপনাকে অর্পণ করিতেছি—সুহুত হউক। (ভাব এই যে,—এই জগদ্রূপিণী দেবতার সহিত রুদ্রদেবতার অভিন্ন সম্বন্ধ। পৃথ্বীদেবতার সহিত তিনি আমাদিগের প্রদত্ত সত্ত্বভাব গ্রহণ করেন,—তৎসহ সম্মিলিত হন)।

২। পাপনাশক হে দেব! এই যে শুদ্ধসত্ত্বভাব, তাহাই আপনার গ্রহণীয়। সত্ত্বভাবাপহারক চৌর পশু বলিয়া অভিহিত হয়; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবাপহারক পশুভাবাই জনই আপনার বধার্হ হইয়া থাকে)। (৩অ—৫৭ক—২ম)।

মহীধরভাষ্যং (মহীধরকৃতং)॥

দ্বে রৌদ্রে যজুষী বিংশত্যক্ষরদ্বাদশাক্ষরে। সাকমেধপর্ব্বণ্যুক্তকর্ম্মবিনিযুক্তা মন্ত্রা উচ্যন্তে। প্রথমস্য যজুষোঽবদানহোমে বিনিয়োগঃ। তথা চ (কা০ ৫।১০।১২) এষ ত ইতি জুহোতীতি। রোদয়তি বিরোধিনাং শত্রুমিতি রুদ্রঃ। হে রুদ্র। তে তব স্বস্রা ভগিন্যা অম্বিকয়া অম্বিকানাম্ন্যা সহ এষোঽস্মাভির্দীয়মানঃ পুরোডাশঃ ভাগঃ ভজনীয়ঃ স্বীকর্তুং যোগ্যঃ। তং তথাবিধং পুরোডাশং ত্বং জুষস্ব সেবস্ব। স্বাহা ইদং হবির্দ্দত্তং সুহুতমস্তু। অম্বিকায়া রুদ্রভগিনীত্বং শ্রুত্যোক্তং (২।৬।২।৯)। অম্বিকা হ বৈ নামাস্য স্বসা তয়াস্যৈষ সহ ভাগ ইতি। যোঽয়ং রুদ্রাখ্যঃ ক্রূরো দেবস্তস্য বিরোধিনং হন্তুমিচ্ছা ভবতি। তদানয়া ভগিন্যা ক্রূরদেবতয়া সাধন-ভূতয়া তং হিনস্তি। সা চাম্বিকা শরদ্রূপং প্রাপ্য জ্বরাদিকমুৎপাদ্য তং বিরোধিনং হন্তি। রুদ্রাম্বিকয়োরুভয়োর্গমনেন হবিষা শান্তং ভবতি। তথা চ তিত্তিরিঃ। এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়েত্যাহ শরদ্বাঽঅস্যাম্বিকা স্বসা তয়া বা এষ হিনস্তি যং হিনস্তি তয়ৈবৈনং সহ শময়তীতি॥ (কা০ ৫।১০।১৩)। অতিরিক্তমাখুৎকরে উপকিরত্যেষ ত ইতীতি। যজমানস্য যাবন্তঃ পুত্রভৃত্যাদয়ঃ পুরুষাঃ সন্তি তান্ গণয়িত্বা প্রতিপুরুষমেকৈকঃ পুরোডাশ ইত্যেতাবন্তঃ পুরোডাশাস্তদ্রূপা ততোঽপ্যধিকমেকং পুরোডাশং নির্ব্বপেৎ। সোঽয়মতিরিক্ত উচ্যতে। ত্রৈয়ম্বকান্নির্ব্বপতি রৌদ্রানেককপালান্ যাবন্তো যজমানগৃহ্যা একাধিকানিতি কাত্যায়নোক্তেঃ (৫।১০।১২)। তত্র যোঽয়মতিরিক্তস্তং ন জুহুয়াৎ। কিন্তু মূষকোৎখাতে এষ ত ইতি মন্ত্রেণোপকিরেৎ। অথ মন্ত্রার্থঃ। হে রুদ্র! এষোঽস্মাভিরুপকীর্য্যমাণোঽতিরিক্তঃ পুরোডাশঃ তে ভাগঃ ত্বয়া ভজনীয়ঃ। তথা তে তবাখুঃ পশুঃ মূষকঃ পশুত্বেন সমর্পিতঃ। আখুদানেন তুষ্টো রুদ্রস্ত্বয়াম্বিকয়া যজমান পশূন্ মারয়তীত্যর্থঃ। (৩অ—৫৭ক ২ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—০: ০ :০—

দ্বিমন্ত্রাত্মক এই কণ্ডিকাটী বড়ই জটিলভাবসম্পন্ন। কণ্ডিকার প্রচলিত অর্থ, উহাকে অধিকতর জটিল করিয়া রাখিয়াছে। ভাষ্যে এবং তদনুসারী ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের যে অর্থ যে ভাব প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার আভাষ দিতেছি। তার পর, মন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা বিবৃত করিতেছি।

কণ্ডিকার মন্ত্র-দুইটি সাকমেধ-যজ্ঞেরই অন্তর্ভূত ত্র্যম্বক-হবির্দ্দান-বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। ত্র্যম্বক-হবিঃ—যজ্ঞাংশের নাম। উহা রুদ্র-যাগ নামেও অভিহিত হয়। প্রথম মন্ত্রটী অবদান-হোমে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটী ইন্দুরের গর্ত্তে হুতাবিশিষ্ট প্রক্ষেপ উপলক্ষে উচ্চারিত হইয়া থাকে। সে পক্ষে মন্ত্রদ্বয়ের প্রচলিত অর্থ এইরূপ,—

(১) 'হে রুদ্রদেব! আমাদিগের প্রদত্ত এই যে ভজনযোগ্য পুরোডাশ-ভাগ, অম্বিকা-নাম্নী আপনার ভগিনীর সহিত তাহা সেবন করুন। স্বাহা অর্থাৎ এই প্রদত্ত হবিঃ সুহুত হউক।

(২) হে রুদ্রদেব! এই পুরোডাশ ভাগটীও আপনার ভজনীয়। আপনার যে মূষিক ও পশু, তাহাদিগকে ইহা সমর্পিত হইতেছে।'

প্রথম মন্ত্রের 'স্বস্রা' ও 'অম্বিকয়া' পদদ্বয় এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের 'আখুঃ' ও 'অম্বিকয়া' 'পশুঃ' পদত্রয় পূর্ব্বরূপ অর্থ পরিগ্রহণের একমাত্র কারণ। ভাষ্যে 'স্বস্রা' পদের প্রতিবাক্যে 'ভগিন্যা' এবং 'অম্বিকয়া' পদের প্রতিবাক্যে 'অম্বিকানাম্ন্যা' পদদ্বয় গৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতেই পূর্ব্বোক্ত অর্থ আসিয়া থাকে। 'আখুঃ' পদে ভাষ্যে ইন্দুর অর্থ পরিগৃহীত। 'আখুৎকর' বলিতে ইন্দুরের গর্ত্তের মাটী বুঝাইয়া থাকে। এই প্রকার কল্পনা করিয়া, ইন্দুরকে বা পশুকে আহ্বান করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্রে হুতাবশিষ্ট ইন্দুরের গর্ত্তে প্রক্ষেপ করা হয়।

আমরা ঐরূপ অর্থের উপযোগিতা অনুভব করি না। আমরা মনে করি, ইন্দুরের গর্ত্তের সহিত এই মন্ত্রের কোনও সম্বন্ধই নাই; এবং 'অম্বিকয়া' বলিতে অম্বিকা-নাম্নী কোনও নারীকে যে বুঝাইতেছে, তাহাও নহে। আমরা 'স্বস্রা' পদের প্রতিবাক্যে 'সহজাতয়া' এবং 'অম্বিকয়া' পদের প্রতিবাক্যে 'জগদ্রূপয়া' পদ গ্রহণ করি। * তাহার ভাব এই যে, দেবভাব

---

* গত্যর্থক 'অনব' 'অম্ব' ধাতু হইতে অম্বিকা পদ নিষ্পন্ন হয়। বেদ-ব্যাখ্যাতা সামশ্রমী মহাশয় যদিও মন্ত্রের বঙ্গানুবাদে ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যার এক স্থলে, অম্বিকা-পদে "গমনশীলা জগৎ" এ অর্থ আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইয়া গিয়াছে। তবে রুদ্র পদে তিনি "মেঘ-গর্জ্জন ধ্বনি বা বিদ্যুতাগ্নিবিশেষ" লিখিয়া-ছেন বলিয়া তাঁহার ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার সঙ্গতি থাকিল না। অপিচ, ইন্দুরের গর্ত্ত ও ইন্দুরের মাটী—এ ভাবও তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

(রুদ্রত্ব) জগতের সহিত স্বতঃসম্বন্ধবিশিষ্ট; 'স্বস্রা' বা 'সহজাতয়া' অর্থ সেই উপলক্ষেই আমনন করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে যে ভাব সঞ্জাত হয়, তাহাই স্বস্রা বা সহজাতা। ভগিনী অর্থ ধরিলেও তাহাতেও এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহোদরা সমভাবাপন্ন—ইহাই মর্ম্মার্থ। আমাদিগের মধ্যে যে সকল দেবভাব আমাদিগের জন্মসহজাত হইয়া প্রকাশ পায়, সেই সকল ভাবকে পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এখানে সেই ভাব প্রকাশমান্ বলিয়াই আমরা মনে করি। এ পক্ষে মন্ত্রের ভাব দাঁড়ায় এই যে, 'আমাদিগের পাপনাশক যে দেবতা পাপ-কার্য্যে আমাদিগকে বাধাপ্রদানকারী সুতরাং আমাদিগের সাধারণ দৃষ্টিতে রুদ্রত্ব-সম্পন্ন যে দেবতা, তিনি তাঁহার সহজাত দেবভাবাদির সহিত আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন, আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন।' পাপ-নাশক রৌদ্রভাবের সহিত দয়াদাক্ষিণ্যাদি স্নেহভাব হৃদয়ে বিকাশ-প্রাপ্ত হউক,—এ পক্ষে প্রথম মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ।

দ্বিতীয় মন্ত্রটীও অনুরূপ সদ্ভাব-সাধক। "আখুঃ পদের অর্থ—চৌরঃ'। অভিধানে এ অর্থ মিলিবে। সদ্ভাবাপহারক বৃত্তি প্রভৃতিই চৌর-পর্য্যায়ে গণ্য হইতে পারে। তাহারাই পশু; তাহারাই অজ্ঞান; তাহারাই বধার্হ। "আখুঃ তে পশুঃ এতদ্বাক্যের ভাব এই যে, সেই সদ্ভাবাপহারক চৌরই আপনার বধ্য। ভগবান্ রুদ্রদেব যে সকলের পক্ষেই রুদ্র-ভাবাপন্ন, তাহা নহে। পরন্তু তিনি তদ্রূপ চৌরকেই হনন করেন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে ভগবন্! যদিও আপনি রুদ্র-রূপধর, তথাপি আমাদিগের মধ্যে আপনি স্নেহকারুণ্য-পরিবৃত হইয়া আগমন করুন। আর আমাদিগের হৃদিস্থিত সদ্ভাবাপহারক চৌরকে বিনাশ করুন।' আমরা মনে করি, ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (৩য়—৫৭ক—২ম) ॥

—•—

অষ্টপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। অষ্টপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অব রুদ্রমদীমহ্যব দেবং ত্র্যম্বকং।

যথা নো বস্যসস্করদ্যথা নঃ শ্রেয়সস্করদ্যথা নো ব্যবসায়য়াৎ ॥ ৫৮ ॥

•••

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্র্যম্বকং' (ত্রিনেত্রং, ত্রিলোকদর্শিনং) 'দেবং' (দীপ্তিদানাদিগুণযুতং) 'রুদ্রং' (পাপ-নাশকং দেবং) 'অব' (অবগত্যা, তৎস্বরূপং অনুসৃত্য।) 'অব' (তৎসম্বন্ধী সদ্ভাবং, রক্ষণং, অন্নং) 'অদীমহি' (ভক্ষয়েম, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ); 'যথা' (যেন কর্ম্মণা, অস্মাকং

তেন কর্ম্মণা ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'বস্যসঃ' (বসনশীলান্, পাপাবরোধকান্ শক্তি-সম্পন্নান্) 'করৎ' (কুর্য্যাৎ), 'যথা' (যেন কর্ম্মণা) 'নঃ' (অস্মান্) 'শ্রেয়সঃ' (মঙ্গল-সম্পন্নান্) 'করৎ' (কুর্য্যাৎ), 'যথা' (যেন কর্ম্মণা) 'নঃ' (অস্মান্) 'ব্যবসায়য়াৎ' (সর্ব্বেষু কার্য্যেষু নিশ্চয়যুক্তান্, সর্ব্বকার্য্যেষু সিদ্ধিপ্রাপ্তান্) 'করৎ' (কুর্য্যাৎ)। রুদ্র-দেবস্য স্বরূপং অনুধ্যাত্বা যদা বয়ং তৎসম্বন্ধী সত্ত্বভাবং হৃদি ধারণসমর্থো ভবামঃ, তদা অস্মাকং সকল মঙ্গলং ভবতীতি ভাবঃ। (৩অ—৫৮ক—১ম)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিলোকদর্শী দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত সেই রুদ্রদেবতার স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধীয় সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করি; (আমাদিগের) সেই কর্ম্মের দ্বারাই তিনি আমাদিগকে পাপাবরোধক শক্তিসম্পন্ন (বসনশীল) করেন; (আমাদিগের) সেই কর্ম্মের দ্বারাই তিনি আমাদিগকে শ্রেয়ঃসম্পন্ন (আমাদিগের শ্রেয়ঃ সাধন) করেন; (আমাদিগের) সেই কর্ম্মের দ্বারাই তিনি আমাদিগকে সর্ব্বকর্ম্মে সিদ্ধি-প্রাপ্ত করেন। (ভাব এই যে, রুদ্রদেবতার স্বরূপ অবগত হইয়া আমরা যখন তাঁহার সম্বন্ধীয় সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হই, তখনই আমাদিগের সকল প্রকার মঙ্গল সাধিত হয়)। (৩অ—৫৮ক—১ম)।

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

দ্বে রৌদ্রো পঙ্‌ক্তিককুভৌ। যস্যা দ্বিতীয়ঃ পাদঃ দ্বাদশাক্ষরঃ প্রথম তৃতীয়াবষ্টাক্ষরৌ সা ককুপ্‌। দ্বয়োর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। তথা (কা০ ৫।১০।১৪) আগম্যাব রুদ্রমদীমহীতি জপতীতি। রুদ্রমব। অসৌ রুদ্রেতি মনসা তমবত্যাদীমহি ত্বদনুগ্রহাদয়ং ভয়ক্ষেম। তথা ত্র্যম্বকং ত্রীণ্যম্বকানি নেত্রাণি যস্য তাদৃশং "দেবমব ত্রিনেত্রোঽয়ং দেব ইতি মনসাবগত্যাদী-মহীত্যনুবর্ত্ততে। যদ্বা অদীমহীত্যত্র ণিচোলোপশ্ছান্দসঃ। অবযুত্যান্যদেবতাভ্যঃ পৃথক্‌কৃত্য রুদ্রমদীমহি আদয়ামো ভোজয়ামঃ। অবগম্য জ্ঞাত্বা ত্র্যম্বকমাদয়াম ইতি। যথা যেন প্রকারেণ নোঽস্মান্ বস্যসঃ করৎ বিস্তৃতবান্ বসনশীলানসৌ কুর্য্যাৎ। যথা চ নোঽস্মান্ শ্রেয়সঃ করৎ জ্ঞাতিষু প্রশস্যতরান্ কুর্য্যাৎ। যথা চাস্মান্ ব্যবসায়য়াৎ সর্ব্বেষু কার্য্যেষু নিশ্চয়যুক্তান কুর্য্যাৎ। তথৈনং জপাম ইত্যর্থঃ। আশীরিয়ম্। অদীমহি ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধ-ধাতুকত্বাল্লিঙ ণিচো লোপঃ (পা০ ৩.৪।১১৭)॥ বস্যসঃ বসতীতি বস্তা তৃন্ অতিশয়েন বস্তা বসীয়ান্। তুচ্ছন্দসীতি (পা০ ৫:৩।৫৯) ঈয়সুনি কৃতে তুরিষ্ঠেমেয়ঃস্বিতি (পা০ ৬.৪।১৫৪) তুনো লোপঃ। বসীয়সেস্তি প্রাপ্তে ঈলোপশ্ছান্দসঃ॥ করৎ ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট্‌

ইতি (পা০ ৩।৪।৬) লঙ্। বিকরণব্যত্যয়েন শপি গুণঃ। বহুলং ছন্দস্যা মাংযোগেঽপীত্য-ডভাবঃ (পা০ ৬।৪।৭৫)। ব্যবসায়য়াৎ লেটি আডাগমে ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষিতি (পা০ ৩।৪।৯৭) ইলোপে রূপং বিপূর্ব্বস্য ণ্যন্তস্য স্যতেঃ॥ (৩অ—৫৮ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— §:০ ০:§ ——

পূর্ব্ব কণ্ডিকার মন্ত্রানুসারে ইন্দুরের গর্ত্তে হবিঃ-শেষ অর্পিত হইলে, এই কণ্ডিকার এবং ইহার পরবর্ত্তী কণ্ডিকার মন্ত্র জপ করিতে হইবে। এই কণ্ডিকার মন্ত্রটীর সাধারণ অর্থ এই যে,—'ত্র্যম্বক বা ত্রিনয়ন রুদ্র-দেবতার প্রসাদে আমরা অন্ন পাইতেছি; সেই দেবতা আমাদিগকে বস্ত্র দান করেন; সেই দেবতা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আমাদিগকে প্রশংসাভাজন করেন; সেই দেবতা সর্ব্বকার্য্যে নিশ্চয়তা দান করেন।' স্থূলতঃ, অন্নবস্ত্র এবং সুখৈশ্বর্য্য সেই দেবতার অনুগ্রহে প্রাপ্ত হই, আর সেই জন্যই তাঁহার উদ্দেশ্যে এই মন্ত্র জপ করি,—ইহাই ভাবার্থ।

আমাদিগের অর্থ প্রায় ভাষ্যেরই অনুসরণে চলিয়াছে; অথচ, ভাব অন্য প্রকার দাঁড়াইয়াছে। প্রথম—'ত্র্যম্বকং' পদ। ভাষ্যে ঐ পদের অর্থ 'ত্রিনেত্রবিশিষ্ট' (ত্র্যম্বকং ত্রীণ্যম্বকানি নেত্রাণি যস্য তাদৃশং) দেখিতে পাই। 'অম্বক' পদ ভাষ্যে 'নেত্র' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কোনও ব্যাখ্যাকার আবার এই উপলক্ষে একটী উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে,—'যাঁহার অম্বিকা নাম্নী তিনটী ভগিনী, তাঁহাকেই ত্র্যম্বক বলা যায়।" বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব কণ্ডিকার "স্বস্রা অম্বিকয়া" পদদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধ সূচনা করিয়াই ঐরূপ অর্থ বিহিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ঐরূপ অর্থ হইতেই অনেক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—'ভূলোক, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক এই তিনটীই গমনশীল; সুতরাং অম্বিকা শব্দবাচ্য; অথবা, ত্র্যম্বক শব্দে নেত্র; লোকত্রয়ের নেত্রই যাঁহার প্রকাশে আকৃষ্ট হয়, তাঁহাকেই ত্র্যম্বক ত্রিনেত্র বলে।' এ পক্ষে, রুদ্র-পদে বিদ্যুতাগ্নিবিশেষ অর্থই গ্রহণ করা হয়। যাহা হউক, এই সকল গবেষণার মধ্য হইতেই আমরা ঐ পদে 'ত্রিলোকদর্শী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পাপনাশক যে সত্ত্বভাব, তাহা ত্রিলোকদর্শন-শক্তি-সম্পন্ন। এখানে ত্র্যম্বক পদে সেই ভাবই প্রাপ্ত হই। 'অব' পদ—দুইটী আছে। একটীর অর্থ—অবগত হইয়া, জানিয়া; অপরটীর অর্থ—সত্ত্বভাব। দ্বিতীয়ার্থ-জ্ঞাপক 'অব' আর 'অদীমহি' পদদ্বয়ে সাধারণ-দৃষ্টিতে অন্নভক্ষণের ভাব আসে বটে; কিন্তু উহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য—সত্ত্বভাব-পরিগ্রহণ। 'অব' পদে 'রক্ষণ' অর্থ অনেক স্থলে দেখিয়াছি। সদ্ভাব-প্রাপ্তিই—প্রকৃষ্ট রক্ষা। সত্ত্বভাব ভক্ষণ (অদীমহি) অর্থে, সত্ত্বভাবকে আয়ত্তী-করণ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের প্রথম পংক্তির ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'সেই পাপনাশক জ্ঞানপ্রদ দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, আমরা যেন সত্ত্বভাবে অনুপ্রাণিত

হইতে পারি।' এতদনুসারে মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির ভাব হয় এই যে,—'তাহা হইলে আমরা পাপাপসারক আবরণ প্রাপ্ত হইব। তাহা হইলে সকল প্রকার মঙ্গল আমাদিগের অধিগত হইবে। তাহা হইলেই আমাদিগের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।' মন্ত্রে এই ভাবই প্রকট দেখি।

যাঁহারা অন্ন-বস্ত্রের জন্য লালায়িত আছেন, তাঁহারা মন্ত্রে সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে—বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা পরমার্থতত্ত্ব-লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন—মন্ত্রে তাঁহাদিগকে সেই সন্ধানই দেওয়া হইতেছে। বেদ-মন্ত্রের ইহাই বিশেষত্ব। (৩অ—৫৮ক—১ম)।

—— ৮ ——

একোনষষ্টি-কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। একোনষষ্টি-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

ভেষজমসি ভেষজং গবেহশ্বায় পুরুষায় ভেষজং।

সুখং মেষায় মেষ্যৈ ॥ ৫৯ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! ত্বং 'ভেষজং' (সর্ব্বোপদ্রবনিবারকঃ) 'অসি' (ভবসি), 'গবে অশ্বায়' চ (জ্ঞানকিরণদানায চ, যদ্বা—গবাদিপশুবিষয়ে) 'ভেষজং' (ঔষধস্বরূপঃ, ভবব্যাধিনাশকঃ) অসি ইতি শেষঃ; 'পুরুষায়' (সৎকার্য্যসাধন-সামর্থ্যপ্রদানায়, যদ্বা—লোকায়) 'ভেষজং' (ঔষধস্বরূপঃ, শক্তিপ্রদায়কঃ) অসি ইতি শেষঃ, 'মেষায়' (মেষবৎ অজ্ঞজনায়, দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্নায়) 'মেষ্যৈ' (বিতাড়নয়া, শাসনপ্রভাবেন পাপনাশেন) 'সুখং' (সুখস্বরূপঃ, পরমার্থপ্রদঃ) অসি ইতি শেষঃ। হে দেব! অস্মাকং অজ্ঞানতাং বিদূরয়, অস্মভ্যং পরমং সুখং প্রযচ্ছ। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৫৯ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনি ঔষধবৎ সর্ব্বোপদ্রবনিবারক হউন; জ্ঞানকিরণদানে আমাদিগের ভবব্যাধিনাশক হউন; সৎকার্য্য-সাধন সামর্থ্য-প্রদানে ঔষধস্বরূপ শক্তিপ্রদায়ক হউন; এবং মেষবৎ অজ্ঞজনে (দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন জনে) বিতাড়নের দ্বারা (শাসন-প্রভাবে পাপনাশের দ্বারা) পরমার্থপ্রদ

হউন। (ভাব এই যে,—'হে দেব! আমাদিগের অজ্ঞানতা দূর করিয়া আমাদিগকে পরম সুখ প্রদান করুন)। (৩অ—৫৯ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে রুদ্র ত্বং ভেষজমসি ঔষধবৎ সর্ব্বোপদ্রবনিবারকোঽসি। অতোঽস্মদীয়েভ্যো গবে অশ্বায় পুরুষায় চ ভেষজং সর্ব্বব্যাধিনিবারকমৌষধং দেহি। মেষায় মেষ্যৈ চ সুখং দেহি। সুহিতং খেভ্যঃ প্রাণেভ্য ইতি সুখম্। অনেন মন্ত্রেণ গৃহপশূনাং ক্ষেমপ্রাপ্তির্ভবতি ॥ ৫৯ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

-:•○•:-

এই মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—'হে রুদ্র! আপনি ঔষধবৎ সর্ব্বোপদ্রবনিবারক হউন; আর আমাদিগের গরুটীকে ঘোড়াটীকে পুরুষকে সর্ব্বব্যাধিনিবারক ঔষধ প্রদান করুন; আর, ভেড়াটীকে ও ভেড়ীটীকে সুখ দেন—তাহাদিগের মঙ্গল-সাধন করুন।' ভাষ্যে আরও প্রকাশ,—এই মন্ত্রে গৃহপালিত পশুগণের মঙ্গলপ্রাপ্তি হয়।

এই মন্ত্রের অনুরূপ দুইটী মন্ত্র আমরা ঋগ্বেদে পাইয়াছি (ঋগ্বেদ, প্রথম মণ্ডল, ত্রিচত্বারিংশৎ-সূক্ত, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ ঋক্ দেখুন)। সেখানে সেই দুই মন্ত্রের যেরূপভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছি; এখানে এই মন্ত্রেরও তদ্রূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই আবশ্যক মনে করি। * সেখানে আছে—"পশ্বে নৃভ্যো যথা গবে"; আর আছে—"মেষায় মেষ্যে।" ফলতঃ, ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে অর্থই অধ্যাহৃত হউক, আমাদের মত এই যে, গরুটীর, ভেড়াটীর, বা ভেড়ীটীর বিষয় এ মন্ত্রে প্রখ্যাত হয় নাই। পরন্তু মন্ত্রটী আত্মোৎকর্ষ-সাধনেরই প্রার্থনামূলক। যাহার একটী গরু, একটী ঘোড়া, একটী ভেড়া, একটী ভেড়ী আছে—কেবল সেই ব্যক্তিই যে এই মন্ত্র উচ্চারণের অধিকারী, তাহাও আমরা মনে করি না। ভববাধি-পীড়িত যে কোনও উপাসক এই মন্ত্রের দ্বারা ভগবৎ-সমীপে আপনার পরমার্থ-প্রাপ্তির কামনা জ্ঞাপন করিতে পারে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে এবং বঙ্গানুবাদেই মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। 'গবে' ও 'অশ্বে' দুই পদেই জ্ঞান-কিরণ অর্থ গ্রহণ করা যায়। এ বিষয় অনেক স্থলে আলোচনা করিয়াছি। যদি সাধারণ-ভাবে মনুষ্যগণের এবং পশ্বাদি প্রাণীদিগের মঙ্গল-সাধনেচ্ছায় কোনও প্রার্থনা প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে সেই ভাবেরই পদবিন্যাস দেখিতাম। কিন্তু তাহা নাই। কেবল গরুটী, ঘোড়াটী, ভেড়াটী, ভেড়ীটী ও মানুষটী—রক্ষা পাইলেই কি রক্ষা হইল? মন্ত্রের লক্ষ্য সেরূপ সঙ্কীর্ণভাবপূর্ণ নহে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (৩অ ৫৯ক—১ম)।

---

* আমাদিগের সম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' ২১৬২—২১৬৭ ও ২১৭৪—২১৭৭ পৃষ্ঠায় মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লক্ষ্য করুন।

ষষ্ঠী কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ষষ্ঠী কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ ॥

(২) ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পতিবেদনং।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাদিতো মুক্ষীয় মামুতঃ ॥ ৬০ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে দেব! 'সুগন্ধিং' (মর্ত্ত্যধর্ম্মহীনং, অমৃতস্বরূপং, সর্ব্বেষাং লোকানাং তৃপ্তিসাধকং) 'পুষ্টিবর্দ্ধনং' (প্রাণিনাং পোষয়িতারং) 'ত্র্যম্বকং' (ত্রিলোকদর্শিনং, ত্রিকালজ্ঞং) ত্বাং 'যজামহে' (পূজয়ামঃ, অর্চ্চয়ামঃ), ভবৎপ্রসাদাৎ 'উর্ব্বারুকমিব' (ফলবিশেষঃ যথা অত্যন্তপক্কঃ সন্ বন্ধনাৎ স্বস্থ বৃন্তাৎ বিযুজ্যতে তদ্বৎ) মৃত্যোঃ' (মরণস্য, যমস্য) 'বন্ধনাৎ' (পাশাৎ) 'মুক্ষীয়' (মুক্তো ভূয়াসং), 'অমৃতাৎ' (মুক্তিস্থানাৎ) 'মা' (কদাপি বিচ্যুতো মা ভূয়াসং)। হে দেব! ভবৎকৃপয়া যেনাহং মোক্ষং প্রাপ্নোমি, তদ্বিধেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

(২) হে দেব! 'সুগন্ধিং' (মর্ত্ত্যধর্ম্মহীনং, অমৃতস্বরূপং) 'পতিবেদনং' (ভর্ত্তুর্লম্ভয়িতারং, পরমার্থপরিজ্ঞাপকং, জ্ঞানপ্রদাতারং) 'ত্র্যম্বকং' (ত্রিলোকদর্শিনং, ত্রিকালজ্ঞং) ত্বাং 'যজামহে' (অর্চ্চয়ামঃ), অতো ভবৎপ্রসাদাৎ 'উর্ব্বারুকমিব' (পক্কফলবৎ) 'ইতঃ' (আত্মীয়স্বজনস্য, মায়ামোহস্য) 'বন্ধনাৎ' (পাশাৎ) 'মুক্ষীয়' (মুক্তো ভূয়াসং), 'অমুতঃ' (ভগবৎসকাশাৎ, মুক্তিস্থানৎ) 'মা' (কদাপি বিচ্যুতো মা ভূয়াসং)। হে দেব! ভবৎ-প্রসাদাৎ সকলবন্ধনমুক্তঃ সন্ যেনাহং পরাগতিং লভে, তৎ কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। (৩অ—৬০ক—২ম)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

(১) হে দেব! মর্ত্ত্যধর্ম্মহীন (সকল লোকের তৃপ্তিসাধক), প্রাণিসমূহের পোষণকর্ত্তা, ত্রিলোকদর্শী (ত্রিকালজ্ঞ) আপনাকে আমরা

অর্চ্চনা করিতেছি; পরিপক্ক ফল যেমন আপনিই বৃন্তচ্যুত হয়, আপনার প্রসাদে যেন সেইরূপে মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তি পাই; পরন্তু মুক্তি-স্থান (মোক্ষপথ হইতে যেন কদাচ বিচ্যুত না হই। (প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে দেব! আপনার কৃপায় যেন মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে।'))।

(২) হে দেব! মর্ত্ত্যধর্ম্মহীন (অমৃতস্বরূপ) পরমার্থপরিজ্ঞাপক (জ্ঞানদাতা) ত্রিলোকদর্শী (ত্রিকালজ্ঞ) আপনাকে আমরা অর্চ্চনা করিতেছি; পরিপক্কফল যেমন আপনিই বৃন্তচ্যুত হয়, আপনার প্রসাদে, সেইরূপ মায়ামোহের বন্ধন হইতে যেন মুক্ত পাই; পরন্তু মুক্তিস্থান (ভগবৎসকাশ) হইতে যেন বিচ্যুত না হই। (প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে দেব! যাহাতে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরাগতি লাভ করি, তাহাই করিয়া দেন।')। (৩অ—৬০ক—২ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে অগ্ন্যুক্তৌ। (কা০ ৫।১০।১৫।১৬) অগ্নিং ত্রিঃ পরিযন্তি পিতৃবৎসব্যোরূন্ঘ্নানাস্ত্র্যম্বক-মিতি দেবৎচ্চৈতেনৈব দক্ষিণানাঘ্নানা ইতি। যথা পিতৃমেধে পুত্রাদয়ঃ পুরুষাঃ স্বকীয়ান্ বামোরূংস্তাড়য়ন্তস্ত্রিবারমপ্রদক্ষিণং পরিযন্তি। যথা চ দেবতাসেবায়াং দক্ষিণোরূংস্তাড়য়ন্তস্ত্রিঃ প্রদক্ষিণং পরিযন্তি। এবমত্র পুরুষঃ প্রথমেনৈব ত্র্যম্বকমন্ত্রেণাগ্নিমপ্রদক্ষিণত্রয়েণ প্রদক্ষিণত্রয়েণ চ পরিযন্তীতি সূত্রার্থঃ। মন্ত্রার্থস্তু। সুগন্ধিং দিব্যগন্ধোপেতং মর্ত্ত্যধর্ম্মহীনং পুষ্টিবর্দ্ধনং ধনধান্যাদি-পুষ্টের্বর্দ্ধয়িতারং ত্র্যম্বকং নেত্রত্রয়োপেতং রুদ্রং যজামহে পূজয়ামঃ। ততো রুদ্রপ্রসাদান্মৃত্যো-র্মুক্ষীয় অপমৃত্যোঃ সংসারমৃত্যোশ্চ মুক্তো ভূয়াসং। অমৃতান্মা মুক্ষীয় স্বর্গরূপান্ মুক্তিরূপাচ্চা-মৃতান্ মা মুক্ষীয় মুক্তো মা ভূয়াসং। একবচনং বহ্বর্থে। মুক্তা মা ভূয়াস্মেত্যর্থঃ। অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সরূপাৎ ফলদয়াদ্মম ভ্রংশো মা ভূদিত্যর্থঃ। মৃত্যোর্ম্মোচনে দৃষ্টান্তঃ। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাদিতি। যথোর্ব্বারুকং কর্কন্ধ্বাদেঃ ফলমত্যন্তপক্কং সৎ বন্ধনাৎ স্বস্ব বৃন্তাৎ প্রমুচ্যতে তদ্বৎ॥ (কা০ ৫।১০।১৭) কুমার্যশ্চোত্তরেণেতি। যজমানসম্বন্ধিনঃ কুমার্য্যোঽপি পূর্ব্বোক্তপুরুষবদুত্তরেণ ত্র্যম্বকমন্ত্রেণাগ্নিং ত্রিঃ পরিযন্তি। ত্র্যম্বকং যজামহে। কীদৃশং? পতিবেদনং পতিং বেদয়তীতি তং ভর্ত্তুর্লম্ভয়িতারং। বিদ্লৃ লাভে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। ইতো মুক্ষীয় মাতৃপিতৃভ্রাতৃবর্গান্ মুক্ষীয় মুক্তো ভূয়াবমুতো মা মুক্ষীয় বিবাহাদূর্দ্ধং ভবিষ্যতঃ পত্যুর্ম্মুক্তা মা ভূয়াসং। জনকস্য গোত্রং গৃহং চ পরিত্যজ্য পত্যুর্গোত্রে গৃহে চ সর্ব্বদা ত্র্যম্বকপ্রসাদাৎ বসামীত্যর্থঃ। সা যদি ত ইত্যাহ জ্ঞাতিভ্যস্তদাহ মামুত ইতি পতিভ্যস্তদাহেতি (২৬।২।১৪) শ্রুতেরিতোঽমুতঃ শব্দাভ্যাং পিতৃপতিবর্গৌ গ্রাহ্যৌ॥ (৩অ—৬০ক ২ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ঃ• * •ঃ§—

এই মন্ত্র দুইটী অগ্নি-প্রদক্ষিণের মন্ত্র। পতি ও পত্নী এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণপূর্ব্বক হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন।

ভাষ্যে এই কণ্ডিকার মন্ত্র-দুইটীর যে অর্থ প্রচলিত আছে, আমাদিগের অর্থ তাহা হইতে বিশেষ কোনও স্বতন্ত্র-ভাব প্রকাশ করিতেছে না। কেবল দ্বিতীয় মন্ত্রটীর শেষাংশের অর্থ-সম্বন্ধে একটু অন্যমত ঘটিয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'মামুতঃ' অংশ উপলক্ষে ভাষ্যানুসারী অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"আমি যেন এই পতি হইতে বিচ্ছিন্ন না হই।" তাহাতে ভাব আসে—ঐ অংশ যেন পত্নীর আবৃত্তি-মূলক; তিনি যেন পতি সহ অবিচ্ছন্নভাবে অবস্থিতির কামনা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু তাহা হইলে, মন্ত্র-দুইটী পতি-পত্নীতে উভয়ে কি প্রকারে উচ্চারণ করিবেন, তাহা বুঝা যায় না।

যাহা হউক, মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের একটু বিশেষণ করিয়া মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ-পক্ষে একটু চেষ্টা পাওয়া আবশ্যক মনে করি। প্রথমতঃ, মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুগন্ধিং' এবং 'পুষ্টিবর্দ্ধনং' পদদ্বয়। ঐ দুই পদে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে। মহাভারতে পরলোকের শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থার বর্ণনা-প্রসঙ্গে মহামতি ব্যাসদেব 'সুসুগন্ধিঃ' পদ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্ব-অবস্থা-প্রাপ্ত জীবের স্বরূপ বর্ণন প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন,—'অনিন্দ্রিয়াশ্চানসনাশ্চ তত্র নিষ্পন্দহীনাঃ সুসুগন্ধিনস্তে।' এই অংশের টীকায় নীলকণ্ঠ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই 'সুগন্ধিং' এবং 'পুষ্টিবর্দ্ধনং' পদদ্বয়ে যে পরমাত্মাকে বুঝাইয়া থাকে, তাহা প্রতিপন্ন হয়। নীলকণ্ঠের সেই টীকা; যথা,—অনিন্দ্রিয়াঃ স্থূলদেহসঙ্গহীনাঃ, অতএবানশনাঃ শব্দাদিবিষয়ভোগশূন্যাঃ নিষ্পন্দহীনা নিশ্চেষ্টাশ্চ সুগন্ধিঃ পরমাত্মা 'সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনমিতি' মন্ত্রলিঙ্গাৎ" ইত্যাদি। * 'ত্র্যম্বকং' পদের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ, ঐ তিন পদ যে ভগবানের দ্যোতক তাহা বলাই বাহুল্য॥ এখন সে উপলক্ষে ঐ পদত্রয়ে নানারূপ অর্থই পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। 'সুগন্ধিং' পদে তাই 'দিব্যযশঃসৌরভপূর্ণং' এবং 'পুষ্টিবর্দ্ধনং' পদে 'ধনধান্যাদি পুষ্টির বর্দ্ধয়িতা' অর্থ কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। এ পক্ষে কোনও অর্থকেই অসঙ্গত বলিতে পারি না।

মন্ত্রের আর একটী প্রধান পদ—'উর্ব্বারুকমিব'। 'উর্ব্বারুকং' পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—কর্কন্ধ্বাদেঃ ফলং'। অভিধানে 'উর্ব্বারু' শব্দে 'কাঁকুড়' অর্থ প্রাপ্ত হই। কিন্তু 'কর্কন্ধু' বলিতে কুল-গাছ বুঝায়। সুতরাং 'উর্ব্বারুকং' বলিতে ঠিক্ কোন্ ফলটীকে বুঝাইতেছে, তাহা এখন নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব ঐ পদে 'অতিপক্ক ফল-বিশেষঃ' অর্থই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতিপক্ক ফল যেমন আপনিই বৃক্ষচ্যুত হয়',

---

* মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" পঞ্চম খণ্ড, ১৫৬—১৫৭ পৃষ্ঠায়, এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

'উর্ব্বারুকমিব' পদে সেই উপমাই প্রাপ্ত হই। এ পক্ষে 'মুক্ষীয়' ক্রিয়া-পদটী একটু সমস্যা আনয়ন করে। ভাষ্যকার উবট (মহীধরের পূর্ব্ববর্ত্তী) ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'মোচয়তু' পদ ব্যবহার করিয়াছেন; এবং তৎসম্বন্ধে "পুরুষব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঐরূপ নির্দ্দেশ অনুসারে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—হে দেব! আপনাকে আমরা অর্চ্চনা করিতেছি। অতিপক্বফলবিশেষের বৃন্তচ্যুত হওয়ার ন্যায়, দেবতা আমাদিগকে মৃত্যুর বন্ধন হইতে মোচন করুন।' কিন্তু মহীধরের ভাষ্যে 'মুক্ষীয়' পদে 'মুক্তো ভূয়াসং' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে। তিনি কারণ দেখাইতেছেন—"একবচনং বহ্বর্থে।" একজন ভাষ্যকার ছান্দস-হেতু পুরুষ-ব্যত্যয় মানিয়া লইয়াছেন; আর একজন বহুবচন বুঝাইতে একবচনের প্রয়োগ স্বীকার করিয়াছেন। আমাদিগের ব্যাখ্যায় আমরা একাধারে দুই পন্থারই অনুসরণ করিতেছি। কেন-না, দুই দিক হইতে ঐ দুই প্রকার অর্থেরই ভাব-সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। 'অতিপক্ব ফল যেমন ভূপতিত হয়;'—এ উপমায় কেহ কহিতে পারেন, এখনকার ভাব এই যে, সে যেমন আপনি পাকে আপনি পড়ে, আমি যেন সেইরূপ (আপন কর্ম্ম দ্বারা) আপনি পরিপক্ব হই এবং আপনিই বন্ধন-ছেদে সমর্থ হই।' শেষোক্ত ব্যাখ্যায় এই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যাখ্যার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে,—ফল আপনি পড়ে না। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিই তাহাকে ভূপাতিত করে। তাহার বন্ধন যেই একটু শিথিল হইয়া আসিল; মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অমনি তাহাকে ভূপাতিত করিল।' এখানে দুই-এর প্রভাব স্বীকৃত হয়। এক আপনার কর্ম্ম; দ্বিতীয় ভগবানের করুণা। প্রথম প্রকার অর্থে, কেবল কর্ম্মেরই প্রাধান্যে লক্ষ্য পড়িল; দ্বিতীয় অর্থে, কর্ম্মশক্তি এবং ভগবৎ-কৃপা এতদুভয়ের সংযোগ প্রকাশ পাইল। এই ভাবই অধিকতর প্রাণস্পর্শী। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় 'ভূয়াসং' ক্রিয়া-পদ গ্রহণ করিয়াও তাই আমরা 'ভবৎ প্রসাদাৎ' পদদ্বয় অধ্যাহার করিয়াছি।

দ্বিতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইতঃ' আর 'অমুতঃ' এই দুইটী পদ সমস্যা-মূলক। ঐ দুই অব্যয়-শব্দের জন্যই অর্থের তারতম্য ঘটে। সাদা ভাষায় বলিতে গেলে 'ইতঃ' শব্দে 'এই হইতে' আর 'অমুতঃ' শব্দে 'সেই হইতে' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা যায়। এই—কি? তাহা ভাবিলেই 'এই সংসারের' 'এই সংসারিক মায়া-মোহের' ভাব আসে। আবার, সেই—কি? তাহা ভাবিতে গেলেই, সেই পরলোকের—সেই মুক্তির কথাই মনে আসে। সুতরাং ঐ দুই পদের প্রতিবাক্যে আমরা যথাক্রমে 'মায়ামোহতঃ' এবং 'মুক্তিস্থানাৎ' পদদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি। এই দুই প্রতিবাক্যই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারগণ ঐ দুই পদের অন্যপ্রকার অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। * তাহাতেই ভাবান্তর ঘটিয়াছে। যাহা হউক, আমাদিগের দৃষ্টিতে যাহা যুক্তিযুক্ত ও পৌর্ব্বাপর্য্য-সঙ্গত মনে হইল, সেই অর্থই আমরা প্রকাশ করিলাম। (৩অ—৬০ক—২ম)।

---

* "ইতো মুক্ষীয়" এবং "মামুতঃ" বাক্যাংশের প্রতিবাক্য উবট যথাক্রমে লিখিয়াছেন,—"ইতো মুক্ষীয় জ্ঞাতিবর্গান্ মোচয়তু" এবং "মামুতঃ পতিবর্গান্ মোচয়তু।"

একষষ্টী কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। একষষ্টী কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

এতত্তে রুদ্রাবসং তেন পরো মূজবতোঽতীহি।

অবততধন্বা পিনাকাবসঃ কৃত্তিবাসা অহিংসন্নঃশিবোঽতীহি ॥ ৬১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্। 'এতৎ' (পূর্ব্বোক্তরূপং অনুগ্রহদানং এব) 'তে' (তব) 'অবসং' (রক্ষণং, রক্ষাকর্ম্ম) ভবতি ইতি শেষঃ; এবম্প্রকারেণ ত্বং অস্মান্ রক্ষসি ইতি ভাবঃ; 'তেন' (তাদৃশেন রক্ষাকার্য্যেণ) 'মূজবতঃ' (পাপসম্বন্ধযুতস্য কর্ম্মণঃ) 'পরঃ' (অতীতং ভাবং, সত্ত্বভাবং) 'অতীহি' (দেহি); তব অনুকম্পয়া যেন বয়ং অসৎসম্বন্ধবিরহিতং সত্ত্বভাবং প্রাপ্নুমঃ, তৎ কুরু ইত্যেবং প্রার্থনা।

অপিচ, হে দেব! ত্বং 'অবততধন্বা' (অবতারিতধনুঃ, অস্মাকং শত্রুনাশায় ধনুর্বিজ্যাযুক্তঃ সন্) এবং 'পিনাকবসঃ' (অস্মান্ রক্ষয়িতুং ধনুর্দ্ধারী ভূত্বা) 'অতীহি' (অস্মৎ সমীপং আগচ্ছ); 'কৃত্তিবাসা' (হে অভিপ্রেতবাসধারিণ! যদ্বা—হে শুভ্রবাসপরিহিত!) 'নঃ' (অস্মান্) 'অহিংসন্' (হিংসামকুর্ব্বন, অসৎসম্বন্ধী ত্রুটিবিচ্যুতিং উপেক্ষ্য ইতি যাবৎ) 'শিবঃ' (অস্মৎসম্বন্ধে মঙ্গলপ্রদঃ) 'অতীহি' (ভব, যদ্বা—সর্ব্বব্যাপিণা কল্যাণরূপেণ অত্রাগচ্ছ)। সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ সর্ব্বথা অস্মাকং মঙ্গলং সাধয়তু। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৬১ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! পূর্ব্বোক্তরূপ অনুগ্রহ-দানই আপনার রক্ষাকার্য্য; (এই প্রকারেই আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন); এবম্প্রকার রক্ষা-কার্য্যের দ্বারা পাপসম্বন্ধযুত কর্ম্মের অতীত ভাব (সত্ত্বভাব) আমাদিগকে

মহীধর যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার ভাষ্যেই তাহা লক্ষ্য করুন। ঐ সকল ভাষ্য হইতেই পশুিসকাশের কথা আসিয়াছে।

প্রদান করুন ; (আপনার অনুকম্পায় আমরা যাহাতে অসৎসম্বন্ধবিরহিত সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই, তাহাই করুন—এই প্রার্থনা)।

আর, হে দেব! আপনি 'অবততধন্বা' অর্থাৎ আমাদিগের শত্রুনাশে ধনুতে জ্যা রোপণ করিয়া এবং আমাদিগের রক্ষার জন্য 'পিনাকবসঃ' অর্থাৎ ধনুর্দ্ধারী হইয়া, আমাদিগের নিকট আগমন করুন ; হে অভিপ্রেত-বাসধারিন্ (হে শূন্যবাসপরিহিত) আমাদিগের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা-পূর্ব্বক) আমাদিগের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হউন অর্থাৎ কল্যাণ-রূপে আমাদিগের মধ্যে আগমন করুন। (ভাব এই যে,—সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্, আমাদিগের শত্রুনাশ দ্বারা ও আমাদিগকে রক্ষার দ্বারা সর্ব্ব-প্রকারে মঙ্গল-সাধন করুন)। (৩অ—৬১ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং।)

রৌদ্র্যাস্তারপঙ্‌ক্তিঃ। যস্যা অন্ত্যৌ দ্বাদশাক্ষরাবাদ্যাবষ্টাক্ষরৌ পাদৌ সাস্তারপঙ্‌ক্তি॥ (কা০ ৫।১০।২১) মূতয়োঃ কৃত্বা বেণুযষ্ট্যাং বা কূপে বাসজ্যোত্তরতঃ স্থাণুবৃক্ষবংশবল্মীকা-নামন্ততমস্মিন্নুৎক্ষেপণবদাসজতোতস্ত ইতীতি। ব্রীহিযবাদীন্ বদ্ধা বহনার্থং তৃণবংশাদি-নির্ম্মিতং পাত্রবিশেষো মূতমিত্যুচ্যতে। তয়োরুভয়োর্ম্মূতয়োস্ত্র্যম্বকান্ হবিঃশেষান্ প্রক্ষিপ্য স্বকীয়েনাংসেন বোঢ়ুং শক্যায়াং বংশযষ্ট্যামগ্রদ্বয়ে তন্মূতদ্বয়মবাসজ্যোন্নতে স্থাণৌ বৃক্ষে বংশে বল্মীকে বা মূতদ্বয়যুতাং বংশযষ্টিং সংস্থজতি। ততো গৌভিরাঘ্রাতুমশক্যত্বাদ্ গাবো রোগং ন প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। অথ মন্ত্রার্থঃ। মূজবান্নাম কশ্চিৎ পর্ব্বতো রুদ্রস্য বাসস্থানং। অবসশব্দেন দেশান্তরং গচ্ছতো মার্গমধ্যে তটাকাদিসমীপে ভোক্তব্য ওদনবিশেষঃ উচ্যতে। হে রুদ্র এতত্তে তব অবসং হবিঃশেষাখ্যং ভোজ্যং তেন সহিতস্ত্বং মূজবতঃ পর্ব্বতাৎ পরঃ পরভাগবর্ত্তী সন্নতীহি অতিক্রম্য গচ্ছ। কীদৃশস্ত্বং। অবততধন্বা অবরোপিতধনুষ্কঃ। অস্মদ্বিরোধিনাং ত্বয়া নিবারিতত্বাদিত উদূর্দ্ধং ধনুষি জ্যাসমারোপণস্য প্রয়োজনাভাবাদব-রোপণমেবেদানীং যুক্তং। তথা পিনাকবাসঃ পিনাকাখ্যং ত্বদীয়ং ধনুরাবস্তে :সর্ব্বত আচ্ছা-দয়তীতি পিনাকবাসঃ। যথা ধনুর্দৃষ্ট্বা প্রাণিনো ন বিভ্যতি তথা ত্বদীয়ং ধনুর্ব্বস্ত্রাদিনা প্রচ্ছাদ্য গচ্ছেত্যর্থঃ॥ (কা০ :৫।১০।২২-২৩) কৃত্তিবাসা ইত্যনবেক্ষমেত্যোপস্পৃশস্ত্যাপ ইতি। উন্নতে বৃক্ষাদৌ মূতদ্বয়েঽবসজ্য প্রত্যাবর্ত্তমানা মূতদ্বয়স্যাবেক্ষণমকৃত্বা বেদিসমীপে সমাগত্যোদকং স্পৃশেয়ুরিতি সূত্রার্থঃ। মন্ত্রার্থস্তু। হে রুদ্র! ত্বং কৃত্তিবাসা চর্ম্মাম্বরো নোঽস্মানহিংসন্ হিংসাকুর্ব্বন্ শিবোঽস্মদীয়পূজয়া সন্তুষ্টঃ কোপরহিতো ভূত্বা অতীহি পর্ব্বতমতিক্রম্য গচ্ছ॥ (৩অ—৬১ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের অর্থ-নির্দ্ধারণে নানা অসামঞ্জস্য থাকিয়া যায়। সে অর্থে, বেদের বেদত্ব লোপ পায়। তার পর, এই মন্ত্রের প্রয়োগ-সম্বন্ধে যে প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে, তাহাও বড়ই কৌতুকাবহ।

সে পক্ষে, একজন প্রসিদ্ধ বেদ-ব্যাখ্যাকার এই মন্ত্রের প্রয়োগ ও অর্থ-বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। যথা,—

"ত্র্যম্বক-যাগের হুতাবশিষ্ট পুরোডাশাদি মূতিদ্বয়ে (ডালা বা ধুচুনী) গ্রহণ করতঃ বংশযষ্টির (বাঁকের) উভয়তঃ সংলগ্ন করিয়া স্বীয় স্কন্ধে লইয়া কিঞ্চিদ্দূরে কোনও উন্নত স্থাণু বা বৃক্ষ বা বংশদণ্ড বা বল্মীকপিণ্ডোপরি (যাহাতে গাভীগণ আঘ্রাণ করিতে না পারে, এরূপভাবে) এই মন্ত্র পাঠ করতঃ স্থাপন করিবে।

হে রুদ্র! এই হবিঃশেষগুলি তোমার অবস (দূরপথ-গমনকালে পথিমধ্যে নদী-তড়াগাদি-সমীপোবিষ্ট হইয়া ভক্ষণীয় ভোক্ষ-দ্রব্যকে অবস বলে) হইবে। ইহারই সাহায্যে তুমি এই সুদীর্ঘ গন্তব্য পথ অতিক্রম করতঃ স্বীয় বাসভূমি মুজবান নামক গিরিবর শিখরে উপস্থিত হইতে পারিবা। তুমি সততই এখানে বিস্তৃত ধনু (উক্ত মুজবান শিখরে সর্ব্বদাই ইন্দ্রধনু দেখা যায়, সেই জন্য উহা রুদ্রের বাসস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে) স্বকীয় তেজে নাকলোক পর্য্যন্তও আচ্ছন্ন করিয়া গমনে সমর্থ, সুতরাং তোমার অন্য কোন প্রকার সাহায্যের আবশ্যক নাই ॥ ১ ॥

ঐ মূতিদ্বয় পূর্ব্ববিহিত প্রকারে উন্নত বৃক্ষাদির উপরি স্থাপনানন্তর বেদীর সমীপে প্রত্যাগত হইয়া দ্বিতীয় মন্ত্রে উদক স্পর্শ করিবে।

হে রুদ্র। তুমি আমাদের চর্ম্মাভ্যন্তরবর্ত্তীও * হইতেছে, আমাদের শারীরিক সমস্ত বিপদ অতিক্রম করতঃ রক্ষণাভিপ্রায়ে কল্যাণস্বরূপে স্বস্থানে বসতি কর ॥ ২ ॥"

এই প্রকার প্রক্রিয়া এবং এই ভাবের অর্থই অধুনা প্রচলিত আছে। ভাষ্যাদিতেও এবম্বিধ অর্থেরই আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতঃপর, আমরা যে দিক দিয়া যে ভাবের অর্থ পরিগ্রহ করিলাম, তদ্বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। আমাদিগের অর্থ পূর্ব্বপ্রচলিত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ অন্যভাবাপন্ন, সুতরাং তাহার যৌক্তিকতার বিষয় একটু বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে প্রথম লক্ষ্য করুন—'এতৎ' পদ। ঐ পদে পূর্ব্বসম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছে। পূর্ব্ব মন্ত্রে প্রার্থনা ছিল—'হে ভগবন্। অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আপনি আমাদিগকে মোক্ষদান করুন।' আমরা মনে করি, এখানকার 'এতৎ' পদে সেই অনুগ্রহ-দানের বিষয়েই লক্ষ্য রহিয়াছে। 'অব' 'অবস' পদের অর্থ যে 'রক্ষণ', তাহা অনেক স্থলেই পাইয়াছি। ঋগ্বেদ, সামবেদে, অথর্ব্ববেদে—সায়ণের ভাষ্যে 'অব' বা 'অবস' পদে

---

* সকল শরীরেই চর্ম্মাভ্যন্তরে বিদ্যুৎ আছে। এই জন্য রুদ্রকে কৃত্তিবাস মহাদেব বলে।

'রক্ষণ' অর্থই পাওয়া যায়। এখানে সেই অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। এখন মন্ত্রের প্রথম অংশের ভাবটী অনুধাবন করুন। 'আপনার সেই অনুগ্রহই—আমাদিগকে মুক্তি-দানই—আমাদিগের সম্বন্ধে আপনার রক্ষা-কার্য্য।' বুঝিয়া দেখুন—কি অভিনব সুন্দর ভাব! ইহার অধিক রক্ষাই বা আর কি হইতে পারে? সেই রক্ষাই রক্ষা; সেই অনুগ্রহ-দানই প্রকৃষ্ট অনুগ্রহ দান। 'এতৎ' পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।

মন্ত্র-ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় অংশে আমরা 'পরঃ' 'মুজবতঃ' এবং 'অতীহি' এই তিনটী পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'মুজবতঃ' পদে ভাষ্যে 'মুজবান্' নামক পর্ব্বতের বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। আমরা ঐ 'মুজবতঃ' পদে 'পাপসম্বন্ধযুত' অথবা 'পাপ হইতে উদ্ভূত কর্ম্মকে' লক্ষ্য করিতেছে—মনে করি। ধাতুগত অর্থের অনুসরণ করিলে, ঐ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'পরঃ' পদে 'অতীত অবস্থার' ভাব আসে। সে পক্ষে 'মুজবতঃ পরঃ' বলিতে, 'পাপসম্বন্ধযুত বা পাপজ কর্ম্মের অতীত অবস্থার ভাবই' ঐ দুই পদে প্রাপ্ত হই। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় সেই অর্থই প্রকাশ করিলাম। আবার ঐ 'মুজবতঃ' পদে যদি 'ভুজবতঃ' পাঠ গ্রহণ করা হয়, তাহাতেও এক সুষ্ঠু অর্থ পাওয়া যায়। পাঠ 'ভুজবতঃ' হইলে, উহার অর্থ—'বাহুবিশিষ্ট' গ্রহণ করা যায়। তাহাতে দানশীলতার ভাব প্রকাশ পাইতেছে। সে ক্ষেত্রে 'পরঃ' পদে 'শ্রেষ্ঠত্ব' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে পারি। ধাত্বর্থের অনুসরণে 'অতীহি' পদে দুই তিন প্রকার অর্থ আমনন করা যায়। উহা হইতে 'দেহি' 'আগচ্ছ' 'ভব'—ত্রিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতে মন্ত্রের ঐ অংশ প্রার্থনামূলক হয়; এবং ভাব দাঁড়ায়,—'হে ভগবন্! আপনার দাতৃত্বে যেন শ্রেষ্ঠদানশীলতার পরিচয় প্রাপ্ত হই।' এতদনুসারেও সেই মোক্ষের কামনাই প্রকাশ পায়।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় মন্ত্রে আর দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হইবে। এক ভাগের প্রার্থনা—'আপনি 'অবততধন্বা' অর্থাৎ আমাদিগের শত্রুর প্রতি শরনিক্ষেপ করেন, আর আমাদিগের রক্ষার জন্য 'পিনাকাবসঃ' অর্থাৎ ধনুর্দ্ধারী হইয়া রহেন।' এই প্রার্থনাই স্বাভাবিক। আমাদিগের কামক্রোধাদি রিপুশত্রুর বিনাশ-সাধন আর আমাদিগকে সংযত-করণ,—এই দুই প্রকার প্রার্থনার ভাব ঐ অংশে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের শেষাংশে ('কৃত্তিবাসা নঃ অহিংসন্ শিবঃ অতিহী' অংশে) ভগবানের স্বরূপ 'কৃত্তিবাসা' পদে প্রকাশমান। তিনি যে 'কৃত্তিবাস', তিনি যে বসনবিরহিত, তিনি যে সর্ব্বময়, শূন্যমাত্রই যে তাঁহার বসন, এখানে এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'কৃত্তিবাস' পদে বিবিধ ভাব প্রকাশ পায়। 'চর্ম্মই যাঁহার বাস'—এই অর্থে মহাদেবকে ব্যাঘ্রচর্ম্ম-ভূষিত করিয়া, ঐ পদ তাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু 'কৃত্ত' পদে 'অভিপ্রেত' এবং 'কৃত্তি' পদে 'ছিন্ন' ও 'শূন্য' ভাব আসে। তাহা হইতে 'শূন্যই যাঁহার বসন' অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপে বিদ্যমান বিশ্বনাথ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। আবার চর্ম্মাভ্যন্তরে—দেহের মধ্যে—জ্যোতীরূপে যিনি বিদ্যমান, ঐ পদে তাঁহাকেও বুঝাইতে পারে। এখন, সেই তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা করা হইতেছে—তাহা বুঝিলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসিবে। বলা হইতেছে,—'হে বিশ্বব্যাপিন্! আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি বিস্মৃত হইয়া আমার মঙ্গলসাধন করুন।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ॥ (৩অ—৬১ক—১ম)॥

—— • ——

দ্বিষষ্টি কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। দ্বিষষ্টী-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।

যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং তন্নোঽঅস্তু ত্র্যায়ুষম্ ॥ ৬২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যথা 'জমদগ্নেঃ' (ভীষণপরীক্ষোত্তীর্ণস্য জনস্য, যদ্বা—তন্নাম্নোঽবতারস্য) 'ত্র্যায়ুষং' (ত্রিকাল-স্থায়িত্বং), তথা 'কশ্যপস্য' (পাপজনকস্য শত্রোঃ, যদ্বা—তন্নাম্ন ঋষেঃ) 'ত্র্যায়ুষং' (ত্রিকাল-স্থায়িত্বং); কিন্তু হে ভগবন্! ভবৎকৃপয়া 'যৎ' (যদ্রূপং) 'দেবেষু' (দেবভাবেষু, দীপ্তিদানাদিগুণেষু) 'ত্র্যায়ুষং' (ত্রিকালস্থায়িত্বং) 'তৎ' (তদ্রূপং) নঃ' (অস্মাকং) 'ত্র্যায়ুষং' (ত্রিকালস্থায়িত্বং জীবনং ইতি যাবৎ) 'অস্তু' (ভবতুঃ)। পাপপুণ্যয়োঃ সদসদ্বৃত্ত্যের্ব্বা দ্বন্দ্বোঽ-বিচ্ছিন্নপ্রবাহেণ চিরকালং প্রবহতি। কিন্তু দেবভাবানাং যৎ ত্রিকালস্থায়িত্বং, হে ভগবন্, অস্মৎসম্বন্ধে তৎ বিধেহি ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (৩অ—৬২ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যেমন 'জমদগ্নির' অর্থাৎ ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জনের (অথবা—তন্নামধারী অবতারের) ত্রিকালস্থায়িত্ব, তেমনই 'কশ্যপের' অর্থাৎ পাপজনক শত্রুরও (অথবা—তন্নামধারী ঋষির) ত্রিকালস্থায়িত্ব। কিন্তু হে ভগবন্! দেবগণে (দেবভাবে) যে ত্রিকালস্থায়িত্ব, আপনার কৃপায়, আমাদিগের সেইরূপ ত্রিকালস্থায়িত্ব হউক। (ভাব এই যে,—পাপ-পুণ্যের সদসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্ব অবিচ্ছিন্ন-প্রবাহে প্রবাহিত হইয়াছে; কিন্তু দেবভাবসমূহের যে চিরস্থায়িত্ব; হে ভগবন্, আমাদিগের সম্বন্ধে তাহাই বিহিত করুন)। (৩অ—৬২ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

আশীর্দ্দেবত্যোষ্ণিক্। যস্তাশ্চত্বারঃ পাদাঃ সপ্তাক্ষরা সোষ্ণিক্। (কা০ ৫।২।১৬) ত্র্যায়ুষমিতি যজমানো জপতীতি। সোঽয়ং জপো বপনকালীনঃ। জমদগ্নেঃ মুনের্যত্র্যায়ুষং ত্রয়াণাং বাল্যযৌবনস্থবিরাণামায়ুষাং সমাহারস্ত্র্যায়ুষং তথা কশ্যপস্যৈতন্নামকস্য প্রজাপতেঃ

সম্বন্ধি যত্র্যায়ুষং তথা দেবেষু ইন্দ্রাদিষু যত্র্যায়ুষমস্তি তৎসর্ব্বং আয়ুষং নোঽস্মাকং যজমানানামস্তু। জমদগ্ন্যাদীনাং বাল্যাদিষু যাদৃশং চরিতং তাদৃশং নোঽস্ত্বিত্যর্থঃ॥ (৩অ—৬২ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:০:—

এই কণ্ডিকার মন্ত্রটী মস্তক-মুণ্ডনের সময় উচ্চারণ করিতে হয়। যাঁহার মস্তক মুণ্ডিত হইবে, তিনিই ইহা পাঠ করিবেন।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'জমদগ্নি' ঋষি যেমন 'ত্র্যায়ুষ' অর্থাৎ বাল্য যৌবন-বার্দ্ধক্য তিন অবস্থা-সম্পন্ন, কশ্যপ ঋষি যেমন 'ত্র্যায়ুষ' অর্থাৎ বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য সম্পন্ন, দেবগণ যেমন 'ত্র্যায়ুষ' অর্থাৎ বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য-সম্পন্ন, আমাদিগের সেইরূপ 'ত্র্যায়ুষ' লউক অর্থাৎ আমরাও যেন সেইরূপ তিন অবস্থা প্রাপ্ত হই'। এইরূপ অর্থ হইতে এইমাত্র ভাব পাওয়া যায়,—'যেন আমাদিগের অকাল-মৃত্যু না হয়, যেন আমরা বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া পরে মৃত্যুমুখে পতিত হই।'

অতঃপর আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের অনুসরণ করিয়া দেখুন। আমরা মন্ত্রটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথমাংশের "জমদগ্নেঃ ত্র্যায়ুষং" এবং "কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং"—এই দুই বাক্যের ভাব এই যে,—'পরীক্ষা চিরকালই চলিয়াছে। সংসারে পাপের প্রভাবও যেমন চিরকালই আছে, পুণ্যের জয়ও সেইরূপ চিরকালই আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আমাদের মনে হয়, মন্ত্রের প্রথমাংশ এক নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। এ পক্ষে তিনটী পদের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক। 'জমদগ্নেঃ' পদের সাধারণ অর্থ—জমদগ্নির (পরশুরামের)। কিন্তু শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে, ঐ পদে 'ভীষণ পরীক্ষার অনল হইতে উত্তীর্ণ জনের' এইরূপ অর্থ আসিতে পারে। কিন্তু দুইরূপ অর্থেই আমাদিগের ভাব অব্যাহত থাকে। জমদগ্নি (পরশুরাম) কালচক্রের আবর্ত্তনে চির আবর্ত্তিত হইতেছেন—এক পক্ষে এই ভাব আসে। আবার, পক্ষান্তরে, পাপ পুণ্যের সমরে পুণ্যবানের জয়লাভও চিরকালই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে—এ ভাবও গ্রহণ করিতে পারি। 'কশ্যপস্য' পদেও ঐ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাণে তিনি দৈত্যের পিতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। সে দৃষ্টিতে তাঁহাকে 'অসদ্ভাবের জনক' বলিয়া বুঝিতে পারি। কশ্যপ রূপে কালচক্রে তিনি চিরভ্রাম্যমান রহিয়াছেন—"কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং" পদে তাহাই উপলব্ধ হয়। ধাত্বর্থের অনুসরণে 'কশ্যপ' পদের অর্থ নিষ্পন্ন করিলে, পাপজনক শত্রু' ভাব প্রাপ্ত হই। 'ত্র্যায়ুষং' পদে জীবনের তিন অবস্থা—বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য—না বুঝাইয়া, ভূত ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালব্যাপী আয়ুর বিষয়ই মনে আসে। বিশেষতঃ, মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদে 'দেবেষু' পদ দৃষ্ট হওয়ায়, এবং দেবগণ (দেবত্ব) যে মনুষ্যের ন্যায় জন্ম জরা মৃত্যুর বা বাল্য যৌবন-বার্দ্ধক্যের অন্তর্ভূত নহেন—তাহা অনুভূত হওয়ায়, 'ত্র্যায়ুষং' পদে 'ত্রিকালব্যাপিত্বের ভাবই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমরা এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম।

'দেবগণে যেমন ত্রিকালব্যাপিত্ব (দেবেষু ত্র্যায়ুষং), আমাদিগের সেইরূপ ত্রিকালব্যাপী জীবন (মোক্ষ) অধিগত হউক'—প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ইহাই মন্ত্রার্থ। 'দেবগণের সত্ত্বভাবের যেমন অক্ষয় জীবন, সত্যের যেমন কখনও ক্ষয় নাই—বিকৃতি নাই, আমাদিগের জীবনও সেইরূপ অক্ষয় অপরিবর্ত্তিত নিত্য অবস্থা প্রাপ্ত হউক। হে ভগবন্! তাহাই করুন।' এ মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা। মন্ত্রার্থ-বিষয়ে আমাদিগের এই অভিমিত। (৩অ—৬২ক—১ম)।

ত্রিষষ্টি কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ত্রিষষ্টি কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) শিবো নামাসি স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তে অস্তু

মা মা হিংসীঃ।

(২) নির্বর্ত্তয়াম্যায়ুষেঽন্নাদ্যায় প্রজননায় রায়স্পোষায়

সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্য্যায় ॥ ৬৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে মম অন্তরস্থ সত্ত্বভাব! ত্বং 'নাম' (নাম্না, কার্য্যপরিচয়েণ ইতি ভাবঃ) 'শিবঃ' (শান্তঃ, শান্তিপ্রদঃ) 'অসি' (ভবসি); যঃ 'স্বধিতিঃ' (বন্ধনচ্ছেদকঃ, কামনাবিনাশকঃ) সঃ 'তে' (তব) 'পিতা' (জনকঃ, পিতৃস্থানীয়) ভবতি ইতি শেষঃ; নিষ্কাম কর্ম্মণা শান্তস্বরূপো দেবভাবঃ সঞ্জায়তে ইত্যর্থঃ; 'তে' (তুভ্যং) 'নমঃ' (নমস্কারঃ) অস্তু (ভবতু); 'মা' (মাং) 'মা হিংসীঃ' (মা বিরূপো ভব); যেনাহং নিষ্কামকর্ম্মপ্রভাবেন শান্তস্বরূপং দেবভাবং লভামহে, হে মম অন্তরস্থ দেব, তৎ কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ।

(২) হে কামনে! 'আয়ুষে' (জীবনায়, অক্ষয়জীবনলাভায়) 'অন্নাদ্যায়' (সত্ত্বভাবরূপান্নগ্রহণায়) 'প্রজননায়' (জনহিতসাধনায়, অপরেষাং শ্রীবৃদ্ধিহেতবে) 'রায়স্' পরমার্থরূপস্য ধনস্য) 'পোষয়ে' (পুষ্টিসাধনায়) 'সুপ্রজাস্ত্বায়' (পারিপার্শ্বিকজনস্য সুমঙ্গলবিধানার্থায়) 'সুবীর্য্যায়, (সৎকর্ম্মসম্পাদনসামর্থপ্রাপণায়) ত্বাং 'নিবর্ত্তয়ামি' (নিরোধয়ামি, বিনাশয়ামি)। নিষ্কামকর্ম্মণা আত্মোৎকার্য্যসাধনায় পরহিতবিধানায় চ প্রবুদ্ধো ভবামি। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (৩অ—৬৩ক—২ম)।

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্র-দুইটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। প্রথম মন্ত্রে হৃদিস্থিত সত্ত্বভাবকে সম্বোধন আছে ; এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে কামনাকে সম্বোধন আছে।)

(১) হে মম অন্তরস্থ সত্ত্বভাব! আপনি নামে (কর্ম্মপরিচয়ের দ্বারা) শিব (শান্তিপ্রদ) হয়েন ; যিনি কামনাবিনাশক (বন্ধনচ্ছেদক), তিনি আপনার জনকস্থানীয় হয়েন ; ভাব এই যে, নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা শান্তস্বরূপ দেবভাব সঞ্জাত হয়) ; আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি ; আমার প্রতি কদাচ বিরূপ হইবেন না। (ভাব এই যে,—'নিষ্কামকর্ম্ম-প্রভাবে আমি যেন শান্তস্বরূপ দেবভাব প্রাপ্ত হই, হে আমার অন্তরস্থ সত্ত্বভাব, আপনি তাহাই বিহিত করুন।')

(২) হে আমার কামনা! অক্ষয়-জীবন-লাভের জন্য, সত্ত্বভাব-রূপ অন্ন গ্রহণের জন্য, জনহিত-সাধনের জন্য, পরমার্থ-রূপ ধনের পুষ্টির জন্য, পারিপার্শ্বিক জনগনের সুমঙ্গল বিধানের জন্য, সৎকার্য্য-সম্পাদন-সামর্থ প্রাপ্তির জন্য, তোমাকে আমি নিরোধ করিতেছি। (ভাব এই যে,—নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা আত্মোৎকর্ষ-সাধনে ও পরহিত-বিধানে আমি প্রবুদ্ধ হইতেছি)। (৩অ—৬৩ক—২ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ক্ষুরদেবতং যজুঃ। (কা০ ৫।২।১৭) শিবো নামেতি লৌহক্ষুরমাদায়েতি। হে ক্ষুর ত্বং নাম নাম্না শিবঃ শান্তোঽসি। স্বধিতিঃ বজ্রং তে তব পিতা। তে তুভ্যং নমোঽস্তু মাং মা হিংসীঃ। (কা০ ৫।২।১৭) নিবর্ত্তয়ামীতি বপতীতি। যজমান দৈবতং যজুঃ। নিপূর্ব্বো বৃত্তির্মুণ্ডনার্থঃ। হে যজমান ত্বাং নিবর্ত্তয়ামি মুণ্ডয়ামি। কিমর্থমায়ুষে জীবনায় অন্নাদ্যায়ান্নভক্ষণায় প্রজননায় সন্তানায় রায়ো ধনস্য পোষায় পুষ্ট্যৈ সুপ্রজাস্ত্বায় শোভনাপত্যতায় সুবীর্য্যায় শোভনসামর্থ্যায় ॥ ৬৩ ॥

শ্রীমন্মহীধরকৃতে বেদদীপে মনোহরে। অগ্ন্যাধানাদিপিত্র্যান্তস্তৃতীয়োঽধ্যায় ঈরিতঃ। ৩ ॥

ইতি মাধ্যন্দিনী শাখায়াং বাজসনেয় সংহিতায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার দুইটী মন্ত্র দুই কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক হস্তে একখানি ক্ষুর গ্রহণ করিতে হয়। দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণে সেই ক্ষুর দ্বারা মস্তক মুণ্ডন করা হইয়া থাকে। তদনুসারে, প্রথম মন্ত্রটী ক্ষুরখানিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হয় ; এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে পরামাণিক যজমানকে সম্বোধন করিয়া মস্তক-মুণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়।

প্রচলিত ভাষ্য এবং মন্ত্রের প্রয়োগ অনুসারে যথাক্রমে মন্ত্র দুইটীর যে অর্থ প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। সেই প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এইরূপ। যথা ;—

(১) 'হে ক্ষুর! তুমি নামে শিব হও; তোমার পিতা বজ্র; আমি তোমাকে নমস্কার করি; তুমি আমাকে হিংসা করিও না।

(২) 'হে যজমান! তোমাকে মুণ্ডন করিতেছি। কি জন্য? 'আয়ুসে' অর্থাৎ জীবন রক্ষার জন্য' 'অন্নাদ্যায়' অর্থাৎ অন্ন ভক্ষণের জন্য, 'সুপ্রজাস্ত্বায়' অর্থাৎ শোভন অপত্যের জন্য এবং 'সুবীর্য্যায়' অর্থাৎ শোভনীয় বীর্য্যের' জন্য।'

মন্ত্রে ক্ষুরের কোন উল্লেখ নাই। অথচ, মন্ত্রটীকে ক্ষৌরকার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইবে বলিয়া, মন্ত্রের সঙ্গে ক্ষুরের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বাপরই প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছি,--মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, সকল মন্ত্রেরই ভাব উদার ও বিশ্বজনীন। এই যজুর্ব্বেদের যে প্রথম কণ্ডিকা, সেই কণ্ডিকার যে কয়টি মন্ত্র যে যে কার্য্যে প্রযুক্ত হয়, তাহা নানা স্থানে প্রদর্শন করিয়াছি। ঐ সকল মন্ত্রের অভিন্ন অর্থ না হইলে, ঐ সকল মন্ত্র কখনই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে পারিত না। এই মন্ত্রটী সম্বন্ধেও আমাদিগের সেই অভিপ্রায়। আমরা বলি, এই কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয়ের অর্থের সহিত ক্ষুরের কোনও সম্বন্ধ নাই। পরন্তু মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক।

এখন আমরা যে পথে যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ করিতেছি, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। মন্ত্রের প্রথমে হৃদয়ের সত্ত্বভাবকে সম্বোধন করা হইয়াছে প্রতিপন্ন হয়। সে পক্ষে—"শিবো নামাসি" বাক্যাংশের ভাব এই যে,—'হে আমার সত্ত্বভাব। তুমি নামের দ্বারা (কার্য্যের দ্বারা) শিবস্বরূপ হও; অর্থাৎ, যেন সংসার তোমার দ্বারা শান্তিলাভে সমর্থ হয়।' তার পর বুঝুন—"স্বধিতিস্তে পিতা" এতদ্বাক্যের মর্ম্ম কি? এখানে বলা হইয়াছে,—আমাদিগের হৃদয়ের সত্ত্বভাব কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? ত্যাগই—নিষ্কাম-কর্ম্মই—হৃদয়ে সত্ত্বভাবোদয়ের হেতুভূত। 'স্বধিতি' পদের মূলানুসারী অর্থ—'যাহা ছেদন করে'। তাহা হইতে কর্ম্মবন্ধন-ছেদনের ভাব আসে। যাহা কর্ম্মবন্ধন-ছেদক, নিষ্কাম-কর্ম্মের মূল, তাহাই সত্ত্বভাবের পিতৃস্থানীয়। "স্বধিতিস্তে পিতা"—এতদ্বাক্যে এই ভাবই প্রাপ্ত হই। "নমস্তে অস্তু" এবং "মা মা হিংসীঃ" বাক্যদ্বয়ের মর্ম্ম, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই অবগত হওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রটির "নিবর্ত্তয়ামি" পদটী বিশেষ ভাবে অনুধাবনার বিষয়। ভাষ্যে ঐ পদের প্রতিবাক্যে "মুণ্ডয়ামি" পদ দেখিতে পাই। কিন্তু মস্তক মুণ্ডন করিলেই যে আয়ুঃ বৃদ্ধি পায় প্রজা বৃদ্ধি পায়, ধন বৃদ্ধি পায়, তাহার প্রমান পাওয়া যায় না, এবং সহসা কেহ তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। আমরা মনে করি, মন্ত্রের ঐ অংশ কামনা-সম্বোধনে প্রযুক্ত। 'আমি আমার কামনাকে নিবৃত্ত (বিনাশ) করি'—এবংবিধ সঙ্কল্পই ঐ মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কামনা ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেই, কামনার বন্ধন ছিন্ন হইলেই, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইলেই, আয়ু, যশ, শ্রী, সামর্থ্য সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—পরমার্থ ধন তদ্দ্বারা অধিগত হইয়া থাকে। এই মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (৩অ—৬৩ক—২ম)॥

—— • ——

কাণ্ব-শাখার বিশেষ পাঠ।

—§: • :§—

ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শুক্ল-যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার পাঠ মাত্র লিখিত হইয়াছে। কাণ্ব শাখার পাঠের সহিত স্থল-বিশেষে সামান্য প্রভেদ দেখা যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে সে পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষনে তৃতীয় অধ্যায়ে কাণ্ব-শাখার যে বিশেষ পাঠ আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কণ্ডিকার মন্ত্রের পাঠ—উভয় শাখায় অভিন্ন।

পঞ্চম কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রটীতে পাঠের একটু প্রভেদ দেখা যায়। ঐ মন্ত্রটী (২২ পৃষ্ঠায় দেখুন) কাণ্ব-শাখায় নিম্নরূপ ভাবে পঠিত হয়। যথা'—

দ্যৌরিব ভূম্না ভূমিরিব বরিম্না।

প্রভেদ এই মাত্র—"পৃথিবীর" স্থলে "ভূমিরিব" পাঠ। উচ্চারণও তদনুসারী হইয়াছে।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম কণ্ডিকায় কোনরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু নবম কণ্ডিকায় পাঁচটী মন্ত্রের স্থলে নিম্নলিখিত-রূপ বিশেষ পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা,—

অগ্নি জ্যোতিষং ত্বা বায়ুমতীং প্রাণবতীম্ ॥

স্বর্গ্যাং স্বর্গাযো পদধামি ভাস্বতীম্ ॥ অগ্নির্জ্যোতি জ্যোতিরগ্নি স্বাহা ॥ ১ ॥

সূর্য্য জ্যোতিষং ত্বা বায়ুমতীং প্রাণবতীং ॥ স্বর্গ্যাং স্বর্গাযোপদধামি

ভাস্বতীম্ ॥ সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা ॥ ২ ॥

দশম কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র দুইটীর পর নিম্নরূপ অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা,—

ইহ পুষ্টিং পুষ্টি পতির্দ্দধাত্বিহ প্রজাং রময়তু প্রজাপতিঃ ॥

অগ্নয়ে গৃহপতয়ে রযিমতে পুষ্টিপতয়ে স্বাহা ॥

অগ্নয়েঽন্নদায়ান্নপতয়ে স্বাহা ॥ ৫ ॥

অনমিত্রং মেহঅধরাগনমিত্রে মুদকক্রধি ॥

ইন্দ্রানমিত্রং পশ্বাম্মেহনমিত্রং পুরস্কৃধি ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রঃ পশ্বাদিন্দ্রঃ পুরস্তাদিন্দ্রোহঅস্মাংহঅভি যাতু বিশ্বতঃ ॥

ইন্দ্রো জিঘাংসতাং মনাংসি বিষূচীনা ব্যস্যতাং ॥ ৭ ॥

সমিদসি সমিদ্ধো মে অগ্নে দীদিহি ॥

সংমেদ্ধাতেহঅগ্নে দীদ্যাসম্ ॥ ৮ ॥

একাদশ ও দ্বাদশ, কণ্ডিকার পাঠ বিষয়ে কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। ত্রয়োদশ কণ্ডিকার মন্ত্রটির দ্বিতীয় চরণে পাঠের একটু বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। ঐ চরণে "উভা দাতারা বিষা রয়ীণামুভা" ইত্যাদি পাঠ আছে। কিন্তু ঐ অংশর কাণ্ব-শাখার পাঠ এইরূপ; যথা,—

"উভা দাতারাহইষাং রয়ীণামুভা"

ইত্যাদি। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ কণ্ডিকায় কোনরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় না। অষ্টাদশ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটি কাণ্ব শাখার প্রথম পাদে শেষ হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটি কাণ্বশাখার মতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে শেষ হইয়াছে। তদনুসারে "ইন্ধানস্ত্বা" হইতে "সমিধীমহি" পর্য্যন্ত প্রথম মন্ত্র; এবং "বয়স্বন্তো" হইতে, "অদাভ্যং" পর্যান্ত দ্বিতীয় মন্ত্র।

ঊনবিংশ কণ্ডিকা-বিষয়েও ঐরূপ পার্থক্যই দৃষ্ট হয়। প্রথম মন্ত্র—"সংত্বমগ্নে" হইতে "স্বতেন" পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় মন্ত্র—"সংপ্রিয়েণ" হইতে "গ্নিষীয়" পর্য্যন্ত। মাধ্যন্দিন-শাখায় উহা একমন্ত্র-রূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

বিংশ কণ্ডিকায়ও ঐরূপ বিভাগ দেখিতে পাই। কাণ্বশাখায় ঐকণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী "মহো বো ভক্ষীয়" পর্য্যন্ত তার পর "উর্জ্জ স্থো" হইতে "রায়স্পোষং বো ভক্ষীয়" পর্য্যন্ত আর একটী মন্ত্র। একবিংশ কণ্ডিকার মন্ত্রটীতে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। ঐ কণ্ডিকার কাণ্ব-শাখার পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সে পাঠ; যথা,—

রেবতী রমধ্বমস্মিন্ যো নাহস্মিন্ গোষ্ঠেহস্মিন্ ক্ষয়েহস্মিংল্লোকে ॥ ১২ ॥

ইহেব স্তেতো মাপগাত।

দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ, চতুর্ব্বিংশ, পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ ও কণ্ডিকায় কোনরূপ পাঠ বৈষম্য দৃষ্ট হয় না। সপ্তবিংশ কণ্ডিকায় কাণ্বশাখার নিম্নরূপ বিশেষ পাঠ দেখিতে পাই। যথা;—

ইলহএহ্যাদিতহএহি।

ময়ি বঃ কামধরণং ভূয়াৎ ॥ ১৯ ॥

অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা হইতে পঞ্চত্রিংশৎ কণ্ডিকার মধ্যে পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ষট্‌ত্রিংশৎ কণ্ডিকার বিশেষ পাঠ দেখিতে পাই। প্রথম পাদে "দূড়্‌ভো" স্থলে "দূল্‌ভো" এবং "রথোহস্মাঁহঅস্তোতু" স্থলে "রথোহস্মাংহঅশ্ন্যা" ইত্যাদি পাঠ আছে। অপিচ, মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের পাঠ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। দ্বিতীয় পাদের কাণ্ব-শাখার পাঠ ; যথা,—

সমিদ্ধো মা সমর্দ্ধয় প্রজয়া চ ধনেন চ।

সপ্তত্রিংশৎ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের প্রথম পাদে "সুপ্রজাঃ প্রজাভি স্যাᳬ সুবিরো" ইত্যাদি পাঠ আছে। কাণ্বশাখার ঐ মন্ত্রের "সুপ্রজাঃ প্রজাঃ ভূয়াসᳬ সুবীরো" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অষ্টত্রিংশৎ কণ্ডিকার দুই পাদে দুইটী মন্ত্র কাণ্ব-শাখায় পরিগৃহীত হয়। দ্বিতীয় পাদের "সম্রাড্‌ভিঃ" পদ "সম্রাল্‌ভি" রূপে তথায় পঠিত হয়। পাঠান্তর-প্রথম পাদের "প্রজায়া" স্থলে "প্রজাবান্" পদ পরিগৃহিত হইয়া থাকে। চত্বারিংশৎ কণ্ডিকায় কোনরূপ বিশেষত্ব নাই। একচত্বারিংশৎ কণ্ডিকার দুই পাদ কাণ্ব-শাখায় দুইটী স্বতন্ত্র মন্ত্র-মধ্যে পরিগণিত আছে। দ্বিচত্বারিংশৎ এবং ত্রিচত্বারিংশৎ কণ্ডিকাদ্বয়ও কাণ্ব-শাখায় দ্বিমন্ত্রাত্মক নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রথমোক্তের দুই পাদে দুইটী মন্ত্র এবং শেষোক্তের প্রথম পাদে প্রথম মন্ত্র এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে দ্বিতীয় মন্ত্র স্বীকার করা হইয়া থাকে। চতুশ্চত্বারিংশৎ এবং পঞ্চচত্বারিংশৎ কণ্ডিকায় পাঠের ব্যতিক্রম দেখি না। ষট্‌চত্বারিংশৎ কণ্ডিকার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির "মীঢু যো" স্থলে "মীল্‌হুষো" পাঠ কাণ্ব শাখায় দৃষ্ট হয়। সপ্তচত্বারিংশৎ হইতে উনপঞ্চাশৎ কণ্ডিকায় পাঠভেদ নাই। কিন্তু পঞ্চাশৎ কণ্ডিকায় একটু পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। ঐ কণ্ডিকার প্রথম

পাদের "দধে" পদ কণ্ব শাখায় "দধৌ" রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। অপিচ, এই কণ্ডিকার "নিহারং চ" প্রভৃতি অংশের পাঠ তথায় নিম্নরূপ দৃষ্ট হয়। যথা,—

নিহারং নিহরামি তে নিহারং নিহরাণি মে স্বাহা॥

একপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা হইতে ষট্‌পঞ্চাশৎ কণ্ডিকার মধ্যে বিশেষ কোনও পাঠ ভেদ নাই। কেবল মাত্র ত্রিপঞ্চাশৎ কণ্ডিকার প্রথম পদের "মনো ন্বাহ্বামহে" স্থলে কাণ্ব শাখায় "মনো নাহ্বামহে" পাঠ দেখিতে পাই। সপ্তপঞ্চাশৎ হইতে ষষ্টী কণ্ডিকার মধ্যে বিশেষ কোনও পাঠভেদ দৃষ্ট হয় না। কেবল মাত্র ঊনষষ্টি কণ্ডিকার দ্বিতীয় পদে "সুখং মেষায়" স্থলে কাণ্ব-শাখাধ্যায়িগণ "সুগং মেষায়" পাঠ গ্রহণ করেন।

একষষ্টিতম কণ্ডিকার পাঠ বিষয়ে কাণ্ব শাখায় একটু বিশেষত্ব দেখিতে পাই। একষষ্টিতম কণ্ডিকার কাণ্ব শাখার পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সেই পাঠ; যথা,—

এতেন রুদ্রাবসেন পরো মূজবতো—শিবঃ শান্তোঽতীহি।

কণ্বশাখাধ্যায়িগণের মতে, তৃতীয় অধ্যায়ে যট্‌সপ্তি কণ্ডিকা আছে। মাধ্যন্দিন-শাখায় দ্বিষষ্টিতম ও ত্রিষষ্টিতম কণ্ডিকাদ্বয় যেরূপভাবে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, কাণ্ব-শাখায় তাহা তদ্রূপভাবে গৃহীত হয় না। তদনুসারে নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি সেই সকল কণ্ডিকার অন্তর্গত (অতিরিক্ত ছয়টী কণ্ডিকায়) বলিয়া পরিগৃহীত হয়।

বাজিনাং বাজোঽবতু ভক্ষোঽস্মান্ রেতঃ সিক্তমমৃতং বলায়।

বিশ্বে দেবা অভি যৎ সম্বভূবুস্তন্মাবিনোতু প্রজয়া ধনেন॥ ১॥

বাজ্যহং বাজিনস্থোপহূত উপহূতস্য ভক্ষয়ামি।

বাজে বাজী ভূয়াসম্॥ ২॥

সবিত্রা প্রভূতা দৈব্য আপ উদয়স্তে (উন্দন্তুহ)

তে তন্বম্ (তনুম জটাপাঠে) ॥

দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চ্চসে ॥ ৩ ॥

কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ।

যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তন্মেঽঅস্তু ত্র্যায়ুষম্ ॥ ৪ ॥ *

যেন ধাতা বৃহস্পতেরিন্দ্রস্য চায়ুষেঽবপৎ।

তেন তে বপামি ব্রহ্মণো জীবাতবে জীবনায় ॥ ৫ ॥

দীর্ঘায়ুত্বায় বলায় বর্চ্চসে।

সুপ্রজাস্ত্বায় চাগা (চ। অসৌ জটাপাঠে) ঽ

অর্থো' জীব শরদঃ শতম্ ॥ ৬ ॥ ৭৬ ॥

নবানুবাক্যেষু ষট্সপ্ততি ॥

ইতি কাণ্ব শাখায়াং সংহিতা-পাঠে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

---

* এই মন্ত্রটী মাধ্যন্দিন শাখার ত্রিষষ্টিতম কণ্ডিকায় কি ভাবে গৃহীত আছে, তাহা মিলাইয়া দেখিলে, পাঠান্তর উপলব্ধ হইবে। অন্যান্য পাঠের বিবরণ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ের মন্ত্র-সূচী।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং রামচন্দ্রপুরে পুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য বেদব্যাখ্যারতোঽধুনা।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ভূয়াৎ অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥